৫ম খণ্ড।] অক্টোবর ১৮৮৬। [১ম সংখ্যা।

বঙ্গবন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

ইমদাদ্ আলির লেন ৩৬ নং হইতে প্রকাশিত।

১৮৮৬।

মূল্য ৵১০ মাত্র।

Painted by S. N. Mundul, at the
Victoria Printing Press, 82, New China Bazar, Calcutta.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা তালতলা ইমদাদ্ আলির লেন ৩৬ নম্বর বাটীতে বঙ্গ বন্ধু সংক্রান্ত সমুদায় চিটিপত্র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা এখনও মূল্য দেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা বাধ্য হইব। এই মাসের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব দেয় না পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে ১॥০ টাকার হিসারে মূল্য দিতে হইবে।

বঙ্গ বন্ধুর অগ্রিম মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সম্বন্ধে মফঃস্বলের গ্রাহকগণের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে না। এই পত্রের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য তিন মাসের মধ্যে দেয়। কিন্তু যাহারা তিন মাসের মধ্যে মূল্য প্রেরণ না করিবেন, তাহাদিগকে ১॥০ টাকার হিসাবে দিতে হইবে।

কেহ বঙ্গবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম বার তাঁহাকে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। যিনি একবারের অধিক বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

শ্রীবরদা চরণ ঘোষ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

৩৬ নং ইমদাদ্ আলীর লেন।

বঙ্গ বন্ধু।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৫ম খণ্ড।] অক্টোবর ১৮৮৬। [১ সংখ্যা।

বঙ্গবন্ধুর পঞ্চম বৎসর।

দেখিতে দেখিতে বঙ্গবন্ধু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। মনে করিয়াছিলাম বঙ্গবন্ধু বুঝি আর থাকে না, কিন্তু সেই পরম করুণাময় পিতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যত আশা করিয়াছিলাম তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে বঙ্গবন্ধু স্থায়ী হয় এবং আমরা সেই জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে টাকা আদায় করা একটী কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি মাসে বিল প্রেরণ করা হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা হাঁ কিম্বা না কিছুই উত্তর দিতেছেন না। অনেকে বলেন যে আমরা বঙ্গবন্ধু ঠিক সময়ে প্রাপ্ত হই না। তাঁহারা কি করিয়াই বা তাহার আশা করিতে পারেন? বঙ্গবন্ধু ছাপাইতে খরচ আছে, এখন টাকা দিবার বিল আসিলে, সে বিষয়ে খোঁজও নাই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ঠিক সময় বাড়িতে না পৌঁছিলেই মহা গোলযোগ। তাঁহাদের ইহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, যে বঙ্গবন্ধু মিসন হইতে কাগজ কিম্বা ছাপাই খরচ পায় না। ইহাকে সকলের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাঁহাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে প্রিণ্টার নিয়মিত রূপে ছাপাইবার খরচ না পাইলে, কি করিয়া তিনি যথা সময়ে পুস্তক ছাপাইতে পারেন। অতএব আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, যদি গ্রাহকেরা ঠিক নিয়মিত সময় ইহার মূল্য প্রেরণ করেন তাহা হইলে বঙ্গবন্ধুও ঠিক সময়ে গিয়া তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইবে। একটু মনে করিয়া বৎসরে এক টাকা আমা-

দের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। তাহা হইলে বঙ্গবন্ধু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাদের বাড়িতে উপস্থিত হইবে। অনেকে বলিয়া থাকে, বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। কিন্তু আসুন আমরা সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগি, দেখি বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে কি না। বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে। তবে কেন বাঙ্গালী এ কাজ করিতে পারিবে না। যাহার বুদ্ধি আছে, তাহারই বল আছে। অতএব আবার বলি, আসুন সকলকে দেখাইব বাঙ্গালী দ্বারা অনেক কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের শেষ কথা এই যে, যাঁহার যাহা দেয় আছে তিনি তাহা সত্বরে আমাদের কাছে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, যেন আমরা পুনরায় নূতন সাহস ও যত্নে ভর দিয়া আমাদের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি। বিস্তরেণ অলম্।

সাধু মথি।

আলফিয়ের পুত্র লেবী করসংগ্রাহক ছিলেন। যাহারা হ্রদের উপকূলে মৎস্যের ব্যবসা করিত, কিম্বা যে বণিকেরা দামাস্ক হইতে দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিত, বোধ হয় তাহাদের নিকট হইতে তিনি কর আদায় করিতেন। একদা য়েশু সমুদ্রের উপকূল দিয়া যাইতে যাইতে মথিকে কর আদায় স্থানে উপবিষ্ট দেখিলেন। দেখিয়াই বলিলেন, আমার অনুগমন কর। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। য়েশু তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে কথা কহিয়াছিলন কি না তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। কিন্তু সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহিত কথোপকথন হইয়াছিল, আর তাঁহার মনেও ধারণা হইয়াছিল যে খৃষ্ট তাঁহাকে এক সময় আহ্বান করিবেন।

লেবী খৃষ্টের অনুগামী হইয়া আপনার নাম পরিবর্ত্তন করেন। এখন হইতে মথি বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। মথি শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের দান।" গৃক নাম "থিয়দোর" এরও ঐ অর্থ। সেই সময় নাম পরিবর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। সৌল ও সীমোন নূতন ব্রত অবলম্বন করিয়া নূতন নামে খ্যাত হইলেন।

সেই দিবসে মথি বোধ হয় পুরাতন সঙ্গীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য একটী ভোজ দিলেন। সেই ভোজে তিনি য়েশু ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই সময়ে মথি যে কতই আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি সেই সময় খৃষ্টের বাক্য শ্রবণ করিলেন, তাঁহার কার্য্য দর্শন করিলেন। সেই সকল যে তাঁহার হৃদয় পটে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ আর কি আছে?

ইহার পর সুসমাচারের ইতিহাসে কেবল দ্বাদশ প্রেরিতগণের নামের

তালিকা ব্যতীত অন্য কোন স্থলে মথির নামোল্লেখ নাই। অন্য অন্য সুসমাচারের তালিকার মধ্যে তিনি সপ্তম, নিজের সুসমাচারে তিনি অষ্টম স্থানীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগের শেষ নাম তাঁহার। আপনার সুসমাচারে তিনি "কর সংগ্রাহক মথি" বলিয়া আপনাকে আখ্যাত করিয়াছেন; ইহাতেও তাঁহার বিনয়ের সূচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয় থোমা, ফিলিপ, ও বর্থলমায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল। এই সকল ছাড়া তাঁহার বিষয় আর কিছু জ্ঞাত হওয়া সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ হয়।

কাফারনাউম হেরোদ আনতিপার অধিকারভুক্ত থাকাতে, অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি সেই শাসনকর্ত্তার অধীনেই কার্য্য করিতেন, রোমক শাসনের অন্তর্গত ছিলেন না। মথির আহ্বান ও মনোপরিবর্ত্তন বিবেচনা করিতে গেলে ইহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না। যে হিব্রু সম্পূর্ণ রূপে রোমের আধিপত্যের পক্ষপাতী তাহার পক্ষে খৃষ্টের অনুসরণ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। য়েশুই কেবল যিহুদী জাতির আকাঙ্ক্ষা ও কৈসরের আধীন্যের সামঞ্জস্য বিধান করিবার উপায় জানিতেন। রোমের আধীন্য স্বীকার করা ও হেরোদের বংশকে অগ্রাহ্য না করার মধ্যে প্রভেদ ছিল। কোন রোমক যে পরিমাণে বিদেশীয় ও ভিন্ন জাতীয়, হেরোদ সে প্রকারে ছিলেন না। এদোম ইসরাএলের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব এক জন যিহুদী নিরাশা পঙ্কে পতিত হইয়া যে হেরোদের বংশে মশিহের উৎপত্তির প্রতীক্ষায় থাকিবে, তাহা কোন মতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

অভ্যাস।

অভ্যাস অজেয়। অভ্যাস পরিবর্ত্তনশীল নহে। অভ্যাস সহজে ভুলিয়া যাওয়া যায় না। যিরিমিয় আচার্য্য বলেন,—'ইথিওপিয়ান* কি কখন আপন গাত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে? না, চিতা ব্যাঘ্র তাহার গাত্রের দাগ গুলি উঠাইয়া ফেলিতে পারে? যদি তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হয় তাহা হইলে যাহাদের মন্দ কর্ম্ম করিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহারাও সৎকর্ম্ম করিতে পারে।'

যাহা হউক অভ্যাস পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত কঠিন। একবার কোন বিষয় অভ্যাস হইলে তাহা উৎপাটন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাহা অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য কোন একটী বিষয় অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে সে বিষয় বিশেষ করিয়া চিন্তা করা সকলের আবশ্যক।

শৈশবকাল অভ্যাসের সময়। এই সময় সকল বিষয়ই সহজে অভ্যাস করা যায় এবং যাহা এই সময় অভ্যাস

---

* আফ্রিকা দেশীয় এক জাতি বিশেষ।

করা যায়, তাহা প্রায়ই মনুষ্য জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। বৃক্ষ যখন চারা থাকে, তখন সহজেই তাহাকে নোয়ান যাইতে পারে, কিন্তু যখন সে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠে, তখন তাহাকে নোয়াইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়। মানব চরিত্র ঠিক সেই প্রকার। শৈশবকালে সহজেই সে একটী অভ্যাস ছাড়িয়া আর একটী অভ্যাস গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ হইলে তাহা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। একটী যুবার যদি কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে সহজেই তাহাকে তাহা ছাড়াইতে পারা যায়, কিন্তু এক জন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের একটী অভ্যাস সহজে উন্মূলন করা যায় না।

পুনশ্চ, অভ্যাস সমাজের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। যে প্রকার সমাজের সহিত যুবারা উঠিবে, বসিবে, কাজকর্ম্মাদি করিবে, তাহাদের অভ্যাসও সেই প্রকার হইয়া দাঁড়াইবে, আর সেই অভ্যাস জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবে। তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে না। তুমি যে বিষয় এখন অভ্যাস করিবে, ভবিষ্যতে তাহারই উপর তোমার সুখ-সচ্ছন্দতা নির্ভর করিবে, তাহারই উপর তোমার মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবে।

তুমি চতুর্দ্দিকে উত্তম করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, অধিকাংশ যুবকই সঙ্গতিহীন। সেই জন্য প্রত্যেক যুবার বিশেষ রূপে আপনাপন চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কেননা তাহাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। যদি তাহাদের চরিত্র উত্তম হয় তাহা হইলে তাহারা জগতে আদর ও প্রতিপত্তি পায়, কিন্তু যাহাদের তাহা নাই তাহারা সকলই হারাইয়া থাকে। এবং এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা তাহাদের বিড়ম্বনা মাত্র।

পুনশ্চ, ইহাও সত্য যে তুমি যে প্রকার অভ্যাস এখন করিবে, তদুপরি তোমার আত্মিক জীবনও সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিবে। তুমি যৌবনকালেই হউক বা বৃদ্ধাবস্থাতেই হউক, যখনই কালগ্রাসে পতিত হইবে তখনই তোমার এই বর্ত্তমান অভ্যাসের ফল কার্য্যে পরিণত হইবে।

শৈশবকাল হইতে যদি সু-অভ্যাস আরম্ভ কর তাহা হইলে তোমার ভবিষ্যতে সুকর্ম্ম করিতে সদিচ্ছা হইবে এবং তাহাতে তোমার কষ্ট বোধ হইবে না। এবং তাহা হইলে তোমার যাহা ন্যায্য তাহাই করিতে মতি হইবে, কিন্তু যাহা অন্যায্য তাহাতে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মিবে।

অধর্ম্মে যে প্রকার আস্থা জন্মে ধর্ম্মেও তদ্রূপ আস্থা জন্মিয়া থাকে। এই উভয়ই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যাহার অসৎ কার্য্যে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহার সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা সাধন করিতে পারে না, তাহাতে তাহার কষ্ট বোধ হয়।

অতএব শৈশবকালের অভ্যাসের উপর মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ

রূপে নির্ভর করে। কেননা শৈশবকালে যাহা অভ্যাস করা যায় তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাওয়া যায় না, এবং তাহা সহজেই অভ্যস্থ হইয়া থাকে। যদি তুমি শৈশবকালে ঈশ্বরের সেবা করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে বয়স্ক হইলে তাহাতে তোমার কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হইবে না, বরঞ্চ তাহাতে তোমার আনন্দ জন্মিবে ও সহজেই তাহা সাধন করিতে পারিবে। তুমি অনুভব করিবে যে কেবল সেই মহাপ্রভুর নিমিত্তেই তুমি এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছ।

এক্ষণে আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি যে সৎকর্ম্ম যত শীঘ্রই অভ্যাস করা যাইতে পারে ততই ভাল।

চর্চ্চ অর্থাৎ খৃষ্টের নিগূঢ় দেহ।

ইংলণ্ডের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হুকর বলেন, " যেমন হবা আমাদের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন, তদ্রূপ চর্চ্চ অর্থাৎ মণ্ডলী খৃষ্টের মধ্যে অবস্থিত। স্বভাবতঃ আমরা যেমন আমাদের আদি পিতা মাতাতে নিহিত ছিলাম, তদ্রূপ আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রসাদ দ্বারা খৃষ্ট ও তাঁহার মণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত থাকে। ঈশ্বর আদমের পাঞ্জর হইতে হবাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য পুত্রের প্রকৃত মাংস ও ক্ষত বিক্ষত পার্শ্ব হইতে মণ্ডলী সংগঠন করেন। তাঁহার ক্রুশে হত শরীর ও জগতের জীবন জন্য তাঁহার পাতিত রক্ত সেই সত্ত্বার অংশ যাহার দ্বারা আমরা তাঁহার সদৃশীকৃত হই। সেই জন্য আদমের বাক্য প্রকৃত প্রস্তাবে মণ্ডলীর প্রতি খৃষ্টের বাক্য রূপে উক্ত হইতে পারে, "তুমি আমার মাংসের মাংস, আমার অস্থির অস্থি "— আমার আপনার শরীরের প্রকৃত অংশ। অতএব তাঁহার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমরা আপনাদের স্বর্গীয় সত্ত্বানুসারে সেই মূলের শাখা, যে মূল হইতে সেই শাখা উৎপন্ন হইয়াছে।" খৃষ্টের স্বাভাবিক দেহ ও নিগূঢ় দেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সুম্বন্ধ একটী বিষয় হইতে স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইবে। মণ্ডলীর সেই একতার কারণ বা উদ্দেশ্য কি যে একতা আমাদের প্রতীতি পদার্থের একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে? " এক দেহ ও এক আত্মা আছে, যেমন তোমরা ও আহ্বানের একই আশাতে আহূত হইয়াছে।" যদি সাধু পৌলের কথার কোন অর্থ থাকে, তাহা হইলে মণ্ডলীর একতার এরূপ উল্লেখ হইবার কোন বিশিষ্ট কারণ থাকিবে। পুনশ্চঃ " আমরা অনেক হইলেও খৃষ্টে এক শরীর।" মণ্ডলী রূপ দেহের একতা সর্ব্ব সময়ে খৃষ্টীয় প্রতীতি পদার্থের আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সার্ব্বত্রিক মণ্ডলী সর্ব্ব সময়ে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সলোমনের মন্দিরের ন্যায় মণ্ডলী নিঃশব্দে,

পবিত্রতার সৌন্দর্য্যে, রোমীয় সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। অন্ততঃ তিন শত বৎসর ধরিয়া কেহ চর্চ্চের কোন সাংসারিক আধিপত্যের কথা আন্দোলন করে নাই, সমস্ত দেহ যেন এক আত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল মনুষ্যের কার্য্যের সহিত অসামঞ্জস্যে ইহার ঐশিক উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। মণ্ডলী এক, কারণ ইহা খৃষ্টের শরীর, তাঁহার আত্মিক উপস্থিতি বশতঃ ইহা সঞ্জীবিত, আধ্যাত্মিক জীবন দ্বারা তাহার স্বাভাবিক দেহ মনুষ্যের উপরে কার্য্য সাধন করে, কেবল তাহা নহে, তাহার দ্বারা তাহার নিগূঢ় দেহ ফলবন্ত হইয়া উঠে। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তিনি আপনার বংশ নিরীক্ষণ করিবেন এবং তাঁহার হস্ত দ্বারা প্রভুর ইচ্ছা মত কার্য্য সাধিত হইবে। তিনি আপনার প্রাণের প্রসব বেদনা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। এই প্রকারে ঈশ্বর তাঁহাকে "অনেক ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রথমজাত করিয়াছেন। খৃষ্টের মনুষ্যত্ব মানবীয় স্বভাব রূপ খনি হইতে উৎপন্ন। তাহা প্রস্তর স্বরূপ হইয়া বৃহৎ পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় মনুষ্যের জীবনীশক্তিই সকলকে আপনার নিজ নিজ স্থানে সংরক্ষণ করে।

লুসিয়া।

(পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষাংস।)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সূর্য্যালোক কিছুই দেখা যাইতেছে না, এমন সময় টর্‌বো সপরিবার প্রেট্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যত বেলা হইতে লাগিল দিবাকর আপন রশ্মি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। অন্ধকার দূরীভূত হইল। মেঘাদি উড়িয়া গেল। তপন তাপে বালুকাময় মরুভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে কেবল পাহাড় পর্ব্বতাদি আরও স্পষ্ট রূপে দেখা দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী পক্ষী শব্দ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। এক এক বার সিংহ ধ্বনিও শুনা যাইতেছে। জনমানবের দেখা নাই। এমন সময় টর্‌বো আপন স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া এই মগ্ন প্রান্তর মধ্য দিয়া প্রেট্রাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। ফ্লোরেণ্টিয়স্ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছে। ভিরিয়া একবার পিতৃক্রোড়ে একবার মাতৃক্রোড়ে উঠিতেছে, ও অন্য দুইটী পুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া যাইতেছে।

টর্‌বো দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এখনও অনেক পথ যাইতে হইবে, যে সামান্য খাদ্য সামগ্রী ছিল তাহাও ফুরাইয়া আসিয়াছে। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, "হে ঈশ্বর, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

সকলের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া টর্‌বোর চিন্তা ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাইলেন। নদী দেখিয়া সকলের যে কি আনন্দ হইল তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন।

টর্‌বো বলিলেন, 'অদ্য আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিব, বোধ হয় আমরা

প্রাতঃকাল অপেক্ষা সন্ধ্যাকালে আরোও অধিক দূর হাঁটিতে পারিব।'

সকলে নদী তীরে বিশ্রামার্থে বসিলে ফ্লোরেণ্টিয়স্ তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা?"

টর্‌বো বলিলেন, "ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বে আমরা পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম সেই জন্য এ স্থানে পৌঁছিতে এত বিলম্ব হইল, কিন্তু এখন আমরা সমতল ভুমি দিয়া চলিব সেই জন্যে আমাদের তত কষ্ট হইবে না ও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শীঘ্র চলিতে পারিব।"

ফ্লোরেণ্টিয়স্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে আমরা স্রোত যে দিকে বহিয়া গিয়াছে সেই দিকেই যাইব? এই স্রোত অবশ্যই কোন এক নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। নদী তীরে প্রায়ই মনুষ্যের বসবাস, আর আমরা তাহা হইলে হয় ত কোন না কোন মনুষ্যের দেখা পাইতে পারিব।"

টর্‌বো বলিলেন, "তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু যেমন করিয়া হউক আমাদের প্রেট্রতে গিয়া শীঘ্র উপস্থিত হইতেই হইবে," এই বলিয়া টরবো পূর্ব্বদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রেট্রা ঐ দিকে এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে এই স্রোত কোন দিগে বহিয়া গিয়াছে। যদি বামদিকে বহিয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কিন্তু যদি দক্ষিণ দিকে গিয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের এই স্রোত ত্যাগ করিতে হইবে।"

সায়ংকালে তাহারা আরো অনেক দূর যাইতে পারিবে শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। টর্‌বো ছুরী দিয়া একটী পিষ্টক কাটিলেন, পরে সকলে তাহা আহার ও স্রোত জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। আহারের পর টর্‌বো বলিলেন, "তোমরা সকলে এই স্থানে থাক, আমি পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখি, এই দেশটী কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছে। ফ্লোরেণ্টিয়স্ বলিল, "বাবা, আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।"

টর্‌বো বলিলেন, "না তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, এখনও অনেক পথ হাঁটিতে হইবে। তুমি, তোমার মাতা ও ভাই ভগ্নিদের সঙ্গে থাক।"

তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, "আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তোমরা একটু ঘুমাইয়া লও, ফ্লোরেন্স তোমাদের পাহারা দিবে।"

ফ্লোরেণ্টিয়স্ বলিল, "আচ্ছা, আমি ইহাদের সঙ্গে থাকিব, কিন্তু আপনার ছুরীখানি আমার কাছে রাখিয়া যান, আমি ঐ গাছের গুটীকতক ডাল কাটিয়া লইব।" টর্‌বো তাহাকে ছুরীখানি দিয়া বলিলেন, "এই লও, ইহা যত্ন করিয়া রাখিও, সময় বিশেষে কাজে লাগিবে।" এবং ভিরিয়াকে চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

টর্‌বো ভ্রমণ করিতে করিতে এক উচ্চ ভুমিতে গিয়া পড়িলেন, তাহার

উপর উঠিয়া দেখিলেন যে আর অধিক দূর পর্ব্বতময় স্থান নাই, কিন্তু চতুর্দ্দিকে সমতল ভুমি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর দিকে পালাস হেলমেট ! দক্ষিণে প্রেট্রা যাইবার রাস্তা। তাহার মধ্যে মধ্যে পাহাড় পর্ব্বত, এবং মধ্যে মধ্যে উপবনও রহিয়াছে। এই প্রকার চারি দিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাঁহার মুখ-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইল, তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। পাঠক, বলিতে পার তিনি কি দেখিলেন। টর্‌বোর নিকট হইতে প্রায় তিন শত হস্ত দূরে পর্ব্বত পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড সিংহ দাঁড়াইয়া করিয়াছে। নীচে সমতল ভুমিতে কোন প্রকার শিকার আছে কি না তাহার অন্বেষণ করিতেছে।

টর্‌বো দেখিলেন যে, সিংহ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, অতএব তিনি অতি সাবধানে পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিলেন। তিনি সপরিবারে প্রেট্রাভিমুখে সত্বরে যাত্রা করিবেন তাহা স্থির করিলেন। ভাবি-লেন যে সিংহ বিষয় কাহারো নিকটে কিছু উল্লেখ করিবেন না, পাছে তাহারা ভয় পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি যে পাথরের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা খসিয়া যাওয়াতে, তিনি একবারে গড়াইতে গড়াইতে সিংহের নিকট দিয়া সমতল ভুমিতে গিয়া পড়িলেন। সিংহ ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল, বোধ হইল এখনই যেন পথিকের উপর লাফাইয়া পড়ে। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে সে পর্ব্বতের অপর দিক দিয়া পেট্রাভিমুখে প্রস্থান করিল।

টর্‌বো বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে ভয়ে কাতর দেখিলেন। তা-হারা সিংহ গর্জ্জন শুনিয়া ভয়েতে কে কোন দিকে পলায়ন করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না। এমন সময় টর্‌বো দূর হইতে তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন।

তিনি তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে সন্তানেরা চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসাক-রিতে লাগিল, "ও কিসের শব্দ বাবা, ও কিসের শব্দ বাবা," তাঁহার স্ত্রীও ভয়ে কাম্পিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "তুমি কি কিছু দেখি-য়াছ।"

টর্‌বো বলিলেন, যখন তোমরা সকলেই জানিতে পাইয়াছ তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে কিছুই গোপন করিব না, আমি বাস্তবিক কিছু দেখি-য়াছি বটে।"

ফ্লোরেণ্টিয়স্ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি দেখিয়াছেন?"

টর্‌বো বলিলেন, "যাহা আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম, ইহা তাহাই, অর্থাৎ একটী সিংহ।" পিতৃমুখে এই কথা শু-নিয়া সকলেই ভয় পাইল, কিন্তু কি হইবে, পেট্রাতে ত যাইতেই হইবে। আবার সিংহটিও পেট্রাভিমুখে গি-য়াছে। যাহা হউক, টর্‌বো তাহাদের অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন "এখন আইস আমরা আপ-নাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করি ও

তাঁহার বাক্যতে সম্পূর্ণ নির্ভর করি, যদ্দ্বারা আমরা অনেকবার সান্ত্বনা পাইয়াছি।—"তুমি সিংহের ও সর্পের উপর দিয়া গমন করিবে, তুমি যুবসিংহকে ও নাগকে পদতলে দলিবে।" আরও বলিলেন যে, রাত্রিতে যত, দিনেতে তত ভয়ের কারণ নাই, সেই নিমিত্তে রাত্রিতে তাঁহাদের কিছু সাবধান থাকিতে হইবে এবং আশ্রমের চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালাইতে হইবে, তাহা হইলে বন্যপশুরা কাছে আসিতে সাহস করিবে না।"

সে দিন আর কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সকলেই পেটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভিরিয়া সকলের ছোট, সে ভয়ে জড় সড় হইয়া পিতৃহস্ত এরূপ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার পিতাই তাহাকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। সে যেমনি কোন শব্দ শুনিতেছে অমনি চমকিয়া উঠিতেছে ও পিতৃহস্ত আরও শক্ত করিয়া ধরিতেছে। এমন কি ফ্লোরেণ্টিয়স্ ও তাহার ভাই ভগ্নিরা সকলেই এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া চলিতেছে, কেহ কাহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না। আর তাহাদের মাতা স্বামীর বাহুর উপর নির্ভর দিয়া চলিতেছেন, ও মনে মনে কেবল প্রার্থনা করিতেছেন যেন ঈশ্বর তাঁহাদের সন্তান গুলিকে বন্যপশুর গ্রাস হইতে রক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমাগত নদীর ধার ধার দিয়া যাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিন পাহাড় দেখিয়া সন্ধ্যার সময় নদীস্রোত ও তাহার হরিৎবর্ণ বৃক্ষ লতাদি দেখিয়া মনে এক অদ্ভুত প্রকার আনন্দের উদয় হইল। কিন্তু অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ ভিরিয়ার পক্ষে ইহা নিতান্ত কষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এখন তাহারা প্রায় পর্ব্বতময় স্থান অতিক্রম করিয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে সেখানে দুই একটী পাহাড় দেখা দিতেছে, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষাদি রহিয়াছে। সূর্য্যও প্রায় অস্ত গিয়াছে। এমন সময় তাঁহারা রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা খুঁজিতে ২ একটী উত্তম স্থান দেখিতে পাইলেন। বোধ হয় ঈশ্বর মনুষ্যের আবশ্যকতা বুঝিয়া সকলই যোগাইয়া দিয়া থাকেন, পর্ব্বতের উপর একটি গহ্বর রহিয়াছে, তাহা বৃক্ষাদির দ্বারা উত্তম রূপে আচ্ছাদিত, গহ্বরে প্রবেশ করিবার কেবল একটি মাত্র পথ রহিয়াছে। যদি সেই পথটি উত্তমরূপে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে কোন হিংস্রক প্রাণী তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব টর্‌বো রাত্রি বাসের নিমিত্ত সেই গহ্বরটিই মনোনীত করিলেন।

টর্‌বো বলিলেন, "ফ্লোরেণ্টিয়স্, এস তোমাতে আমাতে, বৃক্ষের যত শুষ্ক ডাল ও পাতা পাই, সংগ্রহ করি, তদ্দ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করিব তাহা হইলে কোন বন্যপশু আমাদের বাসস্থানের

নিকটে আসিতে পারিবে না। এখন আইস আমরা সকলে জল পান করি, সন্ধ্যার সময় স্রোতের নিকট যাওয়া বড় নিরাপদ বলিয়া বোধ হয় না। আর আমরা যতক্ষণ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিব ততক্ষণ তোমরা এই স্থানে থাকিও।"

সকলের জল পান হইলে পর টবুবো ও ফ্লোরেণ্টিয়স্ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতে গেলেন এবং অন্যেরা পর্ব্বতোপরি আ-রোহণ করিলেন। ভিরিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, সে শীঘ্রই নিদ্রা গেল। তাহার মাতা ও আর আর ভাই ভগ্নিরা গহ্বরের নিকটস্থ শুষ্ক ঘাস পত্রাদি কুড়াইয়া জড় করিতে লাগিল। ফ্লোরে-ণ্টিয়স্ তিন চারিবার আসিয়া কাষ্ঠাদি রাখিয়া গেল। তাঁহাদের কাষ্ঠাদি সংগ্রহ হইলে তাঁহারা গহ্বরের সম্মুখে শুষ্ক পত্রাদির দ্বারা অগ্নি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলে আহার করিতে বসিলেন।

এখন আমরা ইহাদের বিশ্রাম করিতে দিয়া চল দেখিয়া আসি লুসিয়া কি করিতেছে।

গৃহে সাক্ষাৎ।

(তৃতীয় ভাগ।)

দৃশ্য—গোপালের বাড়ী।

সময়—রবিবার প্রাতঃকাল।

ব্যক্তিগণ { গোপাল।
হারাণ, গোপালের বন্ধু।

গোপাল। হারাণ, আজ তোমাকে আর অনেক ক্ষণ বসিয়ে রাখব না। আজ আমরা সকলেই গির্জ্জায় যাবার জন্যে তোয়ের হোয়েছি। আমরা তোমার সঙ্গে যাব। কেদার এ বিষয় শুনলে কত ঠাট্টা কোর্‌বে। কিন্তু যা হোক সে ত কখন ছেলে পুলে হারায় নি। সে আমার মনের ব্যথা কি ক'রে বুঝ্‌বে বল? তুমি বেণীর বিষয় যা বলেছিলে, তা শুনে আমার স্ত্রীর অনেকটা উপকার হ'য়েছে। তার মন পূর্ব্বেকার চেয়ে অনেক শান্ত হয়েছে। এখন সে অনেকটা বুঝতে পেরেছে। এখন তাঁর গির্জ্জাকে সামান্য স্থান ব'লে আর মনে হয় না।

হারাণ। হাঁ, গির্জ্জার বিষয় অনেকে অনেক রকম ভাবে।

গোপাল। আচ্ছা গির্জ্জার বিষয় তোমার মনের ভাব কি?

হারাণ। দেখ, আমি তেমন লেখা পড়া জানি না। এটী বড় শক্ত প্রশ্ন। কিন্তু আমার বোধ হয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছ, যে ভাবুক লোকেরা গির্জ্জায় যাওয়ার বিষয় কি মনে করে?

গোপাল। হাঁ আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হারাণ। গির্জ্জায় যাওয়ার বিশেষ কারণ হ'চ্চে এই যে আমরা যেন ঈশ্বরকে ভুলে না থাকি। তিনি যে কেবল দুষ্টদিগকে শাস্তি দিবেন তা নয়, কিন্তু যারা তাঁরে ভুলে যায় তাদেরও তিনি শাস্তি দিবেন। আর সেই জন্যে আমাদের এরূপ সতর্কতার সহিত চলা উচিত যেন আমরা সদাসর্ব্বদা তাঁকে মনে রাখতে পারি।

গোপাল। হাঁ, তা ঠিক বটে।

হারাণ। এখন, গির্জ্জায় যাবার প্রধান উদ্দেশ্যই এই যে আমরা যেন তাঁকে মনে ক'রে রাখি। আমাদের দেশে সাধারণ উপাসনা প্রণালী অনেক প্রকার আছে। কিন্তু আমি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের উপাসনার কথা ব'লছি।

গোপাল। আচ্ছা, হারাণ আমাদের দেশে অন্যান্য প্রকারে উপাসনা কেন হয়? অবশ্য ব'লতে হবে যে আমরা চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের উপাসনা ভাল বাসি। কিন্তু যদি লোকে আমায় এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে তা হ'লে আমি কি উত্তর দিব?

হারাণ। হাঁ, তার অনেক উত্তর আছে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে আমি সব ঠিক ক'রে ব'লতে পার্ব্ব না। তবে তার আর একটী কারণ হচ্চে এই যে, আমাদের মণ্ডলী আদিম মণ্ডলী যাহা খৃষ্ট ও তাঁর প্রেরিতবর্গের দ্বারা শিক্ষিত হ'য়েছিল।

গোপাল। হাঁ, এখন বুঝেছি। যখন আমরা শুনি যে খৃষ্টের আজ্ঞানুসারে তাঁর শিষ্যেরা এই মণ্ডলী স্থাপন ক'রেছেন তখন আমাদের মনে আনন্দ জম্মে। কিন্তু মনে কর যদি এক জন বলে যে, সে ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হ'য়ে পুরোহিতের কার্য্য ক'র্ত্তে চায়। তা হ'লে সে কি অত ধূমধাম না ক'রে কি পুরোহিত হ'তে পারে না। সে পুরোহিত হ'তে চায়, হ'ক্ না, তাতে বাধা কি?

হারাণ। গোপাল, তুমি অনেক গুলি কথা একেবারে জিজ্ঞাসা ক'রেছ, আমি একে একে তার উত্তর দিব। প্রথমে আমি ব'লি যে, সে কেন পুরোহিত হ'তে পারে না এবং ইচ্ছে ক'র্লেও পুরোহিত হওয়া যায় না। মনে কর এক জন লোক এক দল সৈন্যের সেনাপতি হ'তে চায়, কিম্বা এক জন পুলিসের কনষ্টেবল হ'তে চায়, আর সে যদি সেই জন্যে সেনাপতির মতন বা পুলিশের কনষ্টেবলের মতন পোষাক পরে, তা হ'লেই কি সে সেনাপতি বা পুলিশের কনষ্টেবল হ'ল? তা কখনই সে হ'তে পারে না। তাকে গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুযায়ী দরখাস্ত করতে হইবে। পরে সে যদি সে কার্য্যের উপযুক্ত হয় তা হ'লে সে পদ পেতে পারে, নতুবা সে কখনই পারে না। সেই রকম এ বিষয়েও জানবে। কোন বিষয় ইচ্ছা ক'র্লেই হয় না।

গোপাল। না তাত কখনই হ'তে পারে না। যতক্ষণ না রাণী কিম্বা তাহার অধীন পদস্থ কোন ব্যক্তি সেই লোককে সেই পদ না দেন।

হারাণ। হাঁ, ঠিক বটে। এবিষয়েও ঠিক সেই রকম। যখন খৃষ্ট তাঁহার বিশপদের দ্বারা এক জনকে পুরোহিতের পদে নিযুক্ত না করেন, সে কখনই পুরোহিত হ'তে পারে না। খৃষ্ট মণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ। যেমন রাণী দেশের কর্ত্রীরূপে রাজত্ব ক'র্ছেন।

গোপাল। হাঁ, হারাণ, তুমি আমাকে বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছ। এই যে আমরা গির্জ্জার কাছে এসে

পড়লুম্। আমরা ঠিক সময়ে এসেছি। আমার মনে লজ্জা হ'চ্ছে যে কেন আমি এত দিন গির্জ্জায় আসি নি। নিতান্ত অন্যায় হ'য়ে গেছে। * * * * * * এই সময় গোপাল ও হারাণ গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া প্রার্থনার উপযুক্ত স্থান করিয়া বসিল, পরে গির্জ্জা আরম্ভ হইল—" দুষ্ট লোক যে দুষ্টতা করিয়াছে, তাহা হইতে পরাবৃত্ত হইলে ও ন্যায় এবং সদাচরণ করিলে, সে আপন প্রাণকে বাঁচাইবে।"

সকল দ্রব্যই কার্য্যে আইসে।

পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা আমরা দেখিয়া মনে করি,—কেন ঈশ্বর এ গুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, বা কেনই বা তিনি তাহাদিগকে এই জগৎ মধ্যে রাখিয়াছেন। কতকগুলি অতি কদর্য্য, আবার কতক গুলি বা বিষাক্ত। ভীমরুল, বোলতা, মাকড়সা প্রভৃতি পৃথিবীতে না থাকিলেই ত ভাল হইত।

আমি দুই একটী গল্প বলিব, সে গুলি শুনিলেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বর এই প্রাণী গুলিকে অপদার্থ বিবেচনা করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কার্য্য হেতু সৃষ্টি করিয়াছেন।

কোন সময় এক রাজপুত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—কেন যে ঈশ্বর এই মাকড়সা ও মাছি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিছুই ত বুঝিতে পারি না। যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি এই সকল প্রাণী গুলিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতাম। ইহাতে মনুষ্যের কোন উপকার নাই বরঞ্চ অপকার আছে।

কিছু দিন পরে ঐ রাজপুত্র যুদ্ধে গমন করেন, পরে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পরে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে নিদ্রা যান। সেই সময় এক শত্রুপক্ষীয় সেনা সেই স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। এই সময় একটী মক্ষিকা তাঁহার ঠোঁঠে দংশন করাতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়াই শত্রুকে সশস্ত্রে উপস্থিত দেখিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ নিজ অসি নিষ্কোষ করিয়া তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন, শত্রু অকৃত কার্য্য হইয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

সেই রাত্রিতে রাজপুত্র এক পর্ব্বত গহ্বরে আশ্রয় লয়েন। রাত্রি মধ্যেই একটী মাকড়সা তাহার দ্বারে জাল বুনিয়া ফেলিল। প্রাতঃকালে সেই গহ্বর সম্মুখ দুই জন শত্রুপক্ষীয় সেনা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। রাজপুত্র গহ্বর মধ্য হইতে তাঁহাদের কথোপকথন উত্তম করিয়া শুনিতে পাইতেছিলেন। একজন বলিল, " সে নিশ্চয়ই এই গহ্বর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে ' আর এক জন বলিল, ' না, তাহা কখনই

হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ঐ মাকড়সার জালটী কখনই গহ্বর মুখে থাকিত না, একবারে ছিন্ন হইয়া যাইত।

তাহারা প্রস্থান করিলে রাজপুত্র স্বর্গ দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। কল্য একটী মক্ষিকা দ্বারা, অদ্য একটী মাকড়সা দ্বারা তিনি তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টি সকলেই উত্তম, সকলই তিনি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বলিয়া রাজপুত্র গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বন্ধু অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন।

ভোজনবিধি।

(উদ্ধৃত)

আমরা ক্রমাগত পাঠক পাঠিকাদিগকে ভোজ্য ও পেয় দ্রব্যের উপহার দিয়া আসিয়াছি। অদ্য ভোজনবিধি বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার ইচ্ছা করিতেছি। বিনা ভোজনে দেহ ধারণ হয় না।

আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যোবলকৃদ্দেহধারণঃ।
স্মৃত্যায়ুশক্তি বর্ণোজঃসত্ত্বশোভাবিবর্দ্ধনঃ॥
যথোক্তগুণসম্পন্ন মুপসেবেত ভোজনং।
বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি॥

আহার করিলে প্রীতি হয়; তৎক্ষণাৎ বলবান হয়। আহার বিনা দেহ ধারণ হয় না। আহার করিলে স্মৃতি, আয়ু, শক্তি, বর্ণ, তেজ, সজীবতা এবং শোভা বৃদ্ধি পায়। অতএব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোপদিষ্ট গুণযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে। ভোজ্য দ্রব্যের দোষ এবং ভোজনের কাল বিচার করিয়া ভোজন করিতে হইবে। প্রাতঃ ও সায়ং উভয় কালেই ভোজন করিতে হইবে।

সায়ং প্রাতর্ম্মনুষ্যাণামশনং শ্রুতিবোধিতং।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমোবিধিঃ॥

প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে এই দুই কালেই মানবের ভোজন করা উচিত। ইহার ভিতর আর ভোজন করা উচিত নহে। সুস্থদেহ প্রাপ্তবয়স্ক মানবের পক্ষেই এই নিয়ম। রুগ্ন ও শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ বিধি আছে।

যামমধ্যে ন ভক্তব্যং যামযুগ্মং ন লংঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্বলক্ষয়ঃ॥

প্রাতঃকালে ভোজন করিবে, কিন্তু এক প্রহরের ভিতর নহে; তাহা হইলে শরীরে কফাদিরসের অতিরেক হইবে। দুই প্রহর অতীত করিবে না, তাহা হইলে বলক্ষয় হইবে।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনং।
অগ্নিসন্দীপনংহৃদ্যং লবণাদ্রকভক্ষণং॥

ভোজনের পূর্ব্বে যে লবণ আর আদ্রক ভক্ষণ পথ্য, তাহা প্রবীণ পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে কেন?

আয়ুর্ঘৃতে গুড়ে রোগা মৃত্যুকর্ণী-
নোবিদাহিষু।
আরোগ্যং কটুতিক্তেষু বলং মাংসে
পয়ঃসুচ ॥

ঘৃত ভোজনে আয়ুর্বৃদ্ধি, গুড় ভোজনে রোগ, যে সকল দ্রব্য জীর্ণ হয় না সেই সকল বিদ্রোহী দ্রব্য ভোজন করিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা। কটু তিক্ত ভোজনে আরোগ্য, মাংস ও দুগ্ধ ভোজনে বলবৃদ্ধি; ইহা সকলেরই জানা আছে।

অকালে ভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ।

অপ্রাপ্তকালো ভুঞ্জানোঽপ্যসমর্থ-
তনুর্নরঃ।
তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণঞ্চা-
ধিগচ্ছন্তি ॥
কালেঽতীতেঽগ্রতো জন্তোর্ব্বায়ু-
নাপহতেঽনলে।
কৃচ্ছ্রাদ্বিপচ্যতে ভুক্তং ন স্যাদ্ভোক্তুং
পুনঃস্পৃহা।

অকালে ভোজন করিলে নরের শরীর অসমর্থ হইয়া পড়ে, ও নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়। কারণ কাল অতীত হইলে বায়ুর প্রকোপ হয়, সুতরাং অগ্নি মন্দ হইয়া পড়ে। যাহা খাওয়া যায়, তাহা হজম হয় না। পুনর্ব্বার খাইবার স্পৃহাও জন্মে না।

খুব পেট ভরিয়া খাইতে নাই। পেটের তিন কোণ পুরিবে; এ কথা পাঠকদিগের জানা আছে।

কুক্ষেরন্নেন ভাগৌদ্বাবেকং পানেন
পূরয়েৎ।
বায়োঃ সঞ্চারণর্থঞ্চ চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥

পেটের দুই কোণ আহারে পূর্ণ করিবে। এক কোণ পেয় দ্রব্যে পূরণ করিবে। বায়ু সঞ্চারার্থ এক কোণ খালি রাখিবে।

ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুযোর্যদি
দীয়তে।
আচরৈণৈব তদ্বারি তিমিরাণি
ব্যাপোহতি ॥

আহারান্তে মুখ ও হস্ত ধাবণ করিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত ধাবণ করিবে। তাহা হইলে মন প্রফুল্ল হইবে, মস্তিষ্ক নির্ম্মল হইবে। ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিবে।

ভুক্ত্বা পাদশতং গত্বা বামপার্শ্বেন
সম্বিশেৎ।
এবং হ্যধোগতং চান্নং সুখং তিষ্ঠতি
জীর্য্যতি ॥

ভোজনান্তে শত পদ ভ্রমণ করিয়া গিয়া তাহার পর বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। তাহা হইলে অন্ন সুখে জীর্ণ হইবে। ইহাও আমাদের প্রবীণ পাঠকগণের বিদিত আছে। অপিচ,

ভুক্তোপবিশতস্তন্দং শয়ানস্য
বপুর্ভবেৎ।
আয়ুশ্চ ক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি
ধাবতঃ ॥

আহার করিয়াই বসিয়া থাকিলে উদর বৃদ্ধি হয়, শয়ন করিয়া থাকিলে দেহ বৃদ্ধি হয়। অল্প ভ্রমণ করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করিলে আয়ু নাশ হয়। রাজবল্লভ যখন এ কথা বলিতেছেন, তখন রাজাকেও শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

মৃণালবিসশালুক কন্দেক্ষুপ্রভৃতীন্যপি।
পূর্ব্বমেব হি ভোজ্যা নিনতুভুক্তা
কদাচন॥

সাহেবেরা ভোজনের শেষে ডেজার্ট খান বলিয়া অনেক বাঙ্গালী সাহেবেও ভোজনশেষে ফল খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু প্রথমেই ফল খাওয়া উচিত। ফলে কাঠিন্যও আছে মধুরতাও আছে। কলা, ফুটী ও কাঁকুড় খাইবে না। কিন্তু ইক্ষু ও কন্দমূলাদি অনায়াসেই খাইতে পারা যায়। ইক্ষু বরং খাওয়াই উচিত।

ভোজনকালে জলপান নিষিদ্ধ নহে। তবে অর্দ্ধভোজন হইয়া গেলেই জল পান করা উচিত।

ভুক্তাস্যাদৌজলং পীতং কার্শ্যমন্দাগ্নি-
দোষকৃৎ।
মধ্যেহগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমন্তেস্থৌল্য-
কফপ্রদং॥

প্রথমে জল পান করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, অগ্নি মন্দ হয়; শেষে জল পান করিলে স্থূলতা বৃদ্ধি হয়, কফাশ্রয় হয় মধ্যে জল পান করা উচিত। তাহাতে অগ্নি বৃদ্ধি করে। অথচ স্থূলতাদি দোষ উৎপাদন করে না। কিন্তু একবারে ঢক ঢক করিয়া ঘটী শেষ করা উচিত নহে।

অতম্বুপানান্ন বিপচ্যতেহন্নমনম্বু-
পানাচ্চাস এব দোষঃ।
তস্মান্নরোবাহ্নবিবার্দ্ধনায় মুহুর্মুহু-
র্ব্বারিপিবেদভুরি॥

অধিক জল পান করিলে অন্ন পরিপাক পায় না। জলপানে একেবারে

ঘৃতপূর্ব্বং সমশ্নীয়াৎ কঠিনং প্রাক্
ততো মৃদু।
অন্তে পুন দ্রাবাশীতু বলারোগ্যে ন
মুঞ্চতি॥

আহার কালে প্রথমেই সঘৃত কঠিন দ্রব্য খাইবে; পরে নরম দ্রব্য, শেষে তরল দ্রব্য খাইবে। প্রথমে সঘৃত অন্ন বা রুটী বা লুচি খাইবে; পরে অপেক্ষাকৃত মৃদু দ্রব্য; সর্ব্ব শেষে দুগ্ধাদি তরল দ্রব্যই ভোজন করাই প্রশস্ত।

আহারকালে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। অন্যমনস্ক হইয়া আহার করিলেই ভোজ্য দ্রব্য অন্ননালী হইতে শ্বাসনালীতে গিয়া পড়ে, তাহাতেই বিষম লাগিয়া থাকে।

অশ্নীয়াত্তন্ময়া ভূত্বা পূর্ব্বান্ত মধুরং রসং।
মধ্যেহম্ল লবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্ত-
কষায়কান্॥

তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুর রস খাইবে। সুক্তাদি প্রথমে খাওয়া উচিত নহে। তাহার পর অম্ল বা লবণরস খাইবে। সর্ব্ব শেষে কটু তিক্ত ও কসায় রস ভোজন করিবে। এবিষয়ে বাঙ্গালীরা যথা নিয়মে চলেন না। উত্তর পশ্চিমের লোকে যথা নিয়মে চলিয়া থাকেন। তাঁহারা ভোজনশেষে আচার খাইয়া থাকেন, উহাতে কটু, তিক্ত এবং কষায় তিন রসই থাকে।

ফলান্যাদৌসমশ্নীয়াৎ দাড়িমাদীনি
বুদ্ধিমান্।
বিনামোচাফলং তদ্বদ্বর্জ্জনীয়াচ
কর্কটী॥

বিরত থাকিলেও ঐ দোষ। সুতরাং অল্প অল্প জল বারম্বার খাইবে।

ভোজনকালে দেহের অবস্থান নিয়মও রক্ষা করিতে হইবে।

নোচ্ছিতোভক্ষয়েৎ কিঞ্চিন্ন গচ্ছন্ বা কদাচন।

দাঁড়াইয়া বা চলিতে চলিতে কখনই আহার করিবে না, উপবিষ্ট হইয়া আহার করিবে। নতুবা নানাবিধ যান্ত্রিক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভোজনান্তে ধূমপান ও তাম্বুলাদি চর্ব্বণ হিতকর। ভোজনান্তে স্বভাবতই একটু কফের সঞ্চার হয়। ইহাতে সেই কফের নাশ হয়। অতএব

ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যৈর্ব্বা কষায়কটুতিক্তকৈঃ।

পুগকর্পূরকস্তুরী লবঙ্গ সুমনঃ ফলৈঃ।
ফলৈঃ কটুকষায়ৈর্ব্বা মুখ বৈশদ্য-কারিভিঃ।
তাম্বুলপত্র সহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ॥

ভোজনশেষে ধূমপান ও তাম্বুলাদি চর্ব্বণ যে প্রশস্ত তাহা আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

ভোজনপাত্রেরও বিচার করা উচিত।

দোষঘ্নদৃষ্টিদং পথ্যং হৈমং ভোজন ভাজনং।
রৌপ্যংভবতি চক্ষুষ্য পিত্তঘ্নৎ কফবাতকৃৎ॥
কাংস্যং বুদ্ধিপ্রদং রুচ্যং রক্তপিত্ত-প্রসাদনং।
পৈত্তলং বাতকৃদ্রূক্ষমুষ্ণং কৃমিকফপ্রণুৎ॥
আয়সে কাস্তপাত্রে চ ভোজনং সিদ্ধিকারকং।
শোথ পাণ্ডুহরং বল্যং কামলাপহমুত্তমং॥
ক্ষয়ী ভবতি তাম্রেচ কাঁচপাত্রে দরিদ্রতা শ্রীনিবারণং॥
শৈলজে মৃণ্ময়ে পাত্রে ভোজনং॥
দারুজবে বিশেষেণ রুচিদং শ্লেষ্মা-কারিচ॥
পাত্রং পত্রময়ংরুচ্যং দীপনং বিষ-পাপনুৎ॥

সোণার ভোজনপাত্র সত্যযুগেই ছিল। তাহার গুণ শুনিয়া আর কি হইবে বল? রৌপ্য পাত্রে দোষ গুণ দুই আছে কাংস্যপাত্র প্রশস্ত। পিত্তলপাত্রে দোষ গুণ দুই আছে, লৌহ ও ইস্পাতের পাত্র বড় উপকারী। এই জন্যেই বোধ হয় জেলখানায় লৌহপাত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাম্রপাত্র একেবারেই নিষিদ্ধ, ইহা উত্তপ্ত হইলে বিষাক্ত হয়। কাঁচপাত্র পুর্ব্বেও ছিল। কিন্তু এরূপ ভঙ্গপ্রবণ পাত্র ব্যবহার করিলে ধনক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। প্রস্তর ও মৃৎপাত্র বা যাহার গতি নাই, সে যে লক্ষীছাড়া হইবে তাহা আর বলিতে হইবে কেন? পত্রময় পাত্র নির্দ্দোষ এবং বহুগুণযুক্ত এই জন্য আমাদিগের পত্রময় পাত্রের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পত্রভেদে পাত্রের দোষ গুণ ভেদ হইয়া থাকে।

পদ্মপত্রে ভবেৎপুষ্টি হবিষ্যাশীতুপুণ্যবান্।
ভুতপত্রেভবেনায়ুঃ কদলেকীর্ত্তিমাপ্নুয়াৎ॥
মধুপত্রেচ রোগঃ স্যাদ্বটপত্রেচ বৈষ্ণবঃ॥
শালপত্রে ভবেৎকামী পনসেচৈব স্বর্গতিঃ॥

কদলিপত্র যে প্রশস্ত তাহা আর বলিতে হইবে কেন? মন শব্দে মৌয়া, পনস অর্থে কাঁটাল।

অন্নপাকে কাষ্ঠভেদও করিতে হইবে।

উডুম্বরেণকাষ্ঠেণ কদম্বস্তদলেনচ।
শালেন করলর্দ্দেন উদরাবর্ত্তকেনচ॥
পক্কান্নং নৈব ভুঞ্জিতভুক্তা রাত্রিমুপাবসেৎ॥

যজ্ঞডুম্বুরের কাঠ, কদমপাতা, শাল-কাঠ, করমর্দ্দ, অর্থাৎ করঞ্চা কাঠ এবং কাষ্ঠমাত্রের গাঁইটেই রন্ধন নিষিদ্ধ।

পাকপাত্রেরও ভেদাভেদ করিতে হইবে। লৌহপাত্র এবং তাম্রপাত্র দুই নিষিদ্ধ। লৌহপাত্র কেন নিষিদ্ধ তাহা কথিত হয় নাই। কিন্তু;

তাম্রেপক্কা চক্ষুর্হানিমনৌ ভবতিবৈক্ষয়ঃ।

জলপাত্রের কথাটা বলিয়া আমরা ভোজনবিধির শেষ করিব।

জলপাত্রন্তুতাম্রস্য তদভাবে মৃদোহিতং।
পবিত্রংশীতত্রংপাত্রং বটিত স্ফটিকেন যৎ॥
কাঁচেনরচিতং তদ্বত্তথাবৈদুর্য্যসম্ভবং॥

তাম্রময় জলপাত্র অতি প্রশস্ত; তদভাবে মৃণ্ময় স্ফটিক পাত্র শীতল এবং বিশুদ্ধ। কাঁচপাত্র ও বৈদুর্য্যমণি নির্ম্মিত পাত্রও স্ফটিক পাত্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট। পাঠক দেখিলেন, কাঁচের গ্লাস সাহেবদিগের চিরন্তন পানপাত্র নহে।

(নববিভাকর।)

কপাল।

"কপালে নাইক ঘি; ঠক্‌ঠকালে হবে কি?" এই কথাটী আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের ইহা একটী ভ্রম মাত্র। এক শতের মধ্যে নিরানব্বই জন লোক বাস্তবিক নিজের সাহস, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

তুমি কষ্ট স্বীকার কর, পরিশ্রম কর এবং মনযোগের সহিত আপন কার্য্য করিতে চেষ্টা কর, তোমার সমস্ত কার্য্যই সফল হইবে। এবং ইহাই সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার প্রধান উপায়।

কে ইহা সঞ্চয় করিল?

বিলাতে কর্ণয়াল নামে একটী প্রদেশ আছে। সে স্থানে বুডক্ গির্জ্জাকম্পাউণ্ডে যে সমাধি স্থান আছে, তাহাতে একটী শিশুর কবর আছে। সেই কবরের উপরে এই কয়েকটী কথা লেখা আছে,—"তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ইহা সঞ্চয় করিল?' তাহাতে উদ্যান পালক বলিল, 'উদ্যান কর্ত্তা।' তাহাতে তাহার সহদাস চুপ করিয়া রহিল, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।"

অন্তর দেখ।

তুমি যে কার্য্য কর না কেন, ঈশ্বর তোমার মন দেখিতেছেন। তুমি কোন উত্তম কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইলে, নিরাশ হইও না, কেন না ঈশ্বর তোমার সদভিপ্রায় দেখিতেছেন, তিনি তাহা

কোন সময়ে না কোন সময়ে পূর্ণ করিবেন।

বয়স্কের প্রতি যুবকের ব্যবহার।

সর্ব্বদা বৃদ্ধকে উপযুক্ত সম্মান দিবে। মাতার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিবে, কেননা তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, এবং শীঘ্রই পরলোকে গমন করিবেন। এমন কোন কোন কার্য্য করিও না, যাহা তাঁহার মনে দুঃখ দিবে। তিনি অনেক কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহাকে কিছু বিশ্রাম করিতে দাও। তাঁহার অন্তিমকাল সুখে কাটাইতে দাও। "যে চক্ষু আপন পিতাকে পরিহাস করে ও মাতার আজ্ঞা অবহেলন করে, উপত্যকার কাকেরা তাহাকে বাহির করিয়া ফেলিবে এবং ঈগল শাবকেরা তাহা ভক্ষণ করিবে।"

সাবধান।

তুমি যাহা করিয়া থাক, তাহাতে কৃতকার্য্য হও বলিয়া অহঙ্কার করিও না। হয় ত তুমি নিরানব্বইটী বিষয় কৃতকার্য্য হইয়া অপরটীতে সফল মনোরথ হইবে না। তখন আর তোমার শ্লাঘা করিবার কি থাকিবে? মনে রাখিও তুমি আপনাকে যত নত করিবে, লোকে তোমাকে ততই উন্নত করিবে।

সমভাব।

মানব চিন্তার কি বিচিত্র গতি! তুমি ইংলণ্ডের লোক হও, আশিয়ার লোক হও, রোম রাজ্যের লোক হও, তোমাদের মনের গতি একই প্রকার। যাহাকে আমরা অপদার্থ মনে করি, অপর লোকেরা তাহাকেও অপদার্থ মনে করিয়া থাকে। যাহাকে আমরা প্রশংসা করিয়া থাকি, সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমি দুই চারিটী মনের ভাব বলি :—

প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় একটী পদ্য আছে, সেই একই ভাব আবার লাটিন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, আবার একজন ইংরাজ লেখক ইংরাজিতে লিখিয়া তাহার প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত :—

দূরতঃ শোভতে মূর্খঃ লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎকিঞ্চিন্নভাষতে

অর্থাৎ বসনে ভুষিত মূর্খ দূর হইতে শোভা পায়, কিন্তু যখনই সে সভাতে উঠিয়া কিছু বলিতে প্রয়াস পায় তখনই তাহার মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

লাটিন পদ্য :—

Omne ignotum pro magnifico.

অর্থাৎ অজানিত বিষয় সকল আমরা উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি।

ইংরাজি :—

A dunghill at a distance some times smells like musk, and a dead dog like elder flowers.

আমরা উপরিউক্ত তিনটী ভাষা হইতে একই প্রকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকি। লেখকেরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক হইয়াও একই প্রকার ভাব আপন আপন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমি এ স্থানে একটী ভাব দেখাইয়া তাহার প্রতিপন্ন করিলাম। এ প্রকার শত শত সমভাব আমরা সকল ভাষা হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। সেই জন্যে আমরা যত অধিক ভাষা শিক্ষা করিব, তত অধিক ভাষার মধ্যে সমভাব দেখিতে পাইব। আগামী বারে এ বিষয় আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যুবকের কর্ত্তব্য। *

বীরবর ম্যাট্সিনী বলিয়াছেন যে, জীবন একটী মহৎ ব্রত (Life is a mission) ও আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল প্রতিপালন করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদেশ, (and duty therefore is the highest law) এই উপদেশদ্বয় বিনশ্বর নরনারীদিগের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ও বিধেয়—সংসারের লীলা খেলায় যতই না কেন প্রমত্ত হই, যতই না কেন পৃথিবীর কুহকিনী মায়ায় প্রমুগ্ধ হই, তত্রাপি এই গভীর উপদেশ দুইটী যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মৃতপথে জাগ্রৎ থাকে। বাল্যকালে, সেই সুখের সময়ে—যখন আমরা দ্রব্য সকলের কেবল উপরিভাগ মাত্র দেখিতে পাই—যখন আমরা দ্রব্য সকলের নিগূঢ় গুণ ও সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে অক্ষম—যখন আমরা সকল দ্রব্যই সুখপ্রদায়ী ও সুখসাধ্য মনে করি—তখন আমাদের নিকটে জীবন উজ্জ্বল ও সুন্দর অরুণোদয়ের ন্যায় সুখস্বপ্নবৎ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন জীবনের কোনই উদ্দেশ্য দেখিতে পাই না। কিন্তু এই সুখময় সময় অধিককাল স্থায়ী নহে। যখন আমরা এই আনন্দময় বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া বিপদসংঘটিত মনুষ্যত্ব লাভ করি এবং যখন আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অপ্রস্ফুটিত শক্তির আবির্ভাব হয়—যখন আমরা জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে সক্ষম হই—জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তখন আমরা এই অব্যাখ্যানীয় সমস্যার দ্বারা সর্ব্বদা আন্দোলিত ও ব্যাকুলিত হই[illegible]থাকি।

আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক হয় ত এই বিষম সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে চাই না,—এবং ইহাও সম্ভবে যে সময় সময় আমরা এই নিগূঢ় প্রশ্নকে জীবনের রঙ্গভূমি হইতে একেবারে অপহৃত করিতে অভিলাসী হই—তত্রাপি এই প্রশ্নটী কখন কখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তেজের সহিত আসিয়া আমাদের জীবনের সুখস্বপ্নের ও হৃদয়ের শান্তির

* কলিকাতার একটী সভাতে বাবু রমানাথ দে, বি, এ, কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধটী সম্প্রতি পঠিত হয়।

ব্যাঘাত দেয়। যখন আমরা কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এই নিখীল ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় ধ্যান করি ও কবির সহিত এক তানে ও এক প্রাণে বলিয়া উঠি—"বিমোহিত হই দেবী করি বিশ্ব দরশন"—কিংবা যখন সুমধুর কল্লোলিনী তটে উপবেশন করিয়া মৃদুগামিনী ও মৃদুহাসিনী তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করি—আরও যখন শুভ্রময়ী কৌমুদী বিধৌত স্রোতস্বিনীর বক্ষঃস্থলের উপরে গমনাগমন করি, তখনও এই অনন্ত নভোমণ্ডল ও এই সম্মুখবর্ত্তী জলরাশি। দুই অসীমতার উপযুক্ত নিদর্শন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে এই সকল সৃষ্ট বস্তু হইতে স্রষ্টার বিষয় প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হই, ও সেই অনন্ত পথে মন, প্রাণ ও শক্তি ধাবমান হয়, কিম্বা যখন রোগ শোক তাপে তাপিত ও ব্যথিত হই, আরও যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হই, তখন কখন কখন ক্ষণকালের নিমিত্ত নিস্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করি,—এই জীবন পারাবারে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় যাইতেছি—এই দুর্জ্ঞেয় জীবনের কি উদ্দেশ্য ও কি কর্ত্তব্য?—কোথায় শেষ?—বয়ঃপ্রাপ্ত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রকার ভাবেন। কখন কখন এই সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে বিমুখ হই ও কেবল সুখসাগরে সন্তরণ করিতে ইচ্ছা হয় (যাহাকে ইংরাজী ভাষায় Lotos eating বলে) কিন্তু এই প্রকার মনোবৃত্তিকে আমাদিগের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। তবে ভ্রাতা সকল অদ্য যুবকদিগের কি কর্ত্তব্য, কিম্বা জীবনের কি উদ্দেশ্য এই বিষয়টী অবলম্বন করিয়া আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত আলোচনা করিব। পূর্ব্বকালীন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ডিমস্থিনিস্‌কে কোন ব্যক্তি বক্তার প্রধানতঃ কি কি গুণ থাকা আবশ্যক এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, তিনি সেই ব্যক্তিকে তিন বার এই প্রত্যুত্তর দেন—'অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি (action, action, action)—এই কেবল বক্তার থাকা কর্ত্তব্য। আমরাও অতি সংক্ষেপে এই গভীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ঐ প্রকার তিন বার বলি, শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। (Education) শিক্ষাই জীবন, শিক্ষাতেই মানুষ। প্রকৃত শিক্ষা আমাদিগকে ক্রমশঃ উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করায় এবং নূতন জ্ঞাননেত্র প্রদান করে। ভ্রাতাগণ, স্মরণে রাখিবেন যে আমি শিক্ষাকে (Education) জীবনের উদ্দেশ্য ও আমাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি। ইহার দ্বারা এ বুঝিবেন না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধী গ্রহণ করা কিম্বা কতক পুস্তক কেবল পাঠ করাকে আমি প্রকৃত শিক্ষা বলি, যদ্যপিও এ সকল উত্তম এবং ফলপ্রদায়ক। কিন্তু যখন আমি শিক্ষা (Education) শব্দ ব্যবহার করি তখন উহার অর্থ আমি এই প্রকার বুঝি—আমাদের যে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক শক্তি আছে এবং

যাহা আমাদের স্রষ্টা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমগ্র শক্তির বিকাশ, সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করেন। 'Working out the best development possible of body and spirit, of mind, conscience, heart and soul.' প্রকৃত শিক্ষা লাভই আমাদের এই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—ইহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে আমরা সর্ব্ব প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈসর্গিক আবশ্যকীয় বিষয় ও সম্বন্ধ বুঝিতে পারি—আমাদিগের সহিত ভূমণ্ডলের ও উহার স্রষ্টার সহিত প্রগাঢ় সম্বন্ধ, আমাদিগের সহিত মনুষ্য জাতির সম্বন্ধ অর্থাৎ আমাদের সহিত সমাজের সম্বন্ধ, ও আমার সহিত আমার সম্বন্ধ অর্থাৎ আমার শরীরের মধ্যে যে সামান্য ইন্দ্রিয় সকল,—বুদ্ধি, বিবেক ও ইচ্ছা (Emotion, Cognition and Volition) ইহাদিগের পরস্পর অধীনতা ও সম্বন্ধ এই রূপে সকল প্রকারে সম্পর্কই আমরা স্পষ্ট রূপে শিক্ষার দ্বারা বিদিত হই। প্রথমে আমি বলিয়াছি যে, এই প্রকৃত শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা আমাদিগের সহিত এই নভোমণ্ডলের ও ইহার স্রষ্টার সহিত সম্বন্ধ জানিতে পারি, বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা এই ভূমণ্ডলের সুন্দর ও আশ্চর্য্য নিয়ম সকল বিদিত হই এবং আমাদের ঐ সকল অনন্তকাল স্থায়ী নিয়ম সকল জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য এবং শিক্ষা রূপ বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা প্রকৃত ধর্ম্মও জানিতে পারি। প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্ম্ম তাহাদের স্রষ্টাকে নিদর্শন করিয়া সমসরল রেখার ন্যায় ধাবমান হইয়া দৃষ্টতঃ ভিন্ন স্থানোৎপন্ন নদীদ্বয়ের সাগরে মিলনের ন্যায় তাঁহাতে বিলীন হইতেছে। ইহাদিগের এই প্রকার পরস্পর সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মের স্থান কোথায়? উহার স্থান কেবল মস্তিষ্কে কিম্বা অন্তঃকরণে কিম্বা ইচ্ছায় নহে। Flint তাঁহার Theism নামক গ্রন্থে স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই সকলই প্রকৃত ধর্ম্মের উপকরণ। অতএব প্রকৃত ধর্ম্মে জ্ঞান ও শিক্ষা আবশ্যক। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত শিক্ষা যত অধিক লাভ করিয়াছে, তাহার ধর্ম্মে তত অধিক জ্ঞান জন্মায়। এক বিন্দু জল অশিক্ষিত ব্যক্তির চক্ষে এক বিন্দু জল মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহার অংশ সকল এক অদ্ভুত ও মোহিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট রহিয়াছে, এবং ঐ জল বিন্দু তাড়িত শক্তির দ্বারা পৃথক করিলে একটী আলোকময় রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সামান্য বিন্দুমাত্র জলে তাঁহার কত কৌশলের ও নৈপুণ্যের বিকাশ। এই প্রকার সকল সামান্য দ্রব্যেই বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ শিক্ষিত লোক বিধাতার অনন্তশক্তি বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের পরিচয় পান যাহা সাধারণতঃ অশিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয় না। এই প্রকারে তাঁহার অসীম মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া শিক্ষিত

মনুষ্য আত্ম বিবর্জ্জন ও বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হন। অতএব শিক্ষাতে তাঁহার মহিমা ঘোষণা ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করে। আক্ষেপের বিষয় এই যে পুরোহিতগণ এই প্রকার শিক্ষার বিরোধী। তাঁহারা অনুমান করেন যে, ইহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ লোপ হইবার সম্ভাবনা, এবং এই আশঙ্কায় প্রকৃত শিক্ষা দান পরিবর্ত্তে কেবল সেই এক কর্কশ ধ্বনিতে প্রচার করেন যে, "মন ফিরাও, মন ফিরাও," কিন্তু ভ্রাতাগণ হতাশ হইও না, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতি বই অবনতি কখনই হইতে পারে না। এবং তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না, কারণ পুরোহিতশ্রেণী সকল দেশে সকল সময়ে ধর্ম্ম মত্ত এবং অজ্ঞ ও সঙ্কীর্ণ বলিয়া প্রায় বিদিত। * তাহার পর আমি বলিয়াছি যে, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের সহিত সমাজের সম্বন্ধ অর্থাৎ পিতা মাতাদিগের সহিত কি প্রকার আচার ব্যবহার করিতে হয় ও কি প্রকারে পুরবাসী হইয়া চলিতে হয়। এ সম্বন্ধে বিবাহ বিষয়টী কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভ্রাতাগণ, এই পবিত্র ও গুরুতর বন্ধনে যুবাদিগের মধ্যে অনেকে কোন বিবেচনা না করিয়া আবদ্ধ হন। ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। বিবাহ বড় চিন্তনীয় বিষয় ও ইহার উদ্দেশ্য পবিত্র ও মহৎ অতএব এই গুরুতর বিষয়ে অবিমৃশ্যকারিতা প্রদর্শন করা কোন মতে আমাদিগের উচিত নহে। ইহার অনেক দায়িত্ব আছে, যাহা কেবল শিক্ষার দ্বারা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায়। আর আমি বলিয়াছি যে, শিক্ষা দ্বারা আমার সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহাও জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্থাৎ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার শক্তির আবির্ভাব হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই যিনি Lockএর *Tabulakasa,* theory of the mindএ বিশ্বাস করেন। তখন আত্মতত্ত্ব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীরের মধ্যে অনেক প্রতিকূল ও প্রতিরোধী শক্তির অবস্থান আছে। এবং বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা সামান্য ইন্দ্রিয় দমন ও আমাদিগকে চালনা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

* এ কথা আমাদের অনুমোদনীয় নহে। বং সং।

বিবিধ।

মহারাণীর পুত্র ডিউক অব কনট মান্দ্রাজের সেনাপতি হইয়াছেন।

মার্কুইস অব হার্টিংটন আগামী নবেম্বরে ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরী অব ষ্টেট সারজন গর্ষ্টও শীঘ্রই এ দেশে আসিতেছেন।

মহারাণীর কন্যা লুইসা এবং তাঁহার স্বামী মার্কুইস অব লোরণ আগামী

শীতকালে ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন। রাজকন্যাকে যেন আমরা সকলেই সাদরে গ্রহণ করি।

ডাক্তার আর, কে, বসু এবং এস, পি, সিংহ প্রশংসার সহিত ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তার বসু দানাপুরে এবং ডাক্তার সিংহ মিরাটে সৈন্যদলের ডাক্তার হইয়াছেন।

এক্ষণে টাকার উপরে মহারাণীর যে মুখ তাহা তাঁহার যৌবনকালের। মহারাণীর রাজত্বকাল ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবে এই জন্য আগামী নূতন বৎসরের প্রারম্ভে বিলাতে মহা ধূমধাম হইবে। টাকার উপরে মহারাণীর এ বয়সের মুখ সেই সময় হইতে বাহির হইবে।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম মোড়পুকুর গ্রামে একটী ভদ্র মহীলাকে পুষ্করিণীতে স্নান করিবার সময় কুম্ভীর আসিয়া ধরে এবং তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। লোকজন আসিয়া পড়াতে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। হস্তে কামড়ায়, দংশনের প্রভাবে তাঁহাকে জ্বরে ভুগিতে হইয়াছে।

জাপানে এক জন ফটোগ্রাফে রং তুলিবার কতকটা উপায় বাহির করিয়াছেন। ফটোগ্রাফ সকল বহু বৎসর স্থায়ীরূপে তুলিবার কি কোন উপায় বাহির হইবে না?

এক ভদ্র মহিলা রুষিয়ার জারের পত্নীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সম্রাট্পত্নীর যে পরিচ্ছদ, সেই মহীলার ঠিক সেইরূপ পরিচ্ছদ! রাণীর পরিচ্ছদ অন্যে ধারণ করিয়াছে দেখিয়া রাণী অন্তরে অন্তরে ক্রুদ্ধ হইলেন, সেই ভদ্র মহিলাও ভয়ে পাংশু বর্ণ হইলেন। ছোট হইয়া বড়র সঙ্গে সেই পরিচ্ছদ তাহাই প্রকাশ করিতে ছিল। জার এই বলিয়া পত্নীর মন হইতে সেই ভাব দূর করিয়া দিলেন যে, "আমি এবং আমার অনুচরগণ সময়ে সময়ে এই রকম ঠিক একই পোষাক পরিয়া থাকি।"

ছাপরার মতি সিং নামে এক ব্যক্তি খুনের অপরাধে সম্প্রতি ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। আদালতে যখন তাহার প্রতি ফাঁসির হুকুম হইল তখন সে ক্রোধে গজরাইতে আরম্ভ করিল। জজ এবং পুলিসের সাহেবকে কু-ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল। যাহাকে খুন করিয়াছিল তাহার পুত্রদিগকে আক্রমণ করিতে গেল। জেলখানায় কালেক্টর সাহেব আসিলে তাঁহাকে ইট ছুড়িয়া বিলক্ষণ প্রহার করে। তাহাকে ফাঁসি দিবার সময় তাঁহার দৌরাত্ম্যের ভয়ে ফাঁসি স্থলে একদল সৈন্য আনিতে হইয়াছিল। বিচিত্র মানব প্রকৃতি! ভয়ানক পাপ করিয়াও মনের গর্ম্মী যায় না।

আমরা দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত অনুবাদক বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর অকাল মৃত্যু কেবল তাঁহার

পরিবারবর্গের ও আত্মীয় স্বজনের ক্ষোভের কারণ হয় নাই, সমগ্র বঙ্গ সাহিত্য সংসার তাঁহার মৃত্যুতে ক্ষোভ করিতেছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ক্ষতি হইবে; তিনি বাঙ্গলা সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত ছিলেন; তাঁহার লেখা চিন্তাশীলতায় পূর্ণ ছিল। এঁকে বাঙ্গালা ভাষায় চিন্তাশীল লেখকের সংখ্যা অতি অল্প, তাহাতে অক্ষয় বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যু বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবু অধ্যয়ন কালে অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি আপনার অর্জ্জিত জ্ঞান নিয়ত বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। জীবনের পূর্ণ উদ্যম সময়ে তাঁহার মৃত্যু না হইলে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের সম্পত্তি বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট কার্য্য করিতে পারিতেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে "বেঙ্গলী" পত্রিকার ভার ন্যস্ত হইবার পূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ বাবু কিছু কাল উক্ত পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইংরেজি বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তাঁহার এই রূপ যোগ্যতা দর্শন করিয়াই গবর্ণমেণ্ট তাহাকে অনুবাদকের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য অতি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল পাণ্ডিত্য গুণে নহে, কিন্তু চরিত্রের নির্ম্মলতায়ও লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। এই রূপ লোকের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেকের যে উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে রাজস্ব দাখিল সম্বন্ধে অতি সুবিধাকর নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। রাজস্ব দাখিল যে বিষম ব্যাপর ও রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে পরিতুষ্ট করিতে যে অর্থের অপব্যয় হইত তাহা লেখা বাহুল্য। এক্ষণ হইতে যে সমুদয় তালুকের খাজনা ৫০৲ টাকার অধিক নয়, তাহার রাজস্ব মনিঅর্ডার করিয়া প্রেরণ করা যাইতে পারিবে। প্রত্যেক তালুকের রাজস্ব স্বতন্ত্র মনিঅর্ডারে পাঠাইতে হইবে। কেমন সুবিধা, ভুস্বামীগণ বাড়ী বসিয়াই সদর খাজনা দাখিল করিতে পারিবেন।

মধ্য বঙ্গ রেলওয়ের বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন গার্ডের নামে অতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। তিনি অপহৃত মাল গ্রহণ করিবার অপরাধে শিয়ালদহের মাজিষ্ট্রেট কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণের নিকট বিচারার্থ সমর্পিত হইয়াছেন।

চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত বিক্রয় করাতে কয়েক নম্বর মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ এ জন্য শাস্তিও পাইয়াছেন। কুঞ্জলাল ঘোষ সে দিবস চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত বিক্রয় করিয়া ১০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড দিয়াছে।

বঙ্গ বন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৫ম খণ্ড।] নবেম্বর ১৮৮৬। [২ সংখ্যা।

সংশয়বাদ।

পূর্ণ নাস্তিকতা না হউক, যেখানে সেখানে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকদের সংশয়ের উৎপত্তির কথা আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে আজকাল নাস্তিকতা, সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের যেন কিছু প্রশ্রয় বাড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যেরূপ প্রবল ঝটিকা দ্বারা বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা সাধিত হয়, সেই রূপ কোন প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিপ্লব দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের ও মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। নানা কারণে সংশয়ের উৎপত্তি হইতে পারে; আমরা এক্ষণে সংশয় উৎপত্তির দুই চারিটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

১। সাহিত্য অথবা ইতিহাস পর্য্যালোচনা একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ঐতিহাসিক ঘটনা ও অমূলক ঘটনার মধ্যে অনেক প্রভেদ পূর্ব্বকালে লোকেরা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর মনোযোগ না করিয়া যাহা তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিত। কিন্তু যে দিনে অসাধারণ জর্ম্মণ ঐতিহাসিক পণ্ডিত নিবুর (Niebuhr) দেখাইলেন, ইতিহাস কিরূপে পাঠ করিতে হয়, কিরূপে শিখাইতে হয়, সেই দিন হইতে ইতিহাস অভ্যাস করিবার স্রোত ফিরিল, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রণালীর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, নূতন ঐতিহাসিক যুগের উদয় হইল। যাহা পূর্ব্বকালে ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য হইত, কষ্টিপ্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে, তাহা অসার ও গ্রহণের অযোগ্য। মিথ্যা ইতিহাসের শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল, কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ অনিষ্ট হইল। যাহাদের নিজের ইতিহাস সমালোচনের বিশেষ শক্তি নাই,

বিশ্লেষণ ক্ষমতা নাই, তাহারা মনে২ বিশ্বাস করিল যে, প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিলে বাইবেলেরও ইতিহাস অপ্রামাণসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। তাহারা আপনাদের বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা বিচার না করিয়া ধরিয়া লইল যে, বাইবেলও বুঝি অন্যান্য অমূলক ইতিহাসের ন্যায় অপ্রমাণসিদ্ধ। সংশয়ের এই একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

২। বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের আজ কাল যথেষ্ট চর্চ্চা হইতেছে। আজকালকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু লোকেরা বিবেচনা করে না যে, যে সিদ্ধান্তটী বিজ্ঞানের স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহাই আবার কিছু দিন পরে উল্টাইয়া গিয়াছে। তাহা দ্বারা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদিও বাইবেলের সত্যের বিন্দু বিসর্গও লুপ্ত হয় নাই, তথাপি বাইবেলের ব্যাখ্যার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লোকেরা বুঝে না যে, বাইবেলের ব্যাখ্যা বাইবেলের বাস্তবিক অংশ নহে। কিন্তু কতক গুলি পুরাতন ব্যাখ্যা ভ্রম সঙ্কুল হইয়াছে বলিয়া অনেকে ধরিয়া লইয়াছে যে, বাইবেল ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে বিখ্যাত গণিত শাস্ত্রবিদ্ "আর্চ্‌ডিকেন প্রাটের ধর্ম্মপুস্তক ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয়" নামক পুস্তক খানি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদের এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

৩। দর্শন। ইউরোপে আজকাল কত প্রকার অদ্ভুত দার্শনিক মত প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও বাস্তবিক সেই সকল মত নুতন নহে, তথাচ সেই সকল নূতন আকার ধারণ করিয়াছে বলিতে হইবে। মানুষ যাহাতে নির্ভয়ে বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার জন্য জড়বাদের সৃষ্টি। এই মত দ্বারা শারীরিক প্রক্রিয়াই সকলের মূলীভুত কারণ ও আধার বলিয়া পরিগণিত হয়। স্পিনোজা, শেলিং, হেগেল ইত্যাদি বড় বড় পণ্ডিতের দোহাই দিয়া এক প্রকার অদ্বৈতবাদের প্রচলন দৃষ্টিগোচর হইতেছে; আবার হর্‌বর্ট স্পেন্সরের নামে অজ্ঞেয়বাদের প্রাদুর্ভাবও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সাধারণ লোকেরা এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ দার্শনিক মত প্রণালীর মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তাহাদের নিকট বাইবেলের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ সুযুক্তিপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক দার্শনিক প্রণালী শ্রদ্ধার বিষয় বলিয়া বোধ হয় না।

৪। খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব। সংশয় হইবার আর একটী বিশেষ কারণ এই খৃষ্ট সমাজের অদ্ভুত অদ্ভুত মত বিকাশ, যুক্তি ও ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা যখন প্রমাণিত হয় যে, কোন একটী বিশেষ মত বাস্তবিক বাইবেলের অংশ নহে, তখন লোকেরা স্বভাবতঃ সন্দেহ করিতে থাকে যে, তাহার মধ্যে আরও অনেক মত থাকিতে পারে, যাহা কালক্রমে অসত্য বলিয়া প্রমা-

ণিত হইবে। কালভিনের পূর্ব্ব নিরূপণ সম্বন্ধে মত, রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মের অসংখ্য অসংখ্য ভ্রম বিজৃম্ভিত মত যখন লোকের সাক্ষাতে বাইবল বিরুদ্ধ মত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন অনেক লোকের মনে সত্য বিষয়ে ও সন্দেহের উৎপত্তি হইতে পারে। ইউরোপে এই রূপ কুসংস্কার পূর্ণ ও ভ্রান্ত মতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে।

৫। নীতি। উপরিউক্ত কারণ ছাড়া আর একটী কারণ আছে। অনেকে মনে মনে বুঝিতে পারে যে, খৃষ্ট ধর্ম্মই ঈশ্বর আদিষ্ট ও একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, কিন্তু তাঁহাদের নীতি ও স্বভাব দূষিত ও কলঙ্কিত হওয়াতে, তাহারা ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে চায় না। দূষিত চরিত্র তাঁহাদের সংশয়ের প্রধান কারণ।

আমাদের বিশ্বাস যে, যদিও লোকের মনে উপরিউক্ত কারণ বশতঃ সন্দেহের উৎপত্তি হইয়াছে, তথাচ এরূপ অবস্থা ক্ষণকাল স্থায়ী, ইহার বড় বেশী স্থায়িত্ব নাই। প্রকৃত ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব কেবল খৃষ্টধর্ম্মের অতুল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে। অধর্ম্মও সংশয় রূপ ঝটিকা প্রবল বেগে কিছু দিনের জন্য প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু যিনি মনুষ্যের বোধি নদ্রিতের ন্যায় আপনার ধর্ম্মরাজ্য শাসন করিতেছেন, তিনি যখন বলিলেন, "শান্তি হউক" তখন ঝড় ও তরঙ্গ যে কি রূপে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহা মনুষ্যের চিন্তা ও বোধের অতীত।

ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীর বিশ্রাম লাভ।

এদেশে পৌত্তলিকতার রাজ্য ও লীলা ভূমি। এই মোহতমসাচ্ছন্ন পৌত্তলিক দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া চিরাগত কুসংস্কার মধ্যে রক্ষিত, পালিত, বদ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া সত্য পথে বিচরণ করা যে কিরূপ সুকঠিন তাহা উন্নতমনা ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিছু কাল আমাকেও এই রূপ অমূলক পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পূর্ণ উপাসনায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। যৎকালে পৌত্তলিক ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস ছিল, উহাকেই এক মাত্র মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতাম এবং কায়মনোবাক্যে তদুপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। এই রূপে কিছুকাল অবিচলিত বিশ্বাস ও ভক্তিসহ পৌত্তলিক আরাধনায় অতিবাহিত হইলে আমার বিশ্বাস স্খলিত হইল, পৌত্তলিকতায় আর চিত্তের পরিতৃপ্তি সাধন হইল না। বিশ্বাস পরিবর্ত্তন কালে সচরাচর উন্নততর ধর্ম্মের দিকেই চিত্ত পরিধাবিত হয়। একজন ব্রাহ্মের সাহায্যে আমার এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। যখন বুঝিতে পারিলাম যে, সৃষ্টিকর্ত্তাকে পরিহার পূর্ব্বক সৃষ্ট বস্তু আরাধনায় আমি নিযুক্ত আছি, যখন বুঝিলাম যে কোন ভৌতিক পদার্থের সাধনা বা মূর্ত্তি পূজা

দ্বারা আত্মার মুক্তিমার্গ কদাপি উন্মুক্ত হইতে পারে না, এবং যখন জানিতে পারিলাম যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা পরম দয়াময় পিতা পরমেশ্বর, যিনি অসীম দয়া, বাৎসল্য ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা আমাদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষ মধ্যে সমুদায় জগতের প্রলয় সাধন করিতে পারেন তিনিই আমাদিগের একমাত্র প্রভু, পিতা, পরমেশ্বর এবং একমাত্র আরাধ্য, পূজনীয় ও সম্ভগোনীয়, তখন পিতার চরণ তলে অনুতপ্ত হৃদয়ে শরণ লইলাম। এবং নবোৎসাহে ও নবোদ্যমে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম-পোষক নানাবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়েই সংস্কৃত ধর্ম্ম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন মানসে আমি কাশীতে গমন করি। অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান দ্বারা বেদ, বেদান্ত, ষড় দর্শন, উপনিষৎ, পুরাণ, কোরান, বাইবেল, থিয়সফি, পাশ্চাত্য জড়েশ্বরবাদ (Theist and Deist) সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতা প্রভৃতি মতসমূহের মর্ম্ম অবগত হইলাম।

এই রূপ অনুসন্ধান দ্বারা কোথায় আমার চিত্ত ক্রমে বিগত সন্দেহ ও বিশ্বাসে দৃঢ় হইবে, না, আরো চতুর্দ্দিক হইতে গভীর সন্দেহ ও ঘন বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। আমি যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম, অন্য ব্যক্তি হয়ত বিদ্যাবান বা বুদ্ধি প্রভাবে উহার অসারতা ও অসত্যতা প্রমাণ করিয়া দিলেন, যে হিন্দু ধর্ম্মকে আমি ইতিপূর্ব্বে ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছিলাম হয় ত কেহ কেহ বিজ্ঞান বলে একেশ্বরবাদিতায় পরিণত করিয়া দিলেন। ভৌতিক পূজা ও মূর্ত্ত্যুপাসনার ভিত্তিভূমি সুপ্রসিদ্ধ বেদও কালক্রমে একেশ্বরবাদীর ধর্ম্মগ্রন্থ হইল। অদ্য এক ব্যক্তি পরিত্রাণার্থ যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল, কল্য হয় ত সেই ধর্ম্মের প্রতিই তাহার বিষ নয়ন নিপতিত হইল, ইহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া সে তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিল।

এই রূপে প্রতিনিয়ত বুদ্ধি ও তর্কবলে কত শত শত ধর্ম্মমত স্থাপিত গঠিত, খণ্ডিত ও বিলুপ্ত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। যে ধর্ম্ম তর্ক ও যুক্তির ভিত্তিতে সংস্থাপিত, তাহার অস্তিত্ব এবং বিলুপ্তি যে সর্ব্বতোভাবে তর্ক ও যুক্তিরই উপর নির্ভর করে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সরল পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষীর চিত্ত কি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে? তর্ক করিতে করিতে ভীষণ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহার জীবন অলক্ষিত ভাবে চলিয়া গেল, কিন্তু আত্মা সেই মলিন পঙ্কিল অবস্থাতেই রহিল, তাহার পরিত্রাণের উপায় হইল না ইহা তাহার পক্ষে সামান্য পরিতাপ ও নিরাশার বিষয় নহে।

যদি ঈশ্বর অপরিবর্ত্তনশীল ও নিত্য তবে ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা কেন? আমা-

দের ক্ষণস্থায়ী শরীর প্রতিপালন ও রক্ষার্থ যখন ঈশ্বর অসামান্য দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তখন নিত্যকাল স্থায়ী অমর আত্মার পরিত্রাণার্থ কি তিনি কোন বিধান করেন নাই? আমাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বর প্রকাশিত অপরিবর্তনীয় ধর্ম্ম কি কিছুই নাই? এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে খৃষ্ট ধর্ম্ম ও বাইবেল আমার স্মৃতি পথে সমুদিত হইল। আমি বাইবল ইতিপূর্ব্বে একবার পড়িয়াছিলাম, আর একবার খুব মনোযোগের সহিত পাঠ আরম্ভ করিলাম। যতই পড়িতে লাগিলাম, ততই খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত এবং নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে বাইবল পড়া শেষ হইল, আমিও অতিশয় আহ্লাদ, প্রীতি ও বিশ্বাসের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করতঃ প্রভু য়েশু খৃষ্টকে পরিত্রাণের একমাত্র গতি ও উপায় জানিয়া তাঁহারই চরণে শরণাপন্ন হইলাম।

আমি বিগত অক্টোবর রবিবার দিবসে আমার পুরাতন বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের দ্বারা পবিত্র বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতঃ এক্ষণ প্রভু য়েশু খৃষ্টের চরণাশ্রয়ে পরম সুখে বাস করিতেছি।

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য।

মিসন কার্য্যে বেতন

১

কেহ২ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা মিসন কার্য্যে করিতে বেতন গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রকৃত কার্য্যকারী নহেন, তাঁহারা বেতন ভোগী। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা এমন কথা বলেন না, কেন না তাঁহারা বলিলে কিছু অনিষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু যাঁহারা এমন কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এসিয়ে বড় দায়িত্ব বোধ নাই। কোন বেতন ভোগীকে প্রকৃত কার্য্যকারী নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ রূপে ন্যায় বিরুদ্ধ। যাঁহারা বেতন ভোগ করেন বলিয়াই কার্য্য করেন, নতুবা করিতেন না, তাহাদের কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু যদি আমাদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন যে, বেতন লইয়া কার্য্য করিলে নিঃস্বার্থ ও প্রকৃত রূপে মিসন কার্য্য করা যায় না, তাহা হইলে আমরা বড়ই বাধিত হইব।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, বেতন কাহাকে বলে ও কি রূপ ভাবে বেতন দত্ত হয়।

প্রথমতঃ বেতন কাহাকে বলে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। যাহার বিনিময় দ্বারা প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় আহার ও অন্যান্য সামগ্রীর সংস্থান করা যায়, তাহাকে সাধারণতঃ বেতন বলা যায়। টাকা কড়ি দ্বারা অশন বসনের

সংস্থান করা যায় বলিয়া তাহাকে বেতন বলা যাইতে পারে। খোলাম কুঁচি দ্বারা যদি তাহা করা যাইত, তাহা হইলে তাহাকেও বেতন বলা যাইত।

দ্বিতীয়তঃ। পাদ্রি, কাটিকিষ্ট, রিডর ইত্যাদি মিসন কার্য্যকারিদিকে কি রূপে বেতন দেওয়া যায়? তাঁহাদিগকে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা এক রকমে বেতন বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। তাহা (subsistence allowance অর্থাৎ কষ্টেশ্রেষ্ঠে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপায় স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যে কার্য্য করেন, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, মনুষ্যের কার্য্য নহে, অতএব সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, বেতন তাঁহাদের পরিশ্রমের অনুযায়িক হইতে পারে না।

এক প্রকার মিসন কার্য্যকারী আছেন, যাঁহারা নিরূপিত বেতন গ্রহণ করেন না, হয় ত তাঁহাদের নিজের বিষয় সম্পত্তি আছে, নতুবা বেতনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা অন্যের দ্বারা তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্পন্ন হয়। যদি হস্তে কতক গুলি টাকা না লইয়া কোন ব্যক্তি আহার, গৃহ, বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে কিসে অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল যে কতক গুলি টাকা হস্তে লইয়া আপনি আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করিল? তুমি যেখানেই থাক না কেন, আহার বস্ত্র ছাড়া ত কার্য্য করিতে পারিতেছ না। যে প্রকারেই হউক না কেন, কাহাকে না কাহাকে তোমার জন্য টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অতএব বেতনভোগীদের নিকট আমাদের বক্তব্য, তোমরা বেতন লইতেছ বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইও না, সকলকেই কোন না কোন প্রকারে বেতন লইতে হয়, তোমরা যে কার্য্য করিতেছ, সে প্রভুর কার্য্য, তিনি ব্যতিরেকে কেহ তোমাদিগকে বেতন দান করিতে পারেন না। তোমরা প্রভুর কার্য্য করিতেছ, মণ্ডলী তোমাদের ভার বহন করিতে বাধ্য। কেবল সাবধান, যেন টাকা পাইতেছ বলিয়াই তোমরা কার্য্যকারী এরূপ ভাব তোমাদের মনে ক্ষণকালের জন্যও প্রবেশ না করে। যাহারা বেতনভোগী বলিয়া তোমাদের দুর্নাম করিতে চায়, তাহাদিগের কথায় অবধান না করিয়া ঊর্দ্ধ লোকে তোমাদের জন্য সঞ্চিত পুরস্কারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনাদের পবিত্র ব্রত পালন কর। তিনি তোমাদের সহায় হইবেন।

প্রার্থনা।

গেজো (Guizot) বলেন,—মানব জাতিই কেবল প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহার নৈতিক প্রকৃতিসিদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে প্রার্থনা বিষয়ক জ্ঞান সদৃশ স্বাভাবিক, সার্ব্ব এবং অজেয় আর কিছুই নাই। শিশুরা ইহাকে বিশ্বাস সহকারে ধরিয়া থাকে। এবং বৃদ্ধেরা দুঃখ ও কষ্টের সময় আসিয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রার্থনা একটী

শিশুর মুখ হইতে অস্পষ্ট রূপে নির্গত হইতেছে, আবার সেই প্রার্থনা এক জন ক্ষীণ, দুর্ব্বল, মৃতপ্রায় ব্যক্তির মুখ হইতে বাহির হইতেছে।

টড্ তাঁহার উৎকৃষ্ট পুস্তক Students, Guideএ এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে কে সুপরামর্শ দিয়াছেন তাহা বলিতেছি। তিনি বলেন,—প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে অভ্যাস কর। আমি বেশ জানি যে, অনেকে প্রার্থনা করিতে আপত্তি করে। তাহারা বলে যে, তাঁহাদের সময় নাই। তাঁহাদের এত অধিক লেখা পড়া করিতে হয় যে, সময় কুলাইয়া আইসে না। এ বিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে, প্রার্থনা তোমার লেখা পড়ায় ব্যাঘাত করিবে না। বরঞ্চ ইহাতে তুমি, শান্তি, বিশ্রাম এবং নূতন জীবন প্রাপ্ত হইবে।

তোমরা বিশপ্ আন্‌দ্রুকে (Bp. Andrewes) কি মনে কর? তিনি ১৫টী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এত অধিক পড়িতে হইলেও তিনি প্রত্যহ পাঁচ ঘণ্টা করিয়া প্রার্থনায় সময় ব্যয় করিতেন।

প্রার্থনার নিমিত্ত সময় নিরূপণ কর। প্রতি দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, কোন বিষয় ভাবনা চিন্তা করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর এবং তৎপরে তোমার প্রাত্যহিক কার্য্য আরম্ভ কর। সত্য বটে তুমি পরীক্ষায় পড়িবে। তোমাকে অনেক বিষয়ে ধৈর্য্য দেখাইতে হইবে এবং রাত্রি আসিবার পূর্ব্বে হয় ত অনেক বার তোমাকে ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার সাহায্য যাচ্ঞা করিতে হইবে। সেই জন্য বলিতেছি যে, তাঁহার কাছে যাও, তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা কর, তিনি যেন তোমাকে চালান, তোমাকে রক্ষা করেন, সর্ব্ব সময়ে তোমার মনকে তাঁহার প্রতি নিযুক্ত রাখেন, তিনি যেন তাঁহার জ্যোতি তোমাকে দান করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। তৎপরে যখন সন্ধ্যা হইবে, যখন তোমার সমস্ত দিনের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবে, যখন দেখিবে যে, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিয়াছ, তখন বুঝিবে যে, সেই দণ্ডই তোমার প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত সময়।

যখন তুমি ভাবিবে যে, এক জন আছেন, যাঁহার নিকট তুমি যাইবা মাত্র, তোমার প্রার্থনা শুনিবেন, যাঁহার কাছে সত্য অনুতাপ করিয়া খৃষ্টের নামে ক্ষমা যাচ্ঞা করিলে যিনি তোমাকে মার্জ্জনা করিবেন, যিনি তোমার সন্ধ্যাকালীন স্তব ও উৎসর্গ গ্রাহ্য করিবেন ও পর দিনের নিমিত্তে শক্তি প্রদান করিবেন এবং যিনি তোমাকে প্রকৃত স্নেহে আচ্ছাদন করিবেন, তখন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে কি তোমার মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না? তোমার হৃদয় কি জ্বলিবে না? দেখিও এমন কোন কার্য্য করিও না, যাহা তোমার ধ্যানকে বিচলিত করিবে। মনে করিয়া দেখ, দানিয়েল দৈববক্তা পারস্য দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

তাঁহাকে ১২০টী প্রদেশের বিষয় সদাই মনেতে চিন্তা করিতে হইত, তথাপি তিনি দিনে তিন বার করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন।

পুনশ্চ, যদি তুমি উত্তম রূপে প্রার্থনা করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার মনে এমন কোন বিষয়কে স্থান দিওনা, যাহা তোমার ধ্যানের বিঘ্ন জন্মাইবে। যদি তোমার এমন কোন গুপ্ত পাপ থাকে, যাহাতে তুমি মগ্ন আছ এবং যাহা তোমার ধ্যানের বিঘ্ন জন্মাইতেছে, এমন পাপ হইতে তোমাকে যে প্রকারে হউক না কেন, স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে। নিশ্চয়ই জানিও যে তুমি কখনই এককালে দুই কার্য্য করিতে পারিবে না। হয় তোমাকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, নতুবা তোমার প্রিয় পাপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেমন ধর্ম্মপুস্তক বলেন,—এক মনুষ্য কখনই দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না।

য়েশু খৃষ্টের নামে প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করিবে। তিনিই কেবল আমাদের এক মাত্র মধ্যস্থ। আমাদের নিজের পুণ্য কিছুই নাই, এবং আমাদের নিজের কার্য্যের উপরও নির্ভর করিয়া প্রার্থনা করিতে সাহস কুলায় না। পবিত্র আত্মার সাহায্য যাচ্ঞা কর। খ্রীষ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যে কেহ তাঁহার কাছে পবিত্র আত্মার সাহায্য যাচ্ঞা করিবে, তিনি তাহাদিগকে তাহা প্রদান করিবেন। সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে এ প্রকার দানের সমতুল্য আর কিছুই নাই। তাঁহার কাছে সাহায্য যাচ্ঞা কর যেন তিনি তোমাকে সকল পরীক্ষা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ক্ষমতা প্রদান করেন, যেন তুমি এই জগতের কিছু উপকার করিতে পার, যেন তুমি মৃত্যু সময়ে শান্তিভোগ করিতে পার, এবং অবশেষে অনন্ত সুখ ভোগ করিতে পাও।

লুসিয়া।

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।)

পলায়ন।

"Where shall I now go, poor, forsaken and blind,
Can I find one to guide me, so, faifhful, and kind?"
Campbell.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লুসিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে পালাস্ হেল্‌মেট্ বামে রাখিয়া তাহার বিপরীত দিকে যাইতে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল, যে সেই রাত্রিতেই সে পলাইবে, নতুবা আর সুবিধা হইবে না। সৌভাগ্যবশতঃ সেই দিন শীঘ্রই তাহাদের যাত্রা শেষ হইয়া আসিল। লুসিয়ারও মন চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। একবার মনে হইল হয় ত রাত্রি বড় অন্ধকার হইবে, আবার মনে হইল, না, হয় ত জ্যোৎস্না হইবে, এক বার ভাবিল, হয় ত আকাশ বেশ পরিষ্কার হইবে, আবার কে যেন বলিল, না ভয়ানক ঝড় হইবে। এই প্রকার

চিন্তাতে লুসিয়ার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল।

পাঠকের হয় ত মনে আছে, যে লুসিয়া কেয়স্ সেনাপতিকে একটী ছুরীকা দান করে, সেই ছুরি দান করণাবধি সেনাপতি তাহার সহিত অতি উত্তম ব্যবহার করিত। লুসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পালাস্হেল্মেটের চতুর্দ্দিকে কি ভয়ানক জঙ্গল?"

সেনাপতি বলিল,—"হাঁ, ভয়ানক জঙ্গল ও তাহা হিংস্রক জন্তুতে পরিপুর্ণ।"

লুসিয়া বলিল,—"তুমি কি নিজে কখন হেল্মেঁটে উঠিয়াছ?"

"না, ইহার উপরে কখন উঠি নাই, তবে প্রায় নয় বৎসর গত হইল আমাদের একটী উষ্ট্র হারাইরা যায় তাহাকেই খুঁজিতে খুঁজিতে হেল্মেট্ অভিমুখে আসিয়াছিলাম।"

"তুমি কি তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছিলে?"

"হাঁ, পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সমস্তটী নয়, কেবল মাত্র একটা বড় হাড়, আর সব শৃগাল কুক্কুরেই শেষ করিয়াছিল।"

"বাস্তবিক আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে তুমি ঐ স্থানে গিয়াছিলে।"

"না, আমি একা যাই নাই, আমার সঙ্গে ছয় জন অস্ত্রধারী দাস ছিল। ওস্থানে ভয়ানক জঙ্গল। চারিদিকে পাহাড় পর্ব্বত, মধ্যে একটী নিতান্ত অপ্রশস্ত উপত্যকা আছে। যে স্থানে হাড় পাইয়াছিলাম সে স্থানটি আমার এখনও মনে আছে, বোধ হয় এখনও হাড় গুলি সেখানে পড়িয়া আছে। আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন আমাকে বলিয়াছিল যে, সেই উপত্যকা দিয়াই পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়। আর শিকারিরা সেই স্থান দিয়াই পাহাড়ের উপরে উঠে।"

লুসিয়া বলিল,—"উপরে উঠে! কেন? কি জন্যে?"

"ছাগল শিকার করিতে, ছাগলের চামড়া ও শৃঙ্গ অনেক মূল্যে বিক্রয় করা হয় বলিয়া শিকারিরা তাহাই শিকার করিতে পায়। ঐ ছাগলের তিনটী করিয়া শৃঙ্গ আছে, আর ঐ শৃঙ্গ হইতে অতি উত্তম ছুরির বাঁট প্রস্তুত হয়।"

লুসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, এখান হইতে সেই উপত্যকা কত দূর হইবে?"

সেনাপতি বলিল,—"কেন তুমিও কি শিকার করিতে চাও নাকি? তোমার যে প্রকার শরীর, ও শরীর শিকারীর উপযুক্ত করিতে অনেক দিন লাগিবে। উপত্যকা এখান হইতে কত দূর জানিতে চাও? এখান হইতে প্রায় ছয় ঘণ্টার পথ হইবে।"

পাছে সেনাপতি তাহার উপর কোন প্রকার সন্দেহ করে, এই জন্য লুসিয়া আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এবং এই সময় তাহাদের যাত্রারও শেষ হইল।

দুই তিন দিন হইল পুর্ণিমা হইয়া গিয়াছে, চন্দ্র উদয় হইতে এখনও অ-

নেক বিলম্ব আছে। পর্ব্বত পথ ভয়ানক অন্ধকার, দিক্‌বিদিক্ নিরূপণ করা যাইতেছে না। লুসিয়া বলিল,—"অদ্য ভাল করিয়া বিশ্রাম করিব, নতুবা পলায়ন করিবার সুবিধা হইবে না।"

সে পলায়ন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে কিছু ছিল, কিন্তু সে গুলি প্রান্তর মধ্যে কি উপকারে আসিবে?

যাহা হউক লুসিয়া সঙ্গীদের নিকট হইতে দশগুণ মূল্য দিয়া একটী পিষ্ঠক ও বোতল সাইপ্রিয়া সুরা ক্রয় করিল। অন্য অন্য দাসদের সহিত তাহার শয়ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু ভৃত্যতাম্বু অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া, সে উষ্ট্রতাম্বুতে শয়ন করিবে স্থির করিল। ভৃত্যেরা এই কথা শুনিয়া মহানন্দিত হইল। এবং তৎপ্রযুক্ত লুসিয়ারও পলায়নের আরও সুবিধা হইল।

লুসিয়ার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। অর্দ্ধ রাত্রির সময় জ্যোৎস্না হইবে সেই সময়ই পলায়নের উপযুক্ত সময়। সে সেনাপতি মুখে শুনিয়াছিল যে, পালাস হেল্‌মেটের নিম্নে যত ভয়, উপরে তত ভয়ের কারণ নাই, হিংস্রক জন্তু আদি পর্ব্বতে নিম্নে ও স্রোত তীরেই প্রায় বিচরণ করিয়া থাকে।

লুসিয়া ভাবিল,—এখনও তিন চারি মাইল না হাঁটিলে ত আর পাহাড়ের উপরে উঠিতে পারিব না, কিন্তু এই তিন চারি মাইলের মধ্যেই বিশেষ ভয়, ইহা যদি অতিক্রম করিতে পারি, তাহা হইলে রক্ষা পাইলাম, নতুবা পিতা মাতার সহিত আর এ যাত্রায় সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার ইলিয়াতেও ফিরিয়া যাওয়া কোন প্রকারে বিধেয় নহে, সেখানে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

এখানে প্রায় অর্দ্ধ রাত্র। চন্দ্রালোকে পৃথিবী আমোদিত হইতেছে। এক একবার শৃগাল ধ্বনি শুনা যাইতেছে। সেনানিবেশ নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রায় অচেতন। কেবল মধ্যে মধ্যে উষ্ট্রধ্বনি শুনা যাইতেছে। লুসিয়া একবার এ পাশ একবার ও পাশ করিতেছে, ভাল ঘুম হইতেছে না। সে শিবির হইতে নির্গত হইয়া দেখিল, বেশ জ্যোৎস্না হইয়াছে শৃগাল ধ্বনি শুনিয়া মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইল। মনে করিল, হয় ত হিংস্রক জন্তু তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। সে দেখিল আর সময় নাই, এখনি নিশাবসান হইবে। অতএব এই পলায়নের উপযুক্ত সময়।

লুসিয়া সন্ধ্যাকালে পলায়নের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন সে তাহার ধনকোষ, কিছু খাদ্য সামগ্রী ও একটী লাঠি লইয়া সভয়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া পালাস হেল্‌মেটাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এক্ষণে আর কোন হিংস্রক প্রাণীর শব্দ শুনা যাইতেছে না। আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্যদেব আপন রশ্মি

বিকীর্ণ করিবে। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে। পক্ষীরা কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে আপন আপন বাসা হইতে নির্গত হইতেছে। এখানে ওখানে ছোট ছোট গিরিসমূহ দেখা দিতেছে, সেই গুলি আবার খর্জ্জুর ও তাল বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার দূরীভূত হইল। তপন তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হইতে লাগিল, এমন সময় আমাদের লুসিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতেছে। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে তাহার এই পদটী স্মরণে আইল,—"সূর্য্য উদিত হইলে তাহারা ফিরিয়া গিয়া আপন আপন আশ্রয়ে শয়ন করে।"

লুসিয়া পাহাড়ের উপর হইতে আপন সহযাত্রিদের দেখিতে পাইল। তাহারা এখনই যাত্রা আরম্ভ করে নাই। লুসিয়া ভাবিল হয় ত তাহার সঙ্গীরা তাহার বিষয় কত ভাবিতেছে, কত তর্কবিতর্ক হইতেছে, হয় ত তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবে। হয় ত তাহারা তাহার উপর কতই বিরক্ত হইতেছে।

পর্ব্বতোপরে মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে, লুসিয়ার মনই যেন সেই সঙ্গে নাচিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে কোন পথে যাইবে? সে শুনিয়াছিল যে, প্রেট্রাপালাস্‌ হেল্‌মেটের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে। কিন্তু এই সামান্য সঙ্কেতে তাহার কি উপকার দর্শিবে? পাঠক? বোধ কর, তুমি এই প্রকার একটী মহারণ্যের মধ্যে পড়িয়াছ। তোমার ভূগোলবিদ্যা যৎকিঞ্চিৎ। এমন অবস্থায় তোমার মনের গতি কি প্রকার হয়? আবার মনে কর তুমি কলিকাতায় নূতন আসিয়াছ। বড়বাজার প্রভৃতি স্থানে বন্ধুসহ বেড়াইতে গিয়াছ। তোমার বন্ধু হয় ত তোমাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় তোমার মনের অবস্থা কি প্রকার হয়? তুমি এই স্থানে নূতন লোক, তোমার কিছুই জানা শুনা নাই। তুমি যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে যে অমুক স্থান কোথায়? অমুক ব্যক্তি কোথায় বাস করেন? ভাল, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর বন্ধু গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে। কিন্তু লুসিয়ার কি ঠিক সেই অবস্থা? না, তাহার অপেক্ষা মন্দ? আমি বলি মন্দ। ভাবিয়া দেখ, তাড়নার সময় একটী অনাথা শৈশব যুবতী, প্রান্তর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। এমন কেহ নাই যে, তাহার সাহায্য করে, কিম্বা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। বোধ হয় পাঠক এখন তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছ। সে শুনিয়াছিল যে প্রেট্রা হেল্‌মেটের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে, এখন সে সেই দিকেই অগ্রসর হইল।

ভ্রমণ করিতে করিতে লুসিয়া এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যে, সেখান হইতে দিক নিরূপণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। চতুর্দ্দিকে পা-

হাড়, পর্ব্বত, এক দিক দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে, অপর দিকে একটী জলোৎস রহিয়াছে, দৃশ্যটী বড় মনোহর দেখাইতেছে। কিন্তু লুসিয়া জানিত না যে, এই মনোহর স্থানটী বিপদে পরিপূর্ণ। মরুভূমিতে প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে সিংহ ব্যাঘ্রাদি ফোয়ারা এবং নদীর নিকটেই বিচরণ করিয়া থাকে, ইহা পথিক মাত্রেই জ্ঞাত আছে, কিন্তু আমাদের লুসিয়া বালিকা এখন এ সকল বিষয় বড় জ্ঞাত হয় নাই।

কিন্তু যাহা হউক, লুসিয়ার একটী বিশেষ গুণ ছিল। সেই গুণটী তাড়নার সময় প্রায় সকল লোকেতেই পাইয়া যাইত। কিন্তু হায়! বলিতে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুঃখ হয় যে, এখন সে গুণটী পাওয়া নিতান্ত দুর্লভ।

শত শত লোক সুখেতে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। শত শত লোক বিশ্রাম বারে উপাসনালয়ে গমন করিতেছে। কিন্তু যাহা তাঁহাদের গৃহে আছে, এখানে কি দেখিবে? যাহা দেখিবে, তাহাতে তোমার ধর্ম্মের বিতৃষ্ণা জন্মিবে। এবং তাহাকেই আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম বৃদ্ধির বিঘ্ন স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

সেই গুণটী কি? প্রার্থনা পরায়ণতা।

লুসিয়া প্রার্থনা করিতে অতি ভাল বাসিত। সে প্রার্থনা করিত; অনিচ্ছা পুর্ব্বক নহে, অনাদর পুর্ব্বক নহে, কিম্বা করিতে হয় বলিয়া করিত না। কিন্তু সম্পুর্ণ মনের সহিত, সম্পুর্ন বিশ্বাসের সহিত ও প্রকৃত ভক্তির সহিত সে প্রার্থনা করিত। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যতক্ষণ না ঈশ্বর তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, ততক্ষণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব না।

লুসিয়া এখন ঈশ্বরের নিকট এ প্রার্থনা করিল যেন তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করেন, তাঁহার নিজের ইচ্ছা কিছুই নহে। পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নি সকলে বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে সে বিষয় সে এমন কিছুই জানে না।

দেখিতে দেখিতে লুসিয়া আসিয়া এমন স্থানে পড়িল যে, বামে বা দক্ষিণে ফিরিবার আর পথ নাই। সম্মুখে একটী বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার তল হইতে একটী জলের ফোয়ারা নির্গত হইয়াছে। লুসিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। সে আসিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে বসিল। হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কিছু আহার করিল।

ক্রমশঃ সূর্য্যরশ্মি প্রখর হইতে লাগিল। লুসিয়াও পথভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া সুখে বৃক্ষতলে নিদ্রা গেল।

বয়স্কের প্রতি যুবকের কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই প্রকারে সুবিস্তার রূপে আরও পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, শিক্ষার দ্বারা আমরা সকলই অবগত হই। শিক্ষাই কেবলং। অতএব শিক্ষা হইতেই প্রকৃত ধর্ম্ম,

প্রকৃত মনুষত্ব লাভ—প্রকৃত শিক্ষাই জীবনের—আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য, শিক্ষাই জীবনের কঠোর ব্রত—শিক্ষাই কেবলং। আমাদিগের দৈনন্দিন প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতি করা আবশ্যক—সকল শক্তির স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ চালনা ও বিকাশ করা কর্ত্তব্য। সুখান্বেষণ কিম্বা দুঃখ পরিত্যাগ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কিম্বা কর্ত্তব্য নহে—সত্যের দিকে ধাবমান হওয়া, সকল প্রকার শক্তির স্বাভাবিক চালনা ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করান—এবং ক্রমশঃ স্রষ্টাকে আদর্শ করিয়া সেই দিকে অগ্রবর্ত্তী হওন—এই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য।

Not in enjoyment, not in sorrow,
Is our destined end or way;
But to act that each to-morrow,
Find us farther, than to-day.

একটী মহা ত্রিভুজ একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক দর্শন কর।

জগৎস্রষ্টা ও বিধাতা সর্ব্বের মূল ও আধার—তিনি এই মহা ত্রিভুজের শীর্ষে তেজপুঞ্জে ও গৌরবের সহিত অনন্তকাল ব্যাপিয়া জগৎধারণ ও নিয়মাবলী বিধান করিতেছেন। ত্রিভুজের দুইটী বাহুতে একটীতে মানবজাতি (মন) কিম্বা চৈতন্য ও অপরটীতে প্রকৃতি (পদার্থ) কিম্বা অচৈতন্য প্রদর্শিত হইতেছে। আর অপর তৃতীয় রেখাটী এই দুইটীর নিগূঢ় ও সুন্দর ও সম্বন্ধ এবং পৃথকতা মিলন ও ঘোষণা করিতেছে। সকলই শক্তি—কি চেতন, কি অচেতন—এবং সকলেই সেই স্রষ্টা ও বিধাতার দিকে এক তানে ও এক প্রাণে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিলীন হইতেছে। আইস আমরাও সেই প্রকারে তাঁহার দিকে ধাবমান হই।

কিন্তু তুমি কে? তোমার সহিত এই ত্রিভুজের কি সম্বন্ধ? হে মানব? কূপ মাণ্ডুকের ন্যায় কূপেতেই আবদ্ধ থাকিও না, বাহির হও। নানা শোভার সৌন্দর্য্যের ও মিলনের আধার, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে নিবিষ্ট মনে ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ কর। সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুই অনন্ত ও অসীম। কালোহহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী। একবার চিন্তাশক্তি প্রসারিত করিয়া এই অসীম রাজ্য দেখ। অসার সংসারেই কেবল নিমগ্ন থাকিও না, সংসারের অতীত স্থানও দর্শন কর। ঐ সূর্য্য, ও চন্দ্র, ঐ নক্ষত্রমালা, ঐ অগন্য নীহারিকা সকল, ঐ সুপ্রসারিত আকাশমণ্ডল, অনন্ত কল্লোলিত ভীষণ শব্দময় মহাসাগর, এই পৃথিবীস্থ নগর, উপনগর, গ্রাম, পল্লী, জীব, জন্তু, এরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে? কোথায় যাইবে? কোথায় যাইতেছে? আমি এবং তুমি কে? কেন আসিলাম? কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছি? এই যে পৃথিবী, ঊর্দ্ধে নীলাম্বর, তদূর্দ্ধে স্রষ্টা, এবং ইহাদের সহিত তোমার আমার তথায় সম্বন্ধ কি? কিন্তু মন কোথায় এ সকল জানিবে? ত্রিকালজ্ঞী শিক্ষাদেবীকে উপাসনা করিলে তাঁহারই দ্বারা সর্ব্ব প্রকার নিগূঢ় সম্বন্ধ জানিতে

পারিবে ও সর্ব্ব প্রকার শক্তির পূর্ণবিকাশ ও সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।—এবং ইহাই লাভ করিবার জন্য তুমি ও আমি ও সর্ব্ব জীব ঐ অসীম শক্তির দ্বারা এই জগতে প্রেরিত হইয়াছি! উপসংহারে, শিক্ষারূপ পবিত্র মন্দিরের উপাসক হও—এই স্থানে ধন, প্রাণ ও মান সকলই বিসর্জ্জন দাও—এবং ঐ মন্দিরের সোপান দ্বারা ঊর্দ্ধে আরোহণ কর—সকলই—অসীম কাল, স্থান, স্রষ্টা তোমার নেত্রগোচর হইবে। এবং প্রত্যেক দিন আরও অধিকতর জ্ঞানী ও শিক্ষিত হইয়া অবশেষে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়া তাঁহাতে বিলীন হইবে। আইস তবে আমরা সম্ভূয় সমুত্থান হইয়া শিক্ষাদেবীর উপাসক হই—কারণ প্রকৃত শিক্ষাই আমাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য—এবং তাই শিক্ষাদেবীর বন্দনা করি।—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বংহি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোরই প্রতিমা গড়ি, মন্দিরে মন্দিরে ॥

অলোক সামান্য ক্রিয়া।

এক অসীম ব্যক্তিগত ঈশ্বর ও অসীম মানবীর ইচ্ছা সম্বন্ধে খৃষ্টধর্ম্মের স্পষ্ট শিক্ষা আছে। খৃষ্টধর্ম্মের সহিত অলোক সামান্য ক্রিয়ার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। খৃষ্টধর্ম্ম তর্ক না করিয়া ধরিয়া লন যে, অলোক সামান্য ক্রিয়া ঐশ্বরিক বিধানের একটী অংশ বিশেষ। প্রকৃতির সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে গেলেই প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরের সুস্পষ্ট ও নিয়মিত কার্য্যের ইহা বিরোধী নয়। খৃষ্টধর্ম্ম স্পষ্ট রূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, সময় ও প্রয়োজন বিশেষে ঐশ্বরিক কার্য্য বিশেষ ঘটিয়া থাকে। সকল ইতিহাস মূলক ধর্ম্ম যাহা বলিয়া থাকেন, খৃষ্টধর্ম্ম তাহাই বলেন, কারণ সকল ধর্ম্মই সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশকে আপন আপন ধর্ম্মের ভিত্তিমূল রূপে নির্দ্দেশ করেন। ইহা হইতেই প্রতীত হয় যে, যে ধর্ম্ম সাধারণের প্রয়োজনীয় তাহা বিশেষ দৈব ঘটনা ব্যতিরেকে প্রামাণ্য হইতে পারে না। যদি অলোক সামান্য ক্রিয়া খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গ না হয়, তাহা হইলে প্রৈরিতিক খৃষ্টধর্ম্ম সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিতে হইবে। যদি খৃষ্ট পুনর্ব্বার উত্থান না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের বিশ্বাস বৃথা। নীতির অংশ অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ত খৃষ্টধর্ম্ম নহে। খৃষ্টধর্ম্মের সার বিষয় অলোক সামান্য

ক্রিয়ার অন্তর্গত ; যদি কেহ সপ্রমাণ করে যে, অলোক সামান্য ক্রিয়া অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য, তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিষয় সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ আকর্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে ইহাতে কিছুই উপকার হইবে না। অতএব আমরা ক্রমান্বয়ে বিবেচনা করিব, অলোক সামান্য ক্রিয়ার সত্যতা প্রতিপন্ন করিলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে কাহার পক্ষে বিঘ্ন ঘটে কি না।

ধর্ম্মপুস্তকের ব্যাখ্যান।

১ করি ১। ৪—১৩।

এখন পৌলের তিরস্কার ও র্ভৎসনা আলোচনা করা যাউক। করিন্থ নগরে সাম্প্রদায়িক ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। পত্র গুলি পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রেরিতগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপদেশ দিতেন। তাঁহারা যে ভিন্ন ভিন্ন সুসমাচার শিক্ষা দিতেন, তাহা কখন সম্ভবে না, তবে তাঁহারা সুসমাচারের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ প্রদর্শন করিতেন। পৌলের পত্রের সহিত সাধু পিতর কিম্বা সাধু যোহনের পত্র গুলি তুলনা কর, দেখিবে সেই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, কেবল সেই সকলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া খৃষ্টমণ্ডলীর একতা সম্পাদিত হয়। প্রথম প্রকার লোকে আপনাদিগকে পৌলের নামে অভিহিত করিয়াছিল ; তাহারা যে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা ও সার্ব্বত্রিকতা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া সাধু পৌল অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় নিযুক্ত হন নাই—তিনি অকস্মাৎ অলৌকিক ঘটনা দ্বারা আহুত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি মনুষ্য কর্ত্তৃক নহে, কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছি। সাধু পৌলের নামে অভিহিত লোকেরা উপরিউক্ত সত্য শিক্ষার অপব্যবহার করিয়াছিল, অর্থাৎ স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে অনিয়ন্ত্রিত ভাবের পরিচয় দিয়াছিল। আপল্লোর নামে অভিহিত আর একটী সম্প্রদায় ছিল। আপল্লো পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী ও সুবক্তা ছিলেন। পৌল ও আপল্লোর মধ্যে যে কোন মতান্তর ছিল, তাহা সত্য নহে। মত প্রকাশ করা সম্বন্ধে বোধ হয় প্রভেদ ছিল। সাধু পৌলের বক্তৃতা জ্বলন্ত শক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু শ্রুতিমধুর ছিল না। তাহাতে লোকের চিত্ত আকর্ষিত হইত, হৃদয়ে সত্যের আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হইত ; কিন্তু আপল্লোর বক্তৃতা শ্রুতিমধুর ও উপাদেয় ছিল। পিতরের নামে আহুত আর একটী দল ছিল। সাধু পিতরের মনে

খৃষ্টধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রথমে তিনি য়েশুকে মনুষ্য পুত্র বলিয়া জানিতেন, তাহার পরে তিনি তাঁহাকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভিন্ন জাতীয় লোকদের প্রতি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবগত হইতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল—তাঁহার বোধে মশিহ প্রধানতঃ যিহুদীদের রাজা সদৃশ, এই জন্য যে সকল বিশ্বাসি যিহুদীয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য যিহুদীয় বিষয়ে আস্থা রাখিত, তাহারা ত স্বভাবতঃ পিতরের অনুগামী হইল। পরিশেষে, খৃষ্টের নামে অভিহিত একটী সম্প্রদায় ছিল। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় না, এই সম্প্রদায়ের কি রূপ মত ছিল, কিন্তু সহজেই অনুমিত হইতে পারে, যে এই সম্প্রদায়টী আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহারা আপনাদিগের আধ্যাত্মিকতা ও আন্তরিক আলোক সম্বন্ধে শ্লাঘা করিত এবং অন্য সকল সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য করিত। ইহারা নিজে "সভাভেদের" দোষী হইয়া অন্যদিগকে সভাভেদী মনে করিয়া অবজ্ঞা করিত।

সাবধান, সম্প্রদায়িক ভাবে পরিপূর্ণ ও পরিচালিত হইও না। দলাদলির ধার দিয়া যাইও না। একই তোমাদের গুরু ও স্বামী অর্থাৎ খৃষ্ট। তিনি আমাদিগের নিকট যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া আপনাদের জ্ঞানানুসারে কার্য্য করি, আর অন্যকে যদি ভ্রান্ত মনে করি, তাহা হইলে প্রীতি ও সম্মান পূর্ব্বক তাহাকে ঈশ্বরের পূর্ণ সত্য জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করি। সত্যই আমাদের এক মাত্র অবলম্বনীয়। টমাস একেম্পিসের সহিত আমরা বলিতে পারি, "ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা কহিতেছেন, সমস্ত জগৎ মোনাবলম্বন করুক।"

আত্ম নির্ভর।

উপদেশের সারাংশ।

হিতোপদেশ। ২৮ ; ২৬।

"যে কেহ আপনার অন্তঃকরণে নির্ভর করে সে নির্ব্বোধ।"

১। যে ব্যক্তি মন্দ সে আপনাকে স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে না। হসায়েল বলিয়াছিল, "কি? তোমার দাস কি কুকুর যে, সে এই মহা কার্য্য করিবে?" ২ রাজা ৮ ; ১৩।

২। সাধু ব্যক্তি আপনার দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন না। সাধু পিতরের জীবন বৃত্তান্তে ইহা প্রতীয়মান হইবে।

(১) সাধু পিতর বাস্তবিক সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মনের সহিত প্রভুকে ভাল বাসিতেন:—যখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তোমার সহিত কারাগারে যাইব, মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিব, তখন যে এ বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তিনি

মনের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলেন, প্রভুর জন্য সকলই করিতে সমর্থ হইবেন। ঈশ্বরের প্রসাদ লক্ষ্য না করিয়া তিনি আপনার প্রকৃতিগত গুণ, প্রতিজ্ঞা ও ভক্তির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

(২) আত্মনির্ভরশীল হওয়াতে তিনি বাস্তবিক নির্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; প্রভু তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পতন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য প্রেরিতদের সঙ্গে শুনিয়াছিলেন, "তোমরা সজাগ থাক, এবং প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় পতিত না হও।" কিন্তু সজাগ ও প্রার্থনাশীল থাকিবার পরিবর্ত্তে তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। বিপদ যখন আসিল, তখন তাঁহার স্বাভাবিক সাহস কিছু কার্য্যে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু এই সাহস দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হইল না, যখন তিনি দেখিলেন যে, প্রভু আপনাকে শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন না, তখন তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। যখন সেই রাত্রিতে অন্যান্য প্রেরিতদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তাঁহার কতই না লজ্জা বোধ হইয়াছিল ! তিনি সকলের অপেক্ষা দৃঢ়রূপে আপনার ভক্তি ও প্রেম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আর এখন যত দূর দুর্ব্বলতা ও অকৃতজ্ঞতা দেখাইতে হয়, তাহাই দেখাইলেন।

অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা কর— আমার মন নিজ বিষয়ে যে ভাল কথা বলে, তাহা বিশ্বাস করিতে আমি কি সর্ব্বদা প্রস্তুত নহি ? আকস্মিক পরীক্ষা দ্বারা আমার অন্তঃকরণের দুর্ব্বলতা কি প্রকাশিত হয় নাই ? হায় ! হায় ! সৌভাগ্য কালে বলিয়াছিলাম, আমি বিচলিত হইব না ; তুমি প্রভু সদয় হইয়া আমায় বল প্রদান করিয়াছিলে।

কিন্তু তুমি আপনার মুখ প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্র আমি বিচলিত হইলাম। আমি যেন ভবিষ্যতে আপনার উপর নির্ভর না করিয়া কেবল তোমারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, কারণ, দয়াময় ! তুমি বলিয়াছ, "আমা ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই করিতে পার না।"

বিশ্বস্ত প্রচারক।

এক দিন বিশপ লাটিমর ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সাক্ষাতে একটী উপদেশ দেওয়াতে রাজা বড় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন। রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, আপনি আগামী রবিবারে উপদেশ দিবেন, কিন্তু সেই সময়ে আপনাকে দোষ স্বীকার করিয়া অপরাধ প্রার্থনা করিতে হইবে। নিরূপিত দিবসে হিউ লাটিমর ধর্ম্মপুস্তকের পদ পাঠান্তে এই রূপে উপদেশ আরম্ভ করিলেন : "হিউ লাটিমর তুমি কি জান, কাহার সাক্ষাতে অদ্য

তোমাকে উপদেশ দিতে হইবে? তাঁহারই সাক্ষাতে উপদেশ দিতে হইবে, যিনি মহা প্রতাপশালী রাজা, যিনি ইচ্ছা করিলে তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন। অতএব সাবধান কোন প্রকারে তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিও না; কিন্তু তুমি কি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছ না, হিউ! কোথা হইতে আসিয়াছ, কাঁহার সমাচার দিবার নিমিত্ত তুমি প্রেরিত হইয়াছ? মহান্ ঈশ্বর কি তোমাকে প্রেরণ করেন নাই? তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি তোমার সকলই দেখিতেছেন, তিনি তোমাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন। অতএব তুমি সাবধান হইয়া বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার সমাচার প্রদান করিবে।" তৎপরে গত রবিবারে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশই আর সজোরে দিতে লাগিলেন। উপদেশ সমাপ্ত হইলে রাজার পারিষদ্‌বর্গ লাটিমরের কি দশা হয়, তাহারই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি ভোজনের পর, রাজা লাটিমরকে ডাকিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ সাহসে এরূপ উপদেশ দিলে?" লাটিমর জানুপাত করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর ও আপনার প্রতি কর্ত্তব্য বোধেই এই রূপ করিয়াছি। আপনার কর্ত্তব্য বোধে ও অন্তঃসাক্ষীর প্ররোচনায় এই রূপ কার্য্য করিয়াছি। তাহাতে রাজা দণ্ডায়মান হইয়া ঐ সাধু ব্যক্তির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমি এমন সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী পাইয়াছি।

"আগমন" কাল।

মণ্ডলী আমাদের জননী। ভূমিষ্ট হইবার সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা সেই জননী কর্ত্তৃক শিক্ষিত, লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। আমরা যাহাতে খৃষ্টের প্রকৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইরা তাঁহার অনন্ত ধামে উপস্থিত হইতে পারি, ইহাই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য। অতএব এই "আড্‌ভেণ্ট" আগমনকাল কি রূপে ব্যয় করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের পবিত্র মণ্ডলী আমাদিগকে সুস্পষ্ট রূপে শিক্ষা দিয়াছেন। খৃষ্টের জন্ম দিন উপযুক্ত রূপে যাহাতে আমরা পালন করিতে পারি, তাহার নিমিত্ত মণ্ডলী সম্পুর্ণ রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রার্থনা পুস্তকে আগমনের যে সকল সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা আছে, তাহার সার তাৎপর্য্য নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। খৃষ্টের প্রথম ও শেষ আগমন।

২। তাঁহার বাক্য দ্বারা আমাদের নিকট আগমন।

৩। তাঁহার পরিচারকদের দ্বারা আমাদের নিকট আগমন।

৪। তাঁহার পবিত্র আত্মার সাহায্য দ্বারা আমাদের নিকট আগমন।

সাধু জেরোমের সময়ের পুর্ব্বে আগমন পর্ব্ব পালিত হইত কি না, তদ্বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। কিন্তু আগমনকাল যে অতি প্রাচীন সময় হইতে

পালিত হইয়া আসিতেছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

আগমনের প্রথম রবিবার। বিষয়। খ্রীষ্টের দুই আগমন। এই রবিবারে আমরা (১) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন এই মর্ত্ত্য জীবন উপযুক্ত রূপে যাপন করিতে পারি। (২) আর যেন আমরা তাঁহার দ্বিতীয় আগমনে তাঁহার অনন্ত গৌরবের অধিকারীও হইতে পারি।

আগমনের দ্বিতীয় রবিবার। বিষয়। বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টের আগমন। (১) ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য (২ আমরা প্রার্থনা করি (ক) যেন ঈশ্বরের বাক্যের উপযুক্ত ব্যবহার করি; (খ) এবং তদ্দ্বারা অনন্ত জীবনের আশা অবলম্বন করি।

আগমনের তৃতীয় রবিবার। বিষয়। প্রথম আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ।

(১) খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের পূর্ব্বে পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যোহন প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(২) আমরা প্রার্থনা করি যেন খ্রীষ্টের পরিচারকেরা তাঁহার ন্যায় পথ প্রস্তুত করেন। "তোমার দূত" মালাখী ৩। ১ "দেখ আমি আমার দূতকে প্রেরণ করিব, এবং তিনি আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবেন।" মথি ১১। ১০ "ইনি সেই ব্যক্তি যাঁহার বিষয় লিখিত আছে, দেখ, আমি তোমার অগ্রে আমার দূতকে প্রেরণ করিতেছি, যিনি তোমার অগ্রে তোমার পথ করিবেন।"

আগমনের চতুর্থ রবিবার। পবিত্র আত্মার আগমন। (সাধু যোহন ১৪। ১৮) প্রভু বলেন,—"আমি তোমাদিগকে অনাথ করিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকট আগমন করিব।" আবার মথি ২৮। ২০ পদে তিনি বলেন, "দেখ আমি তোমাদের সহিত, সর্ব্বদা এমন কি, জগতের অন্ত পর্য্যন্ত আছি।")

(১) আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি আসিয়া আপনার শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে সাহায্য করেন। (২) আর যেন নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আমরা তাঁহার পবিত্র পথে ধাবমান হইতে পারি। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।

এই পাপ সংসারে খ্রীষ্টের আগমন অতি বিচিত্র অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি আসিবেন। যিনি মারিয়ার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের অন্তঃকরণে জন্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। এই আগমন কালে আমাদের প্রত্যেকের প্রস্তুত হওয়া উচিত যেন, খ্রীষ্ট আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের এক মাত্র আশা ও ভরসা স্থল, সমস্ত সৃষ্টি যাঁহার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা, ও আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাঁহাকে লাভ করাই আমাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; তাঁহাকেই যদি না পাইলাম, তবে এ বৃথা জন্ম আমাদের কেনই হইল। অতএব আমরা সাধু আগ-

ষ্টিনের ন্যায় বলিতে পারি, "আমাদের হৃদয় কুটীর অতি অপ্রশস্ত, তুমি প্রশস্ত কর, তুমি আসিয়া তাহাতে অনন্ত কাল বাস কর।"

সমালোচনা।

সাধু মার্কের সুসমাচার, বাইবেল সোসাইটী নিযুক্ত কমিটী কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

সাধু মার্কের বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এখানি বুঝি অন্ততঃ মথির অনুবাদ অপেক্ষা ভাল হইবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে। সাধু মার্ক কোন অংশেই মথি অপেক্ষা ভাল হয় নাই। ঔৎসুক্য সহকারে পাঠ করিতে লাগিলাম, দুই এক অধ্যায় কষ্টে শ্রেষ্ঠ পাঠ করিলাম, তাহার পর আর পাঠ করিতে পারিলাম না। পড়িতে পড়িতে বিতৃষ্ণা জন্মিল। মনে করিলাম এমন ছাই ভস্ম না লিখিলেই কি নয়? এমন কদর্য্য ছাই ভস্মের জন্যে যাহারা অজস্র টাকার অপব্যয় করিতে পারে, তাহারাই বা কেমন লোক? ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণ বিকাশ কালে "মানুষ ধরা জেলে" "বহাইয়া তাহাকে লইয়া গেল," ইত্যাদি যখন লেখা হইয়াছে, তখন যে আর কি অদৃষ্টে আছে তাহা বলিতে পারি না। মহাশয়গণ! ক্ষান্ত হউন। ডাক্তার ওয়েঙ্গর যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বিকৃত করিবেন না। বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ানগণের মাথা খাইবার জন্য আর ব্যস্ত হইবেন না। আপনাদের উদ্দেশ্য উত্তম স্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? আপনাদের ইচ্ছা আছে, কিন্তু—পারকতারই কিছু অভাব দেখা যাইতেছে।

বিবিধ।

আমরা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম যে, সম্প্রতি বাবু ব্রজমোহন ভট্টাচার্য্য নামক এক জন সম্ভ্রান্ত যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ রেভ, রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহাকে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার বাপ্তিস্ম উপলক্ষে বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত মিসনরী রেভ, প্যারীমোহন রুদ্র মহাশয় কলিকাতা ট্রিনিটী উপাসনালয়ে একটী সারগর্ভ ও উপাদেয় উপদেশ প্রদান করেন। ব্রজ বাবু সংস্কৃত কালেজের এক জন কৃতবিদ্য ছাত্র। তিনি কাশীধামেও সংস্কৃতের আলোচনা করেন। আত্মার গভীর তৃষ্ণা নিবারণার্থে তিনি এক সময়ে হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শরণাপন্ন হন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আত্মার তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। অনেক দিন ধরিয়া তিনি সত্যের অন্বেষণ করিতে ছিলেন, যত দিন না তিনি ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র খ্রীষ্টের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, তত দিন তিনি বিশ্রাম ভোগে

সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি হিপোর সুপ্রসিদ্ধ বিশপ আগষ্টিনের ন্যায় বলিতে সমর্থ হইয়াছেন, "হে ঈশ্বর! তুমি আমাদিগকে তোমার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছ। এবং তোমাকে না পাইলে আমাদের আত্মার বিশ্রাম হয় না।" (Quia fecistis nos ad te, et inquietumest cor nostrum donec requiescat in Te) আমাদের ভ্রাতার বিশ্বাস ভক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা, যেন আমাদের নব দীক্ষিত ভ্রাতার দ্বারা তাঁহারই গৌরব ও মহিমার বৃদ্ধি হয়। আমরা আরও প্রার্থনা করি, যেন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ বসুর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের উপর ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন।

আগামী জানুয়ারী মাসের শেষাশেষী আমাদের পূজ্যপাদ বিশপ মহোদয় আপনার কর্ত্তৃত্বাধীন পুরোহিত ও বিষয়ী লোকদের সহিত সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রেলে সভা (Visitation) করিবেন। তাঁহাদের নিকট তিনি আপনার মন্তব্য ব্যক্ত করিবেন এবং পুরোহিতবর্গ ও অন্যান্য লোকেরাও প্রবন্ধাদি পাঠ করিবেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ হইবে, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। আমরা ভরসা করি, সকলে নির্ভয়ে ঈশ্বরের গৌরব লক্ষ্য করিয়া, আপনাদের মতামত প্রকাশ করিবেন।

বারুইপুরের মিসনরী ড্রু সাহেবের পত্নী সম্প্রতি জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি টালিগঞ্জের খ্যাতনামা মিশনরী ড্রিবর্গ সাহেবের ভগ্নি। দুঃখের বিষয় যে, যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডে ছিলেন। ঈশ্বর আমাদের মৃত ভগ্নীকে অনন্ত বিশ্রাম দান করুন!

ছোট নাগপুর মিসনের প্রসিদ্ধ মিশনরী হুইট্‌লী সাহেব স্বীয় কার্য্য করিবার জন্য এদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। যখন ছুটি লইয়া কিছু দিনের জন্য তিনি বিলাতে গমন করেন, তখন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও দুহিতার মৃত্যু হয়। তাহাতে যত দূর তাঁহার শোক ও দুঃখ হইতে পারে তাহা হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে আপনার স্বর্গীয় বল ও শক্তির দ্বারা সবল করিয়া স্বীয় কার্য্যের জন্য এদেশে লইয়া আসিয়াছেন। সান্ত্বনার ঈশ্বর তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ণ করিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এদেশে কার্য্য করিতে শক্তি দান করেন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। হুইট্‌লী সাহেবের মতন একাগ্রচিত্ত ও ভক্ত মিশনরী পাওয়া বড় দুষ্কর।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, রাঞ্চীর প্রাচীন মিশনরী বোন সাহেব ত্বরায় স্বদেশে যাত্রা করিবেন। বোন সাহেব যখন এদেশে আসেন, তখন রেলওয়ে ছিল না, বিলাতী সভ্যতার উপকরণাদি ছিল না, তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু অনেক বৎসর ধরিয়া তিনি কোলদের

মধ্যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্মরণার্থক চিহ্ন স্বরূপ থাকিবে। তাঁহার ন্যায় লোকেরা ভারতের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। ইতিহাসের জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহার নাম লিখিত না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার নাম যেখানে লিখিত আছে, সেখান হইতে কেহ তাঁহার নাম মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। আমরা আশা করি না যে, তিনি পুনরায় ছোট নাগপুরে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন, কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি যেন স্বদেশে পোঁহুছিয়া তিনি অনেক দিন ধরিয়া আপনার পরিবারের সহিত সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারেন।

ওয়েকফিল্ডে চর্চ্চ "কনগ্রেসের" ষষ্ঠ বিংশতি অধিবেশনে রিপণের বিশপ চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্বন্ধে সম্প্রতি যে একটী বক্তৃতা দেন, তাহা বড় বড় বিলাতের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা কেবল উহার একাংশের অনুবাদ করিয়া দিলামঃ "ইংলণ্ডের মণ্ডলী যদিও এক প্রকারে জাতীয় মণ্ডলী, তথাপি উহা সম্পূর্ণ রূপে জাতীয় নহে। সমগ্র খৃষ্টমণ্ডলীর দৃশ্য জীবনের সহিত ইহার যোগ আছে। যে উন্নতি ভাব তিন শত বৎসর হইল সমুত্থিত হইয়াছে, মণ্ডলী সেই ভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইংলণ্ডের লোকেরা অন্ততঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যেখানে সভ্যতা স্রোত প্রবাহিত হইবে, ইংরাজি সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলীরও আধ্যাত্মিক বল বিদ্যমান থাকিবে। উহার সংগঠন প্রণালী চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহার বিশপের সংখ্যা ১০০ জন হইয়াছে। তুষারমণ্ডিত উত্তর কেন্দ্রে উহার সভ্যগণ আপনাদের পবিত্র কার্য্য করিতেছেন। গ্রীষ্ম প্রধান সিংহল ও মরিশস্ দ্বীপে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন। পলিনেশিয়া ও আফ্রিকা মহা প্রদেশে পরের মঙ্গলের জন্য খৃষ্টের সাক্ষী হইয়া তাঁহারা আত্ম বিসর্জ্জন করিতেছেন। এক জনের মৃত্যু হইলে শত শত লোক তাঁহারা কার্য্য করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। সিডনী ও আডিলেডের জন্য আপনার বীর্য্যবান ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সন্তানদিগকে পাঠাইতেছেন। চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সর্ব্বত্রই সম্মানিত ও আদৃত হইতেছেন। যাহারা উহার অন্তর্গত নয়, তাহারা ধর্ম্ম পরায়ণ ও বুদ্ধি সম্পন্ন হইলে উহার সম্মান ও প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে। এবং আশা নেত্রে তাহারা তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। * * * * * ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী এক প্রকার জাতীয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে জাতীয় নহে; জাতীয় জীবন হইতে পৃথক হইলেও একটী প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক সমাজ হওয়াতে, সর্ব্বত্রই উহার কর্ত্তব্য ও কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার রক্তের সহিত অনেক স্রোতের মিশ্রণ হইয়াছে যৎপ্রযুক্ত সংশোধিত মণ্ডলী সমূহের সহিত উহার গভীর সংযোগ রহিয়াছে। * * *

* * গুরুতর প্রশ্ন গুলি বিবেচনা করিতে গেলে বাল স্বভাব সুলভ চিন্তা ও কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা নিজ দলের জয় কিম্বা ব্যক্তিগত আড়ম্বর দেখাইবার জন্য সমাগত হই নাই। চিন্তা ও বিবেচনা এবং সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিবার নিমিত্ত, অন্যের মনোগত বুঝিবার জন্যও আমরা একত্রিত হইয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এক জন ব্যক্তিকে একটী কথার জন্য অপরাধী করা। আমরা সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ, চিন্তা ও আলোচনা এরূপে করিব যেন স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে যে, আমাদের নিকটে বিশ্বাসের উন্নতি, মণ্ডলীর কার্য্য, মনুষ্যের কল্যাণ ও ঈশ্বরের গৌরব বাস্তবিক শ্রদ্ধার বিষয় হইয়াছে।

নব ব্রিমিয়া নামক রুষ সংবাদ পত্র দিল্লীনগরের দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা আশা করি এই দাঙ্গা হাঙ্গামা যে অতি গুরুতর হইয়াছিল তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।" কোন স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলেই রুষ সংবাদ পত্র তাহার খবর লইয়া থাকে এবং আনন্দে বিহ্বল হয়। রুসিয়া অতি সুক্ষ্মভাবে ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

আমেরিকার রমণীগণ আর পুরুষের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন না। ওয়াশিংটন নগরে গবর্ণমেণ্ট আপিসে ১৫০০ শত কেরাণী কাজ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ৪০০ শতই স্ত্রীলোক। ইহারা বৎসরে ১৪৬০ হইতে ৫৫০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন।

মিসর লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে বড়ই মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ফরাসী মিসর হইতে তাড়াতাড়ি ইংরাজকে বিদায় দিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। ফরাসী দূত লর্ড সলস্‌বারিকে বলিয়াছেন, ইংরাজ সৈন্য কবে মিসর ত্যাগ করিবে তাহার দিন স্থির করিয়া বলিতে হইবে। লর্ড সলস্‌বারি কোন উত্তর দেন নাই। আবার গুজব উঠিয়াছে, ফরাসী দূত এমন কথা বলেন নাই।

আগ্রার নিকটে সেকেন্দ্রা নামক এক রমণীয় স্থান। এখানেই আকবর বাদসাহের সমাধি মন্দির। সেকেন্দ্রাতে পিতৃ মাতৃ হীন বালক বালিকাদিগের এক আশ্রয় বাটিকা আছে। এখানে বিগত ১৯ বৎসরকাল এক অদ্ভুত বালক বাস করিতেছে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে বুলন্দসহর জেলার কতক গুলি লোক জঙ্গলের ভিতর দিয়া অগম্য পথে গমন করিতেছিল, পথি মধ্যে বনের ভিতর দেখিতে পাইল, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক একটী বালক হাতে পায়ে ভর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া এই অদ্ভুত বালক এক গর্ত্তের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল, তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া দেখে সে গর্ত্ত কোন হিংস্র পশুর আবাস স্থান। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বুলন্দসহরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দেয়, মাজিষ্ট্রেট

এই বালককে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক—তাহারা গর্ত্তের মুখে আগুন জ্বালাইয়া দিল, আগুণের ধূম গর্ত্তে প্রবেশ করিবা মাত্র এক বাঘিনী গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিয়া বাহির হইল—পর-মুহর্ত্তেই বালক গর্ত্তের বাহিরে আসিল—সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সে ধরা পড়িয়া ব্যাঘ্রের মত তর্জ্জন, গর্জ্জন করিতে লাগিল—তাহাকে আহারের জন্য ভাত দেওয়া হইল, সে তাহা স্পর্শ করিল না—মাংস ব্যতীত আর সে কিছুই খাইত না। তাহার হাবভাব সকলেই ব্যাঘ্রের মত হইয়া গিয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১৮৬৭ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে সে-কেন্দ্রা আশ্রমে পাঠাইয়াছেন। এখানে সে মনুষ্যের মত চলিতে শিখিয়াছে, মনুষ্যের মত ডাল ভাত আহার করে ও বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে, কিন্তু যদিও তাহার বয়স এখন ২৫। ২৬ বৎসর হইয়াছে তথাপি সে এখনও কথা কহিতে পারে না—বাঘিনী সহ-বাসে তাহার যেন বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর সেকেন্দ্রাতে ব্যাঘ্র পোষিত আরও দুইটী বালক ও একটী বালিকা আনীত হইয়াছিল, কিন্তু তা-হারা অত্যল্প কাল পরেই মরিয়া যায়। উত্তর পশ্চিমে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০টী লোক ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়িয়া প্রাণ হারায়—অনেক শিশু সন্তানকে বাঘে লইয়া যায়—আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাঘের প্রাণেও শিশুর কোমল মূর্ত্তি দেখিয়া দয়ার সঞ্চার হয়, বাঘও আবার আপনার স্তন্য দুগ্ধদানে শিশুর শরীর রক্ষা করে ও সযতনে তাহাকে বাঁচাইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিবার জন্য রাজকুমারী বিয়াট্রিস, রাজ জামাতা লর্ড মারকুইস অব্ লোরণ, লর্ড হার্টিংটন, সার্কটস বেরী, সার সামুয়েল ও লেডী বেকার, লর্ড ও লেডী ব্রেসী, লর্ড ও লেডী রোজবেরী, ডিউক ও ডাচস্ অব্ ম্যাঞ্চেষ্টার, লেডী এলিস মনটেগ, কাউন্ট ও কাউণ্টেস্ এনেষল, আরল্ অব্ কাইক, মিঃ হারবার্ট গ্লাডষ্টোন, লেডী হারমিয়ন, লেডী ব্ল্যাকউড শীঘ্রই এদেশে আসিয়া পৌঁছিবেন, ইহারা যাহাতে কেবল নাগরিক চাকচিক্য দেখিয়া স্বদেশে ফিরিতে না পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

আগামী জুন মাসে মহারাণী ভিক্টো-রিয়ার রাজত্বকালের ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে টাকা পয়সার উপরে মহারাণীর যে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বদলাইয়া মহারাণীর বৃদ্ধাবস্থার মূর্ত্তি আঁকা হইবে।

এক জন ইটালীয় পণ্ডিত মৎস্য ধরার নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দেখাই-য়াছেন, গম্ভীর স্বরে গান ধরিলে মৎস্য গুলি সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া নৌকার নিকট আগমন করে, সঙ্গীত মুগ্ধ মৎস্য গুলিকে জালের দ্বারা ধরিবার সুবিধা হয়।

৫ম খণ্ড।] ডিসেম্বর ১৮৮৬। [৩ সংখ্যা।

বঙ্গ বন্ধু

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

মনুষ্যের নৈতিক প্রকৃতি খৃষ্টধর্ম্মের সপক্ষ।

স্যর উইলিয়ম হ্যামিলটনের ন্যায় কতক গুলিন দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লব্ধ হইতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা জাইবে যে, ঐশিক স্বভাব ও শাসন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, নৈতিক স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাথার্থ্য, ন্যায়, দয়া প্রভৃতির ভাব সত্য বটে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমরা ঈশ্বরে আরোপ করি, কিন্তু সেই সকল ভাব, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের নিজের নৈতিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ ও ভুয়োদর্শন ইত্যাদি হইতে, উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন বিবেক সম্পন্ন জীব অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, যাহারা ক্ষমতা, শক্তি ও জ্ঞানের উপলব্ধি করিতে সক্ষম, কিন্তু নৈতিক প্রকৃতির অভাবে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে অক্ষম হইতে পারে। বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা শক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান লাভ সম্ভবে। কিন্তু নৈতিক প্রকৃতি ব্যতিরেকে ন্যায়পরায়ণ ও কৃপাময় সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

শাস্ত্র যে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই, আমাদের নৈতিক প্রকৃতি চরিতার্থ হইতে পারে। নৈতিক জ্ঞানই কেবল নৈতিক মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধ করিতে সক্ষম। যিনি সমস্ত গুণ ও সৌন্দর্য্যের আধার, তাঁহাকেই নৈতিক প্রকৃতি আরাধ্য ও উপাস্য জ্ঞান করিতে পারে। বাইবল প্রকাশিত অনন্ত পুরুষ য়েশু খৃষ্টে পরিব্যক্ত হইয়া আমাদের নৈতিক পূর্ণতার জ্ঞানকে

পরিতৃপ্ত করেন। আবার তিনিই সেই নৈতিক জ্ঞানকে ক্রমশঃ উন্নত ও বিশুদ্ধ করেন। যিনি আত্মা রূপ আশ্চর্য্য বাদ্যযন্ত্র আপনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি আপনার হস্ত দ্বারা সেই যন্ত্রটী বাজাইলে যেরূপ মনোহর শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দে যেরূপ স্বর্গীয় মধুরতা আছে, তেমন মধুরতা আর কোথায় দৃষ্টিগোচর হইবে না।

আমাদের নৈতিক প্রকৃতি এ রূপে সংগঠিত হইয়াছে যে, আমরা নৈতিক সৌন্দর্য্য দেখিলে তাহার আদর না করিয়া থাকিতে পারি না। ন্যায়, সত্য, বিশ্বস্ততা, দয়া, ক্ষমা, পুরস্কার, দণ্ড প্রভৃতি ভাব মনুষ্য সমাজে পরিচিত, এমন কি, মানব সমাজের অস্তিত্ব সেই সকলের উপর নির্ভর করে। সেই সকল মিলিয়া একতানে ঈশ্বরের চরিত্র ও গুণ ব্যাখ্যা করে: বস্তুতঃ, যখন ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করেন, তখন মনুষ্যের হৃদয় ও মন সেই প্রকাশিত রাজ্যে আপনাদের সমস্ত বাঞ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার উপকরণাদি প্রাপ্ত হয়। সেই রাজ্যের বিধান ও নিয়ম যতই আলোচনা করা হয়, ততই আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। অন্তরের রব বাহিরের রবের সহিত মিলিয়া যায়। নদী তটস্থ পাহাড়ে কামানের উচ্চ শব্দ যেমন প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে, সেই রূপ সীনায়ের বজ্রধ্বনি অথবা গালীলের পবিত্র পর্ব্বত হইতে কিম্বা গেৎশিমানীর দুঃখ পূর্ণ। উদ্যানের মৃদু মধুর শব্দ ঈশ্বর নির্ম্মিত মানব হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া আশ্চর্য্য চিন্তালহরী উৎপন্ন করে।

খৃষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ অধ্যায়।

ইগনেসিয়ুশের মৃত্যু হইল, কিন্তু পলিকার্প অনেক দিন ধরিয়া স্মূর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষতা করিলেন। আনিসেতুস যখন রোমের বিশপ, তখন পলিকার্প রোম নগরে গমন করেন। আনিসেতুস তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিলেন, এবং পরস্পরের মধ্যে পুনরুত্থান পর্ব্ব সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও পবিত্র সহভাগ বিধি সম্পাদন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

বোধ হয় রোমে অবস্থান কালে তাঁহার সহিত এক দিন ভ্রষ্টমতাবলম্বী মারসিয়নের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মারসিয়ন ফলে দুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন এবং বলিতেন যে, মোশের ব্যবস্থা সুসমাচার বিরুদ্ধ এবং খৃষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তার পুত্র নহেন। সেই মারসিয়ন পলিকার্পকে এক দিন জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি আমাকে চিনিতে পারেন?” পলিকার্প বলিলেন,—হাঁ, আমি তোমাকে শয়তানের প্রথম জাত সন্তান বলিয়া জানি।” (সাধু ইরেনিয়ুস ৩। ৩]

ইহার কিছু দিন পরে পলিকার্প

রোম হইতে স্মূর্ণায় প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমনের অল্প দিন পরেই, বোধ হয়, খৃষ্টের সাক্ষী রূপে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যু ২৩ সে ফেব্রুয়ারি, শনিবারে হয়, কিন্তু ঠিক কোন বৎসরে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁহার মৃত্যু বিবরণে এই রূপ লেখা আছে :—"শত্রু জয়-মানিকস নামক একজন যুবককে লইয়া আপনার কার্য্য আরম্ভ করিল। সে বন্য পশুর সম্মুখে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল। লোকেরা তাহার সাহস দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'নাস্তিকদিগকে নির্ম্মূল কর, পলি-কার্পকে অন্বেষণ কর।' কোয়ার্তস নামক একজন ফ্রুজীয়ান খৃষ্টিয়ান সাক্ষী হইবার নিমিত্ত আসিয়াছিল, কিন্তু বন্য পশু দেখিয়া তাহার এত দূর ভয় হইল যে, সে তৎক্ষণাৎ খৃষ্ট ধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া ফেলিল।

"পলিকার্প কোন গ্রামাভিমুখে গমন করিয়া নির্জ্জন বাস করিতে লাগিলেন। তথায় প্রার্থনায় রত থাকিলেন। এক দিন তিনি একটী স্বপ্নে দেখিলেন যেন তাঁহার উপাধান অগ্নিতে জ্বলিয়া যাইতেছে। তিনি পরে আপন বন্ধু-বান্ধকদিগকে বলিতে লাগিলেন, আমাকে লোকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবে। তৎপরে তিনি এক কৃষকের গৃহে গমন করেন, কিন্তু তাঁহার দূরন্ত অনুসন্ধানকারী তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিল। শুক্র-বার সায়ং ভোজন কালে হন্তারা আসিয়া শুনিল, তিনি উপরিস্থ কুঠরীতে বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না—বলিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। লোকদের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া, তিনি নীচে অবতরণ করিয়া আসিলেন ও তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা করিলেন। তাহাদিগকে আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যাদি দিবার জন্য নিজ ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, এবং প্রার্থনা করিবার জন্য কিছু সময় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, তাঁহার পবিত্র ভাব দেখিয়া তাহারা চমকিত হইল, এবং তাঁহাকে দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া প্রার্থনা করিতে অনুমতি দিল। তিনি ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন, সকল বন্ধু বান্ধবের জন্য ও সার্ব্ব মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করি-লেন। গমন করিবার সময় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে গর্দ্দভারূঢ় করাইয়া নগরে আনয়ন করা হইল। সে দিন শাবাথ দিন। শাসনপতিবর্গ শকটা-রূঢ় হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন, বলিলেন, 'প্রভু কৈসর বলিতে ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া স্বাধীন হইতে ক্ষতি কি?'

প্রথমে তিনি কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাহারা কিছু কাল মৌনাব-বলম্বন করাতে, তিনি বলিলেন, আপ-নারা যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি করিব না। তাহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিল ও শকট হইতে নামাইয়া ঘোড়দৌড় স্থানে লইয়া গেল।

"তথায় উপস্থিত হইলে মহানন্দ ধ্বনি হইতে লাগিল। এক জন বলিলেন, 'পলিকার্প, পুরুষের মতন ব্যবহার করিও।' কে একথা বলিয়াছিল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই কথা গুলি শুনিয়াছিলাম। শাসনকর্ত্তা বলিলেন, 'তুমিই কি পলিকার্প?' 'হাঁ, আমি পলিকার্প।' 'তাহা হইলে আপনার বৃদ্ধাবস্থার উপর অনুকম্পিত হও। কৈসরের নামে দিব্য কর এবং বল "নাস্তিকদিগকে নির্ম্মূল কর।" পলিকার্প তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ও স্বর্গের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, নাস্তিক দিগকে নির্ম্মূল কর।' শাসনকর্ত্তা বলিল, 'শপথ কর, তাহা হইলে তোমাকে মুক্ত করিব। খৃষ্টের বিরুদ্ধে কথা বল। তিনি বলিলেন, 'আমি ৮৬ বৎসর তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছি, তিনি তো আমার কোন অনিষ্ট করেন নাই, তবে আমি কেমন করিয়া আমার রাজা ও ত্রাণকর্ত্তার নিন্দা করিব?' আবার শাসনকর্ত্তা অনুরোধ করাতে, তিনি বলিলেন, 'আপনি যদি আমাকে ভাল করিয়া না জানেন, তাহা হইলে আপনাকে স্পষ্ট বলিয়া দিতেছি। আমি এক জন খৃষ্টীয়ান; আপনি যদি খৃষ্ট ধর্ম্মের তত্ত্ব শুনিতে চান, তাহা হইলে একটী দিন নির্ধার্য্য করুন, আমার কথায় কর্ণপাত করুন।' শাসনকর্ত্তা উত্তর করিয়া বলিলেন, 'আমি আপনাকে খৃষ্টতত্ত্ব শ্রবণ যোগ্য বিবেচনা করি, কারণ আমরা উভয়ে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত শাসন পদের সম্মান করি, কিন্তু আমি তাহাদিগকে এবিষয় জানাইবার উপযুক্ত পাত্র মনে করি না।'

"সেই নৃশংস ব্যক্তি বলিল, 'এখানে বন্য পশু উপস্থিত, তুমি অনুতাপ না করিলে, আমি তোমাকে ইহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া দিব।' 'আচ্ছা তাহাই হউক; তাহাদিগকে ডাক; কারণ উত্তমের পরিবর্ত্তে মন্দ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা অনুতাপ ও মনঃপরিবর্ত্তনের লক্ষণ নহে। মন্দ হইতে পরাঙ্মুখ ও পরাবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।' 'বন্য পশু অগ্রাহ্য করিলে আমি তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব।' 'তুমি সেই অগ্নির কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছ যে অগ্নি ক্ষণকাল মাত্র প্রজ্জ্বলিত হয়, পরে নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু তুমি জান না যে, আর এক প্রকার বিচার ও অনন্ত দণ্ড রূপ অগ্নি জ্বলিবে, যাহা কখন নির্ব্বাণ হইবে না—যাহা দুষ্ট লোকদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তিনি সাহস ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন, মুখজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। সাধু স্তিফানের মৃত্যুর পুর্ব্বে যেরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়াছিল, সেই রূপ পলিকার্পের হইল। শাসনকর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, অগত্যা ঘোষণা করিলেন, পলিকার্প আপনাকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।'

মানবের ধর্ম্মানুরাগ।

সকল দেশেতেই মনুষ্য ধর্ম্মের নিমিত্ত হাহাকার করিয়া থাকে। সকল জাতিই ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি দেখাইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে ধর্ম্মই সকল সুখের উৎস এবং ধর্ম্মই মনুষ্যকে জাগতিক বিষয় হইতে পৃথক করিয়া রাখে। নাস্তিক 'বলিতেছে,' 'ঈশ্বর নাই।' সেকুলারিষ্ট বলিতেছে,—আইস, অদ্য ভোজন এবং পান করি, কি জানি কল্য হয় ত আর বাঁচিয়া থাকিব না। নাস্তিক এ কথা মুখে বলিলেও সে অনেক বার ইচ্ছা সত্ত্বেও ঈশ্বরের নাম করিয়া থাকে এবং তাঁহার বিষয় চিন্তাও করিয়া থাকে। এবং ইহাতেই তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে।

আবার সেকুলারিষ্টের মতে যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে পশু অপেক্ষাও জঘন্য হইতে হয়।

মানবের অন্তরে এমন একটী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা সে জাগতিক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে ও ঈশ্বর বিষয় ধ্যান করিয়া থাকে। স্বভাবতঃই সে মনে করিয়া থাকে যে এই জগৎ কিছুই নহে যে, সে এই পৃথিবীস্থ অযুত অযুত মানব প্রকৃতির মধ্যে এক জন এবং সে যে জগতে বাস করিতেছে, ও যে জগতের বিষয় লইয়া মহা ঔৎসুক্যের সহিত আন্দোলন করিয়া থাকে, তাহাও শত শত পৃথিবীর মধ্যে একটী। এই সকল বিষয় চিন্তা ও ধ্যান করিতে করিতে সে কতবার বলিয়া থাকে—'অসারের অসার, সকল বস্তুই অসার।' এই প্রকারে দেখা যায় যে লোকে জাগতিক হইলেও তাহাকে এক প্রকার 'ঐশিক মুহূর্ত্ত' দেওয়া হইয়াছে। যে সময়ে সে আপনাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া থাকে এবং নিজ ধন সম্পত্তি উল্লেখ করিয়া বলে—'ইহাতে কি হইবে? মৃত্যুর পর এ সকল কিছুই ত আমার সঙ্গে যাইবে না? এত দিন ধরিয়া যে এত ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করিলাম এখন কি আমাকে মরিতে হইবে? জগতে কি আমি কেবল এই নিমিত্তই আসিয়াছিলাম? এই জীবনের কি আর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না? কেবল কি আমি এই জগতে ভোজন করিতে, পান করিতে, কিম্বা নিদ্রা যাইবার নিমিত্তই আসিয়াছিলাম? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহা ভাবিলে মনে ঘৃণার উদয় হয়। বহুদর্শিতা,-এই জগতের বহুদর্শিতা আমাকে জানাইয়াছে যে অদ্যই হউক কিম্বা কল্যই হউক, এক দিন আমাকে এ জগত হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। দিনের স্থিরতা কিছু মাত্র নাই। আমি মৃত্যুর মধ্যে বসিয়া আছি। এখন বল দেখি কি করিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে এই মৃত্যুর মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারি। আমার সম্মুখেই আমার বন্ধু বান্ধবেরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। হয় ত আমিও কল্য মরিতে পারি। সেই জন্য আমাকে সদাই মৃত্যুর জন্যে প্র-

স্তুত থাকিতে হইবে। এই জগতে আমি চির কাল থাকিতে পাইব না। আমি বিদেশী, প্রবাসী। আমাকে ইহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এবং তজ্জন্যই আমাকে বিবেচনা পূর্ব্বক এই স্থানে চলিতে হইবে।

এই হেতু আমার একটী বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে, যাহা আমার জীবনের যষ্টি স্বরূপ হইবে। যাহা আমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে ও উৎসাহ দিবে। যাহা আমাকে দুঃখের সময় শান্তনা দিবে এবং আমাকে ভবিষ্যতের নিমিত্তে ভরসা দিবে। এবং তাহাকেই আমরা ধর্ম্ম কহিয়া থাকি। এবং সেই ধর্ম্ম সকল মনুষ্যের আদর ও গ্রহণীয়।

খৃষ্টের নিগূঢ় দেহ

খৃষ্ট মাংস ধারণ করিয়া মানবীয় স্বভাবকে উন্নত, বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিয়াছেন। তিনি মাংস ধারণ করিয়া বাহ্যিক বিধানের ও আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খৃষ্ট আপনার বিধান নিরূপণ করিলেও, খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে অনেকে তাহা হইতে উপকৃত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। খ্রীষ্টীয়ান নামে অভিহিত এমন অনেক লোক আছে, যাহারা খৃষ্টের মধ্যস্থতা গ্রাহ্য করিয়া ও তাঁহার দেহ রূপ আবরণী দ্বারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে না। তাহারা মনে করে, নিগূঢ় দেহের বিধান নিচয় দ্বারা, খ্রীষ্টের শক্তিতে, ঈশ্বরের নিকট গমন করিলে তাহাদের ব্যক্তিগত "স্বাধীনতার" লোপ হইবে। যখন কোন দেশে বিশেষ পথ দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ থাকে না, তখন যে কোন পথ দ্বারা হউক না, নগরে প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু সীমা নির্দ্দিষ্ট মার্গ নিরূপিত হইলে, পূর্ব্বেকার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকের খৃষ্টের মধ্যস্থতা সম্বন্ধে এই রূপ সংস্কার। তাহারা আপনাদের উদ্ঘাটিত পথ দিয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে চেষ্টা করে, মণ্ডলীর সহিত সংযোগ বিধান তাহাদের ঘোর চক্র বলিয়া বোধ হয়। যাহাদের খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র: কিন্তু তাহাদের নিকট ঈশ্বর সত্য প্রকাশ করিলে যেমন তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য, তদ্রূপ মণ্ডলী সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান মানিতে ও স্বীকার করিতে খ্রীষ্টীয়ান মাত্রেই বাধ্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে।

ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে গেলে, আমরা খৃষ্টের মানবীয় স্বভাব অতিক্রম করিতে পারি না। সেই স্বভাবই তাঁহার সহিত সম্মিলনের প্রশস্ত পথ।

কোয়েকর নামে আখ্যাত ও তাহাদের ন্যায় অন্যান্য নাম ধেয় খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়েরা ঈশ্বরের বিধানসম্বন্ধে নানা ভ্রমে

পতিত হইয়াছে। তাহারা আপনাদের মনোগত ভাব ও আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সংস্কার নিচয়ে অবতীর্ণ ঐশিক মধ্যস্থের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করে না, তাহারা বুঝে না যে, খৃষ্ট ধর্ম্ম কেবল অন্তর্মুখ প্রণালী [Subjective] বদ্ধ নহে, ইহা বিশিষ্ঠ রূপে বহির্মুখ [objective] প্রণালী বদ্ধ। এই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ভাল ভাল লোক আছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা এখানে ব্যক্তি বিশেষের বিচার করিতেছি না, আমরা কেবল কয়েকটী ভ্রান্ত মত প্রণালীর আলোচনা করিতেছি। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যাঁহারা এতাদৃশ মত অবলম্বন করেন, তাঁহারা সুসমাচারের বচন গুলি ব্যবহার ও প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু তাহাদের অবশ্যম্ভাবী গতি প্রাকৃতিক ধর্ম্মের দিকে। "বাইবেলবাদী" হউন, আর যাহাই হউন, তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রণালী সংগঠন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যদি তাহারা মণ্ডলীর বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলে, ঈশ্বরের সহিত ইহার সংযোগ প্রণালী সকল স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট নহে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উত্তরচ্ছলে বলিতে হইবে, তবে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র ও প্রাকৃতিক ধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ কি? কারণ আমাদের দৌর্ব্বল্য ও মনুষ্যত্ব স্পর্শ করিবার নিমিত্ত যখন খৃষ্টের মনুষ্যত্ব স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সেতু স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, তখনই সংযোগের একটী বাহ্যিক পথ প্রশস্ত হইল। যে পথ প্রশস্ত হইয়াছে তাহা আমাদের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। মধ্যস্থতা কার্য্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরেরই কার্য্য। যখন তিনি আমাদের স্বভাব গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি বাস্তবিক নিজের সহিত সম্বন্ধ ও সংযোগ সাধন করিলেন; সেই সংযোগের দ্বারা তিনি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সংযুক্ত হন। তাহারা বাস্তবিকই তাঁহার বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের সহিত সংযুক্ত হয়। তাঁহার অঙ্গ সমূহ বাস্তবিকই নূতন মনুষ্যত্ব পরিধান করে। এবং যত লোকে য়েশু খৃষ্টে বাপ্তাইজ হয় "তত লোক খৃষ্টকে পরিধান করে।"

কোয়েকর সম্প্রদায় যে জানিয়া শুনিয়া খৃষ্টকে অগ্রাহ্য করিবার সংকল্প করে, তাহা বলা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় না। বোধ হয় তাহাদের এই রূপ ধারণা যে, খৃষ্ট তাহাদের অন্তঃকরণে বিরাজমান, অতএব ঈশ্বরের নিকট তাহাদের গমন করা অনায়াস সাধ্য। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে না, তাঁহার মনুষ্যত্বই কেবল সেই দ্বার যাহার দ্বারা ঈশ্বরের নিকট উপনীত হওয়া যায়। প্রসাদ দ্বারা যে সংযোগের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে প্রকৃতি লব্ধ উপায়ের বিরুদ্ধ!

[ক্রমশঃ]

খালাসি ছেলে।

দুই এক দিন হইল আমরা বন্দর ছড়িয়া আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছি, এমন সময় মহা ঝড় আরম্ভ হইল। সেই সময় আমি একটী খালাসি ছেলের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। সে এত অল্প বয়স্ক ছিল, যে সহজে তাহাকে খালাসি বলিয়া বোধ হইত না।

ক্রমশঃ ঝড় প্রবল হইয়া উঠিল। মাস্তুলের কাছি গুলি মাস্তুলের মাথায় জড়াইয়া গেল। তাহাতে সকলের মনে ভয় হইল। এমন সময় কেই বা মাস্তুলের উপরে উঠিয়া সেই দড়ি গুলি ঠিক করিয়া দেয়?

জাহাজের মালিক আর কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া একটী ছোট বালককে উপরে উঠিতে বলিল। বালকটী মাথা হইতে টুপি খুলিয়া ফেলিয়া একবার দোদুল্যমান মাস্তুলের দিকে, একবার গর্জ্জনকারী সমুদ্রের দিকে, একবার মালিকের দিকে দেখিতে লাগিল। তাহার মন আশঙ্কাতে পূর্ণ হইল। সে কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে সে সে স্থান হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিল, এবং কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া মাস্তুলের উপর উঠিতে লাগিল। সে এত উচ্চেতে উঠিল যে আমি আর তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল এবং মালিকের উপর আমার নিতান্ত রাগ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—তুমি কেন ঐ ছোট ছেলেটীকে মাস্তুলের উপর উঠিতে বলিলে, সে নিশ্চয়ই পড়িয়া মরিয়া যাইবে। তাহাতে মালিক বলিল,—আমি সকলের প্রাণ বাঁচাইব বলিয়াই এই রূপ করিয়াছি। আমরা এ প্রকারে অনেক বয়স্ক লোক হারাইয়াছি বটে, কিন্তু কখন ছোট ছেলে হারাই নাই। আপনি দেখুন, ও যেন ঠিক একটী কাঠ বিড়ালের ন্যায় বসিয়া আছে। ও চালাক ছেলে, আমি ভরসা করি ও নিরাপদে নামিয়া আসিবে।

মালিকের কথা শুনিয়া আমি আবার বালকটীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমার চক্ষে জল আসিল। আর আমি তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। মনে হইল ছেলেটী এখনি পড়িয়া প্রাণ হারাইবে।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটী নামিয়া আসিয়া সকলের সঙ্গে বেশ আনন্দের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মালিক তোমাকে উপরে উঠিতে বলিল কেন, তুমি প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া পরে উঠিলে, ইহার কারণ কি?

সে বলিল—মহাশয়! আমি প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম।

'তুমি প্রার্থনা কর?

আজ্ঞা হাঁ, আমি ভাবিলাম হয় ত আমি এই ঝড়ের সময় উপর হইতে

পড়িয়া মরিয়া যাইতে পারি। সেই জন্য ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্তে নিজ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। 'তুমি কোথায় প্রার্থনা করিতে শিখিলে?' কেন? বাড়িতে, মা আমাকে সণ্ডে স্কুলে পাঠাতেন, সেখানে আমার শিক্ষক আমাকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিতেন। 'তোমার পকেটে কি ছিল?'

'আমার নুতন ধর্ম্ম নিয়ম, আমার শিক্ষক তাহা আমাকে দান করেন, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, যদি আমি মরি তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের পুস্তকটী বুকে রাখিয়া মরিব।

মণ্ডলী তত্ত্ব বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন?

মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট। আদম ঈশ্বরের বন্ধু আখ্যাত ছিলেন; ঈশ্বরের বশীভুত থাকিলে, তিনি অমর হইতে পারিতেন (রোম ৫। ১২)। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শয়তানের কথায় কর্ণপাত করিলেন, তাহাতে তাঁহার ঘোর পতন হইল (আদি, পু, ৩)।

১। একটী মাত্র পাপের দাস হইয়া আদম আপনাকে শয়তানের হস্তে বিক্রয় করিলেন। তিনি যে আপনি পতিত হইলেন, কেবল তাহা নহে, সমস্ত মনুষ্য জাতি তাঁহাতে কলুষিত হইয়া গেল। আমরা সকলে পাপপঙ্কে পতিত হইলাম। বীজ যে রূপ সেই প্রকার বৃক্ষ হয়, আবার তাহা হইতে যে বীজ হয়, সে বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হয়।

২। পতন দ্বারা আদম কেবল শয়তানের অধীন হইলেন তাহা নহে, তিনি সমগ্র মানব স্বভাবকে কলুষিত করিলেন। (আদিপুস্তক ৫। ৩, আয়ুব ১৪। ৪, গীত ৫১। ৫; ইফি ২। ৩) পিতা মাতার পাপ ও অপরাধে সন্তানেরা পাপের ফলের ভাগী হইয়া থাকে।

মনুষ্য এই রূপে পাপের দাস হইয়া আর আপনাকে স্বাধীন করিতে সক্ষম হইল না, কারণ (১) ভ্রষ্ট স্বভাব বশতঃ বিশুদ্ধচরিত্র হওয়া তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল, (২) যদিও মনে কর সে আর কোন নুতন পাপ না করিত, তবুও পুরাতন ঋণ শুধিবার তাহার ক্ষমতা হইত না। এই পুরাতন ঋণ পরিশোধ করা কেবল এক জন সম্পুর্ণ রূপে শুদ্ধ ও পবিত্র ব্যক্তির সাধ্য। ইহারই নিমিত্তে ঈশ্বরের "শব্দ" মনুষ্য হইলেন (যোহন ১। ১৪;)। তিনি বাস্তবিক আদম জাত সন্তান, হিব্রু (২। ১৪;)। তিনি সম্পুর্ণ মনুষ্য (গালা ৪। ৪, হিব্রু ২। ১৭;) তিনি সম্পুর্ণ রূপে নির্দ্দোষ (১ পিত ১।১৯; ২। ২২); "তিনি সকলের উদ্ধারের জন্য আপনাকে সমর্পণ করিলেন" (১ তিম ২। ৬।)

কিন্তু এই মাংস ধারণের উদ্দেশ্য সম্পুর্ণ রূপে পুর্ণ করিবার জন্য অর্থাৎ

ঈশ্বর ও মনুষ্যকে সম্মীলিত করিবার জন্য, তিনি আরও কোন উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। তাহা না করিলে খৃষ্ট কেবল মহান আদর্শ ও শিক্ষক স্বরূপ গণ্য হইতেন। দ্বিতীয় আদম (১ করি ১৫। ৪৬) নূতন সৃষ্টির মস্তক (প্রকাশিত ৩। ১৪।) এবং আপনার সন্তানদিগের অনন্ত পিতা (যিশাইয়া ৯। ৬) হইতে পারিতেন না। বংশ উৎপাদন করিবার জন্য পুরুষ ও স্ত্রীর সহবাস হওয়া আবশ্যক, তেমনই ঐশিক মনুষ্যেরও এমন ভার্য্যার প্রয়োজন ছিল, যিনি সমস্ত লোকের জননী হইবেন (আদি ৩। ২০।) যেমন আদমের নিদ্রিতাবস্থায় হবার উৎপত্তি হইয়াছিল, (আদি ২। ২১) তদ্রূপ মণ্ডলী, যাহা খ্রীষ্টের ভার্য্যা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, (প্রকা ১৯। ৭; ২১। ৯, ১০,) ক্রুশে মৃত খ্রীষ্টের পার্শ্বদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সমস্ত বিশ্বাসীবর্গের সমষ্টি যাহারা "প্রৈরিতিক শিক্ষা, সহভাগিতা, রুটী ভাঙ্গন ও প্রার্থনায়" (প্রেরি ২। ৪২) নিবিষ্ট থাকে, তাহারাই এই ভার্য্যা ও নির্ম্মল কুমারী রূপে আখ্যাত হইয়াছে। (ইফি ১। ২৩; কল, ১।২৪) সুসমাচার অনুসারে যেমন একটী স্ত্রী বিবাহ করাই ধর্ম্ম সঙ্গত, তেমনই মণ্ডলী এক বই দুই নহে (রোম ১২। ৬; ১ করি ১০। ১৭; ১২। ১২; গালা ৩। ২৪ ইফি ৪।৪।) এই মণ্ডলী জয়বান ও যুধ্যমান এই দুই ভাগে বিভক্ত। যুধ্যমান মণ্ডলী মনুষ্যের দৃশ্য, কেন না ইহা জগতকে জ্যোতি দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে এই দৃশ্য অবস্থা বর্ণিত আছে। (যিশা ২।২; যিহি ১৭। ২২; মীকা ৪। ১; মথি ৫। ১।

পৃথিবীতে ইহা ঈশ্বরের রাজ্য হওয়াতে ইহার নিজের আইন কানুন আছে (মথি ১৮।১৮); ইহার কার্য্যকারী আছে (ইফি ৪। ১১; ১ তিম ৩। ১) ইহার সমবেত সভাও আছে, (১ করি ১১। ২০)।

ইহা কেবল এক নহে, ইহার অন্যান্য লক্ষণও আছে। সেই সকল লক্ষণ দ্বারা ইহার পরিচয় লাভ করা যায়। ইহা পবিত্র (১ করি ৬। ১১; ইফি ৫। ২৬) কারণ ইহাতে পবিত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ইহার উদ্দেশ্য, সকলকে পবিত্র করা। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ইহাতে ভাল ব্যতীত মন্দ ব্যক্তি থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই (মথি ১৩।) ইহা সার্ব্ব, কারণ এই মণ্ডলী সকল দেশ ও কালের জন্য স্থাপিত হইয়াছে (কল ১। ৫৬; ৩। ১১) সর্ব্ব সময়ে ইহা বিদ্যমান থাকিবে, (মথি ২৮। ২০; ইফি ৩। ২১।) ইহা সকল প্রকার প্রয়োজন ও চরিত্রের উপযোগী। এই মণ্ডলী প্রৈরিতিক, কারণ প্রেরিতেরা যে শিক্ষা দিয়াছেন ইহা তাহাই দিয়া থাকেন (২ তিম ২। ২।) মণ্ডলীর কার্য্য ত্রিবিধ। (১) যাহা চিরকালের জন্য সমর্পিত হইয়াছে সেই সত্যের রক্ষক ও সাক্ষী হওয়া (ফিলি ১।২৭;

২ তিম ১। ১৩ যিহি ৩।) ইহা "সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তিমূল।" (২) ইহা বিশ্বাসীবর্গের জননী (গালা ৪।২৬), কারণ ইহা খৃষ্টীয়ানদিগের শিক্ষা প্রদাতা ও অবিশ্বাসীদিগের মন সত্যের প্রতি আকর্ষণ করেন। (৩) ইহার দ্বারা বিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করে।

ইহার কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য খৃষ্ট স্বয়ং কার্য্যকারী নিয়োজন করিয়াছেন। (১ থিসি ৫।১২; ১ তিম ৫।১৭; হিব্রু ১৩।১৭।) প্রথমে তিনি প্রেরিতদিগকে, তাহার পর নিম্ন শ্রেণীস্থ কার্য্য কারিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন (ইফি ৪।১১।) তাহাদিগকে তিনি বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিবার ও বাপ্তাইজ করিবার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। (মথি ২৮।১৯, ২০)।

ইহাদিগকে পবিত্র সহভাগ সম্পাদন লূক ২২। ১৯; ১ করি ১১। ২৪) এবং পাপ মোচন ও বন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। (যোহন ২০। ২২) ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত না হইলে কোন ব্যক্তি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পরিচারক বা ঈশ্বরের দূতের কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। (প্রেরি ২০।২৮; হিব্রু ৫। ৪।) কাহারা নিযুক্ত করিবার অধিকারী, তাহা নিম্ন লিখিত বচন গুলিতে অবগত হওয়া যায় (১ তিন ৪। ১৪; ২ তিম ১। ৬; গীত ১। ৫।)

মনুষ্য কর্ত্তৃক আহূত ও নিযুক্ত পরিচারক ঈশ্বরের কার্য্যকারী না হইয়া বস্তুতঃ মনুষ্যেরই কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

যে উপায় দ্বারা মণ্ডলী লোকদিগকে খ্রীষ্টের প্রসাদের ভাগী করেন, তাহাও ত্রিবিধ—প্রার্থনা, উপদেশ ও সংস্কার।

বিশ্রাম।

[উপদেশ।]

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকেরা আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালী আপনাদের স্কন্ধে বহন কর এবং আমার নিকট শিক্ষা কর, কারণ আমি বিনীত ও নম্রমনা। তাহা হইলে তোমরা আত্মার বিশ্রাম পাইবে।" মথি ১১। ২৮, ২৯।

যাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক উক্ত কথা গুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার সহিত মানব স্বভাবের অত্যাশ্চর্য্য উপযোগিতা স্পষ্টই অনুভব করিয়াছেন। আমরা যতই উহা পাঠ করি, ততই মনোহর, সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও নবীন বলিয়া তাহা বোধ হয়। ইহাতে মানব প্রকৃতির গভীর আধ্যাত্মিক অভাবের ও সূচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই অপূর্ব্ব বিশ্রাম দানে স্বীকৃত হইয়া দয়াময় ত্রাণকর্ত্তা আমাদের একটী মহা অভাব নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

প্রাচীন ধর্ম্মমত গুলিন সুখের অন্বেষণে রত ছিল। আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, এমন কি প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত এই সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত। তাহারা যেন সমস্বরে কবির কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া

বলিতেছে, "সুখই আমাদের সত্বার পরিণাম ও লক্ষ্য।" ত্রাণকর্ত্তার শিক্ষা কিন্তু স্বতন্ত্র। তাঁহার শিক্ষা অন্য প্রকার। তিনি বলেন, "তোমা-দের জগতে দুঃখ (সুখ নয়) হইবে, কিন্তু ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আমি জগ-তকে জয় করিয়াছি।" "আমাতেই তোমরা শান্তি উপভোগ করিবে।" জগত যাহাকে সুখ শান্তি বলে তাহা তোমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না, তোমরা ঊর্দ্ধ হইতে আগত আন্তরিক বিশ্রামের অধিকারী হইবে। কেবল যিনি বিশ্রাম দান করিতে সমর্থ তিনিই বলিতে পারেন, "আমার যোঁয়ালী আপনাদের স্কন্ধে বহন কর, কারণ আমি বিনয়ী ও নম্রমনা, আর তোমরা আত্মার বিশ্রাম পাইবে।" এই বিশ্রাম নিজের তাঁহার নিয়ত ছিল, এই জন্যই তিনি তাহা প্রদান করিতে সমর্থ; অনেক বার দেখা গিয়াছে যাহাদের এই বি-শ্রাম নিজের নাই, তাহারাই আবার অন্যদিগকে তাহা দান করিতে চাহে। অনেক ধর্ম্মার্থী আছেন, যাঁহারা প্রকৃত সুখের অধিকারী নিজে হন নাই, তাঁহাদের বয়ঃক্রম হয় ত পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু তবুও তাঁ-হারা এই সংসারের দাস, সংসার কি উপাধি, সম্ভ্রম, ধন ও সুখ দিতে পারে, তাহার জন্য এখন লালায়িত; পর-কালে কি হইবে তাহার প্রতি যথো-চিত দৃষ্টি নাই।

অপর দিকে খৃষ্টের প্রতি নিরীক্ষণ করি। তাঁহার সমস্ত জীবনে এক অপূর্ব্ব বিশ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। গালীলস্থ কান্নার বিবাহ ভোজে তিনি উপস্থিত। তিনি বৈরাগ্যের কঠোর দৃষ্টিতে ভোজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। জীবনের নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে তিনি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিলেন না। মানবীয় ও ঐশিক আনন্দের কেমন সমুজ্জ্বল ভাব প্রকাশ হইল। তাঁহার মাতা ব্যস্তত্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তাহাদের দ্রাক্ষা নাই;" ত্রাণকর্ত্তা ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।"

তৎপরে বেথানিয়াতে শোক বিহ্বল পরিবারের মধ্যে তিনি উপস্থিত। সেখানেও সেই তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। যে কথা শত শত শোকার্ত্ত দুঃখ জর্জ্জরিত লোকদিগকে অপার শান্তি ও বিশ্রাম দিয়াছে, সেই কথা গুলি তিনি আপনার মুখ হইতে নিঃসৃত করিলেন, বলিলেন,—"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও বাঁচিবে, যে কেহ জীবিত থাকিয়া আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না।" ইহাতে কি গম্ভীর বিশ্রাম সুচিত হয় না?

তাহার পর আমরা আর একটী অবস্থার বিষয় আন্দোলন করি যে অবস্থায় আমাদের যৎপরোনাস্তি পরীক্ষা ঘটিয়া থাকে। সকলই সহ্য হয়, কিন্তু যখন প্রাণসম প্রিয়বন্ধু অবি-শ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ হইয়াপড়েন, তখন

আর দুঃখ রাখিবার জায়গা থাকে না। প্রভুর সেই দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গম্ভীর শান্ত ভাব ধ্যান কর। ভবিষ্যতের প্রতি স্থির দৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন, "তোমরা কি এখন বিশ্বাস করিতেছ? দেখ এমন সময় আসিতেছে, এমন কি আগত হইয়াছে, যখন তোমরা প্রত্যেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে যাইবে, এবং আমাকে একাকী রাখিয়া যাইবে: তথাপিও আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সহিত বর্ত্তমান।"

তৎপরে ত্রাণকর্ত্তার প্রার্থনার বিষয় চিন্তা কর। তাঁহার প্রার্থনাতেও কেমন গম্ভীর শান্ত ভাব! আদর্শ প্রার্থনাতে বাক্যনিপুণতা, বাগ্মিতা কিছুই নাই; উহা শান্তি পুর্ণ, সরল, বিশ্রামসূচক। "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকেরা তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" আমরা এই কথা গুলি অনবরত পাঠ করি, শুনিয়া থাকি, কিন্তু ইহাতে কি আমাদের আত্মার গম্ভীর শান্তি ও বিশ্রাম লাভ হইয়াছে?

এ বিষয়ে লোকে আপনাদিগকে ভ্রান্ত করে। অনেকে মনে করে, এই নশ্বর জীবন গত হইলে, সমাধিস্থ হইলেই শান্তির আরম্ভ হইবে। কোন দুঃখ ও শোক জর্জ্জরিত ব্যক্তির আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি যে, সে এখন বাঁচিল, সংসারের দুঃখ, কষ্টের অবসান হইল, এখন সমাধিতে তাহার বিশ্রাম লাভ হইল, সেখানে "দুষ্টেরা বিরক্ত করে না, পরিশ্রান্ত ব্যক্তিরা বিশ্রাম লাভ করে।"

এমন কথায় কি ইহারই আভাস দেওয়া হয় না যে, সকলের হৃদয়ে ঈশ্বর এক প্রকারেই বিরাজমান, যে সকলেই সমভাবে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবে, যে মৃত্যুর পর সকলেরই বিশ্রাম ভোগ হয়? যে হৃদয় মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে ঘোর সংসার ভোগে মগ্ন ছিল, অহংকার ও স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ ছিল, সেই হৃদয়ের বিষয় কি এরূপ কথা সঙ্গত বোধ হয়? তোমাদের বোধ হয় কি সেই আত্মা খৃষ্টের বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছে?

আবার কতক গুলি বাহ্যিক পরীক্ষার অভাব দৃষ্ট হইলে লোকে বলিয়া থাকে যাহারা বাহ্যিক পরীক্ষায় প্রপীড়িত নহে, তাহারা বিশ্রামের অধিকারী। ইহা ত সংসারের শান্তি। বাহ্যিক পরীক্ষা দূর করাই সংসারের কল্পনা, সংসারের কার্য্য। বাহ্যিক সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন ও বৃদ্ধি করা সংসারের কার্য্য। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া মহম্মদীয় লোকেরা স্বর্গ সুখের কল্পনা করিয়াছে—সে স্বর্গ সংসারজীবির যথেষ্ট উপযোগী।

এই সকল অসার চিন্তা বিসর্জ্জন করিতে ত্রাণকর্ত্তা উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—জগৎ যে প্রকারে দান করে, সে প্রকারে আমি দান করি না। একটী ভার দূর করিয়া

সংসার বিশ্রাম দান করিবার সংকল্প করে। **ভার বহন** করিবার শক্তি ও ক্ষমতা দান করিয়া ত্রাণকর্ত্তা আমাদিগকে বিশ্রাম প্রদান করেন। "আমার যোঁয়ালী আপনাদের স্কন্ধে বহন কর, এবং আমার নিকট শিক্ষা কর, তাহা হইলে তোমরা বিশ্রাম লাভ করিবে।" অকর্ম্মক বিশ্রাম দিবার অঙ্গীকার প্রভু করেন নাই, তিনি বলেন নাই, কণ্টক বৃক্ষ গোলাপ পুষ্প উৎপন্ন করিবে, অথবা জীবনের পরীক্ষা একেবারে অপসারিত হইবে।

যে ব্যক্তি খৃষ্টের ভাব প্রণোদিত হইয়া এই যোঁয়ালী গ্রহণ ও বহন করে, তাহার পক্ষে পরিশ্রম আশীর্ব্বাদের কারণ হইয়া উঠে, সে শরীর ও আত্মার বিশ্রামের প্রকৃত অধিকারী হয়।

[ক্রমশঃ]

বাঙ্গালীর ইংরাজী ভাষা জ্ঞান।

"ইণ্ডিয়ান উইটনেস্" নামক এক খানি ইংরাজি সমাচার পত্র বাঙ্গালীর ইংরাজী জ্ঞান সম্বন্ধে সময়ে সময়ে অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। পাওনিয়র কিম্বা অন্য কোন সংবাদ পত্র তাদৃশ মত প্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতাম না, কিন্তু "উইটনিস" খৃষ্টীয়ান পাদৃ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পবিচালিত বলিয়া আমরা দুই একটী কথা বলিতে মনস্থ করিতেছি। উইটনেস্ সম্পাদকের ধ্রুব জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, "অত্যুচ্চ শিক্ষিত দেশীয়ের মধ্যে অতি অল্প লোকেই ইংরাজি পত্র লিখিতে পারে।" উইটনেস সম্পাদক বোধ হয়, মান্দ্রাজী খানসামা হইতে দেশীয় শিক্ষিত লোকদের ইংরাজি জ্ঞান ও সাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, নতুবা এরূপ সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বলা আমাদের পক্ষে দুষ্কর। এটী বিচিত্র বলিতে হইবে, যে অল্প বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ইয়ুরোপীয়েরাই বাঙ্গালীর ইংরাজী পারদর্শিতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহারা কোন সূত্রে প্রথমে জানিতে চেষ্টা করেন, অমুক ইংরাজি সমাচার পত্র বা পুস্তক কাহার রচিত, যদি টের পান যে, তাহা কোন বাঙ্গালীর রচনা প্রসূত তাহা হইলেই আপনার মত সমর্থন করিবার সুযোগ পান, নতুবা সাধ্য কি তাঁহারা নিজে আবিষ্কার করিতে পারেন লেখক কোন জাতীয়। দুই জন ইংরাজ অধ্যাপক একবার বাঙ্গালীর ইংরাজি রচনা লইয়া একটুকু রহস্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় এখন তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছে। আর বোধ হয় তাঁহারা প্রকাশ্য রূপে পূর্ব্বোক্ত মত ব্যক্ত করিবেন না। যাঁহাদের নিজের ইংরাজি ব্যাকরণে অধিকার নাই, তাঁহারাই আবার "বাবু ইংলিশ" লইয়া খেপিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই একটা স্কুলের অশিক্ষিত ছাত্রদের অশুদ্ধ ইংরাজি রচনা পুস্তকে উঠাইয়া 'বাহবা' লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের

মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই, দেখিলেন এমন অনেক বাঙ্গালী আছেন, যাহাদের কাছে ২০ বৎসর ইংরাজি শিখিলে তাঁহাদের উপকার বই অপকার নাই। বাঙ্গালীর অনেক দোষ আছে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু বাঙ্গালী যে ইংরাজী শিখে নাই, বাঙ্গালী যে খুব ভাল ইংরাজি লিখিতে ও বলিতে পারে না, এ কথা আমরা ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করি। বাঙ্গালীর আর কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক, বিদেশীয় ভাষা সকল শিখিবার যে তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, সে কথা পণ্ডিতাগ্রণ্য লোকেরা এক মুখে স্বীকার করিয়া থাকেন। অধ্যাপক মক্ষমূলরের ন্যায় পণ্ডিতেরা বাঙ্গালীর লিখিত ইংরাজি সমাচার ও পুস্তকাদি আহ্লাদ ও বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে সে সকলের লেখা ও ইংরাজের লেখার মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, লেখকের সবিশেষ পরিচয় না পাইলে উক্ত লেখা ইংরাজ লেখনী প্রসূত বলিয়া মনে করিতেন। এই কলিকাতা সহরেই উদারচিত্ত এমন অনেক ইংরাজ আছেন যাঁহারা এই বিষয়ে এক মত। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক নাইট সাহেব প্রায় রোজই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালীদের কর্ত্তৃক সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়। সে সকল পত্রের চিন্তাশীলতা ও লিপিচাতুর্য্য এত উত্তম যে, তিনি স্বদেশীয় লোকদিগকে তাহা পাঠ করিতে প্রায়ই অনুরোধ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই, যে যাঁহারা কোন পাদ্রি সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর গুণ গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ঔদার্য্য গুণে ভূষিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহারাই বিমুখ। আমরা উইটনেস সম্পাদককে অনুরোধ করি, তিনি মান্দ্রাজী খানসামার নিকট দেশীয়ের বিদ্যাবত্তার পরিচয় গ্রহণে বিরত হইয়া প্রকৃত শিক্ষিত লোকদের রচনা পড়িতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে তাঁহার বদ্ধমূল কুসংস্কার তিরোহিত হইতে পারে।

খৃষ্টসমাজে নব শিক্ষকের উদ্ভব।

যাহারা বাঙ্গালা ভাষার ক, খ, গ, শিখে নাই, যাহাদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান নাই, তাহারাই আবার বাইবেল অনুবাদকের পদে আসীন হইয়াছে, তাহারা আবার বাঙ্গালা ভাষা সমালোচকের পদ কামনা করিয়া থাকে! যাহাদের সামান্য বাঙ্গালা পাঠশালায় গিয়া বর্ণপরিচয় মনোযোগ সহকারে অভ্যাস করা উচিত, তাহারা আবার রামকমল বিদ্যালঙ্কারের দোহাই দিয়া আলঙ্কারিক ও বৈয়াকরণিক হইতে চাহে! যাহাদের সমাচার পত্রের কর্কশ দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করিতে অকথ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষা কাহাকে বলে

যাহারা আদৌ জানে না, তাহারা আবার শ্রুতিমধুর কাহাকে বলে তাহা অপরকে শিখাইবার দুষ্ট অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে।

আজ আমরা বড় বেশী বলিতে চাহি না। আমাদের বড় দুঃখ আমাদের কাগজ মাসিক হওয়াতে কিছু বিলম্বে পাঠকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। আমাদের ইচ্ছা সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করি। বোধ হয়, আমাদের এই ইচ্ছা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে। এখন আমরা অপূর্ব্ব নব শিক্ষকের দুই একটী অপূর্ব্ব সমালোচনা আলোচনা করিব।

আমাদের অদ্ভুত সমালোচক বলিয়াছেন, "ঐতিহাসিক পণ্ডিত" বলিলে ইতিহাসবর্ণিত পণ্ডিত বুঝাইবে। এই নিয়ম অনুসারে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা বৈয়াকরণিক পণ্ডিত বলিলে দর্শন বা বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ বর্ণিত পণ্ডিত আজ হইতে বুঝিতে হইবে। অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত! হঠ করিয়া মত প্রকাশ করিবার পরিবর্ত্তে যদি কারণ দর্শাইতেন তাহা হইলে বোধ হয় অপদস্থ হইতেন না।

সমস্ত "ইতিহাসমূলক ধর্ম্ম" এই কথা গুলি পাঠ করিয়া আমাদের দিগ্‌গজ পণ্ডিত আস্ফালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন," সমস্ত শব্দটী কাহার বিশেষণ? ইহা কি ইতিহাসের বিশেষণ? তাহা হইলে কি লেখক আরও কোন ইতিহাসমূলক ধর্ম্মের অস্তিত্ব মানিতে চাহেন?

"বাইবেলবাদী" মহাপুরুষদের যেমন ভাষা জ্ঞান, তেমনই শাস্ত্র জ্ঞান! সমালোচক কি জানেন না যে, এই পৃথিবীতে অনেক ইতিহাস মূলক ধর্ম্ম আছে, খৃষ্টধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে একটী? তবে সমালোচক কল্পনা ও অলঙ্কারের শক্তি প্রয়োগ করিয়া "মূলকের" স্থানে আপনার সুবিধার্থ "সঙ্গত" শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন।

"শেষ ভাগে" চলিবে না, "শেষ অংশে" আজ হইতে লিখিত হইবে। সমালোচক বোধ হয় "ভাগ" ও "অংশের" প্রভেদ ও বিশেষ ব্যবহার জানেন না। ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রান্ত বা শেষ "ভাগ" না লিখিয়া শ্রুতিমাধুর্য্যের জন্য প্রান্ত বা শেষ "অংশ" লিখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ন্যায় লেখক আজ হইতে সাবধান হইবেন, প্রান্ত ভাগ আর লিখিতে পারিবেন না। নবোদ্ভূত শিক্ষকের এই অদ্ভুত শিক্ষা। আমাদের সমালোচকের পক্ষে কি কি বিষয় শ্রুতিমধুর আমরা তাহা জানিতে চাহি না, জানিবার প্রয়োজনও নাই, জানিলে অপকার বই উপকার নাই, কেবল রুচির বিকার সম্ভাবনা। আমরা এখন নিরস্ত হইলাম। পরে দেখা যাইবে। কেবল একটী কথা বলিয়া সাবধান করিয়া রাখি, "Fools should not have chapping sticks." স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

প্রেরিত পত্র।

সিদ্ধ মহাপুরুষ "বাইবেলবাদী" মহাপুরুষদের বৈঠক জমকাল হইয়াছে। তর্কের জোর নাই, যুক্তির বল নাই, ভাষার বোধ নাই, বাইবেলবাদী হইলেও বাইবেলের জ্ঞান নাই, এখন ত খেঁউড় গাওয়াই সার হইয়াছে। এক জন প্রকাণ্ড বৈয়াকরণিক সময় বাচিয়া জনকতকের মুখপাত্র হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কেনই যে তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজে অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন নাই বলিতে পারি না। বোধ হয় এই বার তাঁহার পথ প্রশস্ত হইল। যাহা হউক তিনি যে চারি "ইয়ারের" বৈঠক সাজাইয়া নিজে অতুল নির্ম্মল সুখ ভোগ করিয়াছেন, আর দুই চারি জন সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সুখী করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। আপনারা নাকি চান বামুনপণা উঠিয়া গিয়া, হাড়িপণা, মুচিপণা, তেওরপণা ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত হয়? তাহা না হইলে তো খেঁউড় গাওয়া হইবে না, ইৎরামি করিবার সুবিধা হইবে না।

দেখিতেছি "সদাশিব," "সমদর্শী" "বাইবেলবাদী" ও "অনুষ্ঠানবাদী" এই চার ইয়ার আসরে নাসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এক জন মহাপুরুষ আক্ষেপ করিয়াছেন যে, অশুদ্ধ বাঙ্গালা সাহেবী বাঙ্গলা, আমাদের সমাজের সকলে পাঠ করিতেছে, আর ভুল শিখিতেছে। তিনি তজ্জন্য পরামর্শ দেন, "এক কাজ কর সেই রূপ বাঙ্গালা দেখিলেই প্রমাণ সহ তাহার ভুল ভ্রান্তি প্রকাশ করিয়া দিতে থাক, তাহা হইলে গুণ পুরুষগণ আর লিখিবেক না, লজ্জায় নিরস্ত হইবেক।"

আমি এই সুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্যকার প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইলাম, ভরসা করি আপনার সুবিজ্ঞ ও গম্ভীর চিত্ত পাঠক গুণ নিজ নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

এতক্ষণ ত গৌরচন্দ্রী গাওয়া গেল, এখন সামান্য ভাবে আসল কথা কয়েকটী প্রকাশ করিয়া আজকার প্রস্তাব উপসংহার করিব;—

যদি দর্পণ লেখক নিজ দর্পণে আপন মুখখানি দেখেন, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি নিজে লেখার সময় অসংখ্য ভুল করেন। সে সময়ে তাঁহার ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্র কোথায় ফেলিয়া দেন তাহা একবারও ভাবেন না।

দর্পণ লেখকের লেখার ভাবে বোধ হয় যে, তিনি এক জন উষ্ণ মস্তিষ্ক, তরলমতি, অর্ব্বাচীন ও পল্লবগ্রাহী যুবক। কিন্তু আসর গরম, লোকের বাহবা ও সমাজে মান ও যশোলাভ করিবার আশায় বড় লোকের ঘাড়ে সম্পাদকী ভার দিয়া নিজে তাহার পশ্চাৎ থাকিয়া মেঘনাদের ন্যায় যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমি এত দিন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রচারিত বাঙ্গালা

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা পাইলে আদর করিয়া পড়িতাম, কিন্তু বঙ্গ খৃষ্টীয়ান সমাজে বাঙ্গালা কাগজের সংখ্যা অতি কম, দিন দিন যত ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং ইহার সুরুচি ও সুনীতি দ্বারা লোক সমাজের, বিশেষতঃ হিন্দু ও খৃষ্টীয়ানগণের মধ্যে পরস্পর সৌভ্রাত্রভাব বিস্তৃত হইবে এবং দেশহিতৈষিণাবৃত্তির জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে, ততই তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত হিত সাধিত হইবে। কিন্তু এখন দর্পণ লেখকের রচনা প্রণালী দিন দিন নানা প্রকার দোষে দূষিত। তাঁহার মন হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধের প্রধান আড্ডা হওয়ায় আমি দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয় ও পাঠকগণ নিজ নিজ গুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আপনারা জানেন যে লোকে যখন বিশ্রাম সুখ অনুভব করে, সেই সময়ে তাহারা বৃথা গল্প বা আমোদ না করিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত কতক গুলি সংবাদ পত্র আছে, তাহার পাঠক অধিকাংশই অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোক। দোকানদার ও অন্য অন্য ব্যবসায়ীরাও আজ কাল সুলভ ও বঙ্গবাসীর প্রসাদে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—সুলভের বাঙ্গালা রচনা অতি সরল—তাহাই তাহাদের নিকট শকুন্তলা, কাদম্বরী ও সীতার বনবাসের রচনার ন্যায় কঠিন বোধ হয়, তাহার উপর আবার কোন কোন সম্পাদক শব্দশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া কেবল লম্বা লম্বা পদযুক্ত কঠিন কঠিন আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিয়া আপনাদের কাগজে প্রস্তাব লেখেন, তাহা কি সেই সকল পাঠকেরা সহজে বুঝিতে পারিবে? তাহার উপর আরো অনেক কথা আছে। খৃষ্টীয়ান সমাজ হইতে যে সকল কাগজ বাহির হয়, বাঙ্গালার খৃষ্টীয়ানগণই তাহার অধিকাংশ পাঠক, আবার সেই সমাজে যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত, যাঁহারা আদৌ বাঙ্গালা কাগজ স্পর্শ করেন না, উহা কেবল অর্দ্ধ শিক্ষিত ও সামান্য লেখা পড়া জানা লোকেই পড়িয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য যে দর্পণ লেখক যেরূপে শব্দ বিন্যাস করিয়া আপন কাগজের স্তম্ভ পুরণ করেন, তাহা কাহাদের পড়িবার জন্য তিনি লেখেন? তাঁহার পাঠকদল কি ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপের অধ্যাপক বৃন্দ, না বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারী পণ্ডিত দল, না কাওরাপুকুর, মহানদ, যশোর, খুলনা এবং কৃষ্ণনগরের অর্দ্ধ শিক্ষিত বা খুট্ আখুরে খৃষ্টীয়ান ভ্রাতৃবৃন্দ? বলুন দেখি, কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকে তাঁহার কাগজের অধিকাংশ পাঠক? অতএব এই সকল বিষয় আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া তাঁহার কলম ধরা উচিৎ। আর এক কথা বলি, যখন তিনি পুনরায় কলম চালাইবেন, তখন যেন আপন কলম ঘোড়াকে লাগাম দিয়া ভাল করিয়া কসিয়া ধরেন এবং

ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্র এই দুইটী লাঠ-নকে যেন ভাল করিয়া জ্বালাইয়া লন। আজ দশম খণ্ডের পঞ্চবিংশতি সংখ্যায় সম্পাদকীয় উক্তি ও ফ্রিচর্চ্চের নূতন নিয়মাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী ভুল দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয় বাবু ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমাদের দেশের প্রধান লেখক, ইহারাই বঙ্গের সাহিত্য রাজ্যের প্রধান নেতা, আমাদের (নব্য সম্প্রদায়ের) উচিত যে আমরা পদে পদে যেন তাঁহাদের অনুসরণ করি, নচেৎ আমাদের দ্বারা কোন শব্দ বা কোন নামের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে, আমরাই সাহিত্য সমাজের প্রধান বিদ্রোহী হইব। প্রথমে কলম ধরিতে যাইয়া "কালাবহিতে" নাম লেখানের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ যেটী সঙ্গত, সেইটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী "কিম্ভুত কিমাকার" রং দিয়া লোকের নিকট কেন হাস্যাস্পদ হইবে?

বিদ্যাসাগর মহাশয় "ইউরোপ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং অক্ষয় বাবু ও ডাক্তার মিত্র "য়ুরোপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মূল গ্রীকে যে EU ইউ দ্বিস্বরযুক্ত বর্ণ আছে, বাঙ্গালায় উহা "য়ু" অক্ষর বোধক, অতত্রব য়ুরোপ শব্দ না লিখিয়া দর্প। "উরূপা" শব্দ দিয়া কি বাহবা পাইলেন? লাভতঃ আপনার হঠকারিতাই দেখাইলেন। তার পরে (কপাল শব্দের পরিবর্ত্তে) "ললাট পটে" "অশান্তির মসীমূর্ত্তির ভ্রূকুটি নিষ্পীড়িত," "রুশ প্রসাদ লালসা" "সুরারাতিরা," "সুরাদানবীর নির্ব্বাসন." "সুরাসূত্রের বাজিকরের তালিকা দেখিলে কম্পিত কলেবর হইয়া যাইতে হয় [হইতে হয়]" "শৌণ্ডিকের আইন উল্লঙ্ঘন" [অর্থ কি?] এমন সকল শব্দ প্রয়োগ কেন? এ কি সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য দুর্ব্বোধ্য আভিধানিক শব্দ যোজনা করিয়া তাহাতে আবার সন্ধি ও সমস্ত পদের আড়ম্বরী দেখাইয়া সেই সকল খুট্টি আখুরে ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের নিকট আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করণ নহে? যদি লেখক খবরের কাগজ লিখিতে অভ্যাস করেন, তবে বুড়া সোমপ্রকাশ বা নবীন সুলভের বাঙ্গালা পড়িয়া মুখস্থ করুন, "নব বিভাকর" "ভারতবাসী" "সঞ্জীবনী" ও অন্যান্য কাগজের কথা ছাড়িয়া দিলাম—কেন না ইহারা সকলেই আপন আপন পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পূর্ব্ব প্রদর্শিত পথে চলিতেছেন।

এখন "ফ্রিচর্চ্চের নূতন মতাবলী" ঘটিত লেখকের বা অনুবাদকের গুটিকতক ভুল দেখাইয়া আজকার প্রস্তাব শেষ করিব। মতাবলী "শব্দের আবলী দীর্ঘঈকারান্ত হয়, উহা উখনই হ্রস্বইকার হয় না—'আবলী' শ্রেণীসমূহ ইত্যাদি। "মতাবলী" শব্দটি যদি এক জায়গায় থাকিত, তাহা হইলে মুদ্রাঙ্করের দোষ বলিতাম, কিন্তু যখন অনেক স্থলে এক রূপ ব্যবহার দেখি-

লাম, তখন অনুবাদকের ভুল ভিন্ন অন্য কাহার নয়।

"রেব শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আচার্য্য পদে অভিষেক হইয়া গিয়াছে," ইহা কোন্ দেশীয় বাঙ্গালা? বিশুদ্ধ বাঙ্গালা—"বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।"

"বাইবেলের পূর্ব্ব ও উত্তর কাণ্ড" এ কি রামায়ণের বালকাণ্ড, "কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড" ইত্যাদি। লেখক কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, নিতান্তই কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ভক্ত, এ জন্য পুরাতন ও নূতন নিয়মের পরিবর্ত্তে "পূর্ব্ব ও উত্তরকাণ্ড" লিখিয়া বসিয়াছেন। অন্য বিষয় যতই দেখুন, যতই কলমবাজী করুন, সকলই সহা যাইতে পারে—ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এত বিদ্যা জারি সহা যায় না। নূতন নিয়মকে ইংরাজীতে "নিউটেষ্টামেণ্ট" বলে। অদ্বিতীয় পণ্ডিত বমওয়েচ সাহেব ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ [নিয়ম] রক্ষা করিয়াছেন, কেশব বাবুও আপনাদের মধ্যে "নূতন নিয়ম" নামটী বদলাইয়া "নব বিধান" শব্দ প্রয়োগ করিয়া মূল গ্রীকের অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে বজায় রাখিয়াছেন—টেষ্টামেণ্ট বা কভেনাণ্ট চুক্তি পত্র বিশেষ, সুতরাং নিয়ম শব্দ দ্বারা উহার প্রকৃত অর্থ সূচিত হয়; কিন্তু আজ এক কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতে পড়িয়া উহা প্রকাণ্ড কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে। ঈশ্বর বাণীপূর্ণ বাইবেল শাস্ত্র লণ্ডভণ্ড হইতে চলিল। এই আপ্শোসে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। "আধিভৌতিক পদার্থ" শব্দের অর্থ কি? [অধি + ভূত + ষ্ণিক] ভূতাদি হইতে উৎপন্ন হয় যে পদার্থ। "এবং সত্ত্বে, জ্ঞানে, শক্তিতে পবিত্রতায়, ন্যায়ে, উত্তমতায় ও সত্যতায়, অপরিবর্ত্তনীয়" এত অধিকরণের খরচ কেন? তিনি সত্ত্বা, জ্ঞান, শক্তি, পবিত্রতা, ন্যায়, উত্তমতা ও সত্যতায় অপরিবর্ত্তনশীল—ইহা কি অর্থবোধক নহে? আর এরূপ লিখিলে কি ভাল বাঙ্গালা হইত না এবং ইহাতে কি ব্যাকরণগত কি ভাবগত, কোন দোষ ঘটিত? আরো সত্ত্বা শব্দের অধিকরণ কি নাই। "পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা, এই তিনে একই ঈশ্বর, সমগুণ, সমশক্তি এবং সমগৌরব।" এখানে সমগুণ, সমশক্তি, ও সমগৌরব বিশেষণ না বিশেষ্য? যদি বিশেষণ হয় এবং তাহাই হওয়া উচিত, তাহা হইলে "সমগুণান্বিত, সমশক্তিমান ও সমগৌরবসম্পন্ন," ইহাই লিখিলে ভাল বাঙ্গালা হইত, আর ব্যাকরণঘটিতও কোন দোষ হইত না; বিশেষতঃ এই শব্দ গুলি যোজনা করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর শব্দের পর একটী [;] ও [—] চিহ্নদ্বয় ব্যবহার করা উচিত ছিল, কেন না তাহা হইলে ঐ শব্দ গুলি ঈশ্বরের গুণ সূচিত করিত। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ মাইকেল, তত্ত্ববোধিনী ও হেমচন্দ্রে দেখিতে পাইবেন।

আজ এই স্থানে বিদায় হইলাম, বারান্তরে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব

জনৈক হিন্দু পাঠক।

মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

ইয়র্কের কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয়। জেলের উঠানটী অতিশয় সংকীর্ণ। জেলের ভিতরে জল না থাকায় জেলের চাকরেরা বাহির হইতে জল আনিত, সুতরাং জেলের ভিতরের আবর্জ্জনা ও ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করা আর ঘটিয়া উঠিত না এবং সেই জন্যই জেলের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিত। তৎকালে অনেক জেলেই বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিবার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না; জেলের ফটকের উপরে আট ইঞ্চি দীর্ঘ ও চারি ইঞ্চি প্রস্থ একটী গর্ত্তের মধ্য দিয়া সচরাচর অনেক জেলের বায়ু ও আলোক প্রবেশ পথ পাইত। কোন কোন জেলে এক ইঞ্চি বাঁশ পরিমিত ৫। ৬টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারাই গবাক্ষের কাজ চলিয়া যাইত। ৭॥০ ফিট দীর্ঘ, ৬॥০ ফিট প্রস্থ এবং ৮॥০ ফিট উচ্চ গৃহে ১১৪ এক শত চৌদ্দ ঘন ফিট বায়ু থাকিতে পারে এবং একজন লোক এই রূপ ঘরে থাকিয়া সচরাচর ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবন ধারণোপযোগী বায়ু পাইতে পারে। এইরূপ সংকীর্ণ গৃহে হতভাগ্য বন্দীগণের ৩। ৪ জনকে শীতকালের রাত্রিতে ১৪। ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুলুপ বন্ধ করিয়া রাখা হইত, এবং শিক্ত মেজেতে সামান্য খড় বিছাইয়া অভাগাদিগকে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইয়র্কের জেলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য একটী মাত্র শুশ্রুষালয় থাকায় বড়ই অসুবিধা ঘটিত। যখন কোন পুরুষ রোগাক্রান্ত হইয়া শুশ্রুষালয় অধিকার করিয়া থাকিতেন তখন কোন রমণী পীড়িতা হইলে তাঁহার আর ক্লেশের সীমা থাকিত না। হাওয়ার্ড যখন এই জেলটী পরিদর্শন করিতে যান, তখন তাহার সমক্ষেই এই রূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তৎকালে বৃটনের জেল সমূহে এক রূপ কারা রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। অকস্মাৎ একজন পুরুষ এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। শুশ্রুষালয়টী পূর্ব্ব হইতেই এক হতভাগিনী রমণী অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, কাজেই হতভাগ্য পীড়িত বন্দিকে তাহার আপন পূতিগন্ধযুক্ত পীড়া-সংক্রামিক ঘরে থাকিতে হইল। এই সকল কারণেই ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশের জেল সমূহের মৃত্যুর সংখ্যা ভয়ানক অধিক ছিল। এই ত ইয়র্কের জেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গেল, এখন এলির কারাগারের দুর্দ্দশার কথা কিছু বর্ণনা করা যাক্। এলির কারাগারের বাড়িটী দেখিবা মাত্রেই উক্ত কারাবাসীগণের দুর্দ্দশার প্রথম চিত্র দর্শকের সম্মুখে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইবে। বাড়িটী এত দূর জীর্ণাবস্থায় পতিত হইয়াছে যে, কখন ভাঙ্গিয়া ভূমিস্যাৎ হয় তাহার ঠিক নাই। বন্দীগণের জীবন নিরন্তর সংশয়ের দোলায় দুলিতেছে, অভাগাগণ কখনো নিরাশ গভীর তিমিরে নিমগ্ন হইয়া আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছে, আবার কখনো

বা আশার মোহিনী ঊষা বিভাসিত হইয়া অভাগাদিগকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিতেছে। এই তো গেল বাহিরের কথা। পাঠক! এখন একবার হত-ভাগ্য কয়েদীগণের দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করুন, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, মানুষ মানুষের প্রতি কতদূর অত্যাচার, কতদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে পারে! পাষণ্ড রক্ষকগণ বন্দীগণের পৃষ্ঠে লৌহ শৃঙ্খল বাঁধিয়া অভাগাগণকে অনাবৃত মেজেতে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। প্রেক পুর্ণ লৌহ গলাবন্ধ গলায় পরাইয়া এবং ভারি ভারি লৌহখণ্ড পায়ের উপরে চাপাইয়া দুর্ভাগ্য কয়েদীগণকে জীবদ্দশায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা হইত।

কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অমানুষিক ব্যবহার! শুধু কি এইরূপ শারীরিক নির্যাতনেই অভাগাদের যন্ত্রণা পর্য্যবসিত হইত? হায়! মানুষের প্রতি যে মানুষ যে এতদূর অত্যাচার করিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! রক্ষকগণ বেতন পাইত না, সুতরাং বন্দীগণকে সর্ব্ব-প্রযত্নে নিষ্পেষণ করিয়া পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিত। অমানুষিকতার দ্বারা মানুষ যতদূর নীত হইতে পারে পাষণ্ড কারারক্ষকগণ ততদূর অগ্রসর হইতে ক্রটী করেন নাই। কঙ্কালসার দেহ-বিশিষ্ট বন্দীগণের চর্ম্ম চুষণ করিয়া অস্থিমজ্জা শোষণপূর্ব্বক পিশাচ রক্ষকগণ উদর পূরণ করিত। তৎকালে প্রায় অনেক জেলে, বিশেষতঃ এলির জেলে রোগীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের বন্দোবস্ত ছিল না, দগ্ধ হৃদয় হতভাগ্য কারাবাসীর হৃদয়ের শান্তির জন্য কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন না। কি অপরাধী কি ঋণী কাহারও অন্নবস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংস্থান ছিল না।

জলহীন বায়ুহীন সংকীর্ণ ঘরে অপরাধীগণ আবদ্ধ থাকিত। ঋণীগণের দশা তদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়; তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাগার ছিল না, এমন কি শয়ন করিবার জন্য দুটী খড়ের বন্দোবস্ত ছিল না। যেখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে, বিনা খড়ে শিক্ত মেজেতেই অভাগাগণকে অনেক সময়ে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে হইত। হাওয়ার্ড স্বচক্ষে এই সকল দেখিলেন, সুতরাং তাহার প্রতীতি জন্মিল যে, বৃটনের কারাগার সকল নির্লজ্জতার আকর, পাপের প্রতিমূর্ত্তি; একজন লোক কারাগারে প্রবেশ করিবার সময়ে যতগুণ পাপ লইয়া প্রবেশ করে, ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া বাহিরে আইসে, এবং সমাজ মধ্যে সেই পাপব্যাধি সংক্রামিত করিয়া সমাজের নির্ম্মল বায়ু কলুষিত করিয়া ফেলে।

হাওয়ার্ড দেখিলেন, কারাগার সকল সংশোধনাগার না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িতেছে, পবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এই সকল কারাগার হইতে সমাজের যে পরিমাণে ইষ্ট হইয়াছে তাহার শতগুণ অনিষ্ট হইতেছে।

হাওয়ার্ডের আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, মহাযোগী কারাসংস্কাররূপ মহাযোগ সাধন করিবার জন্য কারাগার হইতে কারাগারান্তরে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অদম উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ প্রেমের সুসমাচার অচিরকাল মধ্যে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কতিপয় সভ্যের কর্ণে যাইয়া পৌঁছিল; কারাগারের শোচনীয় অবস্থার নিমিত্ত যে স্বদেশের শাসন প্রণালী কলঙ্কিত হইতেছে, স্বদেশের কীর্তিকলাপ লোপ পাইতেছে, অনেকের মনেই উজ্জ্বলরূপে এই বিশ্বাস জন্মিল: কারাগারের অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ত্বরায় একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। উক্ত কমিটী হাওয়ার্ডের নিকটে কারাগার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার জীবনের প্রভাবে পার্লেমেণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বয়ং ও পার্লেমেণ্টের ও দেশহিতৈষীগণের মনোযোগ দেখিয়া উৎসাহিত হইলেন।

তত্ত্ব-কৌমুদী।

সাধু আগস্তিনের পাপ স্বীকার।

হে প্রভু পরমেশ্বর! তুমি মহান্ এবং সর্ব্বোপরি স্তবনীয়, তোমার ক্ষমতা অসীম ও তোমার জ্ঞান অনন্ত। যদিও মানুষ অতি ক্ষুদ্র, তোমার সৃষ্টির একটী পরমাণু তুল্য, যদিও সে মৃত্যু ও পাপ দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং তাহার অহঙ্কার তাহাকে তোমার কোপানলে নিপাতিত করিয়াছে, তথাপি সে তোমারই স্তুতি ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিবে। তোমার প্রশংসা গানে আমরা আনন্দিত হইব বলিয়াই আমাদিগকে মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিতেছ কারণ তোমারই জন্য আমাদের সৃষ্টি বিধান করিয়াছ, আর তোমাতে বিশ্রাম প্রাপ্ত না হইলে আমাদের চিত্তে শান্তি লাভের আশা বৃথা। হে প্রভো! আমাকে ইহা জানিতে ও বুঝিতে দাও যে আগে তোমায় ডাকিব কি তোমার স্তুতি করিব কিম্বা আগে তোমায় জ্ঞাত হইব কি ডাকিব? প্রভো! তোমাকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাত না হইলে কে তোমাকে ডাকিতে পারে? কারণ তোমার স্বরূপ যে জানে না সে অজ্ঞতা বশতঃ তোমার পরিবর্ত্তে হয় ত অন্য বস্তুকে ডাকিবে। অথবা তোমাকে জানিবার জন্যই কি আমরা ডাকিয়া থাকি? এরূপ উক্ত আছে যে, যাঁহাতে বিশ্বাস হয় নাই তাঁহাকে কি রূপে তাহারা ডাকিবে এবং প্রচারকের সাহায্য বিনা কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর তাঁহার অন্বেষণ কারীরাই তাঁহার স্তব করিবে কারণ

যাহারা অন্বেষণ করে তাহারাই তাঁহার সাক্ষাৎ পায় এবং যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে তাহারাই তাঁহার প্রশংসাগান করে। হে প্রভো! আমি তোমাকে ডাকিয়াই তোমার অন্বেষণ করিব ও বিশ্বাস করিয়া তোমাকে ডাকিব যেহেতু আমাদের নিকট তুমি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছ। হে প্রভো! তুমি আমাকে যে বিশ্বাস দিয়াছ যদ্দ্বারা আমাকে তোমার পুত্র ঈশ-মনুষ্য ও প্রচারকদিগের বাক্যের ভিতর দিয়া তোমার বাণী শ্রবণ করিতে সক্ষম করিয়াছ সেই বিশ্বাসই তোমাকে ডাকিবে।

অথবা হে প্রভু পরমেশ্বর! আমার প্রয়োজন হইলেই কি আমার হৃদয় মধ্যে তোমাকে আহ্বান করিব? আমার মধ্যে এমন স্থান কোথায় যেখানে তুমি আসিতে পার? যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার উপযুক্ত স্থান কি তবে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আছে? তবে কি হে প্রভো! আমার মধ্যে বাস্তবিক এমন স্থান আছে যাহা তোমাকে ধারণ করিতে পারে? অথবা যে স্বর্গ ও ভূমণ্ডল তোমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ও যাহাতে তুমি আমারও সৃষ্টি বিধান করিয়াছ তাহারাই কি তোমাকে ধারণ করিয়া আছে? কিম্বা তোমা ব্যতীত যখন কাহারই অস্তিত্ব সম্ভবে না, তবে কি যাহাদের অস্তিত্ব আছে তাহারাই তোমাকে ধারণ করিয়া আছে? তাহা হইলে আমিও জীবিত আছি এবং ইহাও সত্য যে তুমি আমাতে না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না, তবে কেন তোমাকে আমি বাহিরে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই?

এই জন্য, যে আমি যখন নরকে যাই নাই তখনও তুমি সেখানে রহিয়াছ আবার আমি যখন নরকে গমন করি তখনও তুমি তথায় বর্ত্তমান আছ। অতএব হে প্রভো! তুমি যদি আমার মূলে না থাকিতে ও আমি তোমাতে না থাকিতাম তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব কখনই থাকিত না। কেন না, এই নিখিল জগতের যাবতীয় পদার্থ তোমারই, তোমা দ্বারাই তাহারা সৃষ্ট এবং তোমাতেই তাহাদের অবস্থিতি। ইহাই পরম সত্য। অতএব হে প্রভো! যখন তোমাতেই আমার অস্তিত্ব তখন তোমাকে আমি কোথায় ডাকিব? আর কোথা হইতেই বা তুমি আমার মধ্যে আসিবে? তুমি স্বয়ং বলিয়াছ যে স্বর্গ ও পৃথিবী অতিক্রম করিয়া আমি কোথায় যাইব যে, তুমি তথা হইতে আমার মধ্যে আসিবে।

[ক্রমশঃ]

বঙ্গ বন্ধু

ও

(স্বাধীন সমালোচক।)

৫ম খণ্ড।] ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। [৫ম সংখ্যা।

সংস্কারকদের দায়িত্ব

যাঁহারা সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের গুরুতর দায়িত্ব। ধর্ম্ম সংস্কার বল, সমাজ সংস্কার বল, বিশেষ দায়িত্ব ভাব না থাকিলে বিশেষ ও গুরুতর অনিষ্টের সমূহ সম্ভাবনা। যাঁহারা ইউরোপের ধর্ম্ম সংস্কারের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়টী বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা অনেক মন্দ বিষয় পরিবর্জ্জন করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু যেটী বিনাশ করিবেন, তাহার পরিবর্ত্তে কোনটী সংগঠন ও সংস্থাপন করিতে হইবে, এই বিষয়টী লইয়া ঘোর চিন্তায় আকুল হইয়াছিলেন; বিষয়টীও বড় সহজ নহে।

আমাদের দেশে অনেক গুলি সংস্কারকের উত্থান হইয়াছে। সংস্কারের যে প্রয়োজন সে বিষয়ে কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু বিনষ্ট দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কি স্থাপন করিতে হইবে, সেইটীই গুরুতর বিষয়, সেইটীই বিশেষ আন্দোলনের বিষয়। আমরা কতক গুলি উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা। স্ত্রীলোকের শিক্ষা যে অত্যাবশ্যকীয় সে বিষয়ে ঘোর কু-সংস্কার-পুর্ণ ব্যক্তিগণ ছাড়া আর কাহার সন্দেহ নাই। পূর্ণাঙ্গ সমাজ সকলের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা প্রসূত স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে ভাবিতে হইবে, সেই স্বাধীনতা কি রূপে ব্যবহার করিবার সুবিধা হইবে, সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার সম্ভাবনা কি না। এখন দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইলে অনেক বিপদাশঙ্কা

রহিয়াছে, তাহার কারণ এই, বহু সংখ্যক পুরুষ, স্ত্রীর মর্য্যাদা, মানসম্ভ্রম ও স্বাধীনতার উচ্চ উদ্দেশ্য কিছুই বুঝেন না; এমন অবস্থায় কতদূর স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক তাহা মনোযোগ সহকারে বিবেচনার বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক আন্দোলন। আমাদের দেশে খুব রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইংলণ্ড ও এদেশের অবস্থা সমান নহে। কতটুকু আন্দোলন আমাদের আবশ্যক, কতটুকু আন্দোলনে অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার হইতে পারে, কতটুকুতে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল হইতে পারে, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম সংস্কার। নানাপ্রকার পুস্তক, পুস্তিকা, প্রবন্ধ দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের ভুল, ভ্রান্তি দেখান হইতেছে, তাহাতে অনেকের মনে কেবল যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আস্থা রহিতেছে না, তাহা নহে, কোন ধর্ম্মেরই প্রতি আস্থা নাই। দেশের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য লোক নাস্তিক হইয়া পড়িতেছে। বিনাশ করিয়া বিনষ্ট দ্রব্যের স্থান আর কোন দ্রব্য অধিকার করিতেছে কি না, তাহা দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ, পাপ সংশ্লিষ্ট আমোদ প্রমোদের বিরুদ্ধে প্রায় সকল সম্প্রদায়ই লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন, সকলে নির্দ্দোষ আমোদ প্রিয় হইবে ইহা বড় বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ আমোদজনক বিষয়ের বিস্তার সম্বন্ধে আমরা কি করিতেছি, তাহাও প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমরা সকলকে শিক্ষা দিতেছি, নাট্যশালায় যাইও না, বিশ্রাম দিন উত্তম রূপে পালন কর, অশ্লীল গান পরিহার কর, মাদক দ্রব্য পরিবর্জ্জন কর ইত্যাদি। এ সকল ভাল কথা, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, সেই সকলের পরিবর্ত্তে আমরা লোকদিগকে কি করিতে শিক্ষা দিতেছি। এ বিষয়ে স্যর আরথর হেল্পস্ (Sir Arthur Helps) যাহা বলেন, তাহা আমাদের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন,—"Drunkenness is the great evil of the world, you will never remove it, until you organised better pleasures for the poor, especially those pleasures which should make drunkenness a slower affair. * * In short, there would be other things to amuse him besides drinking, and what does he drink for but to amuse himself and to forget troubles of every kind?"

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে সুরাপান অনেক অনিষ্টের মূল। কিন্তু দরিদ্রের জন্য এমন আমোদের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে সুরাপান প্রবৃত্তি আপনা আপনি তিরোহিত হইবে। বস্তুতঃ সুরাপানের পরিবর্ত্তে অন্যান্য

বিষয় তাহার আমোদ উৎপাদন করিবে। কারণ সে কিসের জন্য পান করে? সে কি সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া থাকিবার জন্য সুরাপানে আসক্ত হয় না?

তবে দেখা যাইতেছে, যেমন উক্ত বিষয় সকলের আকর্ষণী শক্তি আছে, তেমনি আবার ইহার প্রতিকূলে অন্য প্রকার আকর্ষণী শক্তির সংস্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে আমাদের অরণ্যে রোদন করিলে কি হইবে? লোকে ছাই ভস্ম নভেল পড়ে, কেননা তাহাতে আমোদ হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে যদি বাস্তবিক আমোদজনক ও প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ পুস্তক লেখা হয়, তাহা হইলে রুচির পরিবর্ত্তন হয়, স্থায়ী আনন্দ ও শিক্ষা ও একাধারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্য যে রূপে গঠিত তাহাতে আমোদের প্রয়োজন আছে, তবে বিশুদ্ধ আমোদ না থাকিলে কাজে কাজেই বিকৃত ও অবিশুদ্ধ আমোদ প্রতিপত্তি লাভ করিবে। ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

ত্রয়োদশ লিও।

রোমের বর্ত্তমান বিশপ।

রোমের ভুতপূর্ব্ব বিশপ নবম পিও বর্ত্তমান ইউরোপের সহিত রোমীয় ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধ কোন রূপেই কল্যাণকর নহে। বর্ত্তমান পোপ ত্রয়োদশ লিও ইউরোপের বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শোচনীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক বার দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখ করিলেই বা হইবে কি? তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা যে সকল কার্য্য ও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। তিনি নিজে শান্তিপ্রিয় কিন্তু যে শাসন তন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন তাহা অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। কয়েক বৎসর হইল বিলাতের একটী প্রসিদ্ধ সমাচার পত্রের সংবাদ দাতা রোমের বর্ত্তমান বিশপ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সার সংকলন করিয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

শত্রু, মিত্র সকলেই ত্রয়োদশ লিওকে এক জন মহৎ ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোমীয় মণ্ডলীস্থ যে সম্প্রদায়স্থ লোকেরা পোপকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জাজ্জ্বল্যমান প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া থাকেন, যাহারা নোনো পিওকে পবিত্র ধর্ম্মাবতার বলিয়া মানিত, তাহারা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পোপের বিষয় এমন করিয়া আলোচনা করে যাহাতে তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনেক তারতম্য প্রকাশ পায়। তাহারা আনন্দের সহিত অতীত পোপের সহিত বর্ত্তমান পোপের তুলনা করিয়া বলে যে, ত্রয়োদশ লিও আপনার সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, "আমি পিও নোনো নহি।" তাহারা বলে, পিও নোনার

ঘোর সংসারাসক্তি ছিল, সংসারের যশ, প্রশংসা লাভে তাঁহার মন পুলকিত হইত; তিনি নির্জ্জন বাস ভাল বাসিতেন না, আত্মচিন্তা ও ধ্যান তাঁহার বড় ভাল লাগিত না; কিছু দিন দূর স্থানে একাকী বাস করিতে হইলে, তিনি আকুলহৃদয় হইতেন, এক মুহূর্ত্তও নির্জ্জনে ঈশ্বরের সহবাস করিতে ভাল বাসিতেন না, যে ৩২ বৎসর ধরিয়া তিনি বিশপ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ৩২ বৎসরের মধ্যে এক খানিও পুস্তক দেখেন নাই, সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা অপবাদ ও গ্লানিসূচক্ কথা শুনিতে ও আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন, এবং প্রখরা স্মরণ শক্তি থাকাতে এবম্প্রকার কথা মনে রাখিয়া কালে লোকের অনিষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ত্রয়োদশ লিও কিন্তু তদ্রূপ নহেন। তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয়, শাস্ত্রানুশীলন ও ধ্যানে অনুরক্ত; আবার অনেক বৃথা কথাবার্ত্তা ঘৃণা করেন, ব্যক্তিগত অসূয়াবৃত্তি বিদ্বেষী, উন্নতচেতা, কার্য্যপ্রিয়, অনবরত পাঠ কি লেখায় নিযুক্ত, তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, সুকবি, লাটিন ভাষাবিৎ এবং স্বহস্তে সমস্ত প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। যে সকল ঘোষণাপত্র দ্বারা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পোপেরা লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, তাহাও তাঁহার নিজে রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, তিনি আপনার কর্ম্মচারিগণ দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। তিনি আভাস বা ইঙ্গিতচ্ছলে আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া দিতেন, কার্ডিনেল আণ্টোনেলির ন্যায় বিশ্বস্ত অনুচর, ভাষা ও নানা ভাব যোগাইয়া দিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান পোপ সে ধরণের নহে। তিনি কাহাকে আপনার নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে দেন না, কাহার নিকটে ভাষা প্রয়োগের জন্য সাহায্য প্রয়োগ করিতে হয় না। তিনি আপনার টেবিলের নিকট বসিয়া আপনার হস্তে প্রত্যেক পত্রাদি লিখেন, যখন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তখন কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে বিরক্ত করে? তিনি একাকী নির্জ্জনে বাস করিতে ভাল বাসেন, তিনি গভীর চিন্তা পরায়ণ হইয়া আপনার উদ্যানে বিচরণ করেন।

পূর্ব্বেকার গুপ্ত অনুচর ও কার্য্যকারীগণ একেবারে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। যে সকল নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পিও স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতেন, তাহাদের সহিত ইঁহার কোন সংস্রব নাই। মূর্খ, স্বেচ্ছাচারী, নিকৃষ্ট, পরচর্চ্চাকারী ও তোষামোদপ্রিয় পারিষদবর্গের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের স্থান, জ্ঞানবান, পণ্ডিত ও মনস্বী লোকেরা অধিকার করিয়াছে। এই জন্য প্রাসাদের মধ্যে মহা আন্দোলন ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কত লোকের আর্ত্তনাদ, বিলাপধ্বনি ও অভিশাপ বচন প্রাসাদাভ্যন্তরে শ্রুত হয়। পূর্ব্বে যে পূতিগন্ধ প্রাসাদময় হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে।

পূর্ব্বকালে রীতি ছিল যে, কোন ব্যক্তি

প্রথমে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হইলে, মহা সমারোহ হইত এবং অসংখ্য ২ লোকে ভিক্ষা পাইবার জন্য প্রাসাদ দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। সেই সময়ে নগরের অধিকাংশ লোক দরিদ্রের বেশে আগমন করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইত। লিও এক দিন দ্বারে এই রূপ অসংখ্য লোকের সমাগম দেখিয়া তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে সকলে ঘর্ম্মপাত করিয়া আপনাদের উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে।" এই কথা বলিবা মাত্র সকলে বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

বর্ত্তমান পোপ যে বিশুদ্ধ চরিত্র ও উন্নতচেতা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশপেরা যে কার্য্য ও কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিষময় ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছে। যে মত প্রণালী মধ্যে তিনি জড়ীভূত, যে মত প্রণালীর তিনি কেন্দ্র ও প্রাণ স্বরূপ, তাহা হইতে ত তাঁহার নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। যত অমঙ্গল ও অনিষ্ট তাহা ইহারই দরুণ। যদি তিনি কোন প্রকারে মনুষ্য-কল্পিত গ্রন্থি সকল শিথিল করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই বাস্তবিক প্রকৃত হিতৈষী পদের বাচ্য হইতে পারিবেন, নতুবা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পোপগণের ন্যায় তিনিও এক জন প্রকৃত ধর্ম্মের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

পথ কি?

একদা যক্ষ বনবাসী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কঃ পন্থা?" পথ কি? মহাজ্ঞানী, মহা চতুর ও শাস্ত্রতত্ত্বদর্শী যুধিষ্ঠির তখনই প্রত্যুত্তর করিলেন, "বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থে দেশভেদে পৃথক পৃথক, তাহার দুইখানির মতে পরস্পর সামঞ্জস্য নাই এবং স্মৃতিশাস্ত্র অর্থাৎ শাসনবিধি ও রাজনীতিও পরস্পর বিভিন্ন মতপোষক, আবার ধর্ম্ম যাজক, ধর্ম্ম উপদেশক ও ধর্ম্ম প্রচারক মুনি ঋষি, শাস্ত্রী ও গুরু পরম্পরায় মতাবলীও পরস্পর বিরোধী ইহার কোথাও দুইয়ের মধ্যে একতা হয় না, এমন বিরোধী স্থলে লোকেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে পারে। এমন স্থলে তাহাদের পক্ষে কোন ধর্ম্ম অবলম্বনীয় কোনটী বা উপেক্ষনীয়, কোন উপদেশকের মত প্রামাণিক, কাহার বাক্য বা প্রত্যাখ্যানীয়, ইহা অবধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে; অতএব লোক সাধারণের সুবিধার জন্য আমার মতে মহাজন যে পথে গমন করেন, সেই পথেই গমন করা শ্রেয়ঃ।"

এখন আমরা যে বর্ত্তমান বংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী লোক, আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? আমাদের কি উচিত নয় যে, মহারাজের এই আদেশ

শিরোধার্য্য করিয়া এ সংসারে ধর্ম্মের দুর্গম পথে বিচরণ করি? আমরা "মহাজন শব্দে কি বুঝিব" এবং যুধিষ্ঠির যাহাকে 'মহাজন' বলিয়া মানিতেন, যদিও মুখে তাহার নামোচ্চারণ করেন নাই, তথাচ তদ্দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? অতএব "মহাজন" শব্দের ব্যাখ্যা ও তাঁহার বা তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ সর্ব্বাগ্রে সংক্ষেপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

যাহারা উত্তমর্ণ অর্থাৎ ঋণদাতা, তাঁহারা সামান্যার্থে "মহাজন" কিন্তু যাঁহারা আজীবন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সাধুভাবে জীবন যাপন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত "মহাজন।" তৎকালে ইহারা কিরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা অন্বেষণ করিতে হইলে পুরাণ ও কাব্যাদি গ্রন্থ ভিন্ন আমরা অন্য কিছুই নিদর্শন পাই নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদের স্বরূপ তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানিতে পারি; বিশেষতঃ কোন মহানুভব ব্যক্তির জীবনকালের আমূলতঃ সমুদায় বিবরণ পুর্ণ কোন প্রাচীন গ্রন্থও দেখিতে পাই না, আবার যাহা কিছু আছে তাহাও অনেক অমূলক জল্পনায় পুর্ণ, এমন স্থলে স্থুল মর্ম্মগ্রন্থি গ্রহণ করিলে আমরা আসল বিষয়ের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিব।

রাজর্ষি জনক এক জন মহাজন ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার জীবনে এমন অনেক বিষয়ে ছিল, যাহাতে তাঁহাকেও আদর্শ মহাজন বলা যায় না। তিনি সংসারে থাকিলেও সাংসারিক বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন বটে এবং তিনি উপনিষদে জ্ঞানের প্রাখর্য্য দেখাইয়ছেন; কিন্তু তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন, কি ভাবে উপাস্যদেবের উপাসনা করিতেন এবং কি ভাবেই বা ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই আমরা বিশেষ রূপে জানিতে পারি না; বিশেষতঃ তিনি যদি এক মাত্র আদর্শ মহাজন ছিলেন, তবে তাঁহার সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী লোকেরা অনায়াসে তাঁহার অনুসরণ করিত; কিন্তু কোন গ্রন্থে তাহারও কোন নিদর্শন পাই নাই। আবার শুকদেব, সনক, সনন্দ প্রভৃতিরাও মহাজন বলিয়া পরিগণিত হয়েন; কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, সে ভাব ও রাজর্ষি জনক, বিশ্বামিত্র বা মহর্ষি বশিষ্ঠ, জাবালি, কপিল, ব্যাস প্রভৃতির পথ পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল। কোথাও একের সঙ্গে অন্যের কার্য্যগত একত্ব দেখায় না; এ জন্য যদি ইহাদিগকে মহাজন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ইহাদের মধ্যে কাহার উদাহরণের অনুগমন করণার্থে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাদিগকে উপদেশ করণচ্ছলে যক্ষের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং যক্ষও তাহার প্রদত্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন।

তৎকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও রাজারা বাল্যে গুরু সন্নিধানে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতেন, যৌবনে দার পরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করি-

তেন এবং বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বনবাসী হইতেন, কেহ বা আজীবন পাকা সংসারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিসহ নানা ভোগ সুখে কাল কাটাইতেন এবং সেই অবস্থাতেই জীবলীলা সম্বরণ করিতেন। ইহারাই বা কি রূপে মহাজন শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন? পূর্ব্বে, কেহই ইহাদিগকে মহাজন উপাধি দেন নাই এবং এখনও কেহ দেন কিনা জানি না, ফলতঃ এ প্রকার সম্প্রদায়ের লোক কোন কালেই 'মহাজন' নহে। তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের কথাটী কি মিথ্যা হইবে? তিনি বুঝিয়া এমন উত্তর দিলেন? তাঁহার বাক্যের কি অন্য কোন গূঢ় মর্ম্ম ছিল? তাঁহার সময়ে ত শ্রীকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন, তিনি কেন স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না, তাহা হইলেও একেবারে সকল সংশয় বিদূরিত হইত। কাহাকে আর আঁধারে হাৎড়াইতে হইত না? মহাজন কোথায় এবং তিনি কে? ইহার জন্য কাহাকেও আর সন্দিগ্ধ হইয়া অন্বেষণ করিতে হইত না। কাহাকেও আর ধর্ম্মের জন্য পাগল হইতে হইত না। কাহাকেও আর ধর্ম্মের নামে কিছুই নুতন আবিষ্কার করিতেও হইত না। তাহা হইলে সকলেই নিঃসংশয়িতচিত্তে ও প্রশস্ত হৃদয়ে মনের উল্লাসেই সেই মহাজন প্রদর্শিত পথে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিত। মহারাজ যুধিষ্ঠির এ কথাটী গোপনে রাখিলেন কেন? পাঠক! ইহার কারণ, কথাটী তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি ইহার পূর্ব্ব পদেই বলিয়াছেন যে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং," ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতি গুপ্ত স্থলে নিহিত রহিয়াছে, উহা সহজে জানা যায় না; সহজে উহার ভাব বুঝা যায় না; অতএব ইহারই জন্য মহাজন প্রদর্শিত পথে গমন করা কর্ত্তব্য। এখন সেই অভীষ্ট মহাজনকে এবং তাঁহার পথই বা কিরূপ তত্ত্বান্বেষু পাঠক তাহা জানিতে ব্যগ্র হইলে, অনায়াসে জানিতে পারিবেন। ভরসা করি যে, আগামী বারে এ কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

পরলোক গত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আমাদের পাঠকগণ অবগত থাকিবেন যে গবর্ণমেণ্ট-অনুবাদক সুবিখ্যাত ও সুবিদ্বান রাজকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুকে বঙ্গ দেশ যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বঙ্গ দেশ ও বঙ্গ ভাষা যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বঙ্কিম বাবুর ন্যায় কতক গুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তির উদ্যোগ ও যত্নে সম্প্রতি সাবিত্রী সভায় একটী সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় কলিকাতার প্রায় সকল কৃতবিদ্য ও সর্ব্ব-জন-

পরিচিত বিদ্যোৎসাহী জনগণ উপস্থিত ছিলেন। যাঁহার যত্নে সভার অনুষ্ঠান হয়, তিনি কোন অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ন্যায় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া সভার শোভা সম্বর্দ্ধন করেন। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহা হইতে সুস্পষ্ট রূপে জানা গেল যে, রাজকৃষ্ণ বাবু বাস্তবিক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু বিখ্যাত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ইনস্পেক্টর রাধিকাপ্রসাদ বাবুর কনিষ্ঠ। বড় ধনবান লোকের গৃহে তাঁহার জন্ম হয় নাই, কিন্তু অনেক অসুবিধা ও কষ্টসত্বে তিনি স্বীয় মেধা ও উদ্যম গুণে বিদ্যালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অদমনীয় ইচ্ছা ও যত্ন গুণে তিনি জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধে সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় অতি সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দিন কতকের জন্য গবর্ণমেণ্ট কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে তাঁহার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরলোক গত রবিন্সন সাহেবের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই কার্য্যে তাঁহাকে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইত, তাহার পর আবার নিজে নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। যাহার পর নাই পরিশ্রম করিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, পরে মাতৃ ভুমিকে, মাতৃ ভাষাকে, স্বীয় পরিবারকে, অসংখ্য অসংখ্য বন্ধু বান্ধবকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা যতটুকু তাঁহার বিষয় শুনিয়াছি, পড়িয়াছি, তাহাতে আমরা নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালী অতি বিরল, আছে কি না সন্দেহ স্থল। অনেক বৎসর হইল আমরা তাঁহাকে একবার দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার প্রসন্ন মূর্ত্তি, অমায়িক ভাব, বিনয় পুর্ণ দৃষ্টি ও কথা, কখন ভুলিতে পারিব না।

রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় অগাধ বিদ্যার অধিকারী বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্পই আছে। তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত, প্রশংসার পাত্র হইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেন না। তাঁহার বিদ্যা উপার্জ্জনের নিষ্কাম প্রবৃত্তি ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষা, ইত্যাদিতে তাঁহার গভীর দৃষ্টি ছিল। ইংরাজি ভাষা শিখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক, লাটিনও তিনি জানিতেন। মৃত্যুর কিছু দিন পুর্ব্বে পালিভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। সকল ভাষা, সকল—দেশের বিজ্ঞান ও ইতিহাস হইতে অমূল্য সত্য চয়ন করিয়া আপনার

মাতৃ ভাষার পূর্ণতা সাধন করা তাঁহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় তাঁহার এত দখল, কিন্তু তাহাই বলিয়া বাঙ্গালা ভাষা হতাদর করিতেন না। তিনি বলিতেন, পরের ভাষায় কি মনের আশা মিটান যাইতে পারে? বঙ্গদর্শনের পাঠকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, যে কয়েক মহোদয়গণ দ্বারা বঙ্গ ভাষা সম্বন্ধে স্রোত ফিরিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য।

ইতিহাসে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। লিখিতে হয় বলিয়া লেখা তাঁহার ইচ্ছামত ছিল না। গবেষণার দ্বারা সত্যের আবিষ্কার করা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তাঁহার প্রশস্ত উদার মন, একদেশদর্শিতা, সংকীর্ণ ও বিদ্বেষ ভাব দেখিলে অত্যন্ত ব্যথিত হইত। তিনি কাহাকে ঘৃণা করিতেন না, কাহাকে অবজ্ঞা করিতেন না এবং কাহাকেও মনের কষ্ট দিতেন না।

বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতেন। তিনি অপরাপর লোকের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে জানিতেন বলিয়াই অতিশয় নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁহারা অনেক জানেন, তাঁহারাই জানেন যে, জ্ঞানের সীমা নাই, জ্ঞাতব্য বিষয়েরও সীমা নাই। তাঁহারা স্যর আইসক নিউটনের ন্যায় আপনাদের অজ্ঞানতার পরিচয় পান। প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে যে বিনয় জন্মে তাহা তাঁহারই জন্মিয়াছিল। তিনি সকলের নিকট শিক্ষা করিতে চাহিতেন। কিন্তু তিনি যাহা আপন বন্ধু বান্ধবদিগকে শিখাইতেন তাহা তাঁহারা কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। আমাদের মধ্যে একটুকু আধটুকু ইংরাজি শিখিয়া যাহারা আপনাদের বিদ্যাবত্তা দেখাইবার জন্য ছটফট করিয়া মরেন, মাতৃ ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাহারা রাজকৃষ্ণ বাবুকে স্মরণ করুন।

তাঁহার নানাবিধ গুণ ছিল, সে সকল গুণ কেবল প্রকৃত গুণগ্রাহীরাই ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তিনি কখন কাহাকে মনের কষ্ট দেন নাই, কেবল যেমন পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন,—ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াই তিনি আমাদিগকে কষ্ট দিয়াছেন।

যাহারা অসার অনিষ্টজনক গ্রন্থাদি, পয়সার জন্য প্রণয়ন করেন, তাঁহারা রাজকৃষ্ট বাবুর দৃষ্টান্ত স্মরণ করুন। যাহারা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য এদেশে ব্যস্ত, যাঁহাদের মুখ দিয়া অনর্গল বক্তৃতা স্রোত প্রবাহিত হয়, তাঁহারাও রাজকৃষ্ট বাবুর জীবন আলোচনা করিয়া প্রথমে আপনাদের জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিতে চেষ্টা করুন, স্বার্থহীনতা, প্রকৃত জ্ঞান, ভ্রাতৃপ্রেম ও প্রগাঢ় বিনয় রূপ ভিত্তিমূলের উপর যাহা গ্রথিত নহে, তাহা তিষ্ঠিবে না। জাতীয় স্বাধীনতা বল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বল, উক্ত রূপ গুণে বিভূষিত না হইলে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবে না।

রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী লিখিত

হউক, ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হউক, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অনেক উপকার হইবে। শুষ্ক বক্তৃতায় কিছু হইবে না, কেবল কার্য্য, কার্য্য, কার্য্য।

"আপেল" পড়ে কেন?

লীলাবতী পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা দাদা স্যর আইজাক্ নিউটন (Sir Isaac Newton) একটা আপেল পড়িতে দেখিয়া কি করিয়া এত মহৎ মহৎ বিষয় আবিষ্কার করিলেন। আপেল পড়ার মধ্যে এমন কি আছে যাহা হইতে তিনি এত ভারি ভারি বিষয় সিদ্ধান্ত করিলেন?

মতিলাল। তাহার মধ্যে এমন আশ্চর্য্য বিষয় কিছুই ছিল না। কিন্তু এ বিষয়টী কেমন হঠাৎ তাঁহার মনে লাগিল। আর তাই তিনি সে বিষয় লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

লীলা। একটা আপেল পড়ে গেল। তা থেকে আবার ভাবিবার বিষয় কি আছে?

মতি। তিনি ভাবিলেন, আপেলটী কি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

লীলাবতী। হাসিয়া বলিল,—কেন? আমি তাঁকে সে কথাটী বুঝাইয়া দিতে পারিতাম। কেন পড়ে গেল? আপেলের বোঁটা ভাঙ্গিয়া গেল, কাজে কাজেই তাহা পড়িয়া গেল। সেটী ত আর শূন্যে ঝুলিয়া থাকিতে পারে না।

মতি। শূন্যে ঝুলিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই কি পড়িয়া যাইবে?

লীলা। অবশ্য পড়িয়া যাইবে।

মতি। কিন্তু তাহা হইলে পড়িবে কেন? তাহাই ত জিজ্ঞাস্য।

লীলা। কারণ তাহাকে ধারণ করিবার কিছুই রহিল না।

মতি। কেন তাহাকে ধারণ করিবার কিছু রহিল না?

লীলা। তাহা আমি জানি না। উহার আবার কি উত্তর দিব? ও প্রশ্নের উত্তর নাই।

মতি। আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিলাম যে তাহাকে ধারণ করিবার কিছু ছিল না। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি আপেলটী পড়িবে?

লীলা। অবশ্য।

মতি। আচ্ছা, আপেল সজীব কি নির্জীব?

লীলা। অবশ্য নির্জীব।

মতি। আচ্ছা, নির্জীব পদার্থ আপনা আপনি নড়িতে বা চলিতে পারে?

লীলা। না, তাহা পারে না। কিন্তু আপেল পড়ে কারণ তাহাকে পড়িতে হইবে।

মতি। ঠিক বলিয়াছ তাহাকে পড়িতে হইবে, এখন বুঝ একটী অচেতন পদার্থকে পড়িতে হইবে অর্থাৎ তাহার স্থিতি স্থান হইতে তাহাকে নড়িতে হইবে। তাহা হইলে এমন একটী বলের আবশ্যক যাহা তাহাকে স্বস্থান চ্যুত করিবে। সেই বল না থাকিলে নির্জীব দ্রব্যাদি কখনই স্বস্থান চ্যুত

হইত না। তাহা হইলে যেখানকার জিনিষ সেইখানেই থাকিত।

লীলা। সেইখানেই থাকিত?

মতি। সেইখানেই থাকিত। কারণ কোন দ্রব্য স্বস্থান চ্যুত দুই প্রকারে হয়। প্রথম তাহাকে বল দ্বারা সরাইয়া রাখা যায়, দ্বিতীয় সে স্বীয় বলে নড়িয়া যায়। কিন্তু তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ যে, আপেল অচেতন পদার্থ। তাহার নড়িবার ক্ষমতা নাই। তাহা হইলে অবশ্যই আপেলের উপর কোন বল প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহা না হইলে তাহা কখনই বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যাইত না। (Sir Isaac Newton) সেই বলটী কি, তাহারই অনুসন্ধান করিতে ছিলেন।

লীলা। কিন্তু সকল জিনিষই পড়িয়া গিয়া থাকে যদি তাহাকে ধারণ করিবার কিছু না থাকে।

মতি। সত্য বলিয়াছ। সেই জন্য বুঝিতে হইবে যে, এমন একটী সাধারণ বল আছে যাহা সকল বস্তুকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

"জুবিলী" উৎসব।

১

ফুটিল প্রসুন রাজী;—হাসিল কানন,—
কাঁপায়ে পল্লব দল—বহে সমীরণ।
সরোসে সোহাগ ভরে হাসে সরোজিনী
বালার্কের পূর্ণ ছবি,—হেরি, পাগলিনী।
প্রকৃতির সুকোমল শ্যাম কলেবর
হেমন্ত করেছে হায়,—ধূলায় ধুসর!
পিকবধু গাহিল রে সুধা বৃষ্টি করি,
ছুটিল প্রবল বেগে সুস্বর লহরী,—
জাগিল বসন্ত রাজ, পরিল কুসুম সাজ,
আরোহি, মলয়ানিল—আইল ভুবনে
হাসাতে রে প্রকৃতির বিরস বদনে।

২

হাসিল প্রকৃতি এবে হাসিল গগণ
হাসিল মধুর হাসি তরুলতাগণ
হাসে নদ হাসে নদী—পর্ব্বত কন্দর;
হাসিল বিমল হাসি শৈলেন্দ্র-শেখর।
ধরিল নূতন বেশ—নূতন জীবন
নূতন উৎসাহে মত্ত ভারত-নন্দন।
বর্ষে বর্ষে বসন্তের শুভ আগমনে
এমন আনন্দ স্রোত বহে কি জীবনে?
নিরাশ ভারত প্রাণ, কেন রে গাহিছে গান
কেন ভুলি শোক তাপ হরষে মগন
সহসা জাগিল কেন সন্তপ্ত জীবন?

৩

কেন মা ভারত আজি জননী আমার,
তব শুষ্ক ওষ্ঠাধরে আনন্দ সঞ্চার?
কেন তব সুতগণ প্রফুল্ল অন্তরে
আনন্দ উৎসবে মাতি জয়ধ্বনি করে?
বঙ্গের বক্ষের রত্ন—রাজ নিকেতন
কলিকাতে, কেন আজি—এত হর্ষভরে
পরেছ বিবিধ ভুষা—চারু কলেবরে?
উড়িছে নিশান নভেঃ, জয় জয় জয় রবে
কাঁপিছে বিমান স্থল কাঁপিছে পবন
উল্লাসে রে মাতোয়ারা জাহ্নবী জীবন!

৪

সাজিল সৈনিক-বৃন্দ,—ঝকিল কৃপাণ
হুঙ্কারিল ঘোর রবে প্রচণ্ড কামান,—
সুষুপ্ত বীরের প্রাণ হইল অধীর
ধমনীতে খর স্রোতে বহিল রুধির।
মধুর গম্ভীর স্বরে সমর বাজনা
বিঘোষিল ভারতের বিজয় ঘোষণা।
উৎসাহে আনন্দ পূর্ণ সৈনিক জীবন
হর্ষে হ্রেষা রব করে তুরঙ্গমগণ
বাজিল রে বিউগল, কাঁপিল গঙ্গার জল,
টলিল অর্ণব খান সুমৃদু হিল্লোলে,
গাহিল বিজয় গান বণিক সকলে।

৫

সুশোভিল রাজ পথ কুসুম ভুষণে
উড়িল রে বৈজয়ন্তী—অনন্ত গগণে
শ্যামল পাদপ-পূর্ণ নগর প্রান্তরে
জ্বলিল আলোক-তরু;—বিশাল অম্বরে
ভাতিল যেন রে মরি, তারকা নিকর—
উজ্জ্বল হীরক খণ্ড—ভেদি, অন্ধকার
অসংখ্য মানব আজি প্রফুল্ল আননে
এক মনে এক প্রাণে একতা বন্ধনে
ভুলি জাতি অভিমান, গাহিল প্রাণের গা[illegible]
ছুটিল প্রমত্ত মনে নগর প্রাঙ্গণে
নুতন উৎসবে অহো, নুতন জীবনে।

৬

প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি আর্য্য রাজগণ
বিশাল—বিস্তৃত বক্ষঃ কিরীট ভুষণ
শাণিত উলঙ্গ অসি—করি নিষ্কাশন,
উপজিল সকলে রে রাজ-নিকেতন।
কেন রাজ-প্রতিনিধি, বিক্রম কেশরী
সঁপিয়াছ মন প্রাণ,—দিবস শর্ব্বরী
অভ্যর্থনা করিবারে, নৃপেন্দ্র সকলে
শৌর্য্য বীর্য্যে খ্যাত যাঁরা এধরা মণ্ডলে?
কেন ওরে ঘন ঘন, হইতেছে, বরিষণ
প্রলয়ের অগ্নি প্রায় কামান সঘনে
কম্পিতেছে দশ দিক ভীষণ গর্জ্জনে।

৭

ভুলি শত্রু মিত্র ভাব,—প্রেম আলিঙ্গনে
নানা জাতি নানা বেশে দুর্গের অঙ্গনে
আসিছে,-গাহিছে গীত,--কোলাহলকরি,
উঠিছে অনন্ত নভেঃ সঙ্গীত লহরী।
একটী তড়িত বেগ সবার হৃদয়ে
খেলিছে বিষম খেলা—শতমুখী হ'য়ে।
এক প্রাণে প্রাণ আজ মিশেছে সবার,
এক যন্ত্রে বাজে সব হৃদয়ের তার
[illegible]ভীর ঘুমের ঘোর, ভাঙ্গিল ভারত তোর
তাই কি জাগিলি আজ ধরিয়া নিশান?
তাই কি রে আনন্দের বহিল তুফান?

৮

দেখিয়াছি এক দিন রিপন উৎসবে
মাতিতে গগণ ভেদী জয় জয় রবে;—
একতার সমসুত্রে বাঁধিয়া হৃদয়
গেয়েছিল আর্য্যসুত ভারতের জয়!
আজ কোন মহোৎসবে খেলিল বিজলি
নির্জ্জীব ভারত প্রাণ সহসা উজলি?
কোন শক্তি উত্তেজিল, হৃদি অভ্যন্তরে
ভস্মাবৃত হুতাশন,—ক্ষণেক ভিতরে?
জান কি ভারতবাসী, কোন মহা শক্তি আসি,
বহিল তাড়িত স্রোত ভারত মাঝারে
জ্বালিয়া প্রখর জ্যোতিঃ গভীর আঁধারে

৯

জুবিলী উৎসবে আজি ;—আনন্দ অপার
যেই দিনে ইস্রায়েল, কনান মাঝার
স্থাপিলেন রাজশক্তি—বিজয় হুঙ্কারে,
সে দিন হইতে প্রতি পঞ্চাশ বৎসরে
কনানে আনন্দ স্রোত হ'ত প্রবহন
জয় জগদীশ নাদে কম্পিত গগণ।
সে উৎসবে ইস্রায়েল ভক্তির সাগরে
দিত ওরে সন্তরণ কৃতজ্ঞতা ভরে।
নরনারী এক সঙ্গে, ভাসিত প্রেম তরঙ্গে
ভবেশে কনান ঈশ বলি, ভক্তি ভরে,
ছুটাত তড়িত বেগ হৃদয় ভিতরে!

১০

গভীর আঁধার মগ্ন ছিল ভূমণ্ডল,
বিকট ভৈরব নাদে পূর্ণ জল স্থল ;—
মানব হৃদয় ক্ষেত্র পাপের আবাস
বহিত রে শৈতানের সধূম নিশ্বাস।
হো হো হো বিকট রবে নাচিত বাহিনী
কম্পিত এ ধরাতল পরমাদ গণি,
অপ্রেম অশান্তি পূর্ণ মানব জীবনে
মহান ঈশ্বর নাম ছিল না ভুবনে।
পাপাত্মার কারাগার, পূর্ণ ছিল অনিবার
অজ্ঞান মানবগণ আশা প্রলোভনে
সঁপিত আপন প্রাণ তাহার চরণে।

১১

ঈশ্বরের কৃপানেত্র হ'ল উন্মীলন
প্রেমের উচ্ছ্বাসে মাতি, গায় দেবগণ
তাঁর পূর্ণ গ্রাহ্য বর্ষ আহ্বান সঙ্গীত
যে গানে সরল প্রাণ রাখাল মোহিত।
স্বরগ গৌরবে পূর্ণ,—পূর্ণ ভূমণ্ডল
প্রীতি ফুল্ল ফুল দানে ;—নর হৃদি স্থল
ভাসি, গেল অনন্তের প্রেমের উজানে
শান্তির বিমল জ্যোতিঃ হৃদয় বিমানে।
সফল ভবিষ্য বাণী, ভঙ্গ শৃঙ্খলের ধ্বনি
পশিল মধুর রবে—কর্ণ বিবরে,
মুক্ত হ'ল মহাপাপী প্রফুল্ল অন্তরে।

১২

যীশুর জনমে ভক্তি সিন্ধু উছলিল,
হর্ষে ভ্রান্ত পান্থ জন উল্লাসে মাতিল।
ভাঙ্গিল অহির শীর, বিকট চীৎকারে
রসাতলে গেল নাগ জনমের তরে।
অমর আত্মার আজ হইল উদ্ধার
চূর্ণ হ'ল পাপাত্মার পাপ কারাগার।
গতিহীন দৃষ্টিহীন বধির অজ্ঞান
সকলই নূতন প্রাণে গায় নব গান।
সেই মহা দিন হ'তে, বহিল প্রবল স্রোতে
জুবিলী উৎসব, তার—গতি অবিরাম
যাহার স্মরণে হৃদি প্রাণের আরাম।

১৩

কোন জুবিলির ভাব করিয়া স্মরণ
হে ভারতবাসী আজ উল্লাসে মগন?
ইস্রায়েল জয় গাথা গাহিবার তরে
মিলেছ কি ভ্রাতৃবৃন্দে রাজ দরবারে?
অথবা সৌভাগ্য শশী উদিল তোমার
নাশিল রে হৃদয়ের ঘোর অন্ধকার?
যীশুর প্রেমের ছবি প্রভাত তপন
উজলিল দশ দিক—হৃদয় কানন?
দাঁড়াতে ক্রুশের তলে, আসিছ কি দলে২
অনুতাপ পূর্ণ মনে লভিতে জীবন
সেই প্রত্যাশায় চিত্ত সুস্থির এমন?

১৪

নহে তাহা ;—আজ এক নূতন উৎসব
ভারতের নরনারী উল্লাসিত সব।

পথের ভিখারী রাজ মহারাজগণ
হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, পার্সী, যবন
সকলেই সমস্বরে—"ভারতের জয়
জয় জয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া জয়।"
উত্তাল তরঙ্গ রবে গম্ভীর স্বননে
উচ্চারিছে জয়নাদ প্রফুল্ল আননে।
কাঁদিছে দুর্গের শীরে, বিজয় নিশান ধীরে
নাচিতেছে কিশলয়—পাপদ শিখরে,
উছলিছে গঙ্গাজল তর তর তরে।

১৫

ইংলণ্ডের সর্ব্বজয়ী হৈম সিংহাসনে
শোভিলেন ভিক্টোরিয়া যশের কিরণে
আজি রে পঞ্চাশ বর্ষ বিগত হইল,
প্রজাবৃন্দ মহানন্দে আনন্দে মাতিল।
গাহিছে ইংলণ্ড আজি গভীর উচ্ছ্বাসে
প্রমত্ত অসভ্য সভ্য মনের উল্লাসে
ধরাতল আজ এক নূতন জীবনে
উপনীত,—ভিক্টোরিয়া জুবিলী স্মরণে,
সকলি কৃতজ্ঞ মনে, জগদীশ শ্রীচরণে
তাঁহার মঙ্গল ভিক্ষা ক'রিছে যতনে
যাঁহার অধীনে দুঃখ জানি না জীবনে।

১৬

এস হে ভারতবাসী আর্য্যের সন্তান
প্রাণ ভরে গাই এস রাজ ভক্তি গান।
যে গান যে গান ধ্বনি উঠিবে গগণে
কাঁপিবে হিমাদ্রি শির প্রতিধ্বনি সনে,
কুমারীকা হ'তে গৌরী—শঙ্কর শিখরে
ধ্বনিবে সে ধ্বনি সিন্ধু ব্রহ্ম সমস্বরে।
জানিবে যুরোপবাসী ভারত মাঝার
হ'য়েছে কেমন আজি প্রাণের সঞ্চার।
দেখ গো মা ভিক্টোরিয়া, শুষ্কহৃদি প্রান্তদিয়া
বহিতেছে রাজভক্তি প্রবল বেগেতে
তোমারি রাজত্বে রাজ্ঞী, এসুখ ভারতে

১৭

যবনের অত্যাচারে ভারত হৃদয়
হয়েছিল ক্ষত পূর্ণ পুতিগন্ধ ময়,
তোমার শাসনে এবে নূতন মাধুরী
শোভিছে ভারত কোলে শোক পরিহরি।
করুণা পূর্ণিতা দেবি, ভারত ঈশ্বরি,
স্থাপিলে মা কীর্ত্তিস্তম্ভ ধরা বক্ষ'পরি
পালিয়া অজাগাভণে সন্তানের প্রায়
আদর্শ সাম্রাজ্ঞী হ'লে নশ্বর ধরায়।
যত দিন রবে রবি, প্রকৃতির চারুছবি
না মিশাবে পরমায়ু অনন্ত হৃদয়ে
সবে তব গুণ গান গাহিবে নির্ভয়ে।

১৮

এস হে জুবিলী গান গাহি একবার,
এস রে আনন্দ সরে দিই রে সাঁতার।
"জয় জয় ভিক্টোরিয়া সাম্রাজ্ঞীর জয়
ভারতে নূতন এক যুগের উদয়।"
গললগ্ন কৃত বাসে বিশ্বেশ সদনে
চাহি এস কুইনের সুদীর্ঘ জীবনে
শান্তি পবিত্রতা প্রেম প্রীতি বিভুষণে
ভূষিত হউন তিনি কোহিনুর সনে।
যীশুখ্রীষ্ট প্রেমগান, গাহিরে ভরিয়া প্রাণ
এইবার শেষবার এস ভাই সকলে
"জয় যীশুখীষ্ট জয় এ মহী মণ্ডলে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।

বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণ চরিত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ক্রমে আপনার অধিকার বিস্তার করিতে চলিল। দেশের লোক খ্রীষ্টীয়ান হইলে পাছে স্বজাতির মান যায় এই আশঙ্কায় রাজনৈতিক ভাণ দেখাইয়া ইহারা হিন্দুধর্ম্মের দোষ গোপন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা গুলি হিন্দুধর্ম্মাকারে লোকের নিকট ধরিতে লাগিলেন।

স্বজাতির গৌরব, স্বজাতির গৌরব করিয়া যাঁহারা বেড়ান তাঁহাদের মনে বিজাতীয় লোকের প্রতি হিংসা দ্বেষ জন্মান অসম্ভব নয়, অতএব শক্তি না থাকিলেও যুদ্ধের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। সেই ভাবটী সময়ে সময়ে আপনাপনি বাহির হইয়া পড়ে। বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণকে এক জন অদ্বিতীয় রাজনৈতিক কৌশলী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আর কৃষ্ণকে যখন আদর্শ পুরুষ বলিয়াছেন, তখন এই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে, যে কৃষ্ণকে অনুকরণ করিয়া সকলে যোদ্ধা হও; সে ভাল কথা। কিন্তু সুযোদ্ধা হইলে কি কেহ ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারে?

খ্রীষ্ট যুদ্ধ করিতে পরাম্মুখ এবং শিষ্য দিগকেও যুদ্ধ বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর মতে এই তাঁহার দোষ। এই দোষ দেখাইয়া বঙ্কিম বাবু খ্রীষ্টকে কৃষ্ণ অপেক্ষা ছোট বলিয়াছেন।

কৃষ্ণ সুবক্তা, কৃষ্ণ সুযোদ্ধা, মানিলাম। কৃষ্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে এক জন অসাধারণ কৌশলী, এ কথা মানিতে পারি না। যিনি বুদ্ধি কৌশল দ্বারা রক্তপাত নিবারণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই সুকৌশলী। অর্জ্জুন এক জন অসাধারণ যোদ্ধা। যিনি যোদ্ধা, যুদ্ধে তাহার স্বতঃই ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে অর্জ্জুন কখনই যুদ্ধে বিমুখ হইতেন না। চক্রভেদের পর তিনি বিমুখ হয়েন নাই। কৃষ্ণ পাকে প্রকারে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিলেন। যিনি এত কৌশলী তিনি কৌশল করিয়া দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের অধিকার দিতে চেষ্টা করিবেন না কেন?

ভ্রাতৃ রক্তপাত করিতে অর্জ্জুন বিমুখ হইলেও তিনি কলে বলে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিলেন। এত এক প্রকার জ্ঞান চাতুর্য্য। অর্জ্জুন ক্ষত্রীয়, কাজেই কৃষ্ণের সহিত তর্কে পারিলেন না। যে ভাগবতের এত গৌরব, সেই এই চাতুরী পুর্ণ।

কৃষ্ণকে কৌশলী বলিয়া মানিলে, তাহাতে ইবা খ্রীষ্ট হইতে তাঁহার প্রাধান্য কিসে? খ্রীষ্ট পাপ নষ্ট করিতে অবতার হইয়াছিলেন, অতএব তিনি যুদ্ধের মুল পাপের প্রতিকুলে অস্ত্র চালাইয়াছিলেন। যিনি মুলোৎপাটন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ না যিনি কলে বলে একখানি ডাল কাটেন তিনি শ্রেষ্ঠ?

খ্রীষ্ট শান্তির রাজ্য স্থাপন করিতে

আসিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য স্বর্গের রাজ্য, অতএব যুদ্ধবিগ্রহ সেখানে স্থান পায় না। এই কারণে তাঁহার নাম "শান্তির রাজা।" বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালী, এই কারণ ইংরাজ শাসন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় হইলেও নানা কারণে এই শাসনের পক্ষপাতী না হইতে পারেন। তাই খ্রীষ্টীয়ান ইংরাজের যুদ্ধাদি উল্লেখ করিয়া হয় ত বলিবেন, শান্তিরাজ খ্রীষ্টের সেবক হইয়া ইংরাজ যুদ্ধাদিতে রত হন কেন? খ্রীষ্ট কখনও এমন শিক্ষা দেন না যে, রাজা থাকিবে না। বরং শিজরের যাহা তাহা শিজরকে দেও, এমন শিক্ষাই দিয়াছেন। শিজরের যাহা তাহা শিজরকে দিলে, যুদ্ধের একটী কারণ দূর হইয়া যায়। ইংরাজ এখন বাঙ্গালীর সহিত যুদ্ধ করেন না কেন? কারণ বাঙ্গালী রাজার প্রাপ্য রাজাকে দিয়া থাকে। বলিবে ইংরাজ অপরের রাজ্য অপহরণ করে কেন? কারণ অন্য রাজ্যে অরাজকতা ঘটিলে সেই রাজ্যকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে নিকটবর্ত্তী রাজ্য বাধ্য। তবে দু-একজন কর্ম্মচারীর দোষ থাকিতে পারে, সেই দোষে রাজাকে দোষী করা যায় না।

মনে কর ক্লাইব অন্যায় করিয়া বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। সেই অন্যায় স্বীকার করিয়া কি ইংরাজ রাজা এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন? তাহা করিলে কি এদেশের মঙ্গল হইবে?

এ বিষয়ে তবে খ্রীষ্টীয়ান হইয়া ইংরাজ কোন দোষ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ হইতেছে না। যদি সিরাজ-উদ্দৌলা ধর্ম্মভীরু হইতেন, যদি ন্যায়ানুসারে স্বরাজ্য শাসন করিতেন, তবে বোধ হয় তাঁহাকে রাজ্য হারাইতে হইত না। এ বিষয়ে তবে খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ কি? খ্রীষ্ট ন্যায়, সত্য, দয়া, প্রেম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণের উৎপাদন করিতে যত্নবান ছিলেন না। তিনি বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছেন, যে যদি শান্তি চাও, যদি ঈশ্বরের সন্তান হইতে চাও, তবে ৭ গুণ ৭০ বার ক্ষমা কর। এই শিক্ষার দ্বারাই কি তিনি প্রকৃত জয়ের পথ খুলিয়া দেন নাই। কৃষ্ণ এই প্রকার শিক্ষা দ্বারা যদি পাণ্ডবদিগকে ক্ষমা করিতে বলিতেন, তবে সেই ক্ষমা দ্বারা নিশ্চয় বিনা রক্তপাতে তাহারা বিপক্ষকে জয় করিতে পারিতেন।

যে জুয়া খেলায় পাণ্ডবেরা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, কৃষ্ণ কৈ একবারও ত সেই জুয়া খেলার দোষ দেন নাই। এ কেমন নীতি। যিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা, তাঁহার পক্ষে এ প্রকার জুয়া খেলা কি দোষাবহ নয়? তিনি কখনই রাজপদে থাকিবার যোগ্য নন। তাঁহাকে সেই রাজ্য দিবার চেষ্টা করা কি কৌশলীর কাজ নয়?

খ্রীষ্টের শিক্ষা ও উপদেশ কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, কিন্তু বিশ্বজনীন। সকল শ্রেণী, সকল জাতী সকল পদস্থ লোকের জন্য। কেননা তাঁহার রাজ্য আধ্যাত্মিক জগতে।

তিনি সকলের মন সোজা পথে আনিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। কাজেই তদুপযোগী শিক্ষা দিয়াছিলেন। কি রাজা, কি প্রজা, সকলকে প্রেম ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিক্ষা দিবামাত্র তাহা লোকে গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু এখন লোকে যতই সেই শিক্ষা গ্রাহ্য করিয়াছে, তাই জগতে শান্তি বিরাজ করিতেছে। যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেও খ্রীষ্টীয়ানেরা এখন পূর্ব্বের ন্যায় রক্ত স্রোত বহাইতে চায় না। এখন অসভ্য জনোচিত দৌরাত্ম্য সহস্র গুণে হ্রাস পাইয়াছে। চক্ষু থাকিতে কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? এ কৃষ্ণের গুণে নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের গুণে। কৃষ্ণের উপাসক আর্য্যেরা বিজিত জাতির উন্নতি, তাহাদের সহিত সুহৃদ ভাব স্থাপন করিতে কি চেষ্টা করিয়াছেন? কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেও অতি অসভ্যদিগেরও উন্নতি চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতেছেন। খ্রীষ্টীয়ান হইবার পূর্ব্বে এই সকল জাতির মধ্যে নানা প্রকার পশুবৎ অত্যাচার ছিল। কিন্তু ক্রমে সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে। এ কি খ্রীষ্টের গুণে নয়? বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এক জন সুপণ্ডিত যদি ইহা দেখিতে না পান, তবে বলিতে হইবে, বাঙ্গালী এখন প্রকৃত লেখা পড়া শেখে নাই। বঙ্কিম বাবুর এখন যে চক্ষু ফুটিয়াছে, সেও খ্রীষ্টের গুণে। খ্রীষ্টের শিক্ষা দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল না হইলে, শাসন কর্ত্তা তাহাকে বোধ হয় উন্নতি সোপানে উঠিতে দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। প্রবন্ধ বাড়িয়া গিয়াছে, অতএব আজ এই পর্য্যন্ত।

বেঙ্গল খ্রীষ্টীয়ান ফেমিলি পেন্সন ফণ্ড।

বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬শে তারিখে কলিকাতাস্থ ইউনিয়ান চেপেল্ স্কুল হলে বেঙ্গল খ্রীষ্টীয়ান ফেমিলি পেনশন ফণ্ডের সপ্তবিংশতি সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত, সার্জ্জন মেজের মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কয়েক জন হিতৈষী মহাত্মা প্রদত্ত ৭০০ শত টাকা মূলধন, ৩২ জন সভ্য ও তাঁহাদের স্বাক্ষরিত টাকা প্রভৃতিতে মাসিক ১০০ শত টাকা আয় লইয়া এই ফণ্ড স্থাপিত হয়। উপরোক্ত ইংরাজি নামটীর অর্থ এই—বঙ্গ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের পারিবারিক বৃত্তি-সংস্থান। কেবল বঙ্গদেশ নহে, উত্তর পশ্চিম, সেণ্ট্রাল্ প্রভিন্সেস্, অযোধ্যা এবং পঞ্জাব প্রদেশীয় প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিধবা স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণ এই ফণ্ড হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

গত বর্ষের রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে ফণ্ডের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা বিলক্ষণ প্রতীয়-

মান হইবে। চাঁদা হইতে ১৪২১৫।৶০; নুতন লোকদের প্রবেশকালীন ফিস্ হইতে ২৪৲ টাকা; মূলধনের সুদ ৯৬৩৬।৶০৭ পাই; এবং অতিরিক্ত চাঁদা ২৬৵০ সমুদায়ে ২৩৯০২ টাকা ৭ পাই ফণ্ডের বার্ষিক আয় হয়। তন্মধ্যে ৯২০০।০১১ পাই ব্যয় হইয়াছে বিধবা ও পিতৃহীন সন্তানদের পেন্সনের জন্য ৫০৬৩॥৴১০; যে সমস্ত চাঁদা দাতারা ৫ বৎসরের অধিক ক্রমান্বয়ে চাঁদা দিয়া আসিতেছেন, তাহাদের চাঁদার হার কমাইয়া দেওয়া গিয়াছিল বলিয়া ২৬১৬॥০; ফণ্ডের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ১৪৯৩৸০১১ পাই এবং অতিরিক্ত চাঁদা ফিরাইয়া দেওয়াতে ২৬৵০।—আয় হইতে ব্যয়ের টাকা বাদ দিলে ১৪৭০১॥৶০৮ পাই ৮৬ সালের বাৎসরিক অর্থাগম এবং ৮৫ সালের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া ১২৯৪ ॥৴৪ পাই উদ্বৃত্ত টাকার সহিত যোগ দিলে কোম্পানির কাগজ করিবার নিমিত্ত ১৫৯১৬।৴০ নগদ টাকা থাকে। ১৪৬৩৩।৵০১ পাই নগদ টাকা দিয়া শতকরা ৪ টাকা সুদের ১৫০০০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে এবং ৮৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ১২৮৩৶৫ টাকা Cash Balance স্বরূপ আছে।

ইহার মূলধন সম্প্রতি দুই লক্ষ একান্ন হাজার (২৫১০০০) টাকা। এই টাকাতে কেবল মাত্র কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া নিরাপদে রক্ষণার্থে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অতএব মূলধন নষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে নিরুপায় শিশু ও অবলাদিগের নিমিত্ত এত অর্থ রাশি সঞ্চিত থাকা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। সাধারণ হিসাবপত্র পরীক্ষক মেসার্স সাইক্স এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা ফণ্ডের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষিত হইয়াছে। আজ কয়েক বৎসর ইহারা বিশেষ নিপুণতা ও দক্ষতা সহকারে জেনারেল ফেমেলি পেন্সন ফণ্ডের সেক্রেটরির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান চাঁদাদাতার সংখ্যা ১৯৭ জন। এই ১৯৭ জন-স্ত্রীর নিমিত্ত ২৪৪০ টাকার মাসিক পেন্সন এবং সন্তানদের নিমিত্ত ১২১৮ মাসিক পেন্সন উদ্দেশে ১১৮৪।০‹১৫ মাসিক চাঁদা দিয়া থাকেন। কোম্পানীর কাগজের মাসিক সুদ ৮৩৭॥০ টাকা। কোম্পানীর কাগজের সুদে ও সবস্ক্রিপ্সনে ইহার মাসিক আয় ২০২১৸০‹১৫ এবং ১২৪॥০ টাকা অর্থাৎ সমস্ত বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৬৴৫ মাসিক ব্যয়ে ইহার সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়।

গত বর্ষে ৫ জন চাঁদাদাতার মৃত্যু নিবন্ধন স্ত্রীদিগের পেন্সন ৭১ টাকা ও সন্তানদের পেন্সন ৫৮৲ টাকা একুনে ১২৯৲ টাকা মাসিক বৃত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে এই ফণ্ড হইতে ৫৩ জন বিধবা মাসিক ৩৫৩ টাকা এবং ১৮ জন বালক বালিকা মাসিক ১২৯ টাকা একুনে ৪৮১ টাকা মাসে মাসে পেন্সন পাইতেছেন।

উপযুক্ত কালে অন্যান্য ফণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতে মহামহিম গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই 'সার্ভিস্ ফণ্ড' মধ্যে গণ্য করিয়া মুলধনের উপর যে 'ইনকম টেক্স' দিতে হইত তাহা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আদেশ মতে এ বৎসর ফণ্ডের ২৫০ টাকা লাভ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ফণ্ডে এই রূপ টাকা জমা দেওয়া অপেক্ষা 'লাইফ ইন্সিউরেন্স' আফিসে টাকা জমা দেওয়া ভাল; কারণ চাঁদাদাতার মরণোত্তর কেহ না কেহ সেইটাকা ভোগ করিতে পারিবে। তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, মনে করুন ভুধর বাবুর মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার বিধবা ও নাবালক শিশু পুত্রেরা এক বারে ৩।৪ হাজার টাকা নগদ পাইল। এক্ষণে বিধবার প্রথম ভাবনা যে সে কি রূপে সেই টাকা রক্ষা করিবে। দ্বিতীয়তঃ—আত্মীয়বর্গ বা বন্ধুদিগের পরামর্শে আয় বৃদ্ধি করিবার লোভ পরবশ হইয়া কোন প্রকার ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক কিম্বা স্থল বিশেষে পরামর্শদাতার বিশ্বাসঘাতকতা প্রযুক্ত অথবা নিজ স্ত্রী সুলভ অপরিমিততা হেতু অল্প দিনের মধ্যে সেই নগদ টাকা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইন্সিউরেন্স আফিসের চাঁদার টাকা পেন্সন ফণ্ডে জমা দিলে, তাঁহার স্ত্রী বৈধব্যাবস্থায় যাবজ্জীবন মাসে মাসে একটী নির্দ্দিষ্ট পেন্সন পাইবেন। পুত্রের জন্য জমা দিলে সেই বালক ২১ বৎসর পর্য্যন্ত ও কন্যার জন্য জমা দিলে সেই কন্যা পিতৃদত্ত চাঁদার হার অনুসারে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত কিম্বা অবিবাহিতাবস্থায় যাবজ্জীবন মাসে মাসে পেন্সন পাইতে পারিবেন। কখনও দুই মাসের পেন্সনের টাকা অগ্রিম পাইবে না; আবার কোন কালে দুই মাসের টাকা বাকি থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই জন্য ইন্সিউরেন্স আফিসে নগদ ৩। ৪ হাজার টাকার অপেক্ষা ফণ্ডে একটী নির্দ্দিষ্ট পেন্সন রাখিয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ। ইহাতে অপব্যয় কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাঁহাদের টাকা নষ্ট হইতে পারিবে না।

অপর কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, আমি স্ত্রী বা পুত্রের জন্য চাঁদা দিতে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু যদি আমার স্ত্রী বা পুত্র আগে মারা পড়ে, তবে ত আমার সমস্ত চাঁদার টাকা গেল; ইহা অপেক্ষা 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে' সেই চাঁদার টাকা জমা দিলে সেই টাকাটা আমার থাকিত। নিজ পরিবার বা পুত্রের মৃত্যুর পর যদি কোন ব্যক্তি পারিবারিক বৃত্তি সংস্থানের নিমিত্ত প্রদত্ত দুই চারি শত অথবা দুই চারি সহস্র নশ্বর টাকার নিমিত্ত অর্থ শোক প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে স্ত্রীর প্রতি প্রেম ও অপত্যস্নেহ সে ব্যক্তির পাষাণ হৃদয়ে কখন জন্মে নাই। এরূপ কৃপণ প্রকৃতির লোকের অবিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণার্থে যে অর্থ ব্যয়

হইয়াছিল, তাহা জমাইলে ভাল হইত; তাহা হইলে সঞ্চিত ধন আরো বৃদ্ধি পাইতে পারিত। এই রূপ ব্যক্তির প্রতি জিজ্ঞাস্য যে, ইহ জগতে স্ত্রীবিয়োগ ও পুত্রশোক বড় না অর্থশোক বড়? এ প্রকার অর্থোপাসকের জীবনে ধিক্।

ইহাতে কি স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয় না? কয় জন লোক নিয়মিত রূপে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা জমাইতে সক্ষম হইয়াছে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে কত টাকা জমাইয়াছে যে তাহাতে করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ হইতে পারিবে? ফণ্ডে টাকা জমা দিলে প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানের অবশ্য করণীয় দুইটী কর্ত্তব্য কার্য্য সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ—আত্মপরিবার প্রতি কর্ত্তব্য সাধন এবং দ্বিতীয়তঃ—পরোপকার অর্থাৎ সমাজস্থ বিধবা ও পিতৃহীন সন্তানসন্ততির ভরণপোষণের উপায় সংবর্দ্ধিত হয়।

প্রত্যেক সস্ত্রীক ব্যক্তির চিন্তা করা আবশ্যক যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে যেন নিজ সহধর্ম্মিণীকে অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত অপরের বদান্যতার উপর কোন ক্রমে নির্ভর করিতে না হয়। পাঠক! দিনান্তে কার্য্যক্ষেত্র হইতে আসিয়া শিশুর অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য শুনিয়া ও বালকবালিকার নব নব ক্রীড়া সন্দর্শন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে করিতে যখন হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইবে সেই সময়ে একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, যদি আজ আপনাকে ইহজগত পরিত্যাগ করিতে হয়, কাল সেই রক্ষকবিহীন অপোগণ্ড শিশুদিগের অবস্থা কি হইবে? এই জন্য প্রত্যেক পাঠককে এই পেন্সন ফণ্ডে যোগ দিতে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহার অপরাপর বিশেষ বিবরণ ও নিয়মাদির কাগজ পত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর * নিকটে আবেদন করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

লেডি ডফেরিণ মহোদয়ার টালিগঞ্জ মিসন পরিদর্শন।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ১০॥০টার সময় আমাদের মাননীয় লাট সাহেব মহোদয়ের মাননীয়া সহধর্ম্মিনী টালিগঞ্জস্থ মিসনের অন্তর্গত রাঘবপুর গ্রামে স্কুল ও মিসন পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ভারতে মহারাণীর জুবিলী পালন সময়ে ইহা একটী বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের ইতিহাসে যাহা কখন ঘটে নাই, তাহা সেই দিবস ঘটিল। আমাদের পরম মাননীয়া ও পূজনীয়া সাম্রাজ্ঞীর জ্বলন্ত ছবি যে সে দিন লেডী ডফেরিণে প্রতিভাত হইল, সে বিষয়ে আর কাহার সন্দেহ থাকতে পারে না। ইহার জন্য আমরা ও বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত নর ও নারীগণ যে কি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ঋণী ও কৃতজ্ঞ তাহা

* শ্রীব্রজমাধব বসু।
৩৮ নং রামমোহন দত্তের রোড।
ভবানিপুর, কলিকাতা।

আমরা বলিতে পারি না। ইহার জন্য যাঁহার জ্বলন্ত উদ্যম ও চেষ্টায় এটী ঘটিয়াছিল অর্থাৎ সুযোগ্যা ও পরিশ্রমশীলা কুমারী হর আমাদের যে কতদূর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্রী তাহা এক মুখে বলা যায় না।

মিস হর ও তাঁহার সহকর্ম্মিণীগণ যে রূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে সতত গমন করিয়া থাকেন, লেডী ডফেরিণ সেই ভাবেই যাইতে স্বীকৃত-হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গমনবার্ত্তা পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়া পড়াতে কিছু বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ও যে লেডী ডফেরিণের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেশ শুদ্ধ লোক, নর নারী, যুবক যুবতী, বালক বালিকা আশা-পূর্ণ নেত্রে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি যাইবা মাত্র যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না; যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারাই অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত কলিকাতার মাননীয় লর্ড বিশপ, কতক গুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা, আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট, মিস হর ও তাঁহার ভগ্নিগণ এবং এস, পি, জি, সোসাইটীর মিশনরীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় সহস্র বালক বালিকা পুরস্কার পাইবার আশয়ে এক সুবিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপের নীচে উপবিষ্ট হইয়া ছিল। মাননীয়া লাট সহধর্ম্মিণী সভায় আগমন করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা পুরস্কার বিতরণে কাটিয়া গেল, তবুও তাঁহার কষ্ট বোধ নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকৃত আনন্দ প্রতিফলিত হইতে লাগিল। প্রাইজ বিতরণান্তে যে কথা গুলি বলিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের গভীর সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশিত হইল। তিনি আপনার কষ্টের দিকে জ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "আমি এই স্কুল সকলের অবস্থা দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলাম। তোমরা সকলে অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাভ্যাস করতে থাক, এবং যাহাতে অধিক কাল ব্যাপিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পার, তাহারও চেষ্টা কর। বালিকাদের কিছু বয়স হইলে, বিদ্যালয় ছাড়া অভ্যাস। আমি কিন্তু ভরসা করি তোমরা কিছু বেশি দিন থাকিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ অভ্যাস করিবে। মিসহরের ন্যায় শিক্ষয়িত্রীগণ তোমাদিগকে যে শিক্ষা দেন, তাহাতে মনোযোগ প্রদান করিবে, কেন না তোমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে, বিলাতের সুখ পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের জন্য তাঁহাদিগকে কত ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি নিজে পরম সুখী হইয়াছি, আর যিনি ভারতের সর্ব্ববিধ কল্যাণের নিমিত্ত সদাই ভাবিয়া থাকেন, সেই মহারাণী, এবং রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফেরিণ তোমাদের বিষয় শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন।"

তাঁহার গম্ভীর সহানুভূতি ও স্নেহ-

পুর্ণ কথা শুনিয়া সকলের মন বিগলিত হইয়া গেল, সকলে যেন সাক্ষাৎ ভাবে ভারত সাম্রাজ্ঞীর মুখ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিলেন।

সকলের হইয়া লর্ড বিশপ মহোদয় অতি গভীর ভাবে সমুৎসাহিত হইয়া উপদেশপুর্ণ বচনে মাননীয়া ভক্তিভাজন লেডী ডফেরিণকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার আগমনে গরীব খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি তাঁহার যে কত অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে, এবং তাহাতে যে কি সুফল হওয়া উচিত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তিনি আদেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত সকলে যেন সেই দিনকে এক নুতন যুগের অভ্যুদয় জানিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হয়, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি সভা ভঙ্গ করিলেন।

তাহার পর কিছু জলযোগ করিয়া লেডী ডফেরিণ পদব্রজে উপাসনালয় ও গ্রামস্থ অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রায় ৪॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন।

. লেডী ডফেরিণ রাঘবপুরের দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত এই অপূর্ব্ব সহানুভুতি প্রকাশ করিয়া আপনার বিশাল খ্রীষ্টীয়ান স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের পুজনীয়া মহারাণীকে যেন আরো নিকটস্থ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় দর্পণ দিয়া দেখিলে মহারাণীর চিত্র স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত দৃষ্ট হইবে। নাশরতীয় ত্রেণ্ডর ধর্ম্মের এই গুণ ও মাহাত্ম্য বটে। ঈশ্বর লেডী ডফেরিণকে আশীর্ব্বাদ করুন, মহারাণীর জয় হউক।

সমালোচনা।

রাজভাষা বা ইংরাজি শিখিবার সহজ উপায়। Early method to learn English. Printed at the Catholic Orphan Press. আমরা এই প্রবেশিকা পুস্তিকা খানির প্রাপ্তি স্বীকার ইতিপুর্ব্বে করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। ভরসা করি গ্রন্থ-প্রণেতা ক্ষমা করিবেন। যে প্রণালীতে এখানি লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে আমরা বাস্তবিক সুখী হইব।

গ্রামবন্ধু। পাক্ষিক সমাচার পত্র। ওয়েস্লীয়ান মিসনরী সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা এই পত্রিকা খানির দুই এক সংখ্যা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমাদের মনে কিছু ভয় হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলামঃ বুঝি বা সাহেবী বাঙ্গালার প্রশ্রয় বাড়ে। কিন্তু দেখিলাম সে ভয় অমুলক। ইহার উত্তরোত্তর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কোন কোন বিষয়ে লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে দেশীয় খ্রীষ্টানদের ৫। ৬ খানি সমাচার পত্রিকার জন্ম হইল, পরিণত অবস্থায় দাঁড়াইতে চলিল ইহা কি কম সুখের বিষয়? " খ্রীষ্টানী " বাঙ্গালার

যে দুর্ণাম ঘুচিবার উপক্রম হইতেছে, ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? স্বাধীন চিন্তার যে স্রোত বহিতেছে ইহাও কি অল্প আহ্লাদের বিষয়?

দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের সমাচার পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি যেমন আনন্দের বিষয় তেমনিই দায়িত্ব পরিপূর্ণ। সে দায়িত্ব বিশেষ করিয়া কিসে তাহা আমরা বলিতেছি। প্রথমতঃ, যে ভাবে আমাদের প্রণোদিত হওয়া কর্ত্তব্য, সে ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দোষ উৎঘাটন করি, বা সমালোচনা করি, আমরা কাঁহার সেবক তাহা কস্মিন কালে ভুলা উচিত নহে। এ বিষয়ে আমরা যে আপনাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছি, তাহা নহে, তবে আমাদের আদর্শ কি তাহা বলিতিছি, এবং তাহা যে সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে স্থাপন করা কর্ত্তব্য তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি। যিনি খ্রীষ্টীয়ান ভাবে পরিচালিত হইয়া লিখিবেন, তাঁহার পরিশ্রম কখন নিষ্ফল হইবে না, তিনি পুরস্কার লাভ করিবেনই, তিনি অনেকের শিক্ষাদাতা, আদর্শ স্বরূপ হইবেন, তিনি শত্রুর মস্তকে "জ্বলন্ত অঙ্গার" সঞ্চয় করিবেন। আমরা দায়িত্বের কথা বলিতেছিলাম। বিশেষ দায়িত্বের বিষয় এই, আমাদিগকে সাধারণ বাঙ্গালার উপর আর একটী বিশেষ খ্রীষ্টীয়ান ভাব-ব্যঞ্জক ভাষা যোগ দিতে হইবে। ইহাতে ভাষা প্রথমে কেমন কেমন ঠেকিবে--পরে চলিয়া যাইবে। এই রূপে "খ্রীষ্টীয়ান" লাটিন "খ্রীষ্টীয়ান" গ্রীকের জন্ম হইয়াছে। ইংরাজির কথা স্বতন্ত্র, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম ইংরাজি ভাষার জন্মদাতা স্বরূপ। অতএব এই সময়ে আমরা যদি সকলে মিলিয়া খ্রীষ্টীয়ান ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ গুলি এক রূপে চালাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে সে সকল দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে চলিয়া যাইবে, নতুবা অনেক গোলমাল উপস্থিত হইবে। সম্পাদকগণ যদি মধ্যে মধ্যে একত্রিত হইয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে উপকার হইলে হইতে পারে।

শ্রীমতি টকর।

মিসেস টকরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য আমরা তাঁহার সকল মতের পোষকতা করিতে পারি নাই, কিন্তু তিনি যে দরের লোক ছিলেন তেমন লোক অতি বিরল। এমন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলা হইয়া, খ্রীষ্টের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে উৎসর্গ করা, কার্য্যে ত্যাগ স্বীকারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখান, ভারতবাসীকে আপনার প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসা, সামান্য ব্যাপার নহে। ভাবিলে ও শরীর রোমাঞ্চিত ও কৃতজ্ঞতা রসে পুলকিত হয়। এমন রমণী রত্ন হারাণ অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। যিনি বক্তৃতা কালে মিষ্টর টকরের সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর

মুখমণ্ডল দেখিয়াছেন, অনর্গল জ্বলন্ত কথা শুনিয়াছেন, জ্বলন্ত প্রেমের ছবি দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে প্রাণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের নিগূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে? তাঁহার মৃত্যু যে অনেকের জীবনের কারণ হইবে, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি, কেননা মর্টেরদের (সাক্ষী) মৃত্যু মণ্ডলীর বীজ। তিনি যে প্রকৃত মর্টের ছিলেন এ বিষয়ে কি কাহার সন্দেহ আছে?

ধ্যান।

খ্রীষ্টধর্ম্মের কি অচিন্ত্যনীয় অভুতপূর্ব্ব শক্তি? "শারীরিক" মনুষ্যের পক্ষে পাপ যেমন স্বভাব সিদ্ধ, নবজাত খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করা তদ্রূপ স্বভাব সিদ্ধ হইয়া উঠে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কঠিন নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে চালিত করেন না, কারণ আমরা খ্রীষ্টের স্বাধীনতা প্রাপ্ত লোক। তিনি আমাদিগকে পাপের দাসত্ব, আপনাদের নিজের দাসত্ব, শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আপনার দাস করিয়াছেন। সে দাসত্বের ন্যায় প্রভুত্ব নাই। "তোমার সেবাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।" স্বভাবকে বশে আনিবার জন্য খ্রীষ্ট আমাদিগকে আপনার বশে আনিয়াছেন। যাহারা আপনাদিগকে "স্বাধীন" মনে করিয়া ইন্দ্রিয় ও সংসার সুখে নিমগ্ন থাকে, তাহাদের ন্যায় পরাধীন লোক সংসারে আর কেহ নাই। বায়ু তাহাদিগকে যে দিকে চালাইতেছে, তাহারা সেই দিকে চলিতেছে। তাহাদের বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। যখন বৈৎলেহমে স্বর্গের অধিপতির জন্ম হইয়াছিল, তখন চতুর্দ্দিকে যাত্রিদের দৌড়া দৌড়ি, ছুটা ছুটী, কোলাহল পূর্ণ শব্দ, কিন্তু গোশালয়ে অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজমান। খ্রীষ্ট-গন্ত জীবন যাহাদের তাহাদের চতুর্দ্দিকে সংসারের কথা, সংসারের কোলাহল ও অশান্তি। কিন্তু তাহাদের মনে স্বয়ং শান্তিদাতা বিরাজমান। তাহাদের অন্তরে যে পাপ নাই, এমন নহে, কিন্তু বিষধরের দংশনের ঔষধ তাহাদের আয়ত্বাধীন। বিষে বিষ ক্ষয়। মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর লোপ। মনুষ্য পুত্রের দ্বারা মনুষ্য পুত্রের উদ্ধার। স্বভাবই কি তোমার সর্ব্বস্ব? তোমার নিজের প্রকৃতি কি তোমার আশ্রয়দাতা? তাহা হইলে শান্তি পাইবে কোথা? অযোগ্য অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে ঈশ্বর লইয়া কি করিবেন? তিনি আপনার দয়ার আর কত কাল অপব্যবহার করিবেন? তুমি কি খ্রীষ্টীয়ান? একবার যদি এই ভাবটী জাগ্রত হইয়া উঠে তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। তাহা হইলে দেখিবে কেমন করিয়া আর অক্লেশে রিপু চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইবে। লূক ১১।২১, ২২, মথি ১৫ ২২ ও দেখ।

বঙ্গ বন্ধু

ও

(স্বাধীন সমালোচক।)

৫ম খণ্ড।] মার্চ্চ ১৮৮৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মালাবারি পণ্ডিত ও বাল্য-বিবাহ।

কাল স্রোত যেমন নিয়ত ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, উন্নতির পথও তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছে; এবং লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতিও তদনুসরণ ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। নৈসর্গিক নিয়ম অপরিবর্ত্তনশীল বটে; কিন্তু সামাজিক নিয়ম সেরূপ স্থির ও অচল ভাবে থাকে না, উহা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কেহ ইহার গতি রোধ করিতে সক্ষম নহে। প্রাচীন মনু অবধি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বা ইদানীন্তন কালে শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত কেহই সমাজের স্রোত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন নাই। সমাজশাসন সম্বন্ধে মনুই হউন আর কেহই হউন, যিনি কোন কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, সমাজ এক দিনের তরেও তাঁহাদের সে কঠিন বিধির অনুসরণ করেন নাই; অতএব পুরাবৃত্তের প্রাচীন পত্র মধ্যে যখন আমরা এতদ্রূপ সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিতে পাই, তখন আমাদেরও কর্ত্তব্য যে আমরা যেন সমাজের পরিবর্ত্তনশীল স্রোতে আপন আপন জীবনতরী ভাসাইয়া রাখি, তখনই যেন তাহার বিপরীত দিকে গমনের চেষ্টা না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা অবাধে উদ্দেশ্য মতন ফল লাভে সক্ষম হইব।

ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল স্বাধীন বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে মানবীয় সমাজ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কেহই এ সত্যের ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

মনু যে যে সম্প্রদায়ের লোককে সমাজে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহাদিগকে তিনি সমাজের মধ্যে নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের লোকে বলুন দেখি, মনুর সেই আদেশ লিপি এখনও সেই ভাবে প্রচলিত আছে কি না ? অধিক কথা দূরে থাকুক, শূদ্র জাতি ও. সঙ্কর জাতি এখনও কি ভারতে নগণ্য মধ্যে পতিত রহিয়াছে ? বর্ত্তমান কালে বঙ্গের এতাদৃশী উন্নতি কি তাঁহার বর্ণিত শূদ্র ও সঙ্কর কর্ত্তৃক নহে ? কায়স্থকে তিনি কোন্ বর্ণের মধ্যে ধরিয়াছিলেন ? উপবীতহীন বর্ণ মাত্রকেই কি তিনি শূদ্র বলেন না ? প্রকৃত প্রস্তাবে স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের [কায়স্থ-কুলরক্ষণী সভা যাহাই বলুন না কেন ?] মতে কি তাঁহারা শূদ্র-বর্ণ সম্ভূত নহেন ? কে এতাদৃক্ শূদ্র বংশের তাৎকালিক উন্নতির আশায় রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিয়াছে ? কেহই নহে ! উক্ত মহাত্মা নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে অগাধ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, নিজে আপনার বিদ্যাবত্তা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে পণ্ডিত মণ্ডলীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার গুণে কায়স্থ মণ্ডলী আপনাদের সত্ত্ব ও অধিকার আপনারা বুঝিতে সক্ষম হইল, সুতরাং আপনারা ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান সমাজে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলি, বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতা, সভ্যতা ও আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও বিদ্বান লোকদের পরস্পর সম্মিলন ও অনুচিকীর্ষা এবং আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তি গুলির বলবত্তা হেতু মানব সমাজে যে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ প্রতীতি বাক্য ।

লোকের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে, একবার যে সত্যটী প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করে, সহস্র বাধা জন্মিলেও কখনই তাহা পরিত্যাগ করে না। হিন্দু ধর্ম্মে গাঢ় বিশ্বাসী বৈদ্য বংশীয় মধুসূদন গুপ্ত প্রথমে কলিকাতাস্থ মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করণাভিপ্রায়ে প্রবিষ্ট হইয়া কালেজ পরিত্যাগ করেন, তার পর শত শত অন্ধ বিশ্বাসীরা দেশীয় লোকদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য কত শত রূপ চেষ্টা করিলেও কে আর তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল ? গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য কোন বিধি প্রণয়ন করেন নাই, অথচ এখন শিক্ষার্থীগণ উক্ত কালেজে যাইয়া সহর্ষ মনে পুতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শবচ্ছেদন করিয়া সেই সকল শবের দেহ-নিঃসৃত রক্ত ও ক্লেদাক্ত বস্ত্র এমন কি শুষ্ক অস্থি পর্য্যন্ত লইয়া ভোজন গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে, কেহই তাহার প্রতিবাদ করে না। এই জন্য বলি যে, জ্ঞানালোকের বিস্তার হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা যতই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে থাকিবে, ততই কুসংস্কার ও কুরীতি গুলি ক্রমশঃই আপনা হইতে

অন্ধকার গর্ত্তে লুক্কায়িত হইবে, অন্যকে আর তাহা তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না।

প্রেমিক চৈতন্য জাতিভেদ তুলিয়া দিবার জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সময়ে কাশীকাঞ্চি, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিয়া কতই তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ বঙ্গের সামাজিক দশা কিরূপ ? জাতিগৌরব যাহা কিছু বাকি ছিল, কলের জল, সোডা ও লেমনেড, বরফ এবং ডাক্তারি মিশ্রণে যে জাতির শেষাংশটুকু প্রকারান্তরে লুপ্ত হইল, চুপে চুপে ইহা সকল ঘরে প্রবেশ করিতেছে, কেহই আর এখন ইহার প্রতিবাদ করেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব লেখেন, সে সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিদ্বান মণ্ডলী ও হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান বন্ধুগণ এ বিষয়ে কতই না প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কই, সামাজিক এই নূতন পরিবর্ত্তনে বাধা দিয়া কে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ? হিন্দু সমাজে যখন এই তুমুল তরঙ্গ উঠিল এবং স্বাধীনচেতা ও চিন্তাশীল লোকেরা যখন ইহার পরিণাম ফল বুঝিতে পারিয়া অকুতোভয়ে ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, তখন হিন্দু সমাজ টলটলায়মান অবস্থায় থাকিয়া একটী নূতন স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। যদিও এ স্রোতটী অতি মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে, তথাচ ইহার গতি আর রুদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ এদেশে যতই জ্ঞান চর্চ্চা ও ধর্ম্ম চর্চ্চা বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই বর্ত্তমান বংশীয়েরা বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া ঐ দিকেই গমন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কারণে রাজাশ্রয়ের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন যে, বিধবা বিবাহ-জনিত সন্তানগণ যেন আপন আপন পিতৃত্যক্ত দায়াধিকার করিতে পারে এ জন্য ব্যবস্থাপক সভা যেন একটী নূতন আইন প্রকটন করেন, কেননা এদেশ প্রচলিত মিতাক্ষর ও দায়ভাগের ব্যবস্থানুসারে এ প্রকার বিবাহ জনিত সন্তানের দায়াধিকার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নাই। বিধবা বিবাহ প্রথাটি অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার। এতদ্দ্বারা অনেক কালের রুদ্ধ স্রোতের মুখ আবার মুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আইনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, তৎপরে কেশব বাবু রাজ আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমাদের উদারচেতা ও প্রজাবন্ধু গবর্ণমেণ্ট এই অনুষ্ঠিয়মান প্রস্তাবের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এক খানি আইন প্রকটিত করিয়াছেন। যে ঢেউ এক সময়ে বঙ্গে উঠিয়া উহার বিন্দু মাত্র স্থানে আঘাৎ লাগিয়াছিল, বিদ্যা, জ্ঞান ও সভ্যতার মাহাত্ম্যে আজ হিমাদ্রি হইতে কন্যা কুমারী ও সিন্ধু হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত সেই ঢেউ ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমশঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া

পড়িয়াছে; এ জন্য রাজাকে এক দিনের তরেও হস্ত বিস্তার করিতে হয় নাই। এই সকল দৈনিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেও যখন মালাবারি পণ্ডিত বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিবার জন্য এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন ও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তথাচ তাঁহাকে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে স্বদেশের উদাহরণ না দেখিয়া তিনি একেবারে কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমূহের অধিকাংশ ছাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন যে যাহাদের পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ সুশিক্ষিত এবং যে সকল ছাত্র বিদ্যানুরাগী, তাহাদের বালকগণ বা সেই সকল বিদ্যানুরাগী ছাত্রগণ কখনই অল্প বয়সে বিবাহিত হন না। এই রূপ এ অঞ্চলের বালিকাগণও সচরাচর অধিক বয়সে বিবাহিতা হইতেছে, তবে আমরা এই টুকু দোষের কথা বলি যে, অদ্যাপি এ সম্বন্ধে সকলের মত এক রূপ নহে। সেই জন্য বলি, যে আর দশ বৎসরের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাইব যে, কোন বালক বিংশতি বৎসর অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ কৃতবিদ্য না হইয়া বিবাহিত হইবে না এবং কোন বালিকাও রীতিমত শিক্ষিতা না হইয়া বিবাহের জন্য আপনাদের মতামত প্রকাশ করিবে না। এ বিষয়ে আমরা এত দূর আশা করি যে অতঃপর কুমারীগণ আপনাদের ইচ্ছানুরূপ পাত্র দেখিয়া লইবে এবং শিক্ষিত অভিভাবকদল তাহাদের এ কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিবেন, কখনই আর ঘটক মধ্যস্থদের কথায় চালিত হইয়া আপন আপন সন্তানসন্ততিগণকে চিরজীবনের তরে দুঃখ ও ক্লেশের সহভাগী করিবেন না।

বঙ্গে প্রকৃতি পূজা।

অন্যান্য তন্ত্রের ভুমিকায় যেমন মহাদেব বক্তা ও ভগবতী শ্রোতা, আর কৈলাস ভূধরের সুন্দর শালবনে তাঁহাদের আশ্রম, এই প্রকৃতি তন্ত্রের ভুমিকায় ঠিক তাহাই আছে, কেবল ইহাতে বেশি এই আছে যে, মহাদেবের বাহন ধর্ম্মের ষাঁড়টী ও তাঁহার সিদ্ধির থলে বহনকারী নন্দী তাঁহার অতিরিক্ত শ্রোতার মধ্যে গণিত হইয়াছে। ইহারাও মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রশ্ন করিয়া সময়ে সময়ে মহাদেবের ঢুলুঢুলু ভাবটী দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক, এবার আমরা প্রকৃত তন্ত্রের কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিব।

একদা ভগবতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসিলেন,—ভাল, নাথ! আপনি বলেছেন যে, কাল মাহাত্ম্যে যখন জম্বুদ্বীপের ভণ্ডযাজক দলের প্রভুত্ব লোপ পাইতে থাকিবে, যে সময়ে তাহাদের কল্পিত দেবদেবীর উপাসনার প্রতি লোকের অনুরাগ হ্রাস হইতে থাকিবে ও যে সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে আপামর সাধারণের চক্ষু ধাঁধিয়া উঠিবে, সে সময়ে লোকে জীয়ন্ত

প্রকৃতির পূজা করিবে, সেই জীয়ন্ত প্রকৃতি কিরূপে অদ্ভুত দেবতা, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া অদ্য আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন ঃ—

কলিযুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে যখন লোকের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া যাইবে, সেই সময়ে কৃত্রিম কাণ্ড কারখানা সবই তাহারা দূর করিয়া ফেলিবে, যত গুলি পীঠস্থলীতে যে সকল দেবী আছেন তাঁহারা তখন তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া পাথর হইয়া যাইবেন, আপনাদের বাক্‌শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রুতিশক্তি সকলই লোপ পাইবে, সে গুলি তখন এক একটী পুত্তলিকা হইয়া দাঁড়াইবেন, তাঁহাদের আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না, তখন পূজক ব্রাহ্মণেরা মহা ফাঁফড়ে পড়িবে, তাহারা দিশাহারা হইয়া যাইবে, পেটের ব্যথা নিবৃত্তি করিবার আশায় আবার নুতন উপায় বাহির করিবে, তাহারা স্ত্রী লোক মাত্রকেই "মূল প্রকৃতির" অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে এবং তাহারই আরাধনা করিবার জন্য আপনারা প্রথম পথ প্রদর্শক হইবে, ক্রমশঃ পাণ্ডার দল পুষ্ট করিয়া লইবে, এদিকে স্ত্রীজাতি শৈশবাবস্থা হইতে পূজার পাত্রী, ইহা শিখাইবার জন্য প্রথমে "কুমারী পূজা পদ্ধতি স্থাপন করিবে, তার পর যতই তাহার বয়স বেশি ততই তাহাকে নানা ভাবে ও নানা ধরণে পূজা করিতে থাকিবে, তাহারা আবার নানা দেশে নানা রূপ ভাব ধারণ করিবে।

বঙ্গে অব্রাহ্মণ সকল জাতি পুরোহিতদিগের কুহকে পড়িয়া স্বয়ং ঈশ্বর শক্তির গুণ গান না করিয়া সৃষ্ট যে নারী মূর্ত্তি তাহাকে ফুল বিল্বদল প্রভৃতি ষোড়শোপচারে পূজা করিবে; সাধু মাংস পশুপ্রিয় পাষণ্ড বামাচারী ও বীরাচারীরা পরস্ত্রী উপভোগের উদ্দেশে শক্তি পূজার ব্যপদেশে তাহাদিগকে ভজনা করিবে; পরস্ত্রীর প্রতি তাহারা নিমেষ শূন্য নয়নে ও সতৃষ্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিবে; এক দিকে আবার মূর্খ ও বর্ব্বর গৃহস্থেরা আপন আপন স্ত্রীকে "কলুর বলদের ন্যায়" বা বিশেষ অপরাধী কয়েদীর ন্যায় কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ করিবে; সুসভ্য যুবকেরা আপন আপন যুবতী নারীগণকে স্বাধীনতা প্রদানচ্ছলে সতত তাহাদের আজ্ঞাকারী হইয়া চলিবে, এমন কি, তাহাদের বাধ্য হইয়া আপন আপন পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নি, ও অন্যান্য নিকট জ্ঞাতিকে গৃহ হইতে বহিষ্করণ করিয়া দিবে; এই রূপে বঙ্গের নানা স্থানের নানা ভাবের লোকে স্ত্রীসেবায় এই রূপে কালাতিবাহন করিবে, ভ্রমেও একবার ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিবে না, সুতরাং আপনাদের অধোগমনের পথটী আপনারাই পরিষ্কার করিয়া লইবে। তাহাদের এই পাপে বাঙ্গালা একেবারে ছারখার হইবে, কেহই ইহার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে না। আজ তোমাকে বঙ্গে প্রকৃতি পূজার প্রচলনের বিষয় সংক্ষেপে বলিলাম,

বারান্তরে অন্যান্য স্থানের বিষয় বর্ণনা করিব।

মণ্ডলীর ইতিবৃত্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

"নষ্টিকদের" মত একেশ্বরবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ইহারা পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করিত আর বলিত পরমাণুই সমস্ত মন্দের মূল। ইহারা বলিত পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম এক ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নহে—দুই ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন। ইহারা বলিত যে পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর নূতন নিয়মের ঈশ্বর অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ইহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করিত। মূশা ও দৈববাদীগণ নিকৃষ্ট ঈশ্বরের প্রেরিত, অতএব তাহারা আপনাদিগকে তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত। তাহারা বলিত যে, মূশা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ খ্রীষ্টোক্ত "চোর ও দস্যু।" তাহারা খ্রীষ্টকে উদ্ধার-কর্ত্তা বলিত বটে, কিন্তু তিনি যে পাপের শক্তি ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা মানিত না।" তাহারা বলিত খ্রীষ্ট 'দেমিউর্গ' অথবা সৃষ্টি-কর্ত্তার উৎপীড়ন ও দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

পরমাণু মন্দ, এই জন্য তাহাদের মতে দেহ ও মন্দ; সুতরাং অনন্ত "বাক্য" এর দেহ ধারণ করা অসম্ভব বলিয়াই তাহারা জ্ঞান করিত। তাহারা ডোসিটী [Docetae] সম্প্রদায়ের ন্যায় বলিত যে প্রভুর দেহ কেবল দেখিতেই মনুষ্য দেহ, বাস্তবিক দেহ নহে। সেরিন্তসের [Cerinthus] ন্যায় তাহারা বলিত যে, যেশু ও খ্রীষ্ট ইঁহারা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি—এক ব্যক্তি নহেন। শরীরের যে পুনরুত্থান হইবে তাহা তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। ইহা হইলেও তাহারা বৈরাগ্য অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচার করিল; বিবাহ, মাংস ভোজন, সুরাপান তাহাদের মতে নিষিদ্ধ। [১ তিম ৪। ৩] কেহ কেহ এই বলিয়া লম্পটাচরণে আপনাদিগকে সমর্পণ করিত যে, নিজে অভিজ্ঞতা দ্বারা সকল প্রকার মন্দ জানা, সকল প্রকার পাপাচরণে রত থাকা কর্ত্তব্য। তাহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর ও তাঁহার একমাত্র "পুত্র আমাদের প্রভু যেশু খ্রীষ্টে" বিশ্বাস করিত না।

এই মত সম্ভবতঃ তাহারা ভারতবর্ষ, পারস্য ও মিসর হইতে পাইয়াছিল। ইহাদের "ধর্ম্ম" মতের মূলে পারস্য দেশের "অরমজদ ও অহ্রিমাণ" ও মিসরের "ওসিরিস ও তিফোনের" ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

নষ্টিকেরা ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ঈশ্বর যদি আপনার অঙ্গীকারানুসারে স্বীয় মণ্ডলীকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে 'হাদেশের' দ্বার তাহার উপর নিশ্চয়ই প্রবল হইত। কিন্তু অনন্ত স্বরূপ যাহার

ভিত্তিমূল ও সহায়, তাহার বিরুদ্ধে কে কি করিতে পারে?

পূর্ব্বকালের ভ্রষ্ট মত সকল যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে সে সকল দেখা দিয়া থাকে। সে সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে মাত্র, সময়ে সময়ে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে।

পূর্ব্বে যে সকল মত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে আমাদের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। হস্তে ধর্ম্ম পুস্তক, সম্মুখে প্রৈরিতিক শিক্ষকগণ, তবুও মনুষ্যের এমত ভ্রম জন্মিয়াছিল। মনুষ্য নিজের শক্তিতে কিছুই করিতে পারে না। আপনাদিগের উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্য পতিত হইয়াছিল, আপনাদিগের শক্তির উপর নির্ভর করিলে এই দশাই ঘটিয়া থাকে। ঐশিক প্রসাদের আবশ্যকতা, আপ্ত বাক্যের নেতৃত্ব, প্রাচীন সার্ব্বত্রিক সভার সাহায্য অগ্রাহ্য করিলে ধর্ম্ম গঠন সম্বন্ধে এমন কাজই নাই যাহা মনুষ্য করিতে পারে না।

ক্রমশঃ।

কলিকাতা বিশপদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রথমে বিশপদের নাম, এবং তাঁহারা কে, কত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন তাহা উল্লেখ করিব। পরে এক এক করিয়া সকলের জীবনী সাঙ্গ করিব। বোধ হয় সকলেই তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিয়া সমূহ উপহার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহারা যে অসম সাহস ও যত্ন সহকারে স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন এ বিষয় আর প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। তাঁহাদের জীবনীতেই তাহা বর্ণিত হইবে। যখন প্রথমে বিশপ মিডল্টন (Middleton) * ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়েন সেই সময়ের সহিত এই বর্ত্তমান কালের তুলনা করিলে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখনকার বিশপের কার্য্য ভার অনেক কমিয়া গিয়াছে বটে, তথাপি এখনও বর্ত্তমান বিশপকে সমস্ত ভারতবর্ষ, সিংহল দ্বীপ (Ceylon) ব্রহ্মদেশ (Burmah) প্রভৃতি স্থানের তত্ত্বাবধারণ করিতে যাইতে হয়।

এক্ষণে আসিয়া (Asia) দেশ ১৪ বিশপের হস্তে রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে

* পাঠকেরা স্মরণে রাখিবেন যে, পূর্ব্বে কেবল একজনই বিশপ ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তাঁহাকেই কলিকাতার বিশপ বলা হইত। তাঁহাকে অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি সকল স্থানের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে কেবল একজন করিয়া আর্চ্যডিকন (Archdeacon) থাকিতেন।

কলিকাতার বিশপ যাঁহাকে মেট্রপলিটান (Metropolitan) বলা হইয়া থাকে তিনি সর্ব্ব প্রধান

অপর দশজন বিশপঃ—ফ্রেডরিক্ জেল্, ডি, ডি, মান্দ্রাজ।

আর্, কল্‌ডওয়েল্। ই, সার্‌জেণ্ট	মান্দ্রাজের সাহায্যকারী বিশপদ্বয়।
জে, এস, বর্ডো	ভিক্টোরিয়া, চীনদেশ।
আর্, এস্, কোপ্লেষ্টন	কলম্বো, সিংহল দ্বীপ।
এস্, জি, মিলন	বোম্বাই।
টি, ভি, ফ্রেঞ্চ	লাহোর।
জে, এম, স্পিচ্‌লী	ট্রাভাংকোর ও কোচিন।
জি, এফ, হোজ	সিংগাপুর।
জে, এম, ষ্ট্রেন	রেঙ্গুন।

অপর তিন জন মিসনারী বিশপ।

জি, ই, মৌল	মধ্য চীনদেশ।
সি, পি, স্কট	উত্তর চীনদেশ।
ই, বিকারষ্টেথ	জাপান দ্বীপ।

বর্ত্তমান কালে, এক জন বিশপের স্থানে এই ১৪ জন বিশপ আপন আপন সহকারী প্রভৃতি লইয়া কার্য্য করিতেছেন। এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বিংশতি জন বিশপ অপর এক জন প্রধান বিশপের অধীনে কার্য্য করিতেছেন। তাহা হইলে এক্ষণে সর্ব্ব শুদ্ধ ৩৬ জন বিশপ, দুই প্রধান বিশপের অধীনে থাকিয়া আপন আপন সাহায্যকারী লইয়া পুরাকালের বিশপদের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। এক্ষণে মিসন কার্য্য এত অধিক বাড়িয়াছে যে, এই ৩৬ জন বিশপ সহকারী লইয়াও কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছেন না। ভারতবর্ষে সাঁওতাল পরগণার নিমিত্তে একজন, আলাহাবাদের জন্য একজন, এই দুই বিশপ নিযুক্ত করিবার কথা হইতেছে। সময় ক্রমে হয় ত কৃষ্ণনগরের জন্য একজন ও কলিকাতার দক্ষিণস্থ মিসন গুলির নিমিত্তে একজন, এই দুই জন বিশপের আবশ্যক হইবে। এই প্রকারে যত সময় যাইবে, আমাদের ততই মিশন কার্য্য বাড়িতে থাকিবে এবং তাহা হইলেই আমাদের অধিক বিশপের আবশ্যক হইবে। কারণ পালরক্ষক না থাকিলে কে এই খ্রীষ্টীয়ান গুলির তত্ত্বাবধারণ করিবে?

এইবারে আমরা কলিকাতার সকল বিশপের নাম এবং তাঁহারা কে কত দিন এই ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব। আগামীবারে কলিকাতার প্রথম বিশপের জীবনী আরম্ভ করিব।

প্রথম	বিশপ	মিড্‌ল্টন।	১৮১৪	১৮২২
দ্বিতীয়	,,	হিবর	১৮২৩	১৮২৬
তৃতীয়	,,	জেমস	১৮২৭	১৮২৮
চতুর্থ	,,	টরনর্‌	১৮২৯	১৮৩১
পঞ্চম	,,	উইলসন	১৮৩২	১৮৫৮
ষষ্ঠ	,,	কটন	১৮৫৮	১৮৬৬
সপ্তম	,,	মিল্‌ম্যান	১৮৬৬	১৮৭৫
অষ্টম	,,	জন্সন্‌	১৮৭৯	বর্ত্তমান বিশপ

ইঁহাকে ঈশ্বর দীর্ঘজীবি করুন।

"আপেল" পড়ে কেন?

লীলাবতী। সেই আকর্ষণ শক্তিটা কি? এবং কোথা হইতে আইসে?

মতিলাল। আচ্ছা, আমি তোমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। তোমাকে পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে জড়পিণ্ড নিজে নড়িতে পারে না। কিন্তু যদি সে স্বস্থান হইতে সরিয়া যায়, তাহা হইলে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা তাহাকে নড়াইতেছে। এখন দেখিতে হইবে সে কোন দিকে যাইতেছে তাহার বোঁটা ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র সে ঊর্দ্ধ দিকে না গিয়া ভূমিতে পড়িল কেন? তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে।

লীলা। কিন্তু দাদা, আপেলটীও যেমন জড়পিণ্ড পৃথিবীও তদ্রূপ জড়পিণ্ড। তাহা হইলে পৃথিবী নিজে জড়পিণ্ড হইয়া কি করিয়া আর একটী জড়পিণ্ডকে আকর্ষণ করিতে পারে?

মতি। ঠিক বলিয়াছ। এইবারে তোমাকে বলিলে তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে Sir Isaac Newton অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বলিয়া এমন একটী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা সে অন্য সকল দ্রব্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যথা—টেবিলের উপর দুইটী মারবেল রাখ। দেখিবে যে দুইটী মারবেল গড়াইয়া গড়াইয়া এক সঙ্গে আসিয়া পড়ে, বোধ হয় যদি পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য না থাকিত, যাহা তাহাদের একত্র হওয়ার বিঘ্ন স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তাহারা যেখানেই থাকুক না, এক সঙ্গে হইত। কেবল একটী মারবেল আর একটী মারবেলকে আকর্ষণ করিতেছে তাহা নহে। কিন্তু টেবিল, ঘরের মেজে এবং কুটীরের অপরাপর দ্রব্যাদিও আকর্ষণ করিতেছে, আর এই সকল দ্রব্যাদি যথা টেবিল, ঘরের মেজে এবং কুটীরের

অপরাপর দ্রব্যাদি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে পৃথিবী একটী অতি বৃহৎ বস্তু এবং ইহার সমতুল্য আর কোন দ্রব্যই নাই, সেই হেতু ইহার সমতুল্য শক্তি আর কোন বস্তুরই নাই। কাজে কাজেই পৃথিবী অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিলেই তাহারা পৃথিবীর উপর পড়িয়া থাকে এবং ইহাকেই বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitation of bodies) বলা হইয়া থাকে। এবং তাহাই বস্তুর ভারিত্বের (weight) কারণ। যখন আমি কোন বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লই, তখন আমি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। এবং তাহা যত ভারি বোধ হইবে, তাহাতে ততোধিক পদার্থ আছে বুঝিতে হইবে। এখন বুঝিতে পারিলে ?

লীলা। হাঁ, দাদা এখন বুঝিতে পেরেছি। যেমন চুম্বুক পাথর চুলকে টানিয়া লয়। এ সেই প্রকার।

মতি। হাঁ, কতকটা হ'য়েছে বটে। লৌহ ও চুম্বুক পাথরের মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি আছে তাহা আর এক প্রকার। তাহা কেবল লৌহ ও চুম্বুক পাথরের মধ্যে, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আর এক প্রকার তাহা সকল বস্তুকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে !

লীলা। তাহা হইলে এখন ইহা তোমাকে আমাকে উভয়কেই আকর্ষণ করিতেছে।

মতি। হাঁ, তাই বটে।

লীলা। আচ্ছা, তাহা হইলে পৃথিবীর গায়েতে কেন আমাদের পা একবারে লাগিয়া থাকে না ?

মতি। তাহার কারণ এই যে, আমরা সজীব প্রাণী, আমাদের এমন ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা আমরা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে পরাভব করিতে পারি। কিন্তু তুমি দেখিয়াছ যে, লোকে লাফ দিলে সে আসিয়া পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, তাহার কারণ এই যে লাফ দিবার সময় যে বলটুকু যখন ফুরাইয়া যায় তখনই তাহাকে আবার পৃথিবীর উপর পড়িতে হয়।

লীলা। হাঁ, তাহা হইলে এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি কি করিয়া পৃথিবীর অপর পার্শ্বে লোক বাস করিয়া থাকে। তাহাকে ইংরাজীতে কি বলে দাদা ?

মতি। তাহাকে অ্যান্টীপডিস (Antipodes) বলে।

নব-বিধানী ধর্ম্মমত।

[প্রাপ্ত।]

নব-বিধানবাদীদের মূল উদ্দেশ্য "ধর্ম্মসমন্বয় করণ।" তাঁহারা বলেন যে "নববিধান উদার প্রেমের প্রবর্ত্তক," আমরাও বলি যে ধর্ম্মের সার কর্ম্ম প্রেমে মগ্ন হওন। আমাদের এ কথা নিজের কথা নহে, ইহা সামান্য মানবের মুখ-নিঃসৃত বাক্য হইলে জগতের ধর্ম্ম বীরেরা প্রেমে উম্মত্ত

হইতেন না। এই প্রেমের ভিখারী হইবার জন্য আপনাদের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেন না, বরং পরিশেষে ইহারই জন্য জাগতিক সমুদায় দুঃখ ক্লেশ ভার অম্লানবদনে আপনাদের মস্তকে বহন করিতেন না। আমাদের প্রভু মানব মণ্ডলীকে জগতের পাপভারে ভারাক্রান্ত ও মৃত্যু যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট দেখিয়া তাহাদিগের পাপ ভার নিজে বহন করিবার ইচ্ছায় এবং তাহাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিবার মানসে নিজে স্বর্গ সুখ পরিহার পূর্ব্বক এ জগতে অতি দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন, জাগতিক লোককে ধর্ম্ম পথে চলিবার জন্য কতই অমূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন এবং তাবৎকে পরিত্রাণ করিবার জন্য নিজে জন্মাবচ্ছিন্নে কোন অপকর্ম্ম না করিলেও তাহাদের পাপ ভার গ্রহণ করিলেন, আর তাহাদেরই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া অকাতরে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইলে ও অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমার জন্য পিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শেষে তাঁহার প্রাণ দেহ বিযুক্ত হইলেও তাঁহার মানবীয় শরীর যদিও সমাধিস্থ হইয়াছিল, তথাচ সে সমাধিতে তাঁহার শরীর চিরদিনের তরে অবস্থান করে নাই, তৃতীয় দিবসে উহা পুনরুত্থিত হয়, সে সময়ে তিনি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত আপনার শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদিগকে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে তাহাদিগের সম্মুখেই সেই শরীরে তিনি ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ যাঁহারা ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাই এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহারই আদিষ্ট পথে বিচরণ করিবার জন্যকৃত সংকল্প হইয়াছি, এজন্য এ সকল ঘটনায় আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রাহ্মেরাও যখন আমাদের এই ত্রাতা ও গুরুকে মান্য ও ভক্তি করেন, তাঁহারাও যখন কথায় কথায় তাঁহার উপদেশ বাক্য আবৃত্তি করিয়া থাকেন এবং ইঁহাকে নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রেমাবতার বলিয়া স্বীকার করেন, তখন তাঁহারা খ্রীষ্টের এই সকল কার্য্য কি বিশ্বাস করিবেন না? যদি না করেন তবে তাঁহারা কি রূপে ইহার সমন্বয় করিবেন? অপিচ খ্রীষ্টকে যদি তাঁহারা ভণ্ড বলিয়া না জানেন, তবে তাঁহার অনুগমনে তাঁহাদের বাধা কি? তিনি ত বলিয়াছেন যে, "তোমরা পরস্পরকে প্রেম করে।" আবার তাঁহার প্রধান শিষ্য মহর্ষি পাউলও বলেন, "পরস্পরের প্রতি প্রেম করা ভিন্ন কাহারো কাছে আর কিছুতেই ঋণী হইও না, তুমি আপন প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রেম করিবে, প্রেম প্রতিবাসীর অনিষ্ট করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।" আমরাও

সেই ভাবে বলি যে, ব্রাহ্ম ভ্রাতারা যে উদার প্রেমের অবতারণা করিতে চাহিতেছেন এবং যাহারা বলে, তাহারা শাক্ত, বৈষ্ণব, শিখ কবিরপন্থি, বৌদ্ধ, সিয়া, সুন্নী, মুশাও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়গণের মধ্যে ধর্ম্ম সমন্বয় রক্ষা করিয়া মানব মণ্ডলীকে তাহাদের এক মাত্র লক্ষ্য চরম মুক্তির পথে যাইবার সংকল্প করিতেছেন, তাহা কি রূপে হইতে পারে? সেই গূঢ় বিষয়টী অগ্রে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া আমাদের মনের ধাঁধা দূর করিয়া দিন। তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের ন্যায় সেই উদার প্রেমের সেবা করিতে সক্ষম হইব। আহা! সে বিশ্বাসটি প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ানের ভিন্ন অন্য কাহারও কি হইতে পারে?

যিশাইয়।

প্রথম অধ্যায়।

১। দর্শন। যিশাইয়ের সমস্ত পুস্তক "দর্শন" পুস্তক রূপে কথিত হইতে পারে। হিব্রু ভাষায় 'কোজে' শব্দের অর্থ দর্শক; ২ সিমূয়েল ২৪।১১ ২ রাজা ১৭। ১৩ দেখ। ৩০ অধ্যায় ১০ পদে ইহা "দৈববক্তা" রূপে অনুবাদিত হইয়াছে। যিনি ভবিষ্য বিষয় বর্ত্তমান বলিয়া দেখেন, তাঁহাকে দর্শক বলা যায়। প্রবাচক বা দৈববক্তা হিব্রু "নাবে" শব্দের অনুবাদ। উর্দ্দুতেও "নাবী" বলে।

যিশাইয়] এই শব্দের অর্থ "যিহোবার পরিত্রাণ।" ইঁহাকে "সুসমাচারের দৈববক্তা" বলা গিয়াছে, তাহার কারণ এই—তিনি অন্যান্য দৈববক্তা অপেক্ষা খ্রীষ্টের বিষয় অনেক স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

আমোস] কোন কোন হিব্রু জাতীয় অধ্যাপক মনে করেন, ইনি যিহুদার রাজা অমসিয়ের ভ্রাতা। কিন্তু এটী সন্দেহ স্থল।

যিহুদা ও যেরুশালেম] তিনি অন্যান্য জাতিগণের সম্বন্ধেও দর্শন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যিহুদা ও যেরুশালেম সম্বন্ধেই। (১৩—২৩ অধ্যায়) শাস্ত্রের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ঈশ্বরের মণ্ডলী সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে।

উসিয়, যোথাম, অহস, হিস্কিয়] খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ৮১০ হইতে ৫৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত ইঁহারা রাজত্ব করেন। বোধ হয় হিস্কিয়ের মরণের পরও যিশাইয় জীবিত ছিলেন, কারণ তিনি তাঁহার রাজত্বের বিবরণ লিখিয়াছেন। (২ বংশা ২৩। ৩২) বোধ হয় যিশাইয়, হিস্কিয়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারী; ২ রাজা ২১। ১৬ এবং হিব্রীয়া পত্র ১১। ৩৩ দেখ।

২। হে আকাশমণ্ডল শুন] মূশাও এই রূপে সাবধান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিবরণ ৪। ২৬; ৩০। ১৯।

আমি সন্তান লালন পালন করিয়াছি] ইসরায়েল জাতি ঈশ্বরের সন্তান (যাত্রা ৪। ২২, ২৩) কেবল

তাহাই নয়। তাঁহার অতি প্রিয় সন্তান (যিরি ৩১। ৯।)

৩। আকাশ মণ্ডল আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, ঈশ্বরের নিয়মে চলে। দৈববক্তা এখন ইতর জীব জন্তুর কথা বলেন। ইহারাও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। ইহারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করে নাই। যিরিমিয়ের অষ্টম অধ্যায় সপ্তম পদে এই রূপ ভাবের কথা আছে।

৪। ইস্রায়েলের পবিত্র স্বরূপ] দাবিদের গীতে তিনবার, (৭১। ২২; ৭৮। ৪১; ৮৯। ১৮) ইতিহাস পুস্তকে কেবল একবার এবং যিশাইয়ের পুস্তকে ২৫ বার এই কথা ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। তোমাদের দেশ শূন্য] উশিয়ের সময়ে শান্তি ভোগ করিতেছে বটে, কিন্তু পাপ প্রযুক্ত তাহাদের ভয়ানক বিপদ হইবে। মুশা লেবী ও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে এই রূপ বলিয়াছিলেন। (লেবী ২৬; দ্বি, বি ২৮। ২৫—৫৮।)

৮। সিয়োনের কন্যা] অর্থাৎ যেরুশালেম, যেমন বাবিলের কন্যার অর্থ বাবিল।

৯। অল্প অবশিষ্ট] সাধু পৌল বলেন এই ভবিষ্যদ্বাণী যেরুশলামের বিনাশ পর্য্যন্ত ব্যাপী (রোমী ৯। ২৯) সাধু যেরোম বলেন, এই বাণী ঐ সময় লক্ষ্য করে, যখন যেরুশালমের অবশিষ্ট লেকেরা প্রেরিতদের কথায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল—যখন ৩০০০ লোক এক দিনে বিশ্বাস করিল (প্রে, ক্রি ২।৪১।)

১০। সিদোমের অধ্যক্ষেরা] তোমরা সিদোমেরা মতন শূন্য হইবে, কারণ সিদোমের মতন তোমরা পাপে রত। যিশাইয় এ বিষয়ে দ্বিতীয় লোট।

১১। কি জন্য] যাগ যজ্ঞ আর কি হইবে? আসল কাজ যখন নাই, তখন এ সকলে কি হইবে? ডুম্বুর বৃক্ষে ফলহীন পত্র, এই জন্য বৃক্ষ নষ্ট হইবে (মথি ২১।)

আমি পূর্ণ] আমি যাগ যজ্ঞ অপেক্ষা অনুতাপ, দয়া ভাল বাসি, (১। সিমু ১৫। ২২; গীত ১।) দুষ্টতার যজ্ঞ ঘৃণার্হ (আমোস ৫। ২১।)

ক্রমশঃ।

মেরী যোনস।

প্রথম অধ্যায়।

কেতার আইড্রিসের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যে একটী উপত্যকা আছে, তদপেক্ষা কমনীয়তর উপত্যকা ইংলণ্ডে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তন্মধ্যে লেনফিহেংগেল নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। সেই উপত্যকা ঘন কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বত মালায় পরিবেষ্টিত, তাহার তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ সকল যেন স্থানে স্থানে গগণ ভেদ করিয়া উঠিতেছে। পশ্চিমাঞ্চলে কিঞ্চিৎ অনতি দূরে কারডিসেন উপসাগরের স্বচ্ছ সলিল বিস্তৃত। উপল খণ্ডে তাহার সফেণ ঊর্ম্মি মালায় আঘাত ও প্রতিঘাতে কি অতি সুমধুর শব্দ নিনাদিত হয়।

শত বর্ষ পূর্ব্বে যে পর্ব্বত মালা, যে উপসাগর, উপত্যকার যে রমণীয়তা, তাহা আজও সেই রূপই রহিয়াছে। পূর্ব্বে আগন্তুকদিগের চক্ষে সেই উপত্যকার যে বন্য শোভা দৃষ্ট হইত, আজও সেই রূপই রহিয়াছে। তাহারা তদ্দর্শনে যেরূপ বিস্মিত হইত, আজও সেই রূপই হইতেছে! প্রকৃতির বৃহৎ, বৃহৎ চিহ্ন সমূহ অপরিবর্ত্তিত থাকে, বা কখনও অলক্ষিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই ঈশ্বর-সৃষ্ট পৃথিবীর অধিকারী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতেছে, পতঙ্গবৎ খেলিয়া বেড়াইয়া বৎসর কতক জীবন ধারণ করিয়া পুনর্গৃহীত হইতেছে, স্মরণার্থে প্রায় কখনও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। কল্পনা পথের পথিক হইয়া, পাঠক, একবার কেত্তার আইডিসের নিম্নতর উপল খণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া লেনর্ফিহেলেন গ্রামের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ দেখি। সেই গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ কুটীরে কাহারা বসতি করিত, তাহাদিগের ইতিবৃত্ত কি, তাহারা কিরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, কিরূপ আমোদ প্রমোদে অবকাশ সময় কাটাইত, তাহা জানিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? যদি হইয়া থাকে, তবে একটী সামান্য গল্প বলি শুন, যে প্রযুক্ত লেনর্ফিহেলেন গ্রাম গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপ মধ্যে একটী বিখ্যাত ও মাননীয় জনপদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই গ্রামে এমন একটী বীজ রোপিত হইয়াছিল, যাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর চতুঃপ্রান্তে তাহার বৃহৎ বৃহৎ শাখা বিস্তারিত করিয়া জীবনদায়ক বৃক্ষ রূপে স্থিত হইয়াছে, যাহার পত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে শীতের প্রারম্ভে দিনমণি দিগন্তর ব্যাপি আকাশমার্গ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ারাইয়া ড্রেস শিখর চূড়ায় উপস্থিত। অনুভব যেন দৈনিক কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পশ্চিম ব্যাপ্ত কাডিগন উপসাগরে স্নিগ্ধ জলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। সেই রমণীয় পল্লিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত ও লোহিত বর্ণ কুটীর সমূহ অস্তাচলগামী কোমল সূর্য্যরশ্মী পতনে বিচিত্র শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে। কোন কোন কুটীর সম্মুখে কয়েকটী বালক বালিকা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে।

দারিদ্র জালে জড়িত হইলেও তাহাদিগের পরিচ্ছন্ন বেশভুষা, কমনীয় মুখকান্তি, রক্তিম গণ্ডদেশ, সুগোল ও পেশীপূর্ণ হস্তপদ দেখিয়া কে বলিবে যে, তাহারা সামান্য কৃষিজীবী লোক দিগের সন্ততি কুল। অপর একটী কুটীরের সম্মুখে জনৈক অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পাইপ মুখে একটী বেঞ্চিতে বসিয়া মধ্যে মধ্যে ধূমস্তম্ভ মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অপার মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছিল। পার্শ্বে তাঁহার সহধর্ম্মিনী একটী মোড়ায় বসিয়া মোজা বুনিতে বুনিতে তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী একমাত্র জীবন প্রদীপের সহিত ভুত ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের

গল্প করিতেছে। আর একটী কুটীর সম্মুখে ষোড়শবর্ষীয়া একজন যুবতী একটী প্রস্তর স্তম্ভে আপন দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া তাহাতে কোমল কপল বিন্যাস করত, বঙ্কিম ভাবে, বক্র গ্রীবা হইয়া উৎফুল্ল নয়নে একটী মনোহর গোলাপ কোরক লইয়া খেলা করিতেছিল, তাহার স্বামী নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় পুষ্প বৃক্ষের পারিপাট্য সাধন করিতেছিল, বোধ হয় যেন তাহার অভিন্ন হৃদয় ভার্য্যা মায়া ময়ী শক্তিরূপিণী হইয়া তাহার স্বামীকে কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছিল। সেই পল্লীর এক প্রান্তে শিখরের নিম্নদেশে স্থানে স্থানে গো মেষাদি চরণ ভুমিতে স্ব স্ব উদর পূর্ণ করিতেছিল। এক পার্শ্বে তুষার বিনিন্দিত লম্ব লোম পরিবৃত কয়েকটী মেষ পৃথক রূপে চরিতেছিল, নিকটে একটী বালিকা যষ্টি হস্তে তাহাদের রক্ষকের স্বরূপ উপল খণ্ডে উপবিষ্ট। তাহার পদতলে একটী বৃহৎ কায় কুকুর স্বীয় সম্মুখ বিস্তারিত পদদ্বয়ে আপন বৃহৎ মস্তক রাখিয়া লাঙ্গুড় নাড়িতেছিল।

ক্রমশঃ রাত্রিছায়া আসিয়া দিবালোক তিরোহিত করিতে লাগিল। তমোময়ী নিশা দীর্ঘ পাদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। জলদ জাল পরিবেষ্টিত চন্দ্র ক্ষীণালোক বিস্তারে পর্ব্বতের ভয়াবহ মূর্ত্তি আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিল। পল্লী প্রায় নিস্তব্ধ। সন্ধ্যা সমীরণ প্রবল বেগে বহিয়া সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। গগণ ভেদী দেবদারু তরুরাজির পত্র সঞ্চালন করতঃ গভীর নিনাদ যেন সুমধুর বাদ্য নিঃসৃত করিতেছিল। সেই পল্লীস্থ একটী কুটীরে বাতায়ন দিয়া অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইতেছিল। কক্ষ মধ্যে এক পার্শ্বে একটী শুষ্ক কাষ্ঠরলা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া জ্বলিতেছিল। তৎ পার্শ্বে একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে সেই কুটীর স্বামী একজন তন্তুবায় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল। একটী বেঞ্চ, দুই তিনটী ষ্টুল, একটী মেজ ও একটী কাষ্ঠাসন সেই কুটীরের সমস্ত সম্পত্তি।

ক্রমশঃ।

ধ্যান।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কি লজ্জার বিষয়! "জাতিগণের বাঞ্ছা" কে যিহুদীরা অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু যাহারা বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণার পাত্র, তাহাদের মধ্যে এক জন নারী খ্রীষ্টের অপার অনুগ্রহের ভিখারিণী!

তিনি কথা কহিবেন কি করিয়া? যাচ্ঞা ও প্রার্থনাই কেবল করিতে পারেন। ইহাতেও সাহস হইতেছে না। ঈশ্বর ত বধির নহেন, কিন্তু তিনি আমাদের গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন। যিনি স্বয়ং জগতের আধার, যিনি স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা জগত পরিচালিত করেন, তাঁহাকে

আবার পরিচালিত করিবার যন্ত্র রহিয়াছে। যাহারা সেই যন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা সংগ্রামে জয়ী হইয়ালেন। ঈশ্বরের প্রেমের কি বৈচিত্র্য! প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরও পরাজিত হন!

এমন ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার কি এই উত্তর? "তিনি তাঁহাকে একটী কথাও উত্তরচ্ছলে' বলিলেন না।" কি আশ্চর্য্য! ধন্য ত্রাণকর্ত্তা, আমরা তোমার কথা শুনিয়া অনেক বার আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছি, এখন তোমার মৌনাবলম্বন দেখিয়া আর আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। এক জন দুঃখিনী তোমাকে দুঃখির আশ্রয় বলিয়া ডাকিতেছে, আর তোমার পবিত্র মুখে একটী কথাও নাই? দুঃখীর সান্ত্বনা দাতা হইয়াও সান্ত্বনা হীনের দুঃখ বাড়াইতেছ? আমরা কি বলিব? দয়ার প্রস্রবণ কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? যখন তোমার কর্ম্ম শুনিয়াছি, তখন কি তোমার হৃদয় রুদ্ধ ছিল? তুমিই তাহার মনে বিশ্বাস দিয়াছিলে, মুখে কথা যোগাইয়াছিলে, যাচ্ঞা করিবার প্রবৃত্তিও দিয়াছিলে, নতুবা কেমন করিয়া সে বলিল "হে প্রভো! দাবিদের সন্তান আমার প্রতি দয়া কর।" পবিত্র আত্মার সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ তোমাকে প্রভু বলিতে পারে না। তুমি অবশ্যই শুনিয়াছিলে, তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলে, অনুগ্রহে পরিপূর্ণই হইয়া উত্তর দেও নাই।

কনানীয়া নারী কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার নহে। তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ ছিল না। তিনি আর দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে বলিলেন, প্রভু আমার প্রতি দয়া কর। দয়া না করিলে আমি তোমাকে ছাড়িব না।

হে নারি! তোমার কি বিনয়, প্রার্থনায় কি অধ্যবসায়, কি জীবন্ত বিশ্বাস! তুমি আপনাকে দয়ার অযোগ্য পাত্র, কুকুর বৎ মনে করিয়া আসিয়াছিলে, তুমি ঈশ্বরের কন্যা হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তুমি আপনাকে সন্তানগণের পদতলে বসিবার উপযুক্ত জ্ঞান কর নাই, তাহাদের অপেক্ষা আর উচ্চ আসনে স্থান পাইলে, তুমি গুড়াগাঁড়া পাইবার আশয়ে আসিয়াছিলে, উপাদেয় ভক্ষ্য ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেলে। এখন দেখিতেছি, আপনাদিগকে হেয় জ্ঞান করা, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে নগণ্য মনে করাই ঈশ্বরের প্রসাদ প্রাপ্তির এক মাত্র উপায়। আমাদিগকে বিশ্বাস দেও, বিনয় দেও। "তোমার উপবাস ও পরীক্ষা, তোমার ক্রুশ ও দুঃখভোগ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।"

মার্টরদের (সাক্ষী) কথা পুরাতন নহে। সাধু আগষ্টিন বলেন, তিন প্রকার সাক্ষী আছে, (১) যাহারা ইচ্ছা ও কার্য্যে মার্টর (২) যাহারা ইচ্ছায় মার্টর আর (৩) যাহারা ইচ্ছায় নহে কিন্তু কার্য্যে মার্টর। আমরা ইচ্ছা সম্বন্ধে কত মার্টরের নিত্য নিত্য পরিচয় পাইতেছি। তাঁহারা আপনাদের প্রাণ প্রিয় জ্ঞান করেন না। জীবনে

মরণে যাহাতে খ্রীষ্টের গৌরব হয়, ইহাই তাঁহাদের এক মাত্র ইচ্ছা।

কিন্তু ইহাদের মৃত্যু দেখিয়া আমরা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে, আমরা পূর্ব্বের ন্যায় শরীরের উপাসনা করিতে পারি? তাঁহারাও আমাদের ন্যায় শরীর ও রক্ত বিশিষ্ট লোক ছিলেন, আমাদের ন্যায় তাঁহাদিগের জীবন আপনাদের নিকট প্রিয় বোধ হইত, শরীরে ব্যথা হইলে আমাদের যেরূপ কষ্ট হয়, তাঁহাদেরও সেই রূপ হইত। তবে তাঁহাদের এত সাহস কোথা হইতে হইয়াছিল, আমরা কোথা হইতে এত ভীরু হইলাম? তাঁহাদের সেই জ্বলন্ত সাহস নিজের ছিল না। যিনি তাঁহাদিগেতে বাস করিতেছিলেন, যাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা দুঃখ ভোগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন, যিনি তাঁহাদের সহিত দুঃখ ভোগ করিতেন, তিনিই তাঁহাদের রক্ষক, কিন্তু আমরা অনুগ্রহের উপযুক্ত আধার নহি। কিন্তু তুমি আমাদের বল, আমাদের যোগ্যতা। প্রভু, আমরা যেন পাপের পঙ্কে মরি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, তুমি আমাদের প্রয়োজনানুসারে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাক।

লুসিয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষাংশ।

এক্ষণে অনেক রাত্রি হইয়াছে, সকলে একে একে নিদ্রা গিয়াছে, কেবল টর্‌বো ও সিসিলিয়া এখনও বসিয়া ভাবিতেছেন, এখনও নিদ্রাদেবী তাঁহাদের উপরে প্রসন্ন হন নাই। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার তিরোহিত হইল এবং চন্দ্রালোকে পৃথিবী হাসিতে লাগিল। আকাশে একটু মাত্র মেঘ নাই। তারকারাশি খদ্যোতিকার ন্যায় টিপ টিপ করিয়া আলো দিতেছে। মধ্যে মধ্যে বন্যপশুর চীৎকার ধ্বনি রজনীর শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। এক একবার সিংহ গর্জ্জন মেদিনীকে কাঁপাইয়া দিতেছে। টর্‌বো সিসিলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভয় হইতেছে? এই সময় বোধ হইল যেন সিংহ গর্জ্জন ক্রমশঃ তাঁহাদের নিকটে আসিতেছে। সিসিলিয়া বলিল, 'না, কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কাহাকে বলে তাহা অদ্য শিখিলাম। যদি আমরা এই বৃক্ষে রাত্রিবাসের স্থান না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের এই অরণ্য মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে হইত এবং তাহা হইলে সিংহ কর্ত্তৃক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতাম। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের বিপদ কালে এই নিভৃত স্থান দেখাইয়া দিয়াছেন।' এই সময় ফ্লোরেন্টিয়সের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে বলিল, 'না, ঈশ্বর আমাদের নিশ্চয়ই শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন, তাহা না হইলে কেন তিনি আমাদের দুই দুইবার এই মহা বিপদজনক স্থান হইতে উদ্ধার করিলেন। অবশ্যই তাহার বিশেষ কারণ আছে।'

টর্‌বো বলিলেন,—'ফ্লোরেন তুমি ঠিক্ বলিয়াছ। আমার বেশ স্মরণ

আছে, এক দিন আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বিশপ মেজাবেনিশ (১) মানোহের (২) কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার স্ত্রী তাহাকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবার নিমিত্তে কেমন উৎসাহ দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—যখন ঈশ্বর তাহাদের সকল প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

এই সময়ে সিংহ গর্জ্জনে ধরাতল কাঁপিয়া উঠিল। ভিরিয়া চমকাইয়া উঠিল। তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বলিল, 'মা, মা, ও কিসের শব্দ ?'

তাহার মাতা বলিল, 'ও কিছু না, তুমি ঘুমাও, তোমার কিছু ভয় নাই। ঈশ্বর আমাদের যে প্রকারে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তিনি সেই প্রকারে আমাদের রক্ষা করিবেন।'

ক্রমশঃ চন্দ্র আপন রশ্মি দ্বারা পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। পাহাড় পর্ব্বত জ্যোৎস্নার আলোতে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। টর্‌বো তাহাদের বাসস্থানের কিছু দূরে চারিটী দীপ দেখিতে পাইলেন। চারিদিকে বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে, জন-প্রাণী থাকিবার স্থান নাই অথচ প্রান্তর মধ্যে চারিটী দীপ জ্বলিতেছে।

ফ্লোরেণ্টিয়স্ এই আলো দেখিতে পাইয়াই পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—'বাবা ও কিসের আলো দেখা যাইতেছে ?' টর্‌বো তাহার কিছুই কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না।

বৃক্ষের ছায়ায় এক যোড়া সিংহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের রং পিঙ্গল বর্ণ। মনুষ্য দেখিয়া তাহাদের মনে আর আনন্দের সীমা নাই। এক একবার লাঙ্গুল নাড়াইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে টর্‌বো দুইটী সিংহকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। তাহারা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভয়ের কারণ না থাকিলেও টর্‌বো তাঁহাদের বাসস্থান উত্তম রূপে পরীক্ষা করিলেন। সকলই নিরাপদ জানিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। যদিও টর্‌বো সিংহ দেখিয়া নিজে কোন ভয় পান নাই বটে তথাপি তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানেরা সিংহ আসিয়াছে জানিতে পারিলে যে ভয়ে ব্যাকুল হইবে সে বিষয় তাঁহার একটু মাত্র সন্দেহ ছিল না। এই জন্য তিনি নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাদিগকে ব্যস্ত রাখিলেন।

সিসিলিয়া ভিরিয়াকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। ভিরিয়াও মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া রাখিল। এই সময় সিংহদ্বয় বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃক্ষের উপরে মনুষ্য দেখিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। বোধ হয় তাহাদের সাধ্যাতীত না হইলে তাহারা বৃক্ষো-

১* আমাদের বাঙ্গালার Zএর প্রতিশব্দ না থাকাতে Zএর নীচে একটী (॰) বিন্দু চিহ্ন দিয়া Zএর শব্দ করিয়া লইব।

২ বিচার কর্ত্তৃ, ১৩ অঃ।

পরি লম্ফ দিয়া উঠিত। কিয়ংক্ষণ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনরায় পর্ব্বতের নীচে নামিয়া গেল। কুইণ্টস্ টর্‌বো উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে হিংস্রক জন্তু কোন প্রকারেই তাঁহাদের কাছে যাইতে পারিবে না। এবং বৃক্ষ শাখা ভাঙ্গিবারও কোন ভয় নাই। তৎপরে তাঁহারা সকলে মিলিয়া দাবিদের ৯১ গীত গান করিলেন। এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বৃক্ষোপরি রাত্রিযাপন করিলেন।

নিশা অবসান হইল। দিনমণি পূর্ব্ব দিক হইতে আপন তেজ বিকশিত করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ বায়ু বহিয়া পথিকের মনকে বিমোহিত করিল। সকলে পূর্ণযাত্রার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। এমন সময়ে টর্‌বো দেখিলেন যে বৃক্ষতলে এখনও সিংহী শুইয়া রহিয়াছে। সিংহা কোথায় গিয়াছে তাহা জানিতে পারিলেন না।

টর্‌বো মনে মনে ভাবিলেন, যে সিংহ তাঁহাদিগকে ছাড়িবে না; সে শিকারের অপেক্ষায় সে স্থানে বসিয়া আছে। টর্‌বো কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি এমন কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না যে তদ্দ্বারা তাঁহারা এই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। হইতে পারে সিংহের জল তৃষ্ণা পাইলে সে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি হইবে? জলস্রোত এত নিকটে যে তাঁহারা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেই সিংহ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এখন তাঁহাদের এই মহা বিপদ হইতে পলায়নের উপায় কি?

পাঠক! জগতে এত প্রকার ঘটনা আমরা দেখিতে পাই যে তাহাদের কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। ঈশ্বর এমত মহৎ মহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন যে আমরা তাহার কিছুমাত্র মর্ম্ম ভেদ করিতে পারি না। কি ঘটনা হইতে যে কি ঘটনা হয় আমরা প্রথমে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু পরিশেষে আমরা তাহার সুফল দেখিতে পাই। তোমাদের মধ্যে অনেকেই গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির বিষয় পড়িয়াছ, কেমন করিয়া উল্কাপাত হয় তাহাও বোধ হয় তোমরা জান। যে সময় টর্‌বো পরিবার সহ বৃক্ষের উপরে বসিয়াছিলেন, সেই সময় একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

এক্ষণে অনেক বেলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলে বৃক্ষের উপরে থাকিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সিংহ ভয়ে বৃক্ষ হইতে কেহই অবতরণ করিতে পারিতেছে না। টর্‌বো এক একবার মনে করিতেছেন, কি কুক্ষণেই এই বৃক্ষোপরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। এখানে না উঠিলেই ভাল হইত।

মনে কর সিংহ তাহাদের ছাড়িয়া খাদ্যান্বেষণে গেল। কিন্তু তাহাতেই বা লাভ কি? তাঁহারা যে খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা অতি

যৎসামান্য। তাহা বড় অধিক আর এক দিন হইতে পারে।

আর কত দূরই বা তাহারা বিনা খাদ্যে ভ্রমণ করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের আশা ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। টর্‌বো মনে করিলেন,—মরণ সন্নিকট। একবার ভাবিলেন সিংহের নিকটে আত্মোৎসর্গ করিয়া পরিবারকে রক্ষা করিবেন। আবার ভাবিলেন,—আমি ইহাদের সঙ্গে থাকিলেও যদি ইহাদের এত বিপদ তাহা হইলে আমার অবর্ত্তমানে ইহারা আরও অধিক বিপদে পড়িবে। তাহা হইলে তাহারা সকলেই এই প্রান্তর মধ্যে প্রাণ হারাইবে। এই প্রকার চিন্তাতে টর্‌বোর মন নিতান্ত ব্যাকুল হইল।

ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিতে পারে? তাঁহার লীলা কে ভেদ করিতে পারে? তাঁহার জ্ঞান অতলস্পর্শ। তাঁহার বুদ্ধি অসীম। তিনি সামান্য বিষয় হইতে মহৎ বিষয়ের পরিচয় দেন এবং মানব চক্ষে যাহা অতীব সুশ্রী তাহাকে সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই পাঠক! সামান্য উল্কাপাত হইতে তিনি কি মহৎ কার্য্য সাধন করিলেন তাহা এখনি দেখিতে পাইবে। এখন বেশ বেলা হইয়াছে। সূর্য্য আপন প্রখর তেজে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার। মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। এখন বোধ হয় বেলা তৃতীয় প্রহর হইবে। অকস্মাৎ যেন সূর্য্যরশ্মি কমিয়া গেল। চতুর্দ্দিক ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখাইতে লাগিল। অল্প মেঘের সময় সূর্য্যগ্রহণ হইলে যে প্রকার আলো দেখা যায়, সে প্রকার আলোতে প্রান্তর আলোকিত হইল। কেহই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'একি হইল, অঠাৎ আকাশ এমন হইল কেন? কৈ কোথাও ত মেঘ দেখিতে পাইতেছিল না।'

এই প্রকারে পঞ্চম প্রহর উপস্থিত হইল। সিংহটী এখনও বসিয়া আছে দেখিয়া টর্‌বো এক প্রকার হতাশ হইতে লাগিলেন, তিনি এক প্রকারে জীবনাশা ত্যাগ করিলেন। তাহার সন্তানেরাও বৃক্ষোপরে বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রাণ ভয়ে কেহই বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে পারিতেছে না। এমন সময় একটী ভয়ানক শব্দ শুনা যাইতে লাগিল এবং ক্রমশই তাহা বাড়িতে লাগিল। তৎপরে যেন বজ্রাঘাত হইল। পাহাড় কাঁপিয়া উঠিল। বালি ও প্রস্তর খণ্ড গুলি উড়িতে লাগিল। তৎপরে সকলই নিস্তব্ধ। আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। এই সময়ে ভিরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। টর্‌বো কি হইল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সন্তানদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—'ফ্লোরেন তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহাতে সন্দেহ করিও না। ঈশ্বর আমাদিগকে অবশ্যই নিরাপদে প্রেট্রাতে লইয়া যাইবেন।'

ফ্লোরেণ্টিয়স্ জিজ্ঞাসা করিল,—'বাবা, ও কিসের শব্দ ?'

টর্‌বো বলিলেন,—'তুমি দেখিতে পাইতেছ না, ঈশ্বর আমাদিগকে কি করিয়া সিংহগ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। ঐ দেখ সিংহটী মরিয়া পড়িয়া আছে। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এ প্রকার ঘটনা অনেক দিন ঘটে নাই, সিসিলিয়া বলিলেন,—'তুমি কি বলিতেছ ?'

টর্‌বো বলিলেন,—'তুমি কি কখন শুন নাই যে কখন ২ উল্কাপাত হয়। ঐ দেখ পারথটী পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয় ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই ঘটনা ঘটাইলেন, এই বলিয়া তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নামিতে দেখিয়া সকলে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, বাবা, আপনি কি ঠিক জানেন যে সিংহটী মরিয়া গিয়াছে? তাহার সন্দেহ নাই—এই বলিয়া টর্‌বো বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

এই বৃহৎ প্রস্তরটী প্রায় দুই হস্ত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে হইবে। মৃত্তিকাতে প্রায় অর্দ্ধেক বসিয়া গিয়াছে। দেখিয়াই বোধ হয় যে প্রথমে সিংহটীকে আঘাত করিয়া পরে অপর পার্শ্বে গিয়া পড়িয়াছে। টর্‌বো সেই মৃত সিংহের সহচরীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন যে সে হয় ত উল্কাপাত ভয়ে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তৎপরে সকলে বৃক্ষ হইতে নামিলেন। এইবার তাঁহারা যেন জীবন পাইলেন এবং তাঁহাদের কষ্ট দূর হইল।

এতক্ষণে হয় ত লুসিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। চল গিয়া দেখিয়া আসি সে এখন কি করিতেছে।

কৌতুক কথা।

একদা এক কৃষক একটী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অপর এক গৃহস্থের বাটীতে যায়। গৃহস্থের বাটীর দ্বারে উপনীত হইয়া ঘোটকটী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি সেই অশ্বটী খুলিয়া লইয়া কোন এক গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া পুনরায় সেই বৃক্ষের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষক আপন কাজ শেষ করিয়া সেই বৃক্ষের তলে যাইয়া আপনার অশ্বটী তল্লাস করিতে লাগিল, কিন্তু অশ্বটী দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে ইতস্ততঃ চাহিতেছিল, ইতিমধ্যে সেই ঘোটক অপহারীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিল,—" ভাই! বলিতে পার আমার ঘোড়াটী কি হইল ?" সে অম্লান বদনে বলিল,—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে ঐ বৃক্ষ তোমার ঘোড়াটী খাইয়া ফেলিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সে নিতান্ত হতবুদ্ধি হইয়া তাহাকে বলিল, "তুমি আমাকে ঠাট্টা করিও না, ঠিক করিয়া বল, আমার ঘোড়াটী কি করিলে ?" তখন সে ক্রোধভরে বলিল, " কি আমি স্বচক্ষে

যাহা দেখিলাম, তাহার উপর আবার তোমার সন্দেহ ?” ইহাতে উভয়ের উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা উপস্থিত হইল, এমন সময়ে তাহারা একটী শৃগালকে সেই স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়া অশ্ব স্বামী বলিল, “ভাই, তুমি বড় বুদ্ধিমান ও সুচতুর, অতএব আমাদের এই বিবাদটী মীমাংসা করিয়া দাও।” শৃগাল বলিল, “দেখ! আজ আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, আমি কাল রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই, কাল রাত্রে আমার গর্ত্তের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার জলে অগ্নি লাগায় আমি বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, শেষে আগুণ নিবাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নিকটবর্ত্তী কোন গৃহস্থের বাটীতে অনেক গুলি বিচালীর গাদা দেখিতে পাইয়া তাহাই বহিয়া লইয়া সেই সেই অগ্নি রাশিতে নিক্ষেপ করিতে করিতে আরম্ভ করায় আগুণ নিবিয়া গেল; আমি কেবল সেই কাজটী শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। অতএব তোমরা কাল আসিলে আমি তোমাদের এ বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিব।” শৃগালের মুখে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া অশ্বারূপহারী বলিল,—“একি আশ্চর্য্য কথা! জলে আগুণ লাগিল আর বিচালীতে তাহা নিবিয়া গেল। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অলীক। তখন শৃগাল বলিল, ইহা যদি অসম্ভব ও অলীক বলিয়া বোধ হয়, তবে বৃক্ষে অশ্বটী খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাই বা কি রূপে সত্য ও সম্ভাবিত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে?” তখন অশ্বাপহারী অপ্রতিভ হইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া যাইয়া কৃষককে তাহার অশ্বটী ফিরাইয়া দিল। কৌশলে যে কাজ হয় কলহে কখনই তাহার কণিকামাত্র সিদ্ধ হইতে পারে না।

পুনরুত্থান।

উপদেশের সারাংশ।

১। আমাদের জীবন দুই প্রকার। (১) একটী স্বাভাবিক জীবন। আমাদের জন্ম হইলেই সেই জীবন পাওয়া যায়। প্রথম আদম হইতে সেটি পাওয়া যায়। এই জীবন থাকাতে কেবলই মন্দ চিন্তা উৎপন্ন হয়। এই জন্য পৃথিবী হইতে—“পার্থিব”। ১ করি ১৫। ৪৭, ৪৯ ইহাকে পুরাতন পুরুষ বলা যায় ইফি ৪। ২২; “মাংস” গালা ৫। ১৬।

(২) আর একটি আত্মার জীবন আছে। যখন নূতন জন্ম হয়, তখন এটি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় আদম খ্রীষ্টের স্বভাব ইহাতে আমরা পাই। এটি স্বর্গ হইতে উৎপন্ন “স্বর্গীয় জীবন” ভাল ইচ্ছা ইহাতে জন্মে। ইহাকে শাস্ত্রে “নূতন পুরুষ” বলে, ইফি ৪। ২৪। “আত্মা, গালা ৫। ১৭।

২। দুই জীবনে অনবরত যুদ্ধ হইতেছে। এ দুটির স্বভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। একটি যাহা চায়, অন্যটি তাহা চায় না। তাহাদের আশা,

ভরসা, উদ্দেশ্য, কার্য্য কিছুতেই মিল নাই। এই জন্য তাহাদের মধ্যে শান্তি নাই। গালা ৫। ১৭ রোম ৭। ২১, ২২ (ইস্‌হাক্ ও ইসমেল ইহার দৃষ্টান্ত)

এ যুদ্ধের শেষ নাই। যত দিন বেঁচে থাকিতে হইবে, ততদিন যুদ্ধ করিতে হইবে। "জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতে হইবে।" "পৌরুষ" পূর্ব্বক অর্থাৎ পুরুষের মতন লড়াই করিতে হইবে। তাহা না হইলে সর্ব্বনাশ। পুরাতন পুরুষকে দমন করিতে হইবে, (১ করি ৯। ২৭)। কেবল দমন নয় মারিয়া ফেলিতে হইবে (রোমী ১।১৩; কল ৩। ৫। ইহাকে ক্রুশে হত করিতে হইবে। গালা ৫। ২৪।

৩। খ্রীষ্টীয়ান জীবনকে পুনরুত্থান বলা যাইতে পারে।

পুরাতন স্বভাব মরিলে নূতন স্বভাব দেখা দিবে ও বাড়িতে থাকিবে। সাধু পৌল বলেন, আমাদের উচিত নূতন রকমে "তাঁহার পুনরুত্থানের সাদৃশ্যে" চলা। আমাদের এরূপে চলা উচিত যেন সকলে টের পায় যে, আমরা মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছি। য়োহ ৬। ৪, ৫, ১৩।

৪। খ্রীষ্টের সহিত মিলিত হইলেই এই জীবন পাওয়া যায়। যোহন ৫।৩০, ৩২।

(১) খ্রীষ্টের সহিত যোগ ভারী বিষয়। ইফি ৫। ৩০, ৩২।

(২) এটী নিগূঢ় বিষয়। আমরা ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে যে দুই একটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অতি চমৎকার। যথা, দ্রাক্ষালতা, যোহন ১৫ অধ্যায়।

৫। আমাদের ফল ধারণ করা উচিত। ফল ধারণ না করিলে মিছামিছি মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে কি হইবে?

যেহেতু খ্রীষ্ট প্রকৃত দ্রাক্ষালতা। তাঁহার সঙ্গে যোগ হওয়া চাই। তাহা না হইলে আমাদের কিছুই ফল হয় না। আমরা যখন প্রকৃত দ্রাক্ষলতায় সংযুক্ত হইয়াছি, তখন ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন যে আমরা ভাল ফল ধারণ করিব; রোমী ১১। ১৬।

অনেক ফল ধারণ করিব। যোহন ১৫। ৫, ৬।

ভাল ফল যাহা তাহা আত্মার ফল, যথা:—প্রেমানন্দ, শান্তি, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা কোমল ভাব, সততা, বিশ্বাস, মৃদুতা, পরিমিতাচার।

খ্রীষ্ট মৃত্যু জয় করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার মরণে আমরা পাপের পক্ষে মরি, তাহার উত্থানে নূতন জীবনের ফল ধারণ করিতে শিক্ষা পাই, অতএব এই সময়ে আপনাদের মনের অবস্থা ভাল করিয়া বিবেচনা কর। আপনাদিগকে পরীক্ষা কর। আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা কর:—

(১) এই নূতন জীবনের লক্ষণ আমরা কি দেখিতে পাইতেছি। আমাদের কি ভালবাসা, নম্রতা, মৃদুতা, সত্যধর্ম্মে আনন্দ, বিশ্বাস, সহ্য গুণ বাড়িতেছে, না কমিতেছে? আমরা

এক রকম অবস্থায় থাকিতে কিপারি ? কখনই না।

(২) যদি ঈশ্বরের মহানুগ্রহে কিছু কিছু ভাল লক্ষণ দেখি, তাহা হইলে সন্তুষ্ট হওয়া, নিশ্চিন্ত হওয়া ভাল নয়, কারণ আমাদের দোষ ও পাপের সংখ্যা নাই। আমাদের সন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকা ভাল লক্ষণ নহে। আরও যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনেক ফল ভাল ফল ধারণ করিতে পারি।

ক্ষয়কাশ।

Consumption Bacillus—ক্ষয়-কাশ—১৮৭২ সালের যে সময় জর্ম্মাণিতে মহা যুদ্ধ হয় সেই সময় একটী যুবা কারাগারে থাকিয়া কাশ রোগে আক্রান্ত হয়। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সে নগরের নিকটস্থ একটী গ্রামে বাস করিত। সে স্থানে ক্ষয়কাশ দেখা যায় নাই। কিছু দিন পরে সে এক জন বলিষ্ঠা ও নীরোগা রমণীর পাণীগ্রহণ করে। কিছু দিন পরে তাহার কাশের সহিত কিছু কিছু রক্ত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। বিবাহের এক বৎসর পরে তাহার একটী সন্তান জন্মিল এবং কিছু দিন পরে ক্ষয়কাশে তাহারও মৃত্যু হইল।

অল্প দিন পরে স্ত্রীলোকটীর অল্প অল্প কাশী আরম্ভ হইল এবং তাহার ফুস্‌ফুস (Lungs) বিকৃতাবস্থা ধারণ করিল। সন্তানেরও ক্ষয়কাশ বেশ উত্তম করিয়া দেখা দিল।

কিছু দিন পরে যে ডাক্তার এই পরিবারকে দেখিতেছিল, তাহাকে অপর একটী রোগী দেখাইবার নিমিত্তে লইয়া যাওয়া হয়। এই রোগী একজন যুবতী। তাহাকে রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারা গেল যে, সে পূর্ব্ব কথিত বিধবার নিকট হইতে যে সকল মুরগী লইত, তাহা অর্দ্ধপাক করিয়া খাইত, কারণ তাহা হইলে মুরগী গুলি কিছু অধিক সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইত। ডাক্তার একটী মুরগী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহার যকৃৎ [Liver] এবং অন্ত্রাদি ক্ষয়কাশ রোগের চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। এই সংক্রামক [contagious] রোগ মুরগী দ্বারা একটী রোগী হইতে আর একটী রোগীতে গিয়াছে। ক্ষয়কাশ ভয়ানক সংক্রামক [contagious] রোগ—(১) মনুষ্য হইতে মনুষ্যে, (২) মনুষ্য হইতে জীবজন্তুতে, (৩) এবং জীব জন্তু হইতে মনুষ্যতে এই রোগের সঞ্চার হইয়া থাকে।

অতএব পাঠক পাঠিকারা এ বিষয়ে সাবধান থাকিবেন। কেহ কাহারো এঁটো জিনিষ খাইতে ইচ্ছা করিবেন না। লোকে বলে—সাবধানে মার নাই।

বঙ্গ বন্ধু

ও

স্বাধীন সমালোচক

৫ম খণ্ড।] এপ্রেল ও মে ১৮৮৭। [৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী।

বিলাতের টাইমস্ পত্রিকার কলিকাতাস্থ সংবাদ দাতা তথায় এরূপ ভাবে সমাচার পাঠাইয়াছেন যেন আত্ম শাসন প্রণালী পূর্ণ ভাবে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। এখন হইতে বড় বড় কাজ বাঙ্গালীদের এক চেটিয়া হইয়া যাইবে। জজ, মাজিষ্ট্রেট এখন হইতে বাঙ্গালীরাই হইবে। ইংরাজি সিভিল সারভিস উঠিয়া যাইবে।' এই কথা পাঠ করিয়া বিলাতের কাগজের সম্পাদকগণ সকলেই আপনাদের নানা মন্তব্য নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু টাইমস সংবাদ দাতার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সত্য বটে লর্ড রিপণের অশেষ যত্নে ভারতে আত্ম শাসন প্রণালী কথঞ্চিৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তো ভয়ের কোন কারণ নাই। লর্ড রিপণ কি আর কোন মহানুভব ব্যক্তি এমন কথা বলেন নাই যে, এদেশীয়েরা একেবারে আত্ম শাসনে সমর্থ হইবে। তাঁহারা যাহা ভাল বুঝেন, তাহার সূত্রপাত করিয়াছেন মাত্র। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, এদেশীয়েরা স্বদেশের ভারি ভারি কাজ করিতে পারিবেন কি না। যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তাহারা কোন কাজেরই নহে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার উপযুক্ত বিধান করিবেন।

টাইমস কিম্বা অন্য কোন খবরের কাগজের ভয়ের ত কোন কারণই দেখি না। যে যে বাঙ্গালী বা অন্য কোন ভারতীয় লোককে দায়িত্ব পূর্ণ কর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই বাঙ্গালী সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ ও বাঙ্গালী

মহলে তাঁহাদের বেশ সুখ্যাতি। তাঁহাদের দক্ষতা এতদূর বেশী যে, ইউরোপীয় ভায়ারা পর্য্যন্ত অবাক হইয়া যান, সদাশয় মহাত্মারা, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম, আনন্দিত হয়েন। তাঁহারা এই জন্য বোধ হয় আনন্দ করেন যে, তাঁহাদের নিজের গুণেই এই রূপ সুফল ফলিতেছে। ইংরাজেরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না করাইলে, পাশ্চাত্য বিদ্যার আস্বাদ না জানাইলে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আস্বাদনে আমাদিগকে সমর্থ না করিলে, বর্ত্তমান উন্নতি ত হইত না। এইটি ভাবিয়া সদাশয় ইউরোপীয়গণ অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। যত দূর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় লর্ড রিপণের ন্যায় মহাত্মাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যাঁহারা দায়িত্ব পুর্ণ কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি ও প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহারা উত্তম রূপে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, তাহা না হইলে তাঁহারা বোধ হয় অতি অল্প কার্য্যেরই হইতেন। আবার মনে রাখা উচিত, পাশ্চাত্য বিদ্যা ভাণ্ডার খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় পরিপুর্ণ। লোকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম মুখে মানুক বা না মানুক, ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি পড়িতে গেলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শিক্ষা লব্ধ হইয়া থাকে। আমাদের শিক্ষিত স্বদেশবাসীগণ খ্রীষ্টীয় ভাব রূপ বায়ু মণ্ডলে (atmosphere) বেষ্টিত, অতএব জ্ঞাত ভাবে হউক, অজ্ঞাত ভাবেই হউক, স্পষ্ট ভাবেই হউক, গৌণ ভাবেই হউক, দেশীয় শিক্ষিত দলের অনেক কার্য্য খ্রীষ্টীয় রীতি নীতি দ্বারা চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। এটি সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা যখন এতদূর বলিয়াছি, তখন আর দুই একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

বিলাতের 'স্পেক্টেটর' সম্পাদক এ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষীয়েরা খ্রীষ্টীয়ান না হইলে প্রকৃত আত্ম শাসনের আসল ও গভীর সুত্রপাত হইবে না। ইংলণ্ডের রাজনীতি, সমাজনীতি বিলাতে শত শত বৎসরের খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ফল। এদেশেও সেই রূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিস্তার করিলে, সেই প্রকার ফল ধারণ করিবে। প্রকৃত আত্মসংযম ও আত্ম শাসন চাই, ভ্রাতৃ ভাব চাই, কর্ত্তব্য পরায়ণতা চাই, সম্মিলন ভাব চাই, তবে ত স্বায়ত্ব শাসনের বল হইবে। তাহা না হইলে যে, ভারতবর্ষে আত্ম শাসন প্রথা পুর্ণ পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা কল্পনাতে ও আইসে না; যে সকল নিকৃষ্ট জঘন্য সামাজিক ও অন্যান্য রীতি নীতি আছে, তাহা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ব্যতিরেকে তিরোহিত হইবে না, হইবার ত কোন উপায় দেখা যায় না।

বিশপ মিডলটন

১৮১৪-১৮২২।

টমাস ফ্যান্স মিডল্টন (Thomas Fanshawe Middleton) কলিকাতার প্রথম বিশপ। ইনি ডারবীসায়ারে কেল্‌ড্‌ষ্টোন নগরে ১৭৬৯ সালে, ২৬শে জানুয়ারিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কেল্‌ড্‌ষ্টোনের রেক্টর (Rector) ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র। ১০ বৎসরাবধি তিনি আপন গৃহে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। তৎপরে ১৭৭৯ সালে তিনি লণ্ডনে ক্রাইষ্ট হাঁসপাতালের (Blue Coat) স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই বিদ্যালয়ে পড়িয়া তিনি এত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আর তজ্জন্যই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে ৫৫০০৲ টাকা দান করিয়া যান।

১৭৯২ সালের জানুয়ারি মাসে কেম্‌ব্রীজের পেমব্রোক্ কালেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এই পরীক্ষায় চতুর্থ (Senior Optime) হন। তৎপরে মার্চ্চ মাসে তিনি ডাক্তার প্রেটিমান (Dr. Pretyman) লিন্‌কনের বিশপ দ্বারা গেন্সবরোর (Gainsborough) 'কিউরেটে'র পদে অভিষিক্ত হন।

এই সময়ে তিনি (Country Spectator নামে) একখানি মাসিক পত্রিকা লিখিতে আরম্ভ করেন। তদ্দ্বারা ডাক্তার প্রেটিমানের * সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইনি লিনকনের বিশপের ভ্রাতা ছিলেন। ডাক্তার প্রেটিমান তাঁহাকে আপন সন্তানের শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

১৭৯৩ সালে তিনি প্রেটিমানের সহিত নর্‌উইচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নরথ্যাম্পটন সায়ারের ট্যান্সর (Tansor) নগরে গেলেন।

১৭৯৭ সাল নিতি এলিজাবেৎ ম্যাডিসন নাম্নী একটী মহিলার পাণীগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর লেখা পড়ার বিষেয়ে বিশেষ চর্চ্চা থাকাতে, তিনি তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। বিশপপত্নী স্বামীর রচনা সকল স্বহস্তে লিখিয়া ছাপাইতে পাঠাইতেন। বিশেষতঃ বিশপ কর্ত্তৃক Treatise on the use of the Greek articles in the New Testament নামে পুস্তকটী প্রায় সমস্তই এই প্রকারে লিখিয়া ছাপাইয়া দেন। এই পুস্তকটি লিখিয়া বিশপ মহোদয় আপনার জ্ঞান ও বিদ্যার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

১৮১২ সালে ডাক্তার মিডল্টন সেণ্ট পানক্রাসের (St. Pancras), রেক্টর

* ডাক্তার প্রেটিমান, লিনকনের বিশপ ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার প্রেটিমান লিনকনের আর্চডিকন ও 'প্রিসেণ্টর' ছিলেন। ডাক্তার মিডল্টন শেষোক্ত ডাক্তার প্রেটিমানের সন্তানের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন।

হন। এই সময়ে তিনি লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি এস, পি, সিকে কমিটির একজন কার্য্যদক্ষ ও ক্ষমতাপন্ন মেম্বর হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি British Critic নামে একখানি খবরের কাগজ ছাপাইতেছিলেন, এবং Mant ও D'oyley'র টীকা পুনঃ মুদ্রিত করিবার জন্য যে কমিটী হইয়াছিল তাহারও মেম্বর পদে নিযুক্ত হন।

১৮১৩ সালে যখন Christophilus Augustinus Jacobi দক্ষিণ ভারতবর্ষে মিসনারী হইয়া আসিতেছিলেন সেই সময় তিনি এস, পি, সিকের জন্য একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি হয়।

এক্ষণে আমরা অন্যান্য কথা আর না বলিয়া ভারতবর্ষে কি প্রকারে প্রথমে বিশপ নিযুক্ত করা হয় তাহার বিষয় বলিব। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে অনেকেই এদেশে সুসমাচার প্রচার করিবার বিঘ্ন স্বরূপ ছিল। তাহারা বলিত যে, একজন বিশপের হস্তে এক দল মিশনারী দিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলে সেখানে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ বিদ্রোহানলে জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু ঈশ্বর আপনার অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা যে ভয় করিয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়াছে। তাহারা দেশীয়দিগের মনোভাব জানিত না এবং তাহাদের নিজের ঈশ্বরের প্রতি কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। যেমন করিয়া হউক, ঈশ্বরের রাজ্য জয়ী হইল। কারণ, ভেন, উইলবারফোর্স এবং তাঁহাদের সাহায্যকারীরা ১৮১৩ সালে নিউ ইষ্ট ইণ্ডিয়া চার্টারে মিশন স্থাপন করিবার উপায় করিলেন এবং একজন বিশপ ও তিন জন আর্চডিকন নিযুক্ত করিবার ও বন্দোবস্ত করিলেন।

এই প্রকারে ১৮১৪ সালের ৮ই মে মাসে ক্যাণ্টর্বেরীর আর্চবিশপ এবং লিনকন ও সলস্বেরীর বিশপেরা ডাক্তার মিডল্টনকে কলিকাতার বিশপ পদে নিযুক্ত করেন। ১৮১৪ সালের ৮ই জুনে তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংস্ নামক জাহাজে করিয়া ভারতবর্ষে আইসেন। তাঁহার সহিত তাহার পত্নি মিসেস্ মিডল্টন, মিষ্টার লোরিং—(Fellow of Magdalen College, Oxford.) যিনি কলিকাতার আর্চডিকন হইয়া আইসেন, মিষ্টার বার্নস (Fellow of Exeter College, Oxford) যিনি বোম্বের আর্চডিকন হইয়া আইসেন, এবং মিষ্টার অ্যাবট একজন উকিল, যিনি বিশপের সেক্রেটরি হইয়া আইসেন, ইঁহারা সকলেই এক সঙ্গে সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েন। ডাক্তার মিডল্টন গ্রীক, পারসী, লাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি অনেক পুস্তক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এবং যত দিন তিনি

জাহাজে ছিলেন তত দিন পারসী ও হিব্রু পুস্তকাদি পাঠ করিতেন।

এচ্, মিত্র।

ক্রমশঃ।

"আপেল" পড়ে কেন?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লীলা। বাঙ্গালায় এক কথায় তাহাকে কি বলে?

মতি। বাঙ্গালায় এক কথায় এমন কোন কথা নাই, তবে আমরা 'পাদবিপক্ষ স্থান' বা 'সমসূত্রপাতস্থিত লোক' বলিতে পারি, তাহাতে Antipodesএর অর্থ বুঝাইবে।

লীলা। আচ্ছা, আমাদের Antipodesএ কাহারা বাস করে।

মতি। আমরা বাঙ্গালায় রহিয়াছি, আমাদের ঠিক অপর পার্শ্বে আমেরিকা দেশের পেরু (Peru)অঞ্চল।

লীলা। তাহা হইলে আমাদের পা যেমন পৃথিবীতে লাগিয়া আছে বোধ হয় তাহাদেরও পা সেই রূপে পৃথিবীতে লাগিয়া আছে এবং তাহাদের মস্তক শূন্যের দিকে আছে। আমি ভাবিতাম তাহারা পড়িয়া যায় না কেন? বোধ হয় পৃথিবী তাহাদিগকে টানিতে থাকে, না?

মতি। ঠিক বলিয়াছ, আচ্ছা বল দেখি যদি তাহারা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কোথায় পড়িবে? তাহাদের মস্তকের উপরে কি আছে?

লীলা। আমি ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয় আকাশ।

মতি। ঠিক বটে, পৃথিবী একটী গোলাকার পদার্থ। শূন্যে ঝুলিতেছে, এবং অনবরত ঘুরিতেছে। আর সেই জন্যই বোধ হয় দেখায় যে সুর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। দুইপ্রহরের সময় সুর্য্য ঠিক আমাদের মস্তকের উপরে থাকে আর ঠিক সেই সময়ে সমসূত্রপাতস্থিত লোকদিগের (Antipodes) মস্তকোপরে তারানক্ষত্রাদি থাকে এবং দুইপ্রহর রাত্রিতে যখন নক্ষত্রাদি আমাদের মস্তকের উপর থাকে তখন সুর্য্য তাহাদের মস্তকের উপরে থাকে। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছ তাহারা যেখানে পড়িবে আমরাও সেখানে পড়িব। আমরা কোথায় পড়িব বল দেখি? সূর্য্যের উপর না নক্ষত্রদের উপর?

লীলা। দাদা! তুমি কি বল্‌ছ? আমরা যে উপরে রহিয়াছি, আর তাহারা যে আমাদের নীচে রহিয়াছে।

মতি। হাঁ, লীলা তা বটে। কিন্তু 'উপরে' এই কথাটির অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, পৃথিবী হইতে যে দিকে 'শূন্য' আছে সেই দিক্‌কে আমরা 'উপরে' বলিয়া থাকি। আমাদের পা যেমন মাটিতে লাগিয়া থাকে এবং শূন্যের দিকে মাথা থাকে, তাহাদেরও সেই প্রকার মাটিতে পা থাকে এবং শূন্যের দিকে মাথা থাকে। তাহা হইলে আমাদের মাথার উপরে যেমন শূন্য আছে তাহাদেরও মাথার উপরে

সেই রূপ শূন্য আছে। আচ্ছা, এখন বল দেখি তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, ঐ স্থান হইতে যদি পৃথিবীর ভিতর দিয়া অপর পার্শ্বে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া যাও, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্য দিয়া কি দেখিতে পাইবে?

লীলা। কেন? আকাশ এবং সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি। হাঁ, দাদা, এবার বুঝিয়াছি। আচ্ছা, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবী শূন্যে কি করিয়া থাকিবে?

মতি। কেন? তাহা কি হইতে পারে না?

লীলা। আমি তা জানি না, কিন্তু বোধ হয় যাহা তাহাকে আকর্ষণ করিবে সেই দিকেই যাইবে। আমি শুনিয়াছি, পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য অনেক বড়। তাহা হইলে পৃথিবী অবশ্যই সূর্য্যের দিকে যাইবে। কি বল দাদা?

মতি। আমি দেখিতেছি তোমার খুব শিখিবার ইচ্ছা আছে। আমি তোমাকে আর এক দিন বুঝাইয়া দিব —পৃথিবী কেন সুর্য্যের উপরে গিয়া পড়ে না. এক্ষণে বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, যে "আপেল পড়ে কেন?" এবং Antipodes কাহাকে বলে তাহাও বোধ হয় শিখিয়াছ।

লীলা। আচ্ছা দাদা! মনুষ্য এই সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এত ভাবিয়া থাকে যেন তাহা হইতে অনেক নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মতি। হাঁ লীলা! চিন্তাশীল লোক মাত্রেই এই রূপ করিয়া থাকে। আর এক দিন তোমাকে 'পৃথিবী কেন সুর্য্যের উপর পড়ে না' তাহা বুঝাইয়া দিব। আজ আর সময় নাই, আমি এখনই বাহিরে যাইব।

এচ্, মিত্র।

বেশি বয়সে লেখা পড়া হয় না।

আমার বয়স হইয়াছে, আর কি লেখা পড়া সাজে?—এই কথা অনেকেরই মুখে শুনা যায়। এই কথা গুলির কত দূর সত্য মিথ্যা তাহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এ কথা গুলি অমূলক। ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু এ কথা গুলির অমূলকতা প্রমাণ করিবার অনেক আছে। তন্মধ্যে গুটিকতক আমি উল্লেখ করিব।

১। সক্রেটিস (Socrates) অতি বৃদ্ধ কালে বাজনা বাজাইতে শিখিয়াছিলেন।

২। কেটো (Cato) ৮০ বৎসরের সময় গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করেন।

৩। প্লুটার্ক (Plutarch) প্রায় ৮০ বৎসরের সময় লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন।

৪। বুকাসিয় (Boccacio), ডাণ্টি (Dante) প্লুটার্ক (Plutarch) ৩৫ বৎসরের সময় টস্কান (Tuscan) ভাষা শিক্ষা করেন।

৫। স্যর হেনরী স্পেলম্যান (Sir

Henry Spellman) যৌবন কালে দর্শন শাস্ত্রে অবহেলা করেন, কিন্তু ৬০ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি একজন বিখ্যাত প্রাচীন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও উকীল হইয়া উঠেন।

৬। ডাক্তার জন্সন তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পুর্ব্বে ডচ্ (Dutch) ভাষা শিক্ষা করেন।

৭। লুডোভিকো মোনল্‌ডেস্কো (Ludovico Monaldesco) ১১৫ বৎসরের সময় তাঁহার জীবনকালের ইতিবৃত্ত লেখেন।

৮। অগিল্বি (Ogilby) ৫০ বৎসর বয়ক্রমের পর লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া হোমার (Homer) ও ভার্জ্জিল (Virgil) অনুবাদ করেন।

৯। ফ্র্যাংকলিন (Franklin) ৫০ বৎসরের সময় দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

১০। ড্রাইডেন (Dryden) ৬৮ বৎসর বয়ক্রম কালে ইলিয়াড (Iliad) ভাষান্তর করেন।

আমরা এই প্রকারে শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি যদ্দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে অনেক লোক হয়, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে নতুবা তাহাদের আমোদের নিমিত্তে, অধিক বয়সে অপর অপর বিষয় শিক্ষা করিয়াছে। যাহারা জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞ লোকদের বিষয় পড়িয়াছেন, তাঁহারা বেশ জানেন যে, কেবল রুগ্ন ও অলস ব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে—আমাদের অনেক বয়স হইয়াছে, আমাদের লেখা পড়ার সময় চলিয়া গিয়াছে, এখন আর ও সব মাথায় থাকে না।

লুসিয়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নৈরাশ।

" Then black despair,
The shadow of a starless night, was thrown
Over the world in which I moved alone "
Shelly.

আমরা লুসিয়াকে বৃক্ষতলে নিদ্রিত দেখিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম। এখন বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে। লুসিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ভাবিল হয় ত সে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছে। এখনও এত পথ হাটিতে হইবে। আর বিলম্ব করিব না—এই বলিয়া সে ত্বরায় পেট্রাভিমুখে গমন করিল। লুসিয়া যাইতে যাইতে কত বিষয় ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিল—যদি প্রান্তর মধ্যে মরি তাহা হইলে আমার সমাধি দিবার ত কেহ নাই, হয় ত গৃধ্র আসিয়া আমাকে ভক্ষণ করিবে নতুবা বন্য পশু আমার মাংস ভোজন করিবে।

এই প্রকারে লুসিয়ার মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। যত

বেলা হইতে লাগিল ততই সে আরও ক্লান্ত হইতে লাগিল এবং তাহার মনও নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল,—'হায়! কেন আমার মৃত্যু হয় না, তাহা হইলে ত আমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।'

লুসিয়া এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার পা আর উঠিতেছে না, তাহার আর চলিবার শক্তি নাই। সূর্য্যও প্রায় অস্ত যায়।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। লুসিয়া রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু বন্য পশু হইতে কিরূপে উদ্ধার হইবে সে বিষয় সে একবারও ভাবিল না, বরঞ্চ ঈশ্বরের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল এবং তাঁহার উপরে সমস্ত নির্ভর রাখিল। লুসিয়া ভ্রমণকালে পর্ব্বতে অনেক গুলি গুহা দেখিয়াছিল। এক্ষণে তাহাদেরই মধ্যে একটী রাত্রি যাপন করিবে স্থির করিল। সে বেশ করিয়া জানিত যে যদি বন্য পশু তাহাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহার বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই। এক্ষণে সে ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার সহিত অবশ্যই থাকিবেন। তাহার আর কিছুরই ভয় নাই। কিছুক্ষণ পরে সে একটী গহ্বর দেখিতে পাইল, ইহা অতি প্রশস্ত। ভিতরে বালুকা বিস্তৃত রহিয়াছে এবং পর্ব্বত তাহার ছাত ও দেয়াল স্বরূপ হইয়াছে, তাহার দেখিয়া বোধ হইল যে তাহাতে কোন বন্য পশু বাস করে না, কেননা তাহা হইলে বালুকার উপরে তাহার পদচিহ্ন দেখা যাইত। সে গহ্বরে প্রবেশ করিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া 'প্রভুর প্রার্থনা' 'বিশ্বাসের পদার্থ' 'হর্ষদায়ি পুণ্য আলো' (আদিম মণ্ডলীর একটী গীত) আবৃত্ত করিল। তৎপরে আপনার ও আপনার পরিবারের কুশলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। অনন্তর সে টোগা দ্বারা আপনাকে উত্তম রূপে আচ্ছাদন করিয়া নিদ্রা গেল।

নিদ্রাকালে সে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিল। সে দেখিল—সে যেন পুনর্ব্বার ভ্রমণ করিতেছে। ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটী অদ্ভুত পর্ব্বত শিখর দেখিতে পাইল।

ইহা অতি উচ্চ। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র পথ আছে। আবার সেই পথটী মেঘ দ্বারা আবৃত। এই পথটি কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি বামে ও একটী দক্ষিণে গিয়াছে। দক্ষিণ পথটী একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতাভিমুখে গিয়াছে। অন্যটী একটী বিস্তৃত প্রান্তর মধ্য দিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাহাড়ের ভিতর হইতে দুইটী কদাকার মনুষ্য বাহির হইয়া লুসিয়ার দিকে আসিতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া লুসিয়ার মনে ভয় হইল, এবং কি করিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। এময় সময় কে যেন তাহাকে বলিল—শীঘ্র বাম দিকে দৌড়িয়া যাও, তাহা শুনিয়া সে বাম

দিকে অগ্রসর হইল, ইহাতে সে মনুষ্যেরা তাহার পশ্চাতে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার বোধ হইল সে যেন আর দৌড়াইতে পারিতেছে না। দুরাত্মারা এখনই আসিয়া তাহাকে ধরিবে। এমন সময়ে সে কিঞ্চিৎ দূরে দুই জন যাত্রিককে উষ্ট্র পৃষ্ঠে আসিতে দেখিল। সে তাহাদিগকে দেখিয়া 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ লুসিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্ন দেখিয়া তাহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল।

এতক্ষণ সে সিংহের বিষয় ভাবিতেছিল। সে সিংহ শত্রু অপেক্ষা মনুষ্য শত্রুকে আরো অধিক ভয় করিত। ইহা ভাবিয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

প্রান্তর একেবারে নিস্তব্ধ। বাতাসের একটু চিহ্ন মাত্র নাই, বৃক্ষ পত্রাদি সকল নিস্তব্ধ রহিয়াছে। তারকারাশি ঝিক্‌মিক্ আলো দিতেছে—তাহারা যেন বলিতেছে—আমরা অনেক দূরে রহিয়াছি—সেই জন্য তুমি আমাদের এত ক্ষুদ্র দেখিতেছ।

লুসিয়ার ভয় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল—স্বপ্ন দেখিয়া অবধি—তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত দিন ভ্রমণে সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে পুনরায় নিদ্রাভিভূতা হইল।

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে সূর্য্যকে তাহার মস্তকের উপরে দেখিতে পাইল। আমাদের লুসিয়া এক জন ধনী লোকের কন্যা, সামান্য লোকের কন্যা হইলে বোধ হয়, বলিয়া দিতে পারিত যে এখন সময় কত। যাহা হউক লুসিয়া রৌদ্র উঠিয়াছে দেখিয়া আর অপেক্ষা করিল না, সে পুনরায় যাত্রা করিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এক্ষণে বেশ আলো হইয়াছে—পথ খুঁজিয়া পাইবার কিছু অসুবিধা হইল না।

নিদ্রার পর লুসিয়া শরীরে নূতন বল পাইয়াছে, এক্ষণে আর তাহার কষ্ট বোধ হইতেছে না। গহ্বরের অনতি দূরে একটি পুষ্করিণী রহিয়াছে ইহার জল পানাপযুক্ত না হইলেও লুসিয়া তাহা পান করিল এবং আপন হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া নিজের বোতলে এক বোতল জল লইল। তৎপরে সে যাত্রা আরম্ভ করিল। এইবারে লুসিয়া একটু কষ্টে পড়িল। লুসিয়া যে উপত্যকা দিয়া যাইতেছে তাহা পর্ব্বত দ্বারা এ রূপে আবৃত যে, সূর্য্য-রশ্মী উত্তম রূপে তাহাতে পতিত হইতেছে না। ক্রমশঃ বেলা হইতে লাগিল সূর্য্য তেজ আরও প্রখর হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে যেমনই একটি পর্ব্বত নিম্নে গিয়া উপস্থিত হইল অমনি কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। লুসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। একজন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া শুনিল। কে ডাকিল? বোধ হয় তাহার পিতা, কারণ সেই স্বরটী তাহার

পিতার বলিয়া বোধ হইল। কিম্বা যাত্রিকের মধ্যে কেহ ডাকিল। তাহারাই বা তাহার নাম কি প্রকারে জানিবে? লুসিয়া ভাবিল যখন এ ব্যক্তি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল অবশ্যই সে তাহার কোন পরিচিত লোক হইবে। তাহা হইলে তাহার ভ্রমণের অনেক সুবিধা হইবে। এই সময়ে কে যেন আবার—'লুসিয়া! লুসিয়া!' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। লুসিয়া স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব হইতে ডাকিতেছে।

লুসিয়া—হাঁ যাইতেছি, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোথায়? সেই সময়ে সে আবার 'লুসিয়া! লুসিয়া বলিয়া ডাকিতে শুনিল। লুসিয়া বলিল 'দাঁড়াও দাঁড়াও আমি যাইতেছি,' এই বলিয়া সে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে দৌড়িয়া গেল। কিন্তু কৈ? সে স্থানে ত কেহ নাই। সকলেই নিস্তব্ধ। বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে। ক্লান্তা বালিকা বলিল, সে কোথায়? হে ঈশ্বর! আমার সাহায্য কর, নতুবা আমি কখনই তাহার সঙ্গ ধরিতে পারিব না। পুনশ্চ কে 'লুসিয়া! লুসিয়া!' বলিয়া ডাকিল। দুর্ভাগ্য লুসিয়া—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ঈশ্বরের নামে বলিতেছি দাঁড়াও, আমি যত শীঘ্র পারিতেছি যাইতেছি—এই বলিয়া সে মনুষ্য ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সেই দিকে প্রাণপণে অগ্রসর হইল।

লুসিয়া! কেন তুমি তোমার বল ও পরিশ্রম মিথ্যা ব্যয় করিতেছ? তুমি কখন শুন নাই, যে মরুভূমির মধ্যে এই প্রকার ধ্বনি শুনা গিয়া থাকে, তুমি কি জান না যে অসদাত্মা মনুষ্যকে বিপদে ফেলিবার নিমিত্তে এই প্রকারে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে নিধন করিয়া ফেলে? যদিও শয়তানের কল্পনা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হয় না, এবং তাহার অসৎ ইচ্ছা তিনি সুফলে পরিণত করান, তথাপি অদ্য তোমাকে কি যাতনাই ভোগ করিতে হইল।

লুসিয়া এদিক ওদিক করিয়া চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। যে দিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকেই যাইতে লাগিল। সে আপনাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বোধ করিল, ভাবিল, কেন আমি আমার বন্ধুকে পাইতেছি না। তাহার বন্ধু যে তাহাকে অকারণে এত কষ্ট দিবে তাহা তাহার বিশ্বাস হইল না। যতবার সে তাহার নামকরণ শুনিতে পাইল, ততবারই সে চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। অনন্তর সে নিতান্ত ক্লান্তা ও শ্রান্তা হইয়া বালির উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া বলিল,—আর আমি দৌড়াইতে পারি না। যদি তুমি আমাকে চাও, আমার কাছে আইস। সে স্পন্দহীন হইয়া বালির উপর পড়িয়া রহিল। নৈরাশ্য আসিয়া তাহার অন্তঃকরণ অধিকার করিল। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। এমন

সময় কে যেন তাহাকে কাণের কাছে আসিয়া বলিল—লুসিয়া! লুসিয়া চমকাইয়া উঠিল। সে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন সে আর্ত্তস্বর করিয়া বলিল—হে ঈশ্বর! ইহা কি? ইহা কি মোহ? তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে বালির উপর আবার পড়িয়া গেল। লুসিয়া অচৈতন্য হইল। চৈতন্য উদয় হইলে সে আর কাহাকেও তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিল না।

নবম অধ্যায়।

She is not dead,—the child of our affection,—
But gone unto that school
Where she no longer needs our poor protection,
And God Himself doth rule.
Longfellow.

টরবো সকলকে কিছু অগ্রে যাইতে বলিয়া সিংহের শরীর হইতে কিছু মাংস কাটিয়া লইলেন। এবং তাহা বৃক্ষ পত্রে উত্তম রূপে জড়াইয়া অতি সাবধানে কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া লইলেন। সিংহের মাংস যদিও বড় সুস্বাদু নহে, তথাপি খাদ্যাভাবে লোকে কি না করিয়া থাকে?

কিছুক্ষণের মধ্যে টরবো পুনর্ব্বার তাহাদের সঙ্গ ধরিলেন। যে একটু পিঠা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহা ছেলেদেরই মধ্যে কিছু কিছু অংশ করিয়া দিলেন। ফ্লোরেন্টিয়স ও তাহার পিতা কিছু অগ্নি প্রস্তুত করিয়া সিংহ মাংস দগ্ধ করিয়া লইলেন। ভিরিয়া ও তাহার মাতা কিছু ভক্ষণ করিলেন না। অন্য ছেলে গুলিও তাহা খাইতে পারিল না। সিংহ মাংস অপকৃষ্ট ও বাসি ভেড়ার মাংসের ন্যায় বোধ হইল। কেহই সন্তোষ পুর্ব্বক আহার করিতে পারিলেন না। তাহাদের আহার শেষ হইলে টরবো বলিলেন,—যাহা হউক, ঈশ্বর আজও আমাদের রক্ষা করিলেন, তিনি প্রত্যহই আমাদের রক্ষা করিতেছেন। সেই জন্যই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কল্যও তিনি আমাদের রক্ষা করিবেন, কিন্তু কি করিয়া করিবেন তাহা বলিতে পারি না।

ফ্লোরেন্টিয়স বলিলেন,—বাবা! সেই পুরাতন গল্পটী স্মরণ করুন, 'খাদক হইতে খাদ্য ও বলবান হইতে মিষ্টতা নির্গত হইল।'

টরবো। 'ফ্লোরেন্টিয়সকে বলিল,—আমরা এমন স্থলে ও কথা গুলির শেষাংশ প্রয়োগ করিতে পারি না। কিন্তু যাহা হউক, ঈশ্বর আমাদের যাহা দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত।'

আবার সকলে যাত্রা আরম্ভ করিল। ছেলে গুলি আহ্লাদে দৌড়াদৌড়ি করিয়া চলিতেছে। সিসিলিয়া ঈশ্বরের উপর সম্পুর্ণ নির্ভর রাখিয়া চলিতেছেন। টরবো সকলকে আমোদিত করিবার নিমিত্তে কখন গল্প করিতেছেন, কখন সন্তোষজনক কথা বলিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেছেন, কখন বা

সকলকে হাসাইতেছেন। কেবল ভিরিয়া চুপ করিয়া যাইতেছে। সে কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না। তাহার বদন অতি ম্লান। ভিরিয়ার কি হইয়াছে, তাহা কেহই জানে না। পাঠক! বল দেখি সে কি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছে। কিম্বা সে পিতা মাতার ক্রোড়ে বসিয়া ভ্রমণ করিতে চাহে? না! সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে। তবে তাহার কি হইয়াছে? সে অসুখী, তাহার মনে সুখ নাই। কেন? সে অসুখী কেন? তাহা সে নিজেই জানে না। সকলে মনে করিল হয় ত সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছে। তাহার পিতা তাহাকে কতক দূর ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চলিলেন। এই প্রকারে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

ফ্লোরেন্টিয়স বলিল,—'বাবা আপনাকে একটী কথা বলিতে চাই, কেবল অপনাকে বলিব, আর কাহাকেও নহে।'

'কি বলিতে চাও বল?'

'আমি আবার সেই সিংহটী দেখিয়াছি।'

'না, তাহা হইতে পারে না। তুমি কি সত্য সত্যই তাহাকে দেখিয়াছ?'

হাঁ, আপনি ওখানে যান, এখনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন।

তখন তিনি সিসিলিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—আমি এখনি আসিতেছি, তোমরা এই স্থানে অপেক্ষা কর।

সিসিলিয়া স্বামীকে ব্যস্ত দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে বোধ হয় তাঁহাদের কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই জন্যই টর্‌বো এতদ্রূপ ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু সে বিপদটী কি প্রকার, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। টর্‌বো সে স্থান হইতে এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন যে, সিসিলিয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলেন না। তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল।

ইতিমধ্যে টর্‌বো পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া সিংহটীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—সিংহটী প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে বিচরণ করিতেছে। সে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাহাকে দেখিয়া তিনি পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলেন।

প্রায় সন্ধ্যার সময় তাহারা একটী অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মরুভূমির মধ্যে তাহারা এই প্রথম অরণ্য * পাইলেন। ইহা দেখিয়া একটী ছোট গ্রাম বলিয়া বোধ হয়। ভ্রমণকারীরা ভ্রমণ কালে এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকে। বিশ্রাম স্থান পাইয়া টর্‌বো অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহারা ক্রমশঃ পোর্টার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। এখানে একটী জলোৎস রহিয়াছে। পথিকেরা ভ্রমণকালে ইহার জল পান করিয়া থাকে। ইহা অতি স্নিগ্ধকর।

* ইহাকে ইংরাজিতে oaxsis বলে।

এই অরণ্যটী পথিকদের আড্ডা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল পথিকেরাই এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে এবং বন্য ফল খাইয়া জলোৎসের জল পান করিয়া তৃপ্ত হয়।

ছেলেরা বৃক্ষ হইতে জাম পাড়িতে লাগিল। টর্‌বো তাহাদিগকে অধিক দূরে যাইতে নিষেধকরিয়া বলিলেন,—অধিক দূরে যাইও না, ইহা অত্যন্ত বৃহৎ অরণ্য, হয় ত কোন বিপদ ঘটিতে পারে!' তৎপরে তিনি আসিয়া সিসিলিয়ার নিকট বসিলেন,—ফ্লোরেণ্টিয়স কতক গুলি জাম সংগ্রহ করিয়া আসিয়া মাতাকে দিল। টর্‌বো ও সিসিলিয়া বৃক্ষ তলে বসিয়া তাহা খাইতে লাগিলেন। ছেলেরা চেঁচাচেঁচি দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেছে। ভিরিয়া আহ্লাদে একবার ভ্রাতাদের নিকটে, একবার পিতা মাতার নিকটে যাইতেছে। তাহাদের আহ্লাদ দেখিয়া টর্‌বো ও সিসিলিয়া মহা সুখী হইলেন। টর্‌বো বলিলেন, তোমরা কিছু বিশ্রাম কর, কেন না ক্লান্ত হইলে অধিক দূর হাঁটিতে পারিবে না।

ভিরিয়া বলিল,—না বাবা, আমি ক্লান্ত হই নাই, আমি আর কতক গুলি জাম লইয়া আসিয়া আপনাদের কাছে বসিব।

ভিরিয়া কি বলিল তাহার অর্থ সে নিজেই বুঝিল না। সে কি সত্য সত্যই জাম লইয়া আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার পিতৃ ও মাতৃক্রোড় অধিকার করিবে। টর্‌বো ও তাঁহার পত্নী কি সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া ভিরিয়াকে ছাড়িয়া দিলেন। ভিরিয়া তুমি কি তোমার পিতৃক্রোড়ে বসিতে পুনশ্চ আশা করিতেছ? হা, তুমি বসিবে বটে। কিন্তু এক্ষণে নহে। এ জগতেও নহে। তুমিও যেমন তোমার ভাবি বিষয় অজ্ঞ, তোমার পিতা মাতাও সেই রূপ অজ্ঞ। তুমি আবার তোমার পিতা মাতার কোলে বসিবে বটে, কিন্তু এক্ষণে নহে। যখন সেই সুখময় ভোজনে বসিবে, তখনই তোমার পিতাকে পাইবে।

ভিরিয়া জাম আনিতে চলিয়া গেল। সিসিলিয়া টর্‌বোকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কি ঠিক জান, যে ঐটী সেই সিংহ?'

টর্‌বো। আমি অনেক দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু ফ্লোরেন তাহাকে দেখিয়াছে এবং সে তাহাকে চিনিতেও পারিয়াছে! অদ্য আমাদের অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। যদি সে আমাদের পশ্চাৎ লইয়া থাকে তাহা হইলে মহা বিপদ। আবার এইটী সেই সিংহ না হইলেও হইতে পারে। সিসিলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে কখন আমরা আবার যাত্রা আরম্ভ করিব।

টর্‌বো। এখনও সময় আছে। এখনও সূর্য্য অস্ত যাইবার প্রায় চারি ঘণ্টা আছে। সন্ধ্যা হইতে হাঁটিতে তত কষ্ট হইবে না।

কোন কোন সময়ে স্ত্রীলোকেরা

ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কহিয়া থাকে। যথা,—যখন তাহারা পুরুষকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা ব্যথিত দেখে। যে সময়ে পুরুষ অত্যন্ত কষ্টে পড়ে কিম্বা মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে সে পুরুষের সহিত চাতুরি করিয়া থাকে। যাহাতে পুরুষের কষ্টের হ্রাস হয়, যাহাতে সে সুখী হয় তাহারই জন্যে সে প্রাণপণ করিয়া থাকে।

আমাদের সিসিলিয়া এখন টর্‌বোর সহিত সেই চাতুরি করিলেন। টর্‌বোকে নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত দেখিয়া যাহাতে তাহার হ্রাস হয়, তাহা করিতে যত্নবতী হইলেন। সিসিলিয়া বলিলেন,—কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে মরুভূমিতে আমরা এতদূর ভ্রমণ করিতে পারিয়াছি। দেখ আমার কিছুই কষ্ট বোধ হইতেছে না, বরঞ্চ প্রান্তর দেখিয়া আমার মনে আনন্দ জন্মিতেছে।

টর্‌বো। হাঁ ঈশ্বর! এই রূপে ইস্রায়েলদিগকে ৪০ বৎসর ভ্রমণ করাইয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদের পাও ফুলে নাই, তাহাদের জুতাও নষ্ট হয় নাই।

সিসিলিয়া। 'এবং প্রান্তর মধ্য দিয়া তাঁহার আদিকৃত রাজ্যে——ও কি, ও কিসের শব্দ?

একটী ভয়ানক শব্দ হইল। বোধ হইল কে যেন ঝম্প দিয়া গাছের উপর পড়িল। বৃক্ষের ডালাপালা মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎপরে সকলই নিস্তব্ধ। অমনি ছেলেরা চীৎকার করিয়া পিতা মাতার নিকটে ফিরিয়া আসিল। সকলে আসিয়াছে, কিন্তু ভিরিয়া কোথায়? পাঠক! এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত সে শিশুটী কে?

মেরী যোন্স।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই তন্তুবায়ের ভার্য্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিল, বলিল যাকুব আজ তুমি প্রার্থনা সভায় যাইতে পারিবে না। বড় দুঃখের বিষয় এবং সভ্যগণও তোমার অনুপস্থিতিতে দুঃখিত হইবে। যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই সভা সকল আমাদিগের আত্মার মঙ্গলার্থে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি তোমার শরীর ও আত্মার পরীক্ষার নিমিত্ত এই বেদনা তোমার বুকে উপস্থিত করিয়াছেন এবং তিনি যে পর্য্যন্ত না অনুগ্রহ করিয়া এই বেদনা দুর করেন, ধৈর্য্য সহকারে ইহা সহ্য করিতে হইবে।

যোন্স উত্তরে কহিল;—" মলি তুমি যথার্থ বলিয়াছ," কিন্তু আমি যে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হই নাই, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই। তিনি এখন আমাকে যথেষ্ট শক্তি দিয়াছেন, যাতে আমার কার্য্য করিতে সক্ষম হই, মলি, তুমি কি জন্য আমার অপেক্ষা করিতেছ? এতক্ষণে অবশ্য দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, তোমার যে বিলম্ব হইবে।

মেরী যোন্স কহিল ;—আমি মেয়েটীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। সে লণ্ঠন আনিতে গিয়াছে, তাহাদের কন্যাটীর নামও মেরী, সেই জন্য যাকুব তাহাকে মলি বলিয়া সম্ভাষণ করিত। যাকুব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, তুমি ভাল মনে করিয়াছ, এই অন্ধকার রাত্রিতে বিনা আলোতে বাহির হওয়া উচিত নহে। প্রতি সভা রাত্রিতে দেখিও যেন লণ্ঠান লইয়া যায় ; সভায় যাইতে মেরী অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু লণ্ঠান ব্যতীত তাহাকে যাইতে দিও না।

হা, আমরা বাইবেলের যাহা কিছু জানি তাহা সমস্তই তাহাকে শিখাইয়াছি, কেমন না যাকুব ? সে এখন ৮ বৎসরের, কিন্তু আমার স্মরণ হয় সে যখন নিতান্ত ছোট ছিল। তখন প্রতি রবিবারে কেমন তোমার কোলে বসিয়া অব্রাহাম, যুসফ, দাবিদ ও দানিয়েলের জীবন চরিতের কত গল্প শিখিত। ধর্ম্ম পুস্তক লিখিত বা অন্য বিষয় সম্বন্ধেই হউক, গল্প শিখিতে আমাদের মেরীর মত কাহাকেও দেখিতাম না। আহা ! ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কিন্তু এই সে আসৃছে। হাঁ মা ! তোমার লাণ্ঠান আনিতে এত দেরী হইল কেন ? চল আমরা শীঘ্র যাই নতুবা বিলম্ব হইবে।

ক্ষুদ্র মেরী উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয়ে তাহার মাতার মুখপানে তাকাইল এবং কহিল, হাঁ মা। লণ্ঠন আনিতে দেরি হইয়াছে, দেখিলাম আমাদিগের লাণ্ঠনটী খারাপ হইয়া গিয়াছে, জ্বলিবে না, সেই জন্য উইলেমসের বাতিটী আজিকার মত ধার করিয়া আনিতে হইল।

চন্দ্রালোকে অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, লণ্ঠান না হইলেও আজ আমার চলে ত ; "হাঁ মা ! কিন্তু তাহা হইলে আমি যাইতে পারিতাম না, এবং আমি যাইতে কত ভাল বাসি তুমি জান। মলি হাসিয়া কহিল, "সে কথা আর আমাকে জানাইতে হইবে না—নাও এখন এস। যাকুব আমরা এখন চলিলাম। কন্যাটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাবা আমরা আসি—আপনিও যাইতে পারিলে বড় ভাল হইত। এই কথা বলিতে বলিতে মেরী তাহার পিতার সন্নিকটস্থ হইয়া সাদরে তাঁহাকে চুম্বন করিল। "আচ্ছা এস মা। কিন্তু যাহা শুনিবে সমস্ত মনে করিয়া রাখিও যেন বাটী ফিরিয়া আসিয়া তোমার বৃদ্ধ পিতাকে সেই সমস্ত আবার বলিতে পার।" কুটীরের বহির্দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং মাতা ও কন্যা সেই রাত্রির শীতল বায়ু ভেদ করিয়া প্রার্থনা গৃহাভিমুখে চলিল।

নিশানাথ একটী ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের অন্তরালে স্বীয় মুখ লুকাইল। মেরী যে লাণ্ঠনটী ধার করিয়া আনিয়াছিল, তাহা এখন বিশেষ উপকারে লাগিল। সে এরূপ ভাবে তাহা ধরিল, যেন তাহার আলোক পথি মধ্যে পড়ে এবং তৎসাহায্যে যেন তাহারা অগ্রসর হইতে পারে। যে পথ ধরিয়া তাহারা

চলিতেছিল, তাহা অন্ধকার রাত্রিতে এমনই দুর্গম যে তাহা আলোক সাহায্য ব্যতীত পরিভ্রমণ করা দুঃসাধ্য প্রায়।

পথিমধ্যে যোন্স পত্নি তাহার কন্যার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিল, "তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও পথের আলোক স্বরূপ" মেরী কহিল "মা! আমিও ঐ কথাটীর বিষয় এখনই ভাবিতেছিলাম। আহা, আমি যদি এই রূপ আরও কয়েকটী শব্দ জানিতাম।

তাহার মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যদি আমি ও তোমার পিতা আরও অধিক তোমাকে শিখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা কত আনন্দিত হইতাম। কত বৎসর হইল আমরা শিখিয়াছিলাম এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাদের স্মরণ শক্তিও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে এবং তুমি জান যে আমাদের ঘরে বাইবেল নাই। এই রূপ কথোপকথনে পথ অতিক্রান্ত করিয়া মাতা ও কন্যা সভা গৃহে প্রবেশ করিল। সেখানকার ভজনালয়ে কয়েকটী লোক প্রত্যেক সপ্তাহে উপাসনার্থে সেই গৃহে একত্রিত হইত।

পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল এবং উপাসনা আরম্ভ হইবার পর তাহারা সভাগৃহে উপস্থিত হয়। ইভান্স তাহার বেঞ্চিতে তাহাদিগের নিমিত্ত স্থান করিয়া দিল, এবং যে গানটী হইতেছিল, তাহা মিসেস্ যোন্সের জন্য বাহির করিয়া বালিকাদিগের মধ্যে মেরী একাকী ছিল, কিন্তু তাহার এরূপ গম্ভীর প্রকৃতি, এরূপ ভক্তিভাব, যে তাহাকে সেখানে দেখিয়া কেহই এরূপ বলিতে পারিত না যে সে সেই মত গৃহের উপযুক্ত নহে। প্রত্যেকে তাহাকে আপনাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত করিত, এবং তাহার উপস্থিতিতে সর্ব্ব সময়েই আনন্দ প্রকাশ করিত।

উপাসনা সমাপ্ত হইলে, যখন মেরী লণ্ঠান জ্বালাইয়া তাহার মাতার সহিত বাটী ফিরিতে প্রস্তুত, তখন ইভান্স তাহার বৃহৎ হস্ত মেরীর কোমল স্কন্ধে স্থাপন করিয়া কহিল, কুমারি! এই রূপ সভায় যোগ দিতে তুমি এখনও অল্প বয়স্ক, কিন্তু প্রভু যেরূপ মেষাদিগকে, সেই রূপ মেষশাবকদিগকেও চাহেন এবং শাবকগণ বাল্যকালে তাঁহার রব বুঝিতে শিক্ষা করিলে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন। এই বলিয়া ইভান্স সুমিষ্ট পিতৃসম প্রেম সম্ভাষণে তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, কিন্তু সেই বালিকার গম্ভীর মূর্ত্তি, উদার প্রকৃতি, ভক্তিরসের বাহুল্যতা এবং ভবিষ্যৎ সততা ও উপকারিতা শক্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল।

চলিতে আরম্ভ করিয়াই মেরী কহিল "মা! আমাদের নিজের বাইবেল নাই কেন?" তাহার মাতা বলিল বাইবেল অতি অল্পই আছে এবং আমাদিগের এমন অবস্থা নহে, যাহাতে আমরা একটী কিনিতে পারি, তোমার

পিতা যে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সৎব্যবসা বটে, কিন্তু তাহাতে কেহ ধনী হইতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্য আমাদিগের নিকট থাকিলে তাহা মূল্যবান সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার শিক্ষা সকল এবং সত্য সকল যদ্যপি আমাদিগের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাদিগের পক্ষে অধিকতর মূল্যবান জানিবে। দেখ, মা! তোমাকে বলিতেছি যাহারা ঈশ্বরকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহারা বাইবেলের প্রধানতম শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং যাহারা পাপ ক্ষমা, আন্তরিক শান্তি এবং অতঃপর অনন্ত জীবন লাভের নিমিত্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা তাঁহার বাক্য ও ইচ্ছা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতে পারে। মেরী কহিল, মা! তুমি এত দিন অপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ বলিয়াই এখনও অপেক্ষা করিতে পার, কিন্তু আমার পক্ষে ইহা নিতান্ত সুকঠিন। যতবার আমি ধর্ম্ম পুস্তক হইতে কোন কথা শুনি তখন আরও শুনিতে আমার আগ্রহ বাড়ে এবং আমি যখন পড়িতে শিখিব তখন আমার পক্ষে এরূপ সহ্য করা আরও কঠিন হইবে। মেরির মাতা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া একটী প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কোন আঘাত লাগে নাই।

মেরী যে বিষয় আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধীয় চিন্তা সমূহে তাহার চিত্ত এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, যে সে ভাল করিয়া লণ্ঠান না ধরায় তাহার মাতা সম্মুখস্থ প্রস্তর খণ্ড দেখিতে না পাওয়ায় তাহাতে উছোঁট খাইয়া পড়িয়া যায়। গাত্র ঝাড়িয়া উঠিবার সময় মলি কহিল, উপস্থিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, এরূপ পতন হইতে আমরা কত শিক্ষা লাভ করিতে পারি। যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদিগের চরণের প্রদীপ ও পথের আলোক স্বরূপ, তাহা যদ্যপি আমরা উপযুক্ত রূপে ব্যবহার না করি এবং তাহার আলোক দ্বারা আমাদিগের দৈনিক কার্য্যে চালিত না হই, তাহা হইলে তাহাও আমাদিগকে সময়ে সময়ে পতন হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। মা! এই কথাটি সর্ব্বদা তুমি স্মরণে রাখিও। ছোট মেরী ইহা স্মরণে রাখিয়াছিল। একজন সামান্য অশিক্ষিত প্রভুর দাসী দত্ত সামান্য শিক্ষা মেরী যে তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিহিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে বহুল রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

স্বর্গারোহণ।

খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণে কি উপকার হয়?

(১) খ্রীষ্টের অঙ্গীকার। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি পিতাকে নিবেদন

করিব, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে অন্য এক শান্তিদাতা দিবেন।" যোহন ১৪, ১৬, ১৭, ২৬। তিনি তোমাদের সহায়, শান্তিকর্ত্তা, বলদাতা হইবেন। লূক ২৪; ৪৯, প্রে, ক্রি ১; ৮।

(২) ঈশ্বর চিরকাল বিরাজমান আছেন।

"তুমি ঊর্দ্ধে উন্নীত হইয়াছ, মনুষ্যদের জন্য দান প্রাপ্ত হইয়াছ। যেন প্রভু ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে বাস করেন।" গীত ৬৮; ১৮। ইফি ৪; ৮। যোহন ১৪; ১৬।

(৩) খ্রীষ্ট না গেলে এই সকল উপকার হইবে না। তিনি স্পষ্ট করিয়া এ বিষয়ে বলিয়াছিলেন। আমি যদি না যাই, শান্তিদাতা তোমাদের নিকট আসিবেন না; আমি গেলে তাঁহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব।" যোহন ১৬; ৭।

২। খ্রীষ্টের যাওয়া কি জন্য উপকারজনক তাহার কতক গুলি কারণ নীচে দেওয়া যাইতেছে।

(১) যদিও শরীর সম্বন্ধে খ্রীষ্ট আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইবেন না, তথাপি পবিত্র আত্মা আসিলে পর তিনি আপন লোকদের সহিত বাস করিবেন। যোহন ১৪; ১৭, ১৮। আর বাহ্যিক উপস্থিতি দ্বারা নয়, কিন্তু অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিরাজ করিবেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে, মধ্যে ও ভিতরে বাস করিবেন।

(২) সময় আর স্থান দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি আর সীমাবদ্ধ হইবে না। যখন এই পৃথিবীতে তিনি বাস করিতেন, তখন তিনি কেবল এক নির্দ্দিষ্ট জায়গায় থাকিতেন, কিন্তু আরোহণের পর তিনি সকলের সঙ্গে, জগতের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবেন। মথি ২৮; ২০।

(৩) তিনি শারীরিক ভাবে আমাদের সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশ্বাস কত বড় জিনিস তাহা একবার মনে কর। বিশ্বাস সম্বন্ধে শাস্ত্রে কত কথা আছে মনে কর। যোহন ২০; ২৯। ২ করি ৪, ১৮। ৫; ১ পিত ১; ৮।

৩। খ্রীষ্ট স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তিনি আপনার রাজ-সিংহাসনে বসিয়াছেন। সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ করিয়া তিনি মহা যাজকের ন্যায় পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াছেন, আমাদের জন্য বিনতি করিতেছেন, যেন আমরা বিশ্বাস ও সাহস পূর্ব্বক অনুগ্রহের সিংহাসনের নিকট যাইতে পারি। হিব্রু ৪; ১৪, ১৫, ১৬। যোহন ১৬; ২৪। তিনি আমাদের জন্য গৃহ প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন। যোহন ১৪; ২। এ অতি আশ্চর্য্য রমণীয় গৃহ! মনুষ্য কখন কল্পনা দ্বারা ও তাহার পূর্ণ ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসে, তাহাদের জন্য তিনি মনুষ্যের বোধের অগম্য বিষয় সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কিন্তু আপনার আত্মা দ্বারা আমাদিগের নিকট কিছু কিছু প্রকাশ করেন।

১ করি ২ ; ১০। সে কি তাহা নীচে দেখ।

(১) সৌন্দর্য্য : "তোমার চক্ষু তোমার রাজাকে সৌন্দর্য্যে পরিহিত দেখিবে।" যিশাইয় ৩৩ ; ১৭।

(২) গৌরব : "ঈশ্বরের গৌরব ইহাকে আলোক প্রদান করিবে।" প্রকা ২১ ; ২৩, ১১।

(৩) পবিত্রতা : প্রকা ১৯ ; ৮। ২ করি ৫ ; ২১।

(৪) আনন্দ : "তোমার উপস্থিতিতে আনন্দের পূর্ণতা।" গীত ১৬ ; ১১।

(৫) শান্তি : "ঈশ্বরের শান্তি বোধের অগম্য।" ফিলি ৪ ; ৭।

৪। সেই সৌন্দর্য্য, পূর্ণ ভাবে দেখিবে কাহারা? এ বিষয়ে কাহারও যেন সন্দেহ না থাকে। আর যত বিষয়ই অনিশ্চিত হউক না কেন, এটি নিশ্চয় সত্য যে, এখন পবিত্র না হইলে আমরা কখন তাঁহার দর্শন পাইব না। গীত ১৫। মথি ৫ ; ৮। এখন যাহাদের অন্তঃকরণ ঊর্দ্ধে উন্নীত হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহার সহবাসে থাকিবে। কল ৩ ; ১—৫। যাহারা এখন স্বর্গীয় আহারের জন্য ক্ষুধিত তাহারাই পরিতৃপ্ত হইবে। মথি ৫ ; ৬। এখন যাহারা সাহস পূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করে, তাহারাই তাঁহার সহিত আনন্দ করিবে। যাহারা জয় করে, তাহারাই অমৃত ফল ভক্ষণ করিবে। প্রকা ২১ ; ৭।

আমরা কি সেই গৃহের জন্য দিন ২ প্রস্তুত হইতেছি? সমস্ত অন্যায় কার্য্য, পাপ চিন্তা, দুষ্ট অভিলাষ বর্জ্জন করিয়া কি আমরা য়েশুর অনুগমন করিতেছি? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে জোর করিয়া যদি কেহ আমাদিগকে স্বর্গে পাঠায় তাহা হইলেও আমরা সুখী হইব না।

সাধু আগষ্টিনের পাপ স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অতএব হে পরমেশ্বর! তুমি কে? প্রভু পরমেশ্বর বিনা তুমি আর কি হইতে পার? কারণ তোমা বিনা অন্য প্রভু কে আছে? তুমি উচ্চ হইতেও উচ্চ, উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্ট, অতুল ক্ষমতাশালী ও সর্ব্বশক্তিমান ; তোমার দয়ার তুলনা নাই, অথচ তুমি পরম ন্যায়বান। তুমি যদিও গূঢ় হইতেও গূঢ় তথাপি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছ, তুমি পরম সুন্দর হইলেও দৃঢ়তায় সকলকে পরাস্ত করিয়াছ, স্থির হইলেও তুমি বুদ্ধির অগম্য এবং স্বয়ং অপরিবর্ত্তনশীল হইলেও সকলের পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছ। তুমি নূতনও নহ এবং পুরাতনও নহ, কিন্তু সকলকে নূতন করিতেছ ও অহঙ্কারীদিগের উপর তাহাদের অজ্ঞাতসারে জরা আনয়ন করিতেছ ; তুমি সতত কার্য্য-নিরত অথচ সর্ব্বদাই তোমার বিশ্রাম : সর্ব্বদা সংগ্রহ কর, কিন্তু তোমার কোন অভাব

নাই। তুমি সকলের আশ্রয় ও পরিপূরক এবং সকলের উপর পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। তুমি স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা ও পরিপোষক। তুমি অন্বেষণ কর অথচ তোমার সকলই আছে। তুমি ভালবাস কিন্তু শারীরিক প্রবৃত্তির অধীন হইয়া নহে। তোমার ঈর্ষা আছে, কিন্তু তাহাতে উৎকণ্ঠা নাই। তুমি অনুতাপ কর, কিন্তু ক্লেশ পরিশূন্য হইয়া থাক, ক্রোধ কর তাহাতে শান্তভাব তিরোহিত হয় না: তোমার কার্য্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছ, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য অপরিবর্ত্তনীয়, পাইলে আবার গ্রহণ কর কিন্তু কখনও হারাও না, তোমার কখনও অভাব হয় না অথচ লাভ হইলে আনন্দিত হও। তুমি কখন লোভ-পরতন্ত্র হইয়া অর্থ লালসা কর না বটে, কিন্তু ন্যায্য সুদও ছাড় না। ঋণী করিবার জন্য তু.ম অতিরিক্ত গ্রহণ কর—হে প্রভো! এমন কাহার কি আছে যাহাতে তোমার অধিকার নাই? তুমি ঋণ না করিয়াও পরিশোধ কর, অথচ তাহাতে তোমার কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। হে জীবনের জীবন পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর! আমি তোমার বিষয় কি বণনা করিলাম, কিম্বা অন্য ব্যক্তিরই বা কি সাধ্য যে তোমার গুণ বর্ণনা করিতে পারে? তথাপি হে প্রভো! যখন তোমায় কৃপায় মূক ও বাগ্মী হয়, তখন সেই ব্যক্তি অতি হতভাগ্য যে তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতে বিরত থাকে।

হে প্রভো! যেন আমি তোমাতে বিশ্রাম প্রাপ্ত হই ও তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পার এ জন্য হে সর্ব্ব মঙ্গলময়! এই রূপ আশীর্ব্বাদ কর যে আমি যাবতীয় পাপ কার্য্য বিস্মৃত হইয়া তোমাকে লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হই।

খ্রীষ্টিয় পূর্ণতা লাভের উপায়।

(১) খ্রীষ্টীয় পূর্ণতার উপযোগী উপকরণ; (২) সেই পূর্ণতা আবার সময় সাপেক্ষ; (৩) সমরোপযোগী উপায় চতুষ্টয়।

হে পাঠক! খ্রীষ্টীয় পূর্ণতার শেষ সীমায় গমন করিতে যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদ্যপি তুমি সর্ব্ব লোক স্রষ্টা পরমেশ্বরের সামীপ্য লাভ করণার্থে ব্যগ্র হইয়া থাক, অর্থাৎ পরম অত্যুৎকৃষ্ট ও অতি মহত্তম লাভ রূপ যে সেই পরমাত্মা পুরুষের সহিত তোমার আত্ম পুরুষের একীভাব সম্পাদনকরণ, এই বিষয়ের জন্য যদ্যপি সংকল্পারূঢ় হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে যেন এই তথ্যের উদয় হয় যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করণার্থে কোন্ কোন্ বিষয় উপযোগী হইতে পারে? এবং সেই সকল বিষয়ই বা কোন্ উপায়ে পূর্ণ হইতে পারে?

এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মত ও বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকার,—কাহারও এমন ধারণা যে, বাহ্যিক বিবিধ ক্লেশ

স্বীকার,—সাধনা উপলক্ষে বিবিধ উপায় অবলম্বন,—উপবাস, দীর্ঘকাল নিদ্রা ত্যাগ অর্থাৎ নিদ্রা তন্দ্রা প্রভৃতি শরীরের বিশ্রাম সুখ-প্রদায়ক উপায় পরিহারকরণ, ইচ্ছা পরতন্ত্র হইয়া শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির প্রতি অস্বাভাবিক ব্যবহারকরণ, শরীরকে নানা প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় পতিতকরণ, ইত্যাদি বিবিধ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করা যাইতে পারে।

আবার অনেক স্থূলবুদ্ধি বিশিষ্ট নর ও নারী জাতি মাত্রেরই এমনি সংস্কার ও বিশ্বাস যে, যাহারা ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতে পারে, তাঁহার গুণকীর্ত্তন অভ্যাস করিয়া নিয়ত আবৃত্তি করিতে পারে, উপাসনা ও প্রভু ভোজের সময় নিয়মিত রূপে ভজনালয়ে উপস্থিত থাকিতে পারে, তাবৎ প্রকার বাহ্যিক আচারের প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইবে। আবার কোন কোন লোকের এরূপ বিশ্বাস যে ধীরে ধীরে নির্জ্জনে যাইয়া নিয়মিত রূপে প্রার্থনা করিতে পারিলে ও বিধান গুলি পালন করণ পক্ষে সবিশেষ মনোযোগী হইলে নিশ্চয়ই পূর্ণতা লাভের অধিকারী হওয়া যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোনও ভাবে যে কেহ পূর্ণতা লাভের প্রয়াস করেন, তাহা কিছুতেই সুসিদ্ধ হয় না, কেননা তাঁহাদের কাহারও সংস্কার মার্জ্জিত নহে। এতদ্দ্বারা যদিও কখন কখন সময়ে কিছু ফল পাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা নিরবচ্ছিন্ন এই রূপ উপায়ে কখনই লাভ করা যায় না।

কিন্তু যদ্যপি বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত ভাবে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রিয়া গুলির অনুষ্ঠান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অন্তরে ক্রমশঃ যতই আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হইতে থাকে, ততই পাপ প্রবণতা ও জুগুপ্সিত প্রবৃত্তি গুলি আমাদের হৃদয়াগার হইতে অন্তর্হিত হয়। আমরাও তখন আমাদের সাধারণ পিশাচির প্রলোভন, মায়াজাল ও বিভীষিকায় আদৌ ভীত, চালিত ও সংক্ষোভিত হই না। ফলতঃ আমাদের মনোদুর্গ তখন ঐশী-শক্তির মাহাত্ম্যে এমন সকল সুন্দর সুন্দর আধ্যাত্মিক উপকরণে সুসজ্জিত ও দৃঢ়ীভূত হয় যে, আমরা আর তখন পাপ শত্রুকে দেখিয়া কিছু মাত্র ভীত হই না, প্রত্যুত ঈশ্বর পরায়ণ মহাপুরুষদিগের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হই।

প্রকৃত সাধক পুরুষের আত্মাই এবম্বিধ ফল লাভের অধিকারী হয়, কেননা তাঁহারাই পাপ প্রবর্ত্তক ও ও ঈশ্বর-দ্রোহী ইন্দ্রিয় গুলিকে দমন করিতে সক্ষম হন। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত হইলে অনায়াসে ঐশিক নিয়ম

পালন করিতে পারা যায় এবং সতত বিনম্রভাবে তাঁহার সেবা করা যায়। আবার যাঁহারা পাপকে মিছা বিভীষিকা ভাবিয়া তাহার ত্রিসীমা হইতে আপনাকে রক্ষা কবিবার জন্য মনের এমন উন্নত অবস্থায় নির্জ্জন প্রদেশে বাস করতঃ সর্ব্বদা সেই পরম পুরুষের সহবাসজনিত বিমলানন্দ লাভের প্রয়াসী হয়েন, যাঁহারা কৌতুহল নিবৃত্তি বা সাধনার জন্য নহে, কিন্তু সরলান্তঃকরণে য়েশু খ্রীষ্টের জীবন ও জীবিত কালের যন্ত্রণাদির বিষয় অনুধ্যান করেন, আর সেই চিন্তার ফল স্বরূপ যাঁহারা স্বীয় স্বীয় দূষিত স্বভাবের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভাজন হইতে, ঈশ্বরে অনুরক্তি ও আপনাতে বিরক্তি দেখাইতে, স্বার্থ বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বর-পুত্রের অনুসরণ করিতেও আপনাকে ঔদাস্য ও উপেক্ষা করিতে পারেন, যাঁহারা কেবল মহিমান্বিত মহেশ্বরের গুণ সংকীর্ত্তন করণোদ্দেশে পবিত্র প্রভু-ভোজ গ্রহণ করেন, তাঁহারা পাপরূপ দুর্দ্ধর্ষ অরাতি দলকে বিদলিত করণার্থে যথার্থই নূতন শক্তি লাভ করেন, সেই পরম পুরুষের সহিত একত্ব সম্পাদন করিতে সক্ষম হন।

আর যাহারা কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ণতা লাভের অভিলাষী হয়েন, তাঁহাদের সেই সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া স্বভাবতঃ পাপ প্রবর্ত্তক না হইলেও তাঁহারা সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ আপনাদিগের অনিষ্ট ও পরিণামে ধ্বংসের পথোন্মুক্ত করিয়া দেন; কেননা তাঁহাদের মধ্যে যিনি যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই ক্রীড়ায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহার হৃদয় পরমার্থ চিন্তা শূন্য হওয়ায় সর্ব্বদা কু-প্রবৃত্তি ও পাপ পিশাচের ক্রীড়া স্থল হইয়া উঠে। তখন তাঁহার তদবস্থা দেখিয়া শয়তানের আর আনন্দের সীমা থাকে না। কেননা তিনি তখন সৎ-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া স্বেচ্ছা পরতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সকল অলীক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-জনিত অপার আনন্দানুভব করিতে থাকেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রেরিতদের ক্রিয়া নামক পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে আমরা পাঠ করি, "শিমোন নামা একজন লোক, ইতিপূর্ব্বে সেই নগরে ইন্দ্রজাল করিয়া সামরীয় দেশের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিল, সে আপনাকে একজন মহাপুরুষ বলিত। তাহার কথায় আবাল বৃদ্ধ সকলেই অবধান করিত। তাহারা তাহাকে 'ঈশ্বরের মহা শক্তির অবতার' বলিত। সে অনেক কাল অবধি আপনার ইন্দ্রজাল দ্বারা তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিল, সেই জন্যেই তাহারা তাহার কথায় অবধান করিত।" এই শিমোন ভ্রষ্ট মতের

প্রথম পরিপোষক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সে আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। শিমোন সামারীয় দেশ নিবাসী ছিল। শামারীয়ার লোকদের নিকট পিতা, যিহুদীদের নিকট পুত্র, ও বিজাতীদের নিকট পবিত্র আত্মা বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিত। সে বলিত যে, তাহার এক সঙ্গিনী স্ত্রী হইতে দূতগণের জন্ম হইয়াছে এবং তাহারাই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু সৃষ্ট জীবে সেই স্ত্রীর সহিত মন্দ ব্যবহার করাতে, সে নিজে তাহাকে উদ্ধার করিতে, সকল বিষয় পুনঃস্থাপন করিতে এবং মনুষ্যকে উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই ব্যক্তি অনেক অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মায়া দ্বারা সে অনেককে মোহিত করিয়াছিল। (প্রে, ক্রি, ৮ ; ৯—১১।)

ইহার মৃত্যুর বিষয়ে অনেক কিম্বদন্তী আছে। পোর্ত্তস রোমানুসের বিশপ হিপলিতুস বলেন, যে শিমোন অহংকার ও আস্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া শিষ্যদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন তাহারা তাহাকে সমাহিত করে, তিনি তাহা হইলে সমাধি হইতে তৃতীয় দিবসে উত্থান করিবেন। তাহাকে আর সমাধি হইতে উঠিতে হয় নাই। সাধু পিতর সমরিয় প্রদেশে তাহার মতের প্রতিরোধ করেন (প্রে, ক্রি, ৮, ৯)

পরে বোধ হয় রোমেও তাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শিমোনের মৃত্যুর পর তাহার শিষ্য মিনাণ্ডেরের উত্থান হয়। সে সামরীয় দেশ নিবাসী এবং গুরুর ন্যায় মায়াবী ছিল। সে প্রচার করিয়াছিল, যাহারা তাহার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবে তাহারা মৃত্যুর উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে। (ইরেনিউস ১ ; ২১)

সেরিন্থুস আর একজন প্রসিদ্ধ নষ্টিক। যোহনের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। এই সেরিন্থুস যিহুদী বংশ সম্ভূত, নাশরীয় বা ইবিয়নীয় সম্প্রদায়ের নেতা। এই ব্যক্তি নষ্টিকদের ন্যায় বলিত যে, পরমেশ্বর এবং যিহুদীদের ঈশ্বর বা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা একই নহে। যিহুদীদের বিপক্ষ রূপে আপনাকে ঘোষণা করিল না। যিহুদীদের কাছে সে য়েশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া বলিল, তিনি একজন মনুষ্য মাত্র, যুসফ ও মরিয়মের পুত্র।

কার্পাক্রাতেস সেরিন্থুসের সমসাময়িক, মত বিষয়ে সেরিন্থুসের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু ইনি কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। ইহার মতে য়েশু যিহুদীদের ব্যবস্থাদাতা ঈশ্বরের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, এবং এই রূপ প্রতিকুলাচরণ করিয়া তিনি মনুষ্যের উদ্ধার কর্ত্তা হইতে পারিয়াছিলেন। তাহার মতে ঈশ্বরের বিধানের বিদ্রোহাচরণ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা সকল পাপ কার্য্য না করিলে উদ্ধার সম্ভূত উপকারের সহভাগী হওয়া যায় না।

যত দিন পর্য্যন্ত না নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ ও লাম্পট্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভোগ করা হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত সিদ্ধি লাভ হয় নাই।

ইতিহাসবেত্তা ইউসিবিয়স বলেন যে, এই রূপ পুতিগন্ধময় মত বিস্তার করাতে বিধর্ম্মী লোকে কখন কখন মণ্ডলীর নিন্দা করিয়াছিল, কারণ তাহারা জানিত না যে, এই সকল ভ্রষ্ট মতাবলম্বী লোক কোন অংশেই মণ্ডলীর অন্তর্ভুত ছিল না। তাহারা মনে করিত যাহারা যিহুদী মত পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান বা বাহ্যিক ভাবে তদ্রূপ মতাবলম্বন করিত, তাহারা সকলেই একই সম্প্রদায় ভুক্ত।

কার্পেক্রাতেশের পুত্র এপিফানেস আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি স্বাধীন বিবাহ, ও সম্পত্তি ভোগ সম্বন্ধে অতি দোষাবহ মত প্রচার করে।

সমস্ত শাস্ত্র, খ্রীষ্টের জন্ম ও ঈশ্বরত্ব, পৃথিবীর পাপের নিমিত্ত তাঁহার দুঃখ ভোগ ইত্যাদি অগ্রাহ্য করাতে, কিছু পরিমাণে মণ্ডলীর উপকার বই অপকার হইল না। লোকে জানিতে পারিলযে শাস্ত্রের মত পুর্ণ ভাবে গ্রহণ না করিলে নানা প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে।

ওয়েস্লিয়ান সম্প্রদায়।

এয়েস্লী একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত ধর্ম্মবীর। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেই মহাত্মা সংঘটিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সংক্ষেপ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিতে মনস্থ করিয়াছি, ভরসা করি তাহা পাঠকদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে।

যে সময়ে ওয়েস্লীয়ান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, সে সময়ে মণ্ডলীর কিদৃশ অবস্থা ছিল তাহা পর্য্যালোচনা করা একান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক সে সময়ে মণ্ডলীর দশা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বড়, ছোট সকলেই ধর্ম্মের সার তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য গুলিই প্রায় ভুলিয়াগিয়াছিল। সে সময়ে স্বার্থপরতার ঘোর প্রাবল্য। সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিব, এই সকলের একমাত্র চিন্তা হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মের ধন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে যত্ন করিতে হইবে, পরিশ্রম করিতে হইবে, এ ভাবটি প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সত্য ধর্ম্মের তেজ অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। যাহার যেরূপ সুবিধা, সে তদনুসারে কার্য্য করিত। পুরোহিত ও আচার্য্যেরা যে উপদেশ দিতেন, তাহা এত ভাব শূন্য, তেজ শূন্য যে, তাহাতে আর কিছু উপকার হউক বা না হউক, শ্রোতৃগণের বেশ নিদ্রাকর্ষণ করিত, তাহাতে ধার্ম্মিকের উপকার হইতে পারিত। কিন্তু পাপীর তাহাতে কোন উপকার হইত না। জ্ঞানদায়ক কথা প্রায় শুনা যাইত না, সর্ব্বত্র শিথিলাবস্থা বিরাজমান। বড় বড় পরমার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আসল আসল তত্ত্ব অস্বীকার

করিলেও লোকেরা সে বিষয় ভ্রূক্ষেপ করিত না।

বিশপ বর্‌নেট আচার্য্যদের সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন,—"আমি যাবজ্জীবন আচার্য্যদিগের অল্প ভক্তি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছি, আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ পুরোহিত মৃত, তাহারা অপরকে উত্তেজনা না করিয়া নিদ্রা যাইতে প্রবৃত্তি দেয়। আমি নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া রোমাণ কাথলিক, লুথেরাণ, কালভিনিষ্ট ও ডিসেণ্টর আচার্য্যদিগকে দেখিয়াছি, কিন্তু আমাদের আচার্য্যগণের মতন কার্য্য শিথিল ও উদাসীন আর কাহাকেও দেখি নাই।"

যেমন গুরু তেমনিই শিষ্য হইয়াছিল। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে, এই দুর্দ্দিনে ওয়েশ্লীর জন্ম হয়। চতুর্দ্দিকে হাহাকার। একজন ধর্ম্মবীরের প্রয়োজন। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েশ্লীর জন্ম হয়। বলিতে হইবে, ওয়েশ্লীকে ঈশ্বর পাঠাইলেন। তিনি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের একজন পুরোহিতের সন্তান, নিজের চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের প্রতি অচলা ভক্তি। আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইবার মানসে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে অতি অল্প কালের মধ্যে কতক গুলি যুবককে আপনার নিকট আকর্ষণ করিলেন। তিনি, তাঁহার ভ্রাতা চার্লস ও কতিপয় বন্ধুগণ নিয়মিত রূপে ধর্ম্মকার্য্য সাধনার্থে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিলেন। এই নিয়ম প্রণালীর (Method) বশীভূত হওয়াতে, কতক গুলি সাংসারিক সহাধ্যায়ী তাঁহাদিগের নাম "মেথডিষ্ট" দিল। তাঁহারা প্রার্থনা, উপবাস, শাস্ত্র পাঠ, পীড়িতদিগের তত্ত্বাবধারণ, ও পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। এই খানেই মেথডিষ্ট সম্প্রদারের সূত্রপাত বটে, কিন্তু তখনও ইহারা এক সমাজ বিশেষে পরিণত হন নাই। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ওয়েশ্লী ও তাঁহার ভ্রাতা চার্লস, যেখানে সেখানে মনঃ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এ নুতন ধরণের উপদেশ স্বভাবতঃ অধিকাংশ লোকের ভাল লাগিল না। ইতিপুর্ব্বে পুলপিটে উঠিয়া প্রচার করিতে অনুমতি পাইতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকদের রুচিবিরুদ্ধ শিক্ষা দেওয়াতে আচার্য্যেরা তাঁহাকে পুলিপিটে উঠিয়া উপদেশ দিতে আর অনুমতি দিলেন না। কাজে কাজেই প্রচার গৃহ স্থাপিত হইতে লাগিল, রাস্তায় প্রচার করিবার প্রথা উদ্ভাবিত হইল। যেখানে ওয়েশ্লী যাইতেন, সেখানে বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত হইত। তাহারা কেবল শ্রোতা হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত তাহা নহে, তাহারা তাঁহার হস্তে সংস্কার গ্রহণ করিতে লাগিল। বিলাতে বড় ২ কেথিড্রেলে এখন যত লোক উপস্থিত হয়, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক লোক তাঁহার প্রচার শুনিতে যাইত। ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীর লোকেরা তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন না করিয়া নানা প্র-

কার বাধা জন্মাইবার উপক্রম করিল তাহারা বলিল, ওয়েস্লীর উপবাস প্রণালী সভাভেদের সূত্রপাত, রাস্তায় প্রচার করা ধর্ম্মোন্মত্ততার পরিচায়ক। এই রূপে ধর্ম্মোৎপীড়নের আরম্ভ হইল। লোকেরা বলিল "অতিরিক্ত" ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

সমাজের সর্ব্ব প্রকার লোকেরা ওয়েস্লীর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। বিশপ, পুরোহিত, মাজিষ্ট্রেট, লোক সাধারণ সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

ব্রহ্মদেশের বিষয়ে দুই চারিটি কথা।

এখন এমন কোন সমাচার পত্র দেখা যায় না, যাহাতে ব্রহ্মদেশের বিষয় দুই চারিটী কথা না থাকে। অতএব আমরা এই বৃহৎ দেশের বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিতে মনস্থ করিয়াছি। স্বাধীন ব্রহ্মদেশ আর এখন নাই, সমস্ত দেশ এখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের করকবলিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য আমাদের নাই, অতএব খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিব।

ব্রহ্মদেশের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যদিও বাস্তবিক পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে, তথাপি জন-সাধারণের ক্রিয়াকলাপ ও আচরণে পৌত্তলিকতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ যাজক, উদাসীন ও ধর্ম্মাশ্রম আছে। আমাদের প্রভুর জন্মের অনেক হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের জন্ম হয়। লোকেরা এখন তাঁহার প্রতিমা পূজা করিয়া থাকে।

বৃটীশ শাসিত ব্রহ্মদেশে অনেক দিন হইতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। অনেকে সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নহে, তাহারাও আপনাদের সন্তানদিগকে মিশনরী বিদ্যালয়ে পাঠার্থ পাঠাইয়া দেয়। রাঙ্গুন নগরে ব্রহ্ম দেশের বিশপের অধিবাস। সেখানে এস, পি, জি সোসাইটীর সেণ্টজন কালেজ নামে একটী বৃহৎ কালেজ আছে। প্রায় ৬০০ বালক সেখানে অধ্যয়ন করে। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, এই স্কুলের একজন শিক্ষক ব্রহ্মরাজের একটি পুত্রকে কতক গুলি নূতন-নিয়ম প্রদান করেন। তাহাতে রাজা সুবিখ্যাত মিসনরী ডাক্তার মার্ক্সকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। উক্ত মিসনরী পাঁচটী ছাত্র সমভিব্যাহারে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজার নিকট গমন করেন। রাজা তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। পরে তাঁহাকে বলেন, যদি আপনি মান্দালিয়ায় আসিয়া আমার প্রজাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি একটী গীর্জ্জা ঘর, মিসনরীর আবাস ও স্কুল নির্ম্মাণ করিয়া দিব। মিসনরী

এই কথায় সম্মত হইলেন, রাজাও আপনার অঙ্গীকার পালন করিলেন। আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই রাজার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়া ব্রহ্মরাজ নির্ম্মিত উপাসনালয়ের জন্য একটী বাপ্তিস্ম জলাধার (Font) দান করিয়াছেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সদাশয় রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর থিব রাজা হন। যে সময়ে তিনি রাজা হন, সে সময়েও তাঁহার মেজাজের ঠিক ছিল না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসিতেন। তাঁহার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া লোকে তাহাকে পাগল ঠাওরাইত। তিনি প্রাসাদাভ্যন্তরে অনেককে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সকল ইংরাজ ও উক্ত মিসনরীকে মান্দালিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। থিব এখন আর রাজা নহেন। সমস্ত ব্রহ্মদেশ এখন ইংরাজদের দখলে আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশের রাজা এখন মাল্দ্রাজে বন্দী। আমরা অগ্রেই বলিয়াছি, এ প্রস্তাবের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। ইংরাজেরা ভাল কি মন্দ কাজ করিয়াছেন, তাহা এখন বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের বড় সন্দেহ আছে, আমাদের কেমন কেমন বোধ হয়। এই সময়ে ইউরোপীয়গণ মিসনরী সোসাইটীগণ তথায় সুসমাচার প্রচারক পাঠাইতে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন। মিসনরী সোসাইটীর উদ্দেশ্যও ভাল। মন্দ হইতেও 'ভাল'র উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু খড়্গা, বড়শা, বন্দুক, কামানের কাজ এখন সমাপ্ত হয় নাই, এখন কি বলিয়া তাহাদের হস্তে বাইবেল দিবে বল দেখি? মিসনরী সোসাইটীর যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন, লোকেরা বলিবে যে,—বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এ এক নূতন খেলা। এক দিকে খড়্গা চলিবে, অপর দিকে বাইবেলের কার্য্য চলিবে। লোকদের যে শ্রদ্ধা ভক্তি সহজে হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। লোক সাধারণের যে ইংরাজদিগকে উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, তাহাও বিশ্বাস করিবার কোন প্রকৃত কারণ দেখি না।

মানুষিক ভাবে দেখিলে বোধ হয়, ইংরাজদের বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দের এই রূপ ভাব থাকাই, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিস্তার পক্ষে একটী মহা বাধা স্বরূপ, কিন্তু আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত হই যে, মন্দ লোকও তাহাদের দুরভিসন্ধি সত্ত্বেও, ঈশ্বর আপনার কার্য্য সাধন করেন। ইংলণ্ডে ধর্ম্ম সংশোধন একটী বৃহৎ ব্যাপার। সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা দ্বারা পৃথিবীর অনেক মঙ্গল হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ও তাঁহার কতক গুলি সহকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য, ব্যবহার, মনে করিলে কি লজ্জা উপস্থিত হইবে না? সেই রূপ আমরা মনে করি, অনপেক্ষিত ভাবে ব্রহ্মদেশেরও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উপকার হইতে পারে। মানুষিক ভাবে দেখিতে গেলে সকলই অন্ধকার দেখিবে, কিন্তু

যিনি অন্ধকার ও শূন্য হইতে আলোক ও নিয়ম আনয়ন করেন, তাঁহার অসাধ্য কি?

সিপাহী বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের বিষয় অনেকে পড়িয়াছেন, অনেকে শুনিয়াছেন। ইতিহাসেও সিপাহী বিদ্রোহের কথা অতি সংক্ষেপে লিখিত আছে। কিন্তু তাহা হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা গল্প শুনিয়াছেন তাঁহারা বেশ জানেন যে, লোক পরম্পরা যে কথা আমাদের কাছে আইসে তাহার ১৬ ভাগের ১ ভাগ সত্য হয় কি না তাহা সন্দেহ। তবে যাঁহারা নিজে সেই বিপদে পড়িয়াছিলেন এমন লোকের নিকট হইতে যদ্যপি আমরা কোন বিষয় শ্রবণ করি, তাহা হইলে আমাদের তাহাতে বিশ্বাস জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। সেই সময় যাঁহারা মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা সৈন্য দলে ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজের বিপদের বিষয় অতি উত্তম রূপে লিখিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে অন্যান্য স্থানের বিষয়ও যত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাও করিয়াছেন। থরণ্‌হিল সাহেব সেই সময় মথুরার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই বিপদে পতিত হন। সেই সকল বিষয় তিনি উত্তম করিয়া লিখিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই প্রকারে অনেকেই আপন আপন বিপদের বিষয় সবিস্তারে লিখিয়াছেন।

আমরা পাঠক ও পাঠিকাদিগকে এই বিষয় চতুর্দ্দিক হইতে সংগ্রহ করিয়া উপহার প্রদান করিব। ভরসা করি সকলে আদর পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিবেন।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কি? কখন হইয়াছিল? এবং কি কারণেই বা তাহার উচ্ছেদ সাধন হইল, তাহার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলা বিধেয় বোধ হয়। ১৮৫৭ সালে লর্ড ডালহৌসি অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত করেন। ইহাতে মুসলমানেরা ইংরাজদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। ১৮৫৭ সালে লর্ড কেনিং লর্ড ডালহৌসির পদে ভারত গবর্ণর জেনারেল হইয়া আইসেন—এই সময়ে দুই চারিটী মিথ্যা জনরব চতুর্দিক ব্যাপ্ত হয়, প্রথমতঃ ইংরাজেরা সমস্ত ভারত আপনার অধিকারে লইবে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা বল দ্বারা সকল হিন্দু ও মুসলমানকে খ্রীষ্টীয়ান করিবে।

১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে টোটা (cartridges) ও ব্যবহার করিবার আদেশ হয়। এই কার্টরিজ বারুদ ও গুলি দিয়া নির্ম্মিত। ইহা বন্দুকের ভেতর দিবার পূর্ব্বে ইহাতে চর্ব্বি দিতে হইত। কতক গুলি দুষ্ট সিপাহী অন্যান্য সিপাহীদিগকে বলিয়া দেয় যে, তাহাদের জাতি মারিবার নিমিত্তে, তাহাতে শূকরের ও গরুর চর্ব্বি দেওয়া হয়। অবশেষে ১৮৫৭ সালের ১০ই

মে মাসে মিরটে অতি ভয়ানক বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে এবং অত্যল্প দিনের মধ্যেই ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইয়া পড়ে। ঢুণ্ডু পাঁট (নানাসাহেব) দিল্লির বৃদ্ধ বাদসা ও তাঁহার সন্তানেরা এই বিপ্লবের নেতা হইয়া ইংরাজ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল। মিরট, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা ও মধ্য ভারত বিদ্রোহীদের প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। সর্ জন্ লরেন্স, নিকল্‌সন্, সর্ জন্ হেনরী লরেন্স, জেনারল হ্যাভলক্, সর্ জেমস উট্রেম্, সর্ কলিন ক্যাম্বেল, সর্ হিউরোজ্ প্রভৃতি মহাত্মাদের অসীম সাহসিকতা দ্বারা ভারতবর্ষ বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সিন্ধিয়ার মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা, কাপূর্‌রতলা পাটিয়ালা ও আরও অন্যান্য দেশীয় রাজারা বৃটীশ সিংহকে এই বিপদে তাঁহাদের ক্ষমতাতীত সাহায্য করিয়াছিলেন। যদ্যপি এই সকল রাজারা সেই সময় বৃটীশ সিংহকে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে কখনই ইংরাজেরা এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন না।

১০ই মেতে মিরটে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই উত্তর ভারতবর্ষে ব্যাপিয়া পড়িল। 'প্রাচীন মথুরা নগর আগ্রা হইতে প্রায় ৩৪ মাইল হইবে এবং যমুনা নদী তীরে অবস্থিত। থরণহিল সাহেব তথাকার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি যে গৃহে বাস করিতেন তাহা একটী বৃহৎ অট্টালিকা।' তাঁহার অনেক গাড়ী ঘোড়া ও অনেক দাস দাসী ছিল। তদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রক্ষার্থে অনেক গুলি সিপাহী ও ঘোড়সোয়ার দিয়াছিলেন। তিনি, তাঁহার স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা ব্যতীত সেখানে আর কোন ইংরাজ ছিল না, দৈবাৎ কেহ কখন তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিত। যাহা হউক একাকী থাকিয়াও তাঁহারা এক প্রকারে সুখী ছিলেন। কিছু দিনের অবসর লইয়া থরণ্‌হিল সাহেব পরিবার সহ বেড়াইতে গিয়াছিলেন

১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাস প্রায় গত হইল, এমন সময় তাঁহারা দেশ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আইলেন। এক দিন তিনি আফিসে গিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার টেবিলের উপরে চারিটী ছোট ছোট চাপাতী রহিয়াছে। তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে একজন অজানিত লোক গ্রামে আসিয়া চৌকীদারকে চাপাতী দিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে সেই প্রকার আরও চারিটী প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য গ্রামের চৌকীদারদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছে। চৌকীদার তাহার কথা শুনিয়া সেই চারিটী চাপাতী লইল এবং তখনই আসিয়া পুলিষকে সে বিষয় জানাইল। পর দিনে অন্যান্য গ্রাম হইতেও সেই প্রকার সমাচার আসিতে লাগিল এবং সমাচার পত্রিকাতে প্রকাশিত হইল যে, উত্তর ভারতবর্ষ প্রায় সর্ব্বত্র সেই রূপ ঘটিয়াছে। ক্রমশঃ।

ব্যবসা শিক্ষা ।

ব্যবসা শিক্ষা অত্যাবশ্যক। বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন (Benajmin Franklin) বলেন ,—ব্যবসা শিক্ষায় বিশেষ উপকার আছে। প্রত্যেক পিতা মাতার তাঁহাদের সন্তানদের এক একটী ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সকলেই বোধ হয় ফ্র্যাংকলিনের মতের পক্ষপাতী। কোন কোন দেশের নিয়মই এই যে, প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীকে এক একটী ব্যবসা শিক্ষা করিতে হইবে। আবার কোন কোন দেশের রীতিই এই প্রকার।

(১) সাধু পৌল পণ্ডিত গামিলিয়লের পদতলে বসিয়া অতুল জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। আবার তিনিই তাম্বু নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়া ছিলেন (২)। এবং তদ্দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন (৩)। বোধ হয় ব্যবসা শিক্ষা ভিন্ন এমন কোন বিষয় নাই যাহা পিতা মাতারা সন্তানদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্তে রাখিয়া যাইতে পরেন। ধন সম্পত্তি রাখিয়া গেলে তাহা দুই দিনে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে একটী ব্যবসা শিখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহা তাহাদের ধনভাণ্ডার সদৃশ হইবে।

তাহাদের তুমি বিদ্যায় ভুষিত করিতে পার, হয় ত তাহাদের যথেষ্ট প্রতিভা (Genius) থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তাহারা এমন অবস্থা বা স্থানে পতিত হয় যেখানে তাহাদের অসাধারণ ধীশক্তি বা পাণ্ডিত্য কোন কার্য্যে আসিবে না, তখন তাহাদের কি দশা হইবে? যদি তাহারা একটী সা-

(১) The Kings and nobles did not consider it derogatory to their dignity to acquire skill in the manual arts. Ulysses is represented as building his own bedchambers and constructing his own raft, and he boasts of being an excellent mower and ploughman. Like Esau, who made savoury meat for his father Isaac, the heroic chiefs prepared their own meals and prided themselves on their skill in cookery.

Smith's *History of Greece chap II.*

(২) And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought: for by their occupation they were tent makers. *Act. XVIII, 3.*

(৩) Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. *2 Thess. III. 8.*

মান্য ব্যবসা জানিত সে স্থলে তাহাদের অধিক উপকারে আসিত। এই নিমিত্তে যেমন করিয়া হউক সকলের একটী না একটী ব্যবসা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমরা কলিকাতায় স্থানে স্থানে ব্যবসা শিক্ষাদায়ী (Industrial) স্কুল দেখিতে পাইতেছি। এস্, পি, জি সেন্‌ট্রাল বোর্ডিং স্কুলের বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়, এ বিষয় অত্যন্ত যত্ন প্রকাশ করিয়া একটী শিল্পশালা খুলিয়াছেন ইহাতে বালকেরা সূত্রধরের কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে। এই সকল বালকেরা যদ্যপি উত্তম রূপে কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া স্বাধীন হইতে পারে, তাহা হইলে মণ্ডলীর অশেষ উপকার করিতে পারিবে। এই প্রকারে যদ্যপি আরও অন্যান্য প্রকার ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আরও অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। পুস্তক বন্ধন, শিশার অক্ষর নির্ম্মাণ ইত্যাদি অনেক অনেক প্রকার ব্যবসা আছে, যদ্দারা লোকে অধিক উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাহা হইলে সেই সকল ব্যবসা বালকদিগকে শিক্ষা দিলে তাহাদের বিশেষ উপকার করা হইবে। ভরসা করি ঘোষ মহাশয় এ বিষয় যত্ন করিতে ত্রুটি করিবেন না। লোকে যত অধিক উপার্জ্জন করিবে মণ্ডলীর ততোধিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

রাজেন্দ্রলাল।

(সত্য ঘটনা)

রাজেন্দ্রলাল ছেলে মানুষ। বয়স বড় জোর ৪ বৎসর হইবে। ছেলেটী দেখিতে বেশ সুন্দর। রং ধপ্ ধপ্ করিতেছে। চুল কোঁকড়ান। তাহার পিতামহী পালঙ্গের উপর বসিয়া আছেন। রাজেন্দ্রলাল খুব হাসিতেছে ও খেলিতেছে। খেলিতে খেলিতে সে কাঠের গায়ে একটী ক্রুশ দেখিতে পাইল। তাহা ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্তে সে একটী চৌকীর উপরে উঠিল। উঠিয়া দেখে যে একটী মনুষ্যাকৃতি সেই ক্রুশ কাষ্ঠে ঝুলিতেছে। মস্তকে একটী কাঁটার মুকুট কপালে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। বুক হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে। ইহা দেখিয়া সে আস্তে আস্তে চৌকী হইতে নামিয়া তাহার পিতামহীর বিছানার উপর গিয়া বসিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। "ঠাকুর মা! ক্রুশে ও মানুষটী কে? ওঁর হাতে পায়ে পেরেক মেরেছে কেন?"

পিতামহী তাহাকে ত্রাণকর্ত্তার প্রেমের বিষয় বলিলেন। তিনি স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। আমাদের জন্য কত দুঃখ ভোগ করিলেন। ক্রুশ কাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলেন এই সকল বিষয় একটু একটু করিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়াতে রাজেন্দ্রলাল একটু গম্ভীর হইল। বোধ হইল তাহার যেন ভয় হইয়াছে, তৎপরে একটী

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আবার খেলনা লইয়া খেলা করিতে বসিল।

রাজেন্দ্র কি বাস্তবিক খেলিতেছে? কৈ! রাজেন্দ্র ত এখানে নাই। খেলনাগুলি যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। তবে রাজেন্দ্র কোথায়? শুন! কে সিড়ি দিয়া নামিতেছে। হাঁ রাজেন্দ্রই বটে। ঐ দেখ রাজেন্দ্রই আসিয়াছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যে সে কোন বিশেষ কাজ করিবে বলিয়া স্থির সংকল্প করিয়াছে। ঐ দেখ আবার সে চৌকীর উপরে উঠিল। এবারে সে আর খালি হাতে উঠে নাই। সে তাহার পিতার হাতুড়ী সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে।

তাহা দেখিয়া পিতামহী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"রাজেন্দ্র, বাবা কি চাস রে? হাতুড়ি দিয়ে কি করবি?" রাজেন্দ্র বলিল,—"ঠাকুরমা, ইনি এমন ভাল মানুষ ছিলেন, স্বর্গ হতে আমাদের জন্য এখানে এলেন, তবে কেন ওঁর হাতে পায়ে পেরেক মেরেছে, আমি কখন ও পেরেক রাখ্‌তে দেবো না। আমি ও গুলি তুলে ফেল্‌বো। তা না ত ওঁকে লাগবে।"

পিতামহী বলিলেন,—"না, মণি, রাজু, তাত তুমি পার্ব্বে না। তুমি খুব ভাল ছেলে হও, সকল সময়ে সত্য কথা বল, দুষ্টমি ক'র না, তা হলে তুমি ছেলে মানুষ হ'লেও তুমিও পেরেক গুলি তুলে ফেল্‌তে পার্ব্বে।

রাজেন্দ্র। হাঁ ঠাকুমা! আমি ভাল ছেলে হ'লে ওগুণ আপনা আপনি খুলে যাবে?

পিতামহী। হাঁ।

তৎপরে রাজেন্দ্র চৌকী হইতে নামিয়া চলিয়া গেল।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে উলুবেড়িয়ার স্বাধীন মণ্ডলীর বার্ষিক বিবরণী প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। কতক গুলি কৃতবিদ্য দেশীয় ভদ্র লোক মিলিয়া যে স্বাধীন মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে সফল মনোরথ হইয়াছেন, ইহা কম আনন্দের বিষয় নহে। খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ যে স্বাধীন হইতে পারেন না এ কথা আমরা কখন বিশ্বাস করি না, করিবও না। হিন্দু ও ব্রাহ্মবন্ধুগণ আপনাদের ধর্ম্মের স্থাপন ও পোষণার্থ টাকা ব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ নহেন, তবে দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ কি এত জঘন্য, এত অকর্ম্মণ্য ও হেয় যে, তাহারা সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিতে কাতর হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে বিদেশীয় সোসাইটী, বলিতে হইবে ভালই মনে করিয়া, পিতৃ স্থানীয় হইয়া, সর্ব্ব যোগাইয়া দিয়াছেন, খ্রীষ্টীয়ানগণ এই জন্য একেবারে অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। এমন ভাব দূর করা সহজে হইবে না। কিন্তু একেবারে যে দুঃসাধ্য তাহা নহে।

উলুবেড়িয়ার স্বাধীন মণ্ডলীর ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা এই স্বাধীন মণ্ডলীর বিবরণী পাঠে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম; তবে একটি বিষয়ে, আমাদের বোধে যে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা দূর হইয়া গেলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণতা হয়। আমাদের বন্ধুগণ সর্ব্বদা স্বীকার করিয়াছেন, বোধ হয় এখনও করেন, যে বিশপ শাসন তন্ত্র অন্ততঃ প্রৈরিতিক প্রথানুমোদিত এবং ভারতবর্ষের পক্ষে বড় উপযোগী, তবে তাঁহারা মণ্ডলী গঠন প্রণালী,—প্রথম হইতেই কেন পাকা ভিত্তির উপর স্থাপিত না করেন? এ বিষয়ে আমরা যে ইংলণ্ডের মণ্ডলীর সব প্রণালী অবলম্বন করিতে বলিতেছি তাহা নহে, কিন্তু আসল আসল বিষয় লইয়া আমাদের দেশের উপযোগী অনেক বিষয় সংসাধন করিতে পারি। ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে কি বলেন, আমরা শুনিতে উৎসুক রহিলাম।

বাপ্তিস্মে ক্রুশ-চিহ্ন।

(১)

প্রিয় দরশন আজি সমাজ সদনে,
স্বর্গীয় মুদ্রায় কিবা অঙ্কিত এক্ষণে।
ক্রুশে হত খ্রীষ্টে সদা করিবে স্বীকার,
বিপক্ষ সপক্ষ মাঝে সমক্ষে সবার।

(২)

ডরিবে না কভু তুমি, লজ্জিত না হবে,
বিষম ক্রুশের কথা জীবনে রহিবে।
সে হেতু ক্রুশের রেখা বিশদ-অক্ষরে,
সভার সমক্ষে আজি আঁকি তব শিরে।

(৩)

বিমুখ না হবে কভু খ্রীষ্টীয় সমরে,
সম্মুখে সম্মুখে গতি দৃঢ় পদ ভরে।
যুঝিবে পৌরুষ সহ খ্রীষ্ট ধ্বজা তলে,
সেই হেতু ক্রুশ চিহ্ন আজি তব ভালে।

(৪)

দারুণ যন্ত্রণা লজ্জা, নিন্দা অপমান,
বহিবে সহিবে নিত্য তাঁহার সমান।
এ ক্রুশ কলঙ্ক সদা হবে অলঙ্কার,
সে হেতু ক্রুশের অঙ্ক ললাটে তোমার।

(৫)

সংসার ইন্দ্রিয় আর শয়তান সহ,
মহারণে রত তুমি রবে অহোরহ।
জীবন সমর তব আজি হতে ব্রত,
স্মরণে রাখিও বৎস এ প্রতিজ্ঞা সত।

(৬)

পবিত্র সমাজে এবে গৃহিত সাদরে,
নূতন জনম লভি স্বরগীয় রবে।
খ্রীষ্ট-দেহ-অঙ্গ তুমি, ঈশ্বর সন্তান,
স্বর্গ রাজ্য অধিকারী, মহা ভাগ্যবান।

(৭)

ক্রুশ মুদ্রা শিরে ধরি গোচরে সবার,
আজি হ'তে হ'লে তুমি নিজস্ব তাঁহার।
ধরিলা এ ক্রুশ চিহ্নে যে তব ললাটে,
উজ্জলে সে ভাল যেন, স্বর্গীয় কিরীটে।

খ্রীঃ হিঃ।
ডিভিঃ স্কুল।

বিবিধ বিষয়।

এক দিন কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া লুথরকে বলিল, "আমি বিশুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকি।" লুথর তাঁহাকে বলিলেন, "আমি এ কথার প্রমাণ চাই; কোন বিশপ তোমাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন?"

তিনি বলিলেন, "কোন বিশপ আমাকে পাঠান নাই, আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও প্রেরিত।"

লুথর বলিলেন, "তাহা ত আরও ভাল। তবে বোধ হয় তুমি যে আশ্চর্য্য রূপে প্রেরিত তাহার প্রমাণ দিতে পারিবে। একটি আশ্চর্য্য কর্ম্ম কর দেখি। ঈশ্বর কেবল দুই রকমে আমাদের নিকটে আপনার শিক্ষকদিগকে পাঠান। সাধারণ ভাবে, প্রচারকগণ বিশপ কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, আর কেহ কেহ অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিয়া আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

একজন অজাত শ্মশ্রু সিবিলিয়ান মফঃস্বলের কোন আদালতে বিচার করিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন, পেস্কার তাঁহার সাক্ষাতে মকদ্দমার নথী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইচ্ছা, সাহেবের কাগজ পড়া শেষ হইলে, নথী পড়িতে আরম্ভ করিবেন। সাহেব কিয়ৎক্ষণ পরে পেস্কারকে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, "তুমি পড়ে না কেন?" পেস্কার কহিলেন, "আপনি খবরের কাগজ পড়িতেছেন, তাই পড়ি নাই।" "তুমি পড়ে, আমি কাণ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে না।" সাহেব এই কথা বলাতে পেস্কার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের মকদ্দমা?" পেস্কার বলিলেল, "দশ আইনের।" সাহেব বলিলেন, "দশ আইনকে বোলাও।" সাহেবের কথা শুনিয়া কাছারী শুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল।

শুনিয়াছি বানরেরা অনুকরণ প্রিয়। এ কথায় বোধ হয় কেহই অবিশ্বাস করেন না। বানরে মনুষ্যকে যাহা করিতে দেখে সে তাহাই কার্য্যে করিয়া থাকে। বানর লম্ফ দিতে পারে। বানর মুখ বাঁকাইতে পারে। বানরে রাগিলে মুখ ভ্যাংচাইয়া থাকে। সেই জন্যই বোধ হয় পণ্ডিত ডারউইন—মনুষ্য জাতি বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—বলিয়াছেন।

বানরের অনুকরণ প্রিয়তার বিষয় শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোন সময় একজন ইংরাজ টুপি বিক্রেতা কতক গুলি পশমী টুপি লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। পথি মধ্যে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একটী বৃক্ষ তলে নিদ্রা যায়। তাহার টুপি তাহার মস্তকেই ছিল, সে তাহা খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে পুনর্ব্বার যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। টুপির পুটলী খুঁজিতে লাগিল, তাহা আর খুজিয়া পায় না। সে ভাবিল কোথায় টুপি গুলি গেল, নিকটে ত

কেহ নাই, যে তাহা অপহরণ করিবে। এমন সময় সে কিচিমিচি শব্দ শুনিতে পাইল। সে উপরে চাহিয়া দেখে যে বৃক্ষোপরে অনেক গুলি বানর বসিয়া আছে। এবং তাহাদের সকলের মস্তকেই এক একটি করিয়া পশমী টুপি রহিয়াছে। টুপি বিক্রেতা অনেক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারে সে তাহার টুপি গুলি ফিরাইয়া পাইল না। পরে সে রাগান্ধ হইয়া আপনার টুপি খুলিয়া মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া দিল। তাহা দেখিয়া সকল বানরই নিজ নিজ টুপি খুলিয়া মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া দিল। টুপি বিক্রেতা আনন্দে টুপি গুলি লইয়া প্রস্থান করিল।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের সহযোগী "প্রবাসী" আর নাই। তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া, মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্থানে গিয়াছেন। প্রবাসীর বর্ত্তমান সম্পাদকের "বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, যে দুই বৎসর ধরিয়া প্রবাসী অনেকের উপকার করিয়াছে।" আমরা ইহা শুনিয়া বড় খুসী হইলাম। প্রবাসী ধরাধাম ছাড়িয়া বিশ্রাম লাভ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু নূতন সম্পাদকের "দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভরসা এই যে * * * প্রবাসী এই ক্ষণিক বিশ্রামের পর নবজীবন ও উদ্যমে পুনরায় প্রকাশিত হইবে।" আমরা বলি তথাস্তু।

প্রবাসীতে দুই একটী বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আমরা কর্ত্তব্য মনে করি। কেহ কেহ আমাদের মন্তব্য ও বক্তব্য পড়িয়া চটিতে পারেন, কিন্তু আমরা নাচার।

৩৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, চার্চ্চ মিসনরী সোসাইটীর বালকগণের বোর্ডিং স্কুল সম্বন্ধে ইহার নূতন অধ্যক্ষ চার্লস এইচ, ব্রাডবরণ বলেন, "প্রবাসীর পাঠকগণের নিকট এ স্কুলের পরিচয় দিতে হইতে হইবে না, তাঁহাদের সকলেই ইহাকে ভাল রূপে জানেন। এ পর্য্যন্ত এই স্কুলের দ্বারা উত্তম কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে। আমরা ভরসা করি, ভবিষ্যতে সেই রূপ হইবে।" অতীত কালে ভাল কাজ হইয়াছে, সেই রূপ হইবে। কথা বড় আশা-প্রদ বটে, কিন্তু তাহাই যদি হয় আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে গরীব শিক্ষকেরা এমন ভাল কাজ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকে বিনা দোষে জবাব দেওয়া হইল কেন? যাঁহারা এত দিন কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন তাহাদিগকে হঠ করিয়া নিরন্ন করিবার চেষ্টা করা কি সামান্য ব্যাপার? বিষয়টী বড় গুরুতর, এই জন্যই আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। এক দিন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের সাক্ষাতে বলিলেন, যে যখন কোন ইংরাজ কার্য্য প্রার্থনা করেন, তখন কাজ না থাকিলেও তাহার জন্য কার্য্য সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু বাঙ্গালীর হইলে তাহার কার্য্য লোপ করিতেও দেরি লাগে না। সর্ব্বত্রই

আমরা এই দেখিতেছি, বিশেষতঃ মিশনে এটি প্রবল। ভদ্র লোকেরা এখন বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া কেমন করিয়া মিশনরী বা স্কুলের শিক্ষকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? দুই চারি বৎসর কার্য্য করিল, বেশ কাজ চলিতেছে, হঠাৎ কোথা হইতে বিনা মেঘে বজ্র পাত হইল। শিক্ষকের কেহ চোরা শত্রু হইয়াছে, অতএব কালে জবাব হইল। বেচারার কাজ গেল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্রাদি অতল সমুদ্রে ডুবিল। দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা বলা যায় না। তাহাদিগকে জাতি ভ্রষ্ট, ও অবিশ্বাসী বলিয়া হিন্দু মুসলমানেরা ঘৃণা করে, এবং যাহাদের নিকট সহানুভূতির প্রত্যাশা করা হয়, তাহাদেরও সময়ে সময়ে চমৎকার ব্যবহার।

এ দিকে অশেষ দোষ সত্ত্বেও কোন ইউরোপীয় মিশনরীকে নাড়ান কি বিষম ব্যাপার—প্রায় অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ রূপ ব্যবহার করিলে কি মিশন কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিতে পারে? যদি বল আমাদের টাকা আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, তাহা হইলে বলি, ভাই! তবে বাইবেলের নামে শিক্ষা দাও কেন? বাইবেলের দোহাই দেও কেন? সাফ বলিলেই চুকিয়া যায়, লোকেরাও বুঝিয়া সুঝিয়া কার্য্য করে।

প্রবাসীতে পাঠ করিলাম যে "আগামী শীত কালে বিলাত হইতে কয়েক জন ধর্ম্মানুরাগী বিচক্ষণ ও সুযোগ্য ইংরাজ বক্তা এই ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্মোদ্দীপন মানসে আসিতেছেন।" তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য সি, এম, সোসাইটী সংক্রান্ত সমাজ ভুক্ত খ্রীষ্টীয়ানদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হিন্দু, মুসলমান, ও অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট সুসমাচার প্রচার করা। আমরা ইতিপুর্ব্বে পাওনিয়রে এই "মিশনের" কথা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল এ দেশীয় পুরোহিত ও মিশন কর্ম্মচারী গণের আধ্যাত্মিক কল্যাণ করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই ধর্ম্মানুরাগী, বিচক্ষণ ও সুযোগ্য ইংরাজ ব্যক্তিরা অনেক টাকা খরচ করিয়া এ দেশে আসিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মন্দ নয়, কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন? দুই একটা বক্তৃতা দ্বারা যেন দুই ঘণ্টার জন্যে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কি একেবারে জীবনের গতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে? তাঁহারা করিবেনই বা কি? তাঁহারা দেশীয় ভাষা জানেন না, কি করিয়া লোকের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন? এ দেশের ভাষা না জানিলে এ দেশের লোকদের মধ্যে কি রূপ কার্য্য করা যাইতে পারে? ধর্ম্মোপদেশক চিকিৎসকের ন্যায়। চিকিৎসক যেমন শরীরের ঠিক অবস্থা না জানিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারে না, সেই রূপ এ দেশীয়দের সম্পুর্ণ প্রকৃতি, রুচি, পরীক্ষা,

পাপ, ইত্যাদি ভাল করিয়া না জানিলে উপদেশ দিবেন কি করিয়া?

এই সুযোগ্য বক্তারা দুই দিনের বক্তৃতা করিয়া কি করিবেন। উইগ্রাম সাহেব সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। এক স্থানে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি এ দেশে কেন আসিয়াছেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আমাদের মিসনের অবস্থা জানিতে," তাহাতে উক্ত সম্ভ্রান্ত ইংরাজ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কি দুই চারি মাসে মিসনের সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিবেন?" ইংরাজেরা যাবজ্জীবন দেশীয় ভাষা শিক্ষা না করিলে, যাবজ্জীবন দেশীয়দের সঙ্গে না মিশিলে, যাবজ্জীবন দেশীয়দের রুচি, ভাব ও প্রয়োজন আলোচনা না করিলে, এদেশের কিছুই জানিতে পারিবে না, কিছুই উপকার করিতে পারিবেন না।

তাহা ছাড়া আর একটি গুরুতর কথা আছে। আমরা সদা সর্ব্বদা দেখি দেশীয় লোকদের চরিত্র লইয়া নাড়া চাড়া করা হয়। দেশীয় কর্ম্মচারিরাই অযোগ্য, অপটু, ধনলোভী, নির্গুণ, আর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা যোগ্য, পটু, অনাসক্ত, নিস্পৃহ ও সকল গুণের আধার! আমরা বলি, তোমরা আগে আপনাদের চরিত্র শুধরাও, আগে আপনারা আধ্যাত্মিক হইয়া উঠ, আগে প্রকৃত আত্মত্যাগের প্রমাণ দেও, তাহা হইলে দুই এক মাসের জন্য হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। হে ইংরাজ বন্ধুগণ, এখনও কি আপনারা টের পান নাই, যেমন গুরু তেমনিই চেলা হইয়া থাকে। পবিত্র জীবনের অপেক্ষা কি জ্বলন্ত বক্তৃতা আছে? ভারতবর্ষ অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছে, এখন কাজ দেখিতে চায়। আমরা নিজে যে রূপ শিক্ষক সেই রূপ শিষ্য উৎপাদন করিতেছি, অতএব ইউরোপীয় ভ্রাতৃগণের সুমতি হইলে আমাদের ও মতি ফিরিবে।

কি ভয়ানক ঘটনা! আজ বঙ্গদেশের কত পরিবারে হাহাকার ধ্বনি, ক্রন্দনের হৃদয়বিদারক গভীর রোল উঠিয়াছে। আজ কত পিতা মাতা পুত্র কন্যার শোকে—কত পুত্র কন্যা পিতা মাতার শোকে, কত রমণী পতি শোকে—কত পতি স্ত্রী শোকে, কত ভ্রাতা ভগ্নী ভ্রাতা-ভগ্নীর শোকে, কত বন্ধু বন্ধু-শোকে অধীর হইয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছে। স্যরজন লরেন্স এবং রিট্রিভার বাষ্পীয় পোতদ্বয় বিগত ঝড়ে জগন্নাথ যাত্রী ও দাঁড়ি মাঝি প্রভৃতিতে ১১।১২ শত লোক সহ বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ব্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। যখন ঝড়ে পড়িয়া সাগর বক্ষে সেই বাষ্পীয় পোতদ্বয় পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গাভিঘাতে আলোড়িত হইতেছিল, ক্রমে ক্রমে সাগর গর্ব্ভে ডুবিতেছিল; সেই বিপদ সঙ্কুল সময়ে জীবনাশায় নিরাশ হইয়া স্ত্রী

পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলে মিলিয়া সহস্রাধিক কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল,—সেই সময়ের কথা ভাবিলে, কল্পনার চক্ষে একবার চিত্রিত করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। সমুদ্র উপকূলে সেণ্ডস্হেড নামক স্থানে শত শত মৃত দেহ ভাসিয়া উঠিতেছে। এই এত গুলি প্রাণীর মধ্যে নিমজ্জিত রিট্রিভারের আবদুল্লা নামক জনৈক আরোহী মাত্র বাঁচিয়া আসিয়াছে। যখন জাহাজ ডুবিয়া গেল, তখন সে দৈবক্রমে একখানা কাষ্ঠ আশ্রয় করিতে পাইয়াছিল; দুই ঘণ্টাকাল তাহার চেতনা ছিল না, অবশেষে একাদিক্রমে ১৫ ঘণ্টাকাল জলে ভাসিতে ভাসিতে নেপাল নামক বাষ্পীয় পোত চলিয়া আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে উত্তোলন জন্য সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। সেই জাহাজের পরিচালকগণ তাহাকে উঠাইয়া আনিয়াছে। স্মরজন্ লরেন্স যেরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে এরূপ ঝড় বৃষ্টির দিনে সেই জাহাজে যাত্রী প্রেরণ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল। এক কোম্পানীর বিবেচনায় এত গুলি প্রাণী হত্যা হইল, ইহার কি কোন জবাব দিহি নাই? সঞ্জীবনী।

ইংরাজেরা ইজিপ্ট ছাড়িয়া আসিলে খেদির পাছে তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের অধীন হন, এই আশঙ্কায় ইজিপ্টের সকল শ্রেণীর লোকের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরে ইজিপ্টবাসীদের মনে তুরস্কের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব সঞ্জাত হইয়াছে, ইংরাজগণ ইজিপ্ট পরিত্যাগ করিয়া আসিলে যদি তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট খেদিবের উপর আধিপত্য লাভ করেন, তবে তদ্দেশবাসীদের দারুণ মনঃপীড়া ও অশান্তির কারণ হইবে। স, জী,

মহারাণীর সহিত গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবের সদ্ভাবের অভাবের কারণ সেণ্টষ্টিফেন্ গেজেটে অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছেঃ—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই গ্ল্যাডেষ্টোন সাহেবের প্রতি মহারাণীর অপ্রীতির সঞ্চার হয় ও ইহার কারণ স্বরূপ একটী রহস্য জনক গল্প কথিত আছে। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মালয় গুলি রাজকীয় বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে, এই মর্ম্মে একটী পাণ্ডুলিপি মহাসভার উভয় গৃহে স্থির হইলে মহারাণীর সহির জন্য প্রেরিত হয়। যে দিবস মহারাণীর সহির জন্য তাঁহার নিকট এই পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হয়, ঘটনা ক্রমে গ্ল্যাডেষ্টোন সাহেব সেই দিবস বিশ্রামার্থ উইণ্ডসার ভবনে উপস্থিত ছিলেন। মহারাণীর সহিত পাণ্ডু লিপিখানি শ্রবণ করিবার জন্য তিনিও আহূত হইলেন। সকলেই জানিত যে মহারাণীর সহিত এই আইন বিষয়ে মহাসভার মতগত পার্থক্য আছে; সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও আইরিস্ চার্চ্চ সমূহকে এই রূপে রাজকীয় প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিতে তিনি নিতান্তই বিরোধী ছিলেন। মহারাণীর ভাব স্বভাব দৃষ্টে মহাত্মা গ্ল্যাডেষ্টোন

বুঝিলেন যে, নাম সহি করিবার তাঁহার বড় ইচ্ছা নাই। তাই ব্যগ্রতা সহকারে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু মহাশয়, আপনাকে ইহাতে সহি করিতেই হইবে।" ক্রোধে ও লজ্জায় মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল ও তিনি উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কি জানেন, আমি কে?" গ্ল্যাডষ্টোন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত উত্তর করিলেন, "হা মহাশয় আমি জানি আপনি ইংলণ্ডেশ্বরী; কিন্তু আমি কে সে বিষয় কি আপনি অবগত আছেন? আমি সমগ্র ইংলণ্ডের জন সাধারণ।" বলা বাহুল্য সে দিবসকার রাজকার্য্য সংক্ষেপে শেষ হইয়া গেল। মহারাণী দুই একটী কথাতেই তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে রাজকার্য্য হইতে অবসৃত করতঃ অধিকতর ভদ্র জনোচিত ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই দিবস হইতে মহারাণী এই সম্মানাস্পদ বৃদ্ধের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে কদাচিত কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন না। স, জী,

বঙ্গদেশের খোলাভাটির অপকারিতা সম্বন্ধে পার্লেমেণ্ট মহাসভার জনৈক সভ্য মিঃ সেমুয়েল স্মিথ সভ্যদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণ সভায় যখন এ প্রস্তাব উঠিয়াছে, তখন আশা করা যায় ইহাতে আশাপ্রদ ফল লাভ হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ মিশনরী লং সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। পাঠকগণের নিকট লং সাহেবের পরিচয় দিতে হইবে না, ইনি এদেশীয় লোকের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যের সময়ে ইনি দুঃখী প্রজাদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ও দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। ইনি নানা দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অনেক দেশের প্রবাদ মালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশের পুরোহিতদিগের দেহ দাহ করিয়া সৎকার করা হয়। সেই দেহ মধু মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ৩। ৪ মাস পরে তবে দাহ করা হইয়া থাকে। যখন সেই দেহ রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন পুরুষেরা এক দিক হইতে টানিয়া বলিতে থাকে যে, "আমরা লইয়া যাইব," মেয়েরা অপর দিক্ হইতে টানিয়া বলিতে থাকে, "আমরা যাইতে দিব না।" ব্রহ্মদেশে শব দাহন অতি সম্মানের চিহ্ন।

শ্রীযুক্ত বি, এল, গুপ্ত আজ কাল ফরিদপুরের ডিষ্ট্রীক্ট জজ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার দে এখন সে জেলার ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া চলিলেন। ফরিদপুরকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। দুই জন এদেশীয় শিক্ষিত লোক দ্বারা শাসিত হইবার অধিকার ফরিদপুরই প্রথমে লাভ করিল।

বাঙ্গালোরে কুমারস্বামী নামে এক কাঁঠাল চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

কাঁঠালটা আন্দাজ ১১। ১২ সের হইবে। কিন্তু আমরা জানি, এক ব্যক্তির মাথায় তাল পড়িয়াছিল, সে মরে নাই। বঙ্গবাসী।

জর্ম্মাণীতে কাগজে নির্ম্মিত এক প্রকার পিয়ানো তৈয়ার হইয়াছে, কাগজের পিয়ানো নাকি বাজে ভাল।

পারিসের বিবুথিক ন্যাসেনাল নামক পুস্তকালয়ের সম বৃহৎ পুস্তকালয় পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে ২০ লক্ষ পুস্তক আছে, আর বহু সংখ্যক হস্ত লিখিত গ্রন্থ আছে। লণ্ডনের বৃটীশ মিউজিয়ামের পুস্তকালয় ইহার নীচে, এখানে ১৫ লক্ষ পুস্তক আছে। ইহার নীচে সেণ্টপিটার্সবর্গের রাজকীয় পুস্তকালয়, এই পুস্তকালয়ে ১১ লক্ষ পুস্তক আছে। ইউরোপের অন্যান্য রাজধানীতেও বড় বড় পুস্তকালয় আছে। বর্লীনের রাজকীয় পুস্তকালয়ে ৭ লক্ষ গ্রন্থ আছে। ড্রেস্‌ডেনের পুস্তকালয়ে পাঁচ লক্ষ, মিউনিকের পুস্তকালয়ে সাড়ে চারি লক্ষ, বিয়েনার পুস্তকালয়ে ৪ লক্ষ ও লিপসিকের পুস্তকালয়ে তিন লক্ষ ষাট হাজার গ্রন্থ আছে। মার্কিন অনেক বিষয়ে ইউরোপের অপেক্ষা বড় বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, কিন্তু ইউরোপের মত সুবৃহৎ পুস্তকালয় একটীও নাই, তবে ইউরোপ অপেক্ষা তথাকার পুস্তকালয়ের সংখ্যা অনেক অধিক। ওয়াসিংটনের জাতীয় পুস্তকালয়ে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রন্থ আছে, এইটিই মার্কিনের বড় পুস্তকালয়, ইহার নীচে বষ্টনের সাধারণ পুস্তকালয়, ইহাতে ৩০৫০০০ গ্রন্থ আছে। আমাদের দেশ এ বিষয়ে ইউরোপ ও মার্কিনের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়ের অদ্যাবধি ঋণদায় ঘুচিল না।

নববিভাকর।

ভারতে এখন সর্ব্বশুদ্ধ ৯টী কাগজের কল হইয়াছে। ইহার মধ্যে বোম্বাইয়ে ৫টী, কিন্তু তাহার ৩টী এখনও প্রস্তুত হইতেছে, সাঙ্গ হয় নাই। লক্ষ্ণৌয়ে একটী কল ও গোয়ালিয়ারে একটী আছে। আর বাঙ্গালার মধ্যে একটী ও টিটাগড়ে একটী কাগজের কল আছে। বোম্বাইয়ের তিনটী ও লক্ষ্ণৌয়ের এবং গোয়ালিয়ারের কল ব্যক্তিবিশেষের অধিকৃত। বাকী সমস্তগুলিই ব্যবসাদার কোম্পানীর। সে গুলির মূলধন ৩৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। ১৮৮৫ সালে এই কল গুলিতে মোট ১৮ লক্ষ টাকার কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। দৈনিক।

৫ম খণ্ড।] জুন ও জুলাই ১৮৮৭। [৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

বঙ্গ বন্ধু

ও

স্বাধীন সমালোচক।

ইউরোপে শান্তি না সমর?

কিছু দিন হইল শুনিলাম ইউরোপে যুদ্ধ বাধে বাধে হইয়াছে, কিন্তু এখন আবার শুনা যায় যুদ্ধের তত সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধ হইবে কিনা, কবে হইবে, এ সব নিশ্চিত রূপে বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু যখন ইউরোপের যুদ্ধ বা শান্তি দুই চারি জনের হস্তে, তখন কখন কি হয়, কখন এই দুই চারি জনের মনের গতি ফিরে তাহা বলা যায় না। সে দিন জর্ম্মণীর সম্রাট উইলিয়ম দুই একটী কথায় যেরূপ আভাস দিলেন, তাহা সমগ্র ইউরোপ সহজে বুঝিয়া লইল। বুদ্ধি বিশারদ চতুর চূড়ামণী বিস্‌মার্ক স্পষ্ট স্বরে ফ্রান্স সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা ফ্রান্স ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইল। ইউরোপীয় সমাচার পত্রের সম্পাদকগণ অমনি বলিয়া উঠিলেন, ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে বাধে। তাহার কিছু পরেই আবার শুনিতে পাওয়া গেল, এখন যুদ্ধ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

কথা এই, যুদ্ধ কখন বাধিবে তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না, কিন্তু একটি বিষয় বড় ভয়ের কথা। ইউরোপের সকল দেশেই যুদ্ধের আয়োজন করা হইতেছে, সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে, সৈন্যের অস্ত্র শস্ত্রের জন্য কোটী কোটী টাকা খরচ করা যাইতেছে। এখন সকলেই সন্দিহান চিত্ত, কাহারও উপর কাহার বিশ্বাস নাই। রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির আর বড় সম্বন্ধ নাই। ঠকাও, প্রবঞ্চনা কর, মিথ্যা কথা বল, রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই দোষ হইবে না। এখন হইয়াছে দুই প্রকার ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত ধর্ম্মের সহিত রাজনৈতিক ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও চলে,

একই ব্যক্তি নানা সময়ে ও নানা কারণে পরস্পর বিরুদ্ধ নীতি ও কার্য্যের অনুসরণ করিতে পারেন, তাহাতে কিছু দোষ নাই। ঊনবিংশতি শতাব্দির ধর্ম্ম বড় মজার জিনিস হইয়া পড়িয়াছে।

জর্ম্মণী, অষ্ট্রীয়া ও ইতালী মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, ফ্রান্সও রুশীয়ার মধ্যে মৈত্রীভাবে স্থাপিত হইয়াছে। তাহা হইলে জর্ম্মণী, অষ্ট্রীয়া ও ইতালী রুশীয়া ও ফ্রান্সের সমকক্ষ হইতে পারিবে। ইতালী অনেক বিষয়ে উন্নতি করিয়াছে, এবং ফ্রান্সের গতি সম্বন্ধে অনেক বাধা জন্মাইতে পারে।

ইউরোপে ইংলণ্ডের বড় ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু মিশর লইয়া ফ্রান্স ইংলণ্ডের সঙ্গে কিছু গোলমাল করিয়াছিলেন, কিন্তু সে গোলমাল এখন নাই। ইংলণ্ড মিসর সম্বন্ধে তুর্কীর সহিত যে সর্ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে জর্ম্মণী ইতালী ও অষ্ট্রীয়া অনুমোদন করিয়াছেন, অতএব ফ্রান্স এখন চুপ করিয়া থাকিবেন।

সুবিধা না পাইলে চুপ করিয়া থাকিবেন বই আর আর কি করিবেন? ভিতরে ভিতরে ফ্রান্স জর্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছেন, জর্ম্মণী তাহা বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিয়াছেন, ও তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিসমার্ক স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, হয় ফ্রান্স জর্ম্মণী কর্ত্তৃক বিজিত দেশ সকল পুনর্ব্বার অধিকার করিবে, না হয় ফ্রান্সকে বিলুপ্ত করিতে হইবে। বিসমার্কের দেশহিতৈষিতার ইয়ত্তা নাই। তিনিই প্রুসিয়া রাজ্যের এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার বেশী বয়স হইয়াছে, অনেক দিন আর ইহলোকে থাকিবেন না। অতএব তাঁহার ইচ্ছা, মরিবার পূর্ব্বে তিনি ফ্রান্সের পরিণাম দেখিয়া যান।

এত বিপদাশঙ্কা থাকিলেও আমরা শুনিতে পাই আপাততঃ যুদ্ধের বড় সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধ না হইলেই ভাল, শান্তি কে না প্রার্থনা করিবেন? কিন্তু কারণের যখন অসদ্ভাব নাই, তখন যে কার্য্য হইবে না, কে বলিতে পারে?

বিশপ মিডল্টন।

জাহাজে আসিবার সময় তিনি কেবল মাদিরা (Madeira) দ্বীপে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দ্বীপটী দেখিতে অতি সুন্দর। তৎপরে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, কলিকাতায় আসিতে তাঁহার প্রায় ৬ মাস লাগিয়াছিল।

১৮১৪ সালের ২৮শে নবেম্বর মাসে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উদ্দেশে কোন বাহ্যিক আড়ম্বরাদি করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অপ্রকাশ অভ্যর্থনা অত্যন্ত সন্তোষদায়ক হইয়াছিল। খ্রীষ্টমস্ দিনে তিনি ১৩০০ লোকের সম্মুখে প্রচার করেন ও ১৬০ জনকে পুণ্য সহভাগ প্রদান করেন।

বিলাতের লোকেরা ভয় করিয়াছিল যে বিশপ ভারতবর্ষে আসিলে দেশে বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে তাহা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। দেশীয় লোকেরা বিশপের আগমনে আপনাদের সন্তোষ প্রকাশ করিল এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিত। বিশপ মহোদয় বলেন, আমার আসিবার পূর্ব্বে তাহারা বলিত, "তোমাদের যুদ্ধ বিভাগের কর্ত্তা আছে, তোমাদের বিচার বিভাগের কর্ত্তা আছে এবং প্রায় সকল বিভাগেরই কর্ত্তা আছে, কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মগুরু কোথায়?" যাহা হউক বিশপ মহোদয় এদেশে পদার্পণ করিলে সে অখ্যাতির শেষ হইল।

বিশপ মহোদয় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কলিকাতায় ১৫ জন, মান্দ্রাজ বিভাগে ১২ জন ও বোম্বাই বিভাগে ৫ জন চ্যাপলেন সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ জন নিযুক্ত রহিয়াছে।

তন্মধ্যে প্রায় অনেকেই পীড়িত ছিলেন, কেহ কেহ বা অবকাশ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালা বিভাগের ৮ জন, মান্দ্রাজে ৫। ৬ জন ও বোম্বেতে ১ জন, এই সর্ব্বশুদ্ধ ১৪। ১৫ জনকে দেখিতে পাইলেন।

তিনি দেখিলেন চ্যাপলেন্‌রা নিতান্ত অলস, তাহারা কোন কার্য্য করিতেছে না। তাহারা গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ন্যায় সুখভোগে আসক্ত, কেবল বুকাবম, হেনরী মার্টিন, ডেভিড ব্রাউন, করী প্রভৃতি কতিপয় চ্যাপলেন উপযুক্ত রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে, আর্ম্মিনিয়াণ রোমান কাথলিক, স্কচ্ প্রেস্‌বিটেরিয়ন ও প্রোটেষ্টাণ্ট ডিসেণ্টর মণ্ডলী সকলেই যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আপনাপন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে, কেবল ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, কোন কার্য্যই করিতেছে না।

তিনি তাৎকালিক ইংরাজদের ধর্ম্ম বিষয়ে তত ভক্তি দেখিতে পাইলেন না। দুই চারিটী মাত্র উপাসনালয় ছিল। সুতরাং উপাসনালয়ে উপাসনা করিবার তত সুবিধা ছিল না। তৎপরে লোকেরাও ধর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় শিথিল ছিল। পুরোহিত না থাকিলে বিবাহ ক্রিয়া ও বাপ্তিস্ম গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বা সমর বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পন্ন হইত। তিনি এই সকল অযথা কার্য্য দেখিয়া পুরোহিতগণকে বিনা বান প্রকাশে বিবাহ দিতে নিষেধ করিলেন এবং তাহাদিগকে মণ্ডলীর নিয়মানুসারে বিবাহ দিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

আর একটী বিষয় লইয়া তিনি বড় আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস গৃহাপেক্ষা উপাসনালয় গুলি দেখিতে নিতান্ত কদর্য্য ছিল। এ বিষয় লইয়া তিনি বোম্বাইয়ের আর্চডিকনকে লেখেন —"প্রত্যেক চ্যাপেল খিলানযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার চূড়া ও তাহাতে

একটী ঘণ্টা থাকা উচিত। সত্য বটে মনুষ্য সকল স্থানেই ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে। কিন্তু দেবপুজকদের মধ্যে থাকিয়া তুমি যদি তোমার উপাসনা নিজ বাসগৃহাপেক্ষা কদর্য্য কর, তাহা হইলে কি করিয়া তাহারা তোমাদের ধর্ম্মেতে আস্থা দেখাইবে। তোমাদের উচিত তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা দেখান। একবার তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া দেখ, দেখিবে তাহারা কত যত্ন ও ব্যয় বহন করিয়া আপনাদের মন্দির ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না, কেবল তাহা করা গৌরব মনে করিয়া থাকে।" এ বিষয় লইয়া আর্চডিকন গবর্ণমেণ্টকে জানান এবং গবর্ণমেণ্ট বিশপ মহোদয়ের পরামর্শানুসারে উপাসনালয় গুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দেন।

সিপাহী বিদ্রোহ।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এ ঘটনা গুলি এ প্রকার অস্বাভাবিক হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনো যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহার অনেক অনুসন্ধান হইল, কে তাহা বিতরণ করিল? লোকটাই বা কে? কোথা হইতে ইহার সুত্রপাত হইল এবং এই চাপাতী বিতরণের উদ্দেশ্যই বা কি? কেহ তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

এই প্রকারে প্রায় নয় দিন কাটিয়া গেল। চাপাতীর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়া গেল। কিন্তু কাহারও কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল, তাহার কারণ এই যে গত শতাব্দিতে মাদ্রোজ অঞ্চলে এই প্রকার চাপাতী বিতরণ হয় এবং তৎপরেই ভেলোরে বিদ্রোহানল স্বলিয়া উঠে।

থরণ্‌হিল সাহেব পীড়িত হইয়া তাঁহার ভ্রাতার কাছে গমন করেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন।

১২ই মেতে একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী তাহার ভাগিনেয়ার নিকট হইতে তারে খবর পাইলেন যে, মিরটে এক দল সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়া অনেক ইংরাজকে বধ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সেই দিনে অনেকে সেই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। অনেকে বলিলেন ইহা গল্প, কেহ কেহ বা বলিলেন, হাঁ, হয় ত কিছু হইয়াছে, কিন্তু লোকে বাড়াইয়া ইহাকে একটী মহৎ বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন যে, বাস্তবিক, যদি বিদ্রোহ হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় সংবাদ পাইতেন।

থরণ্‌হীল সাহেবের ভ্রাতা ভোজনের পর গবর্ণমেণ্ট হাউসে গেলেন, সে স্থান হইতে তিনি সন্ধ্যাবেলা ফি-

রিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। থরণ্হীল সাহেব ইচ্ছা করিলে আরও দুই চারি দিন আগ্রায় থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহার ভ্রাতার আকার প্রকার দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ত্বরায় মথুরায় ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন, ভাবিলেন কি জানি হয় ত বিদ্রোহীরা আসিয়া সকলকে ত্যক্ত বিরক্ত করিবে, তাহাদের দ্বারা যে দেশের কোন অনিষ্ট হইবে তাহা তিনি ভাবেন নাই, তিনি তাঁহার দাসকে সকল জিনিষ পত্র প্রস্তুত করি.ত বলিলেন এবং সেই রাত্রিতেই তিনি মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। পর দিনে তাঁহার স্ত্রীও সন্তানাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় কেহ যদি যমুনা তীরে বিচরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। এক দিকে সৈন্যদের কাওয়াজের স্থান (Parade Ground) রহিয়াছে। অপর দিকে একটু উচ্চ ভুমি রহিয়াছে, তাহার উপর দিয়া যমুনা দেখা যাইতেছে। নদীতে এখন খুব অল্প জল রহিয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে তাহার শাখা ও প্রশাখা আসিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এক স্থানে একটী গোরুর পাল একটী ছোট স্রোত পার হইতেছে। রাস্তার ধারে একটী কুঞ্জবন রহিয়াছে, তাহার ভিতরে একটী মন্দির ও একটী কূপ রহিয়াছে। একদল যাত্রিক এ স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে এবং তাহাদের উষ্ট্র গুলি নিকটে চরিয়া বেড়াইতেছে।

থরণ্হীল সাহেব মথুরায় ফিরিয়া আসিয়াই এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা জানিবার নিমিত্তে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ না পাওয়াতে, তিনি ভাবিলেন যে, সকলই মিথ্যা। সন্ধ্যার সময়ে বায়ু সেবনার্থে গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার বেহারা তাঁহার হস্তে একটী পত্র দিয়া বলিল যে, সেখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্র। হলে বাতী জ্বলিতেছিল, তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া হলে প্রবেশ করিলেন এবং আলোতে দেখিলেন পত্রের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'অর্জেণ্ট'। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

দিল্লী—

"এক দল সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়া আমার ঘর পুড়াইয়া দিয়াছে। সেই সময় আমি ঘরে ছিলাম না বলিয়া বাঁচিয়াছি। আর শুনিলাম যে বিদ্রোহীরা মথুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, অতএব তুমি সাবধান হও।"

তোমার—

* * * *

রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার।

সাধু আগষ্টিন।

সাধু আগষ্টিন সার্ব্বত্রিক মণ্ডলীর একটী উজ্জ্বল রত্ন। প্রাচীন পিতৃদেবগণের মধ্যে আগষ্টিনের সমকক্ষ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বীয় অমূল্য গ্রন্থ, উপদেশাদি দ্বারা তিনি যেমন সমগ্র মণ্ডলীর উপকার করিয়াছেন, তেমন বোধ হয় আর কেহ করে নাই। সমস্ত খ্রীষ্টীয় সাহিত্য তাঁহার চিন্তা দ্বারা এক প্রকারে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউমিদিয়ার থাগাষ্টী নগরে আগষ্টিনের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা সাধ্বী মণিকা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, পিতা দেব পূজক। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আগষ্টিনের পিতার মৃত্যু হয়, অতএব অল্প বয়সে বিদ্যা শিক্ষার জন্য আপনার মাতার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়।

মণিকা যার পর নাই সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন। পুত্রের যাহাতে সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। তিনি যত্ন সহকারে আগষ্টিনের অন্তঃকরণে সুবীজ বপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সহজে অঙ্কুরিত হয় নাই। আগষ্টিন স্বেচ্ছাচারিতা দোষে দূষিত হইলেন। তিনি অপব্যয়ী পুত্রের ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মাতার মধুর বাক্য তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি মাতার ভয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিলেন। কিন্তু মণিকা হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার গম্ভীর বিশ্বাস, দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল। তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কিন্তু তাহা আপনার পাত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। "যাহারা চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে বপন করে, তাহারা আনন্দ সহকারে কর্ত্তন করিবে" এই কথাটির গভীর অর্থ তিনি পরে টের পাইলেন।

মণিকা প্রার্থনা করেন, উপবাস করেন, কিন্তু পুত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখেন না। পুত্র ক্রমে ক্রমে অসাধু সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলেন, নানা পাপে আসক্ত হইলেন। এ সময় শাস্ত্র পাঠ তাঁহার ভাল লাগিত না। শাস্ত্রের বচন তাঁহার এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত। তিনি "মাংসে বপন" করিতেছিলেন।

পাপের প্রলোভনে পড়িয়া তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া গেলেন। ২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'মানিকীয়' মত অবলম্বন করিলেন। এই মানিকিয়েরা বিশ্বাস করিত, আলোকের ঈশ্বর ও অন্ধকারের ঈশ্বর আছে। তাহারা মাংসাহার নিষেধ করিত। তাহাদের শিক্ষা দুর্নীতি ও কুসংস্কারে জড়ীভূত। আগষ্টিন এই ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে স্থির থাকিতে পারিলেন না, ইহাতে তাঁহার আত্মার বিশ্রাম জন্মিল না। ইহাপেক্ষা উচ্চতর, সত্য, পবিত্র, সত্য

পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। তিনি আপনার পাপময় জীবন ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের জীবন, পবিত্রতার জীবন অবলম্বন করিতে চাহিলেন।

তাঁহার মাতার প্রার্থনা ও অশ্রুপাতের ফল কিছু কিছু দেখা দিতে লাগিল। তিনি স্বীয় পুত্রের জন্য এক দিন এক জন বিশপের পরামর্শ ও সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন। বিশপ বলিলেন,—"কিছু অপেক্ষা কর, তুমি স্বগৃহে প্রত্যাগমন কর, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, কারণ যাহার জন্য এত অশ্রুপাত হইয়াছে, সেই সন্তান যে মরিবে তাহা সম্ভবে না।" বিশপ ঠিক বলিয়াছিলেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাহার প্রার্থনা শুনিতে ছিলেন, তিনি আপনার নিরূপিত সময়ে তাহার ফল প্রদান করিবেনই।

চঞ্চল চিত্ত হইয়া আগষ্টিন প্রথমে রোমে, পরে মিলানে গমন করিলেন। মিলানে প্রসিদ্ধ বিশপ আম্বাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সাধুর কাছে তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি মনোযোগ সহকারে সাধু পৌলের লিপি নিচয় পাঠ করিতে লাগিলেন। এখন তিনি পৌলের পত্রের প্রগাঢ় অর্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য রূপে, অদ্ভুত রূপে আগষ্টিনের সমস্ত কুসংস্কার তিরোহিত হইল, তাঁহার মনঃ পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহার বাপ্তিস্মের কিছু দিন পরে, মণিকা শান্তিপূর্ণা হইয়া পরলোক গমন করিলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, যাহার জন্য দিবারাত্রি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলেন, আর বাঁচিয়া কি করিবেন? তিনি আপনার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করিলেন।

আগষ্টিনের মনঃ পরিবর্ত্তনে আমরা ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় পাই, দেখিতে পাই সত্যান্বেষী কখন ঈশ্বরের সত্যে বঞ্চিত হয় না। যাহারা আপনাদের জ্ঞানানুসারে, বিবেকানুসারে কার্য্য করে, যতটুকু সত্যের জ্ঞান আছে সেই অনুসারে আবার ব্যবহার করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোক প্রদান করেন। যাহারা আগষ্টিনের "কনফেসন্স" বা পাপ স্বীকার পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কি ব্যাকুলতা সহকারে আগষ্টিন সত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন, কি জীবন্ত ও জ্বলন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তিনি আপনার খ্রীষ্টীয় জীবন কাটাইয়া ছিলেন। লুথরের মতে তাঁহার "কনফেস্ন্স" পুস্তকের ন্যায় মনুষ্য প্রণীত গ্রন্থ আর নাই।

৩৫ বৎসর কাল তিনি হিপোর বিশপ থাকিয়া কেবল আফ্রিকার নয় সমস্ত পৃথিবীর উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল বহু মূল্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকলের প্রত্যেক ছত্রে, গভীর খ্রীষ্টীয় ভাব ও সত্য নিহিত আছে। সেই সকল সত্য অসংখ্য অসংখ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিত্য আহার স্বরূপ পরিগণিত।

মহাত্মা পৌল যে মঞ্চের উপবিষ্ট, তাহার ঠিক নিম্নে যে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারে অসঙ্গত নহে।

লুসিয়া।

দশম অধ্যায়।

উদ্ধার।

" But still as wilder blew the wind,
And as the night grew darker,
Adown the glen rode armed men,
Their trampling sounded nearer :—
O haste thee. haste ! the lady cries,
Rough tempests round us gather ;
I'll meet the raging of the skies,
But not * * * * *

Campbell.

লুসিয়ার চৈতন্য হইল। নৈরাশ্য ও ভয় আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাহার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দিক্ নিরূপণ করা সুকঠিন। সে কোন পথ অবলম্বন করিয়া পেট্রাভিমুখে যাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। দুর্ভাগ্য বশতঃ সে ভুলক্র ম অন্য পথে যাইতে লাগিল। এইবারে সে মহা বিপদে পড়িল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। সে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া বালুকার উপর বসিয়া পড়িল। মনে করিল এখনই হয় ত হিংস্রক জন্তু আসিয়া তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার আর নড়িবার শক্তি নাই। কিঞ্চিৎ পরে সে বালুকার উপর নিদ্রা গেল।

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিল, সূর্য্য উঠিয়াছে। সূর্য্যালোকে পৃথিবী আলোকিত হইয়াছে। শিশির পড়িয়া তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। এখন কি করিয়া তাহার কাপড় শুকাইবে? আবার তাহার সঙ্গে যে ভোজন সামগ্রী ছিল, তাহা ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। এখানে কোথা হইতে বা খাদ্য পাইবে? হঠাৎ সে পর্ব্বতের গুহাতে ছয়টী ডিম্ব দেখিতে পাইল। সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল।

তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে তিনটী ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া আর তিনটী সঙ্গে করিয়া লইল। ভোজন করিয়া সে শরীরে অনেক বল পাইল এবং তাহার ক্ষুধাও নিবারণ হইল। প্রায় মধ্যাহ্ন কালে সে একটী জলোৎসের নিকট উপস্থিত হইল। সে তৃপ্তি পূর্ব্বক জল পান করিয়া, নিজ জলপাত্র পূর্ণ করিয়া লইল।

সে যত যাইতে লাগিল, ততই পর্ব্বতের মধ্যে অধিক গুহা দেখিতে পাইল। গুহা দেখিয়া তাহার মনে বড় ভয় হইল। সে রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না। ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া তাহার মন বড় চঞ্চল হইল। পর দিন প্রাতঃকালে সে নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিল। তাহার মস্তক ঘুরিতেছে। শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ানক জল পিপাসা পাইল।

এমন অবস্থায় সে কি করিবে? যাত্রা ভিন্ন আর তাহার উপায় কি?

লুসিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আবার কত পর্ব্বত গুহা তাহার দৃষ্টি পথে পড়িল। সে গুলি দেখিয়া তাহার মন বড় অস্থির হইল। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত প্রান্তর রহিয়াছে। তাহার নিকট হইতে প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে একটি পাহাড় দেখা যাইতেছে। পাহাড় দেখিয়াই তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পাঠক ইহার কারণ কি বলিতে পার?

এই পাহাড়টী লুসিয়া স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাহার অতি উচ্চ চূড়া রহিয়াছে, পর্ব্বত নিম্নে একটী দ্বার রহিয়াছে। দক্ষিণে একটী অপ্রশস্ত পথ গিয়াছে। বামদিকে একটী সুবিস্তৃত মাঠ রহিয়াছে।

লুসিয়া তখন এই গুলি দেখিতেছে ও নিজ মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতেছে। একবার ভাবিতেছে ইহা স্বপ্ন, আবার ভাবিতেছে, না ইহা সত্য। সেই সময়ে সে দুইটী কদাকার লোককে পর্ব্বত নিম্ন হইতে বাহির হইতে দেখিল—ইহারা অবিকল সেই স্বপ্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সদৃশ। এক্ষণে সে কি করিবে? স্বপ্নে সে বামদিকে পলাইয়াছিল। এক্ষণে সে কি দৌড়িয়া পলায়ন করিবে, না সাহস পূর্ব্বক হাঁটিয়া যাইবে?

তাহাদের মধ্যে একজন অতি বিকৃত লাটিন ভাষায় বলিল, তুই কোথায় যাচ্চিস্ রে, আমাদের জায়গার উপর দিয়ে তোকে কে যেতে ব'লেছে?

অভাগা লুসিয়া আর অপেক্ষা করিল না, তাহা দেখিয়া সেই লোকেরা তাহার পশ্চাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করিল। লুসিয়া ভাবিল—এবার গেলাম, আর আমার উপায় নাই, এখনি তাহারা আসিয়া আমাকে ধরিবে। তাহার বুক দুড়দুড় করিতে লাগিল। তাহার নিশ্বাস যেন প্রায়ই বদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। এই সময়ে সে পর্ব্বতের কোণ ঘুরিল। সে অমনি দুই জন লোককে উষ্ট্র পৃষ্ঠে আসিতে দেখিল। লুসিয়া, রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া অচেতন হইয়া ভুমির উপর পড়িয়া গেল।

প্রথম আরোহী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—তোরা কি চাস্?

দুর্দ্দান্তেরা আরোহীদের দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। আরোহীরা আসিয়া উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিল। প্রথম আরোহী বলিল,—'ভারসেডিস থাম, আমরা এ বালককে এ স্থানে এ প্রকার অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি না, তোমার সুরাপাত্র লইয়া আইস। পরে তিনি লুসিয়ার পার্শ্বে বসিয়া, লুসিয়ার মুখে হাত দিয়া বলিলেন,—আমরা আসিয়াছি আর তোমার ভয় কি?—ভারসেডিস্, শীঘ্র চামড়ার জল পাত্রটা আন—এর সংজ্ঞা নাই, এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাহার টোপরের গলাবন্ধ খুলিতে লাগিলেন। পথিকের হস্ত একটী কোমল পদার্থ স্পর্শ

করিল। পথিক বলিল,—ভারসেডিস এটী বালিকা! শীঘ্র, শীঘ্র, জল আন।

আমি পাঠককে অন্যান্য বিষয় বলিবার পূর্ব্বে এই দুই জন আরোহীর পরিচয় দিব। তাহা না হইলে বোধ হয় পাঠক আমাদের উপর রাগ করিতে পারেন।

একাদশ অধ্যায়।

পর্ণকুটীর।

" Out spoke the hardy Highland weight,
I'll go my chief I'm ready ;—
It is not for your silver bright ;
But for your *winsome* land.

Campbell.

যে দিন লুসিয়া কেয়সের সহিত পিতৃ অন্বেষণে প্রান্তরে গমন করে, সেই দিন সন্ধ্যার সময় বিশপ মেজাবেনিস তাঁহার পর্ণকুটীরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। বাগানের বাহিরে একটী ছোট গ্রামে তিনি লুকাইয়া ছিলেন। তাড়নার সময় বিশপদিগের মহা বিপদ। তাঁহারা পুরোহিত বলিয়া অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানদের তত্বাবধারণ করিতে হইত। তাহা না করিলে কেই বা তাহাদের দুঃখের সময় দেখিবে? তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে? বিশপের পর্ণকুটীর একটী শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে, তাঁহার উপরে কুমড়া গাছ প্রভৃতি উঠিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। চালের উপর দুইটী বড় বড় কুমড়া হইয়াছে। ঘরের ভিতরে যেন অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে, বিশপ জানলাব নিকটে বসিয়া প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণী পড়িতেছেন। তিনি যাহা পড়িতেছিলেন তাহা বেশ শুনা যাইতেছিল। তিনি পড়িলেন—"আর আমি দেখিলাম যেন এক লবণের অগ্নিমিশ্রিত সমুদ্র রহিয়াছে। পশু সম্বন্ধও তাহার প্রতিমা সম্বন্ধে ও ছবি সম্বন্ধে ও তাহার নামের অঙ্ক সম্বন্ধে বিজয়ীগণ সেই কাঁচ সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহারা ঈশ্বরের বীণা ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের দাস মূশার গীত ও মেষশাবকের গীত গান করিতেছেন। হাঁ সত্য আমি ইহাদের কষ্টের দিন দেখিয়াছি এক্ষণে আমি ইহাদের গৌরব দিন দেখিতে ইচ্ছা করি।' এই বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। বোধ হইল তিনি ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দীর্ঘ শ্বেত শশ্রু ধর্ম্মপুস্তকের উপর রাখিলেন। আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পশু, প্রতিমা, ছাগ, অঙ্ক, সকল, হাঁ সকলই জয় করা হইয়াছে। হাঁ, তার পর লেখা আছে, "মহৎ ও চমৎকার তোমার সমুদয় কার্য্য, হে প্রভো ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান স্বরূপ, তোমার নিয়ম সত্য, হে জাতিগণের রাজন! কে না তোমাকে ভয় করিবে, প্রভো! তোমার কার্য্য! তোমার পথ! বাস্তবিক ইহা মনুষ্য সাহস অপেক্ষা আর কাহারও বিশেষ সাহায্য আবশ্যক করে। যখন কুইন্টস্ বিচারপতির সম্মুখে নির্ভয়ে দাঁড়াইল তখন তাহার প্রতি ক্রুর আজ্ঞা প্রচার হইল। যখন

সে বলিল "ঈশ্বরই ধন্য" তাহা কি সে নিজে করিয়াছে? এত সাহস, এত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে কে তাহাকে উত্তেজিত করিল? যাহা হউক, এখন সে কাঁচ সমুদ্রে বাস করিতেছে, আহা, সেই ছোট শিশু গুলিও সেই সঙ্গে কষ্টভোগ করিতেছে। আর ভিরিয়া ছেলেমানুষ তাহারই বা কি কষ্ট? হে প্রভো! তোমার লোকদিগকে কেন এত দুর্দ্দশাগ্রস্থ করিলে?

এই সময় কাহারও পদধ্বনি শুনা গেল। কে আসিয়া বাগানের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, তৎপরে তাহার স্বর শুনা গেল। সে বলিল. কেহ আছে? ভিতরে কেহ আছে? বিশপ ভাবিলেন আমারও কাল সন্নিকট, বোধ হয় আমাকে ধরিবার নিমিত্তে কেহ আসিতেছে। তিনি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন। একজন উচ্চ বংশীয় রোমাণ লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার পোষাকই তাহাকে রোমাণ বলিয়া পরিচয় দিল। তিনি আরোহী বলিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, কেন মামা আমাকে আপনি চিনিতে পারিতেছেন না? প্রথমে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন; এই বলিয়া সে জানু অবনত করিলেন।

" বৃদ্ধ বিশপের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল। তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন। ডরোথিয়স্ তুমি এক্ষণে কি জন্যে আসিলে? তোমার কুশল ত?"

ডরোথিয়স্। হাঁ আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ভাল আছি। বোধ হয় আপনিও ভাল আছেন?

যুবা বিশপকে নিজ বৃত্তান্ত সকল বলিলেন। বিশপ তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখেন নাই। সে জন্য তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত ছিলেন। তিনি ডরোথিয়স্কে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। ডরোথিয়স বিশপ মেজাবেনিসের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি যেরুশালেম নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রায় ৬ বৎসর তিনি আলেকজান্ড্রিয়া, আথেন্স ও রোম নগরে ভ্রমণ করিয়া অনেক বিদ্যা শিক্ষা করেন। চিকিৎসা বিষয়ে তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। যে সময় সম্রাট ডিসিয়স্ গথ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান, সে সময় তাঁহার প্রিয়তম ভার্য্যা মাসিয়া অত্যন্ত পীড়িতা হন। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা তাঁহাকে আরোগ্য করিতে সবিশেষ যত্ন করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তখনকার লোকেরা বড় শিক্ষিত ছিল না। তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যতটুকু জ্ঞান ছিল, ততটুকু জ্ঞানের দ্বারা যত দুর করিতে পারিয়াছিল, ততদুর করিয়াছিল। কপোত মারিয়া তাহার রক্ত রাজ্ঞীর পদতলে দিল। নেকৃড়ে ব্যাঘ্রের চর্ব্বি হইতে এক প্রকার মলম প্রস্তুত করিয়া তাহার গলায় মালিস দেওয়া হয়। এই প্রকার করিয়াও রোগীর অবস্থা আরও মন্দ হইতে লাগিল।

তখন চিকিৎসকেরা তাহার বিষয়ে সমস্ত ভরসা ছাড়িয়া দিল।

সম্রাট ডিসিয়স রাজ্ঞীর এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার বয়ক্রম ৫০ বৎসর হইবে। দেখিতে সুপুরুষ অথচ দেখিলে ভয় হয়। তিনি যাহা করিবেন স্থির করিয়াছেন কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারে না।

সম্রাট চিকিৎসকদিগকে বলিলেন, যে কেহ রাজ্ঞীকে আরোগ্য করিতে পারিবে, সে যাহা চাহিবে আমি তাহাকে তাহাই দিব। তাহাকে স্বর্ণ ওজন করিয়া দিব, একটী সিসিলিয়ান ক্ষেত্র, টাইবর নদী উপকুলে একটী দ্রাক্ষা ক্ষেত্র, আরও যাহা ন্যায্য তাহা প্রদান করিব।

তাহা শুনিয়া চিকিৎসক ফেব্রোনিয়স বলিল—মহারাজ, যদ্যপি আপনি বলিতেন যে, রাজ্ঞীকে আরোগ্য করিতে না পারিলে তোমাদের জীবন লইব, তাহা হইলেও আমরা কিছু করিতে পারিতাম না। আমাদের সাধ্য পর্য্যন্ত আমরা চেষ্টা করিয়াছি।

আলেক্টিয়স প্লাসেরটিনস নামে আর একজন চিকিৎসক বলিল, 'যদি আরও কিছু করা যাইত' বলিয়া চুপ করিল।

ডিসিয়স্। কি বলিলে? যদি আরও করা যাইত' আর কি করা যাইতে পারে?

আক্সেটিয়স। মহারাজ! যদি আপনি ডরোথিয়স নামে একজন গ্রীক চিকিৎসককে ডাকাইতে পারেন, তাহা হইলে হয় ত রাজ্ঞী আরোগ্য হইতে পারেন।

সম্রাট। সে কোথায়? তোমরা কি নির্ব্বোধ? এতক্ষণ আমাকে বল নাই কেন? সে কোথায়? বাহিরে? আছে!

আলটিয়স। মহারাজ! সে এক জন খ্রীষ্টীয়ান। তাহাকে হয় ত সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যদ্যপি আপনি তাহাকে অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে হয় ত তাহাকে পাইতে পারিব।

সম্রাট। যাও, শীঘ্র তাহাকে ডাকিয়া আন। তাহাকে অভয় প্রদান করিলাম—এবং সে যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে আরও পুরস্কার দিব।

এই প্রকারে বিশপ মেজাবেনিসের ভাগিনেয় রাজদরবারে স্নেহের পাত্র হন। তিনি রাজ্ঞীকে সম্পুর্ণ রূপে আরোগ্য করিলেন। সম্রাট তাহাকে তাঁহার অঙ্গীকৃত সকল বস্তুই দান করিলেন। তাহা ব্যতীত তাঁহাকে, তাহার মামা বিশপ মেজারেলিসকে এবং আরও দুই চারি জন খ্রীষ্টীয়ান কুটুম্বকে রাজতক্ষা হইতে মোচন পত্র প্রদান করিলেন। আর সেই ক্ষমা প্রাপ্তির সহিত সম্রাট ভুল ক্রমে ডরোথিয়সের স্ত্রীর নামও লিখিয়া দিয়াছিলেন।

তাহা দেখিয়া ডরোথিয়স বলিল, 'মহারাজ! আমার স্ত্রী নাই, আমি অবিবাহিত।

তাহাতে সম্রাট ডিসিয়স্ প্রত্যুত্তর করিলেন—যদি এখন না থাকে, পরে তো হইবে, সেই সময়ে কার্য্যে লাগিবে।

এই পত্র লইয়া তিনি যেরুশালেমে ফিরিয়া আইলেন। তাহার ভয় হইল পাছে তিনি তাঁহার মামাকে বাঁচাইতে না পারেন। মেজাবেলিসের অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু কথায় কথায় তাঁহাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল।

ডরোথিয়স বলিল,—'মামা তবে আমার সঙ্গে ইলিয়াতে আমাদের ঘরে চলুন, পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—মা, ত আর নাই। কিন্তু সেখানে গেলে আমরা অনেকের উপকার করিতে পারিব।

বিশপ মেজারেলিস তাহাতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'তবে এখনই চল।'

ডরোথিয়স। মামা, আপনি আর একটী অশ্ব লউন। আমার কেবল দুইটী মাত্র আছে।

বিশপ। না, ডরোথিয়স্, আমি হাঁটিয়া যাইব, আমি হাঁটিতে ভাল বাসি।

তিনি ডরোথিয়সের দুইটী অশ্ব দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—'তোমার বাস্তবিক দুইটী অশ্ব আছে, উহাদের সঙ্গে ও কে?

ডরো। উনি আমার দাস। সে এই ৫ বৎসর আমার সঙ্গে আছে। ও একজন আর্ম্মেণীয়ান, ওর নাম ভারসেডিস্। প্রথমে আমি উহাকে ক্রীত দাস রূপে ক্রয় করি, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়াতে আমার জীবন রক্ষা করে বলিয়া আমি উহাকে মুক্ত করিয়াছি।

বিশপ। ও খ্রীষ্টীয়ান নহে।

ডরো। না, কিন্তু বোধ হয় তাও নয় পরে হইবে। তৎপরে ভারমেত্তিয়সকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ভারসেডিস তুমি অশ্ব দুইটী লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমরা দুই জনে চলিয়া যাইব।

তাঁহারা যাইতে বিশপ ডরোথিয়স্‌কে কুইণ্টস্ টরবের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তাহারা সকলে দেশত্যাগী হইলে, তাহার কন্যা লুসিয়া যে কোথায় গিয়াছে কিছুই জানি না, সেই জন্যে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। "আপনি তাহার অনুসন্ধান করিতে চাহেন?"

"হাঁ, আমার বোধ হইতেছে যে সে তাহার বৃদ্ধা ধাত্রী আমোনেরিয়মের সহিত বাস করিতেছে। আমোনেরিয়মের বাড়ী নিকটেই। আমি তাহার বাড়ীতে গেলে হয় ত তাহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে। তোমাকে এখনকার কেহই চিনে না। ইলিয়ার হইলে তুমি তাহার গৃহে গিয়া লুসিয়ার বিষয় অনুসন্ধান কর।

"আমাকে বলিয়া দিল কোথায় যাইতে হইবে, তাহা হইলে আমি যাইব।

বিশপ মেজারিলিস ও তাহাকে সমস্ত ঠিকানা বলিয়া দিলেন, তাহারা সমস্ত

রাস্তায় তাড়নার বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতেছিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় তাহারা ইলিয়াতে উপস্থিত হইলেন। ডরোথিয়স রাজদত্ত লিপি ইলিয়ার গবর্ণরকে দেখাইলেন এবং স্বীয় মাতুলকে আপন গৃহে রাখিয়া আমোনিরিয়মের গৃহ উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে কেবল ভারমেত্তিস বলিয়া দাসীটীকে সঙ্গে করিয়া লইলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ডরোথিয়স অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আইলেন।

মেজাবেনিস লুসিয়ার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ডরোথিয়স বলিল,—মাতুল আপনি কি মনে করেন? সে কি এখনও ইলিয়াতে আছে? সে নাই, সে গিয়াছে। সে পিতৃ উদ্দেশে প্রান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। "গিয়াছে? কি প্রকারে গিয়াছে?" "গত রাত্রিতে সে এক দল যাত্রিকের দাস হইয়া গিয়াছে।

"হায় লুসিয়া! অভাগিনী!" এই বলিয়া বিশপ ব্যস্ত হইয়া গৃহের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন।"

ডরোথিয়স বৃদ্ধ মাতুলের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া বলিল,—মামা, আমি যাইব। আমি ভার মেডিয়সকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। যে প্রকারে হউক তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিব।

মেজাবেনিস্ বলিলেন,—'বৎস স্থির হও, তুমি পারিবে না। তাহাকে পাইবার আর কোন উপায় নাই।

মাতুল, যদ্যপি আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করেন, তাহা হইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব।

অনেকক্ষণ পর বিশপ ডরোথিয়সের কথায় সম্মত হইলেন। সেই রাত্রিতেই যাত্রার নিমিত্ত সকলেই প্রস্তুত হইল। প্রভাত হইতে না হইতে ইলিয়ার ক্যাপিটোলিনার দক্ষিণ দ্বার দিয়া দুই জন উষ্ট্রারোহী অতি ত্বরায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রান্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

মেরী যোন্স।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিশেষ অভাব।

দরিদ্রের ঘরে যেখানে গৃহস্বামীর সময় অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা জন্য প্রয়োজনীয় সেখানে, পরিবারস্থ সন্তান সন্ততিগণ অতি অল্প বয়স হইতেই নানা রূপে সাহায্য করিতে শিক্ষা করে। কত সংসারে দেখিয়াছি, ছয় বৎসরের বালিকা ছোট ছোট ভাই ভগ্নীকে দেখে শুনে, সংবাদ লইয়া অন্যত্র যায়, বাজার করে এবং অন্যান্য সামান্য সামান্য বিবিধ উপকারী কার্য্যে নিযুক্ত হয়। যাকুব যোন্সের গৃহেও এই রূপ প্রণালী ছিল। ওয়েল্‌সেতে যে পশম কাপড় এত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত, তাহাই যাকুব যোন্স ও তাহার স্ত্রীর উপজীবিকার অবলম্বন স্বরূপ ছিল। সেই কারণে মেরীকে সংসারের অনেক কাজ করিতে হইত, যে ধনী লোকের মেয়ে পুতুল বা ছবি

বই লইয়া খেলা করে, সে বয়সে মেরীকে ঘর ঝাঁট দিতে, জিনিস পত্র পুঁছিতে, বাগান খুড়িতে ও ঘাস নিড়াইতে হইত। তাহাকেই গোরু ছাগল দিগকে খাওয়াইতে হইত, তাহাকেই মৌচাক সাবধান করিয়া রাখিতে হইত, সে মধু মক্ষিকাদিগকে কখনই ভয় করিত না। এই রূপ কার্য্য সমাপ্ত হইলে মেরী আবার শীতকালে অগ্নির নিকটে এবং গ্রীষ্মকালে কুটীরের বাহিরে একটী ছোট ষ্টুলে বসিয়া স্বীয় ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতে করিতে আপন মনে গান করিত, এবং ধর্ম্ম পুস্তকের যে সকল পদ শিখিয়াছিল, তাহাই আওড়াইত, গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যার সময়ে মেরী কুটীর সম্মুখে বসিয়া কেতার আইড্রিসের ভয়াবহ প্রতিমূর্ত্তির প্রতি সানন্দে চাহিয়া থাকিত এবং সূর্য্য পশ্চিম গগণে ক্রমশঃ অবতরণ করাতে আলোক ও ছায়ায় যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিত, তাহাও এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিত। পিতা মাতার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিয়াছিল, এবং ভজনালয়ে যে সকল উপদেশ কথা শুনিত, তাহাই মনে করিয়া বাল্য কল্পনায় সেই পর্ব্বত সম্বন্ধে কতই চিন্তা করিত। একবার মনে ভাবিত, এই সেই মোরিয়া পর্ব্বত, যেখানে সেই বৃদ্ধ ধর্ম্ম পুরুষ কঠোর কর্ত্তব্য পালনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মেরী স্থির ভাবে আপন ঘন কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয় সেই পর্ব্বতোপরি স্থাপিত রাখিয়া অবশেষে কল্পনা চক্ষে যেন দেখিতে পাইত, বৃদ্ধ পূজ্যপাদ ইব্রাহিম বলি উৎসর্গ জন্য পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া কষ্টের সহিত সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহার পুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাষ্ঠের বোঝা মস্তকে রাখিয়া পিতার অনুসরণ করিতেছেন। ক্রমশঃ সেই কল্পনার ছবি খানি তাহার হৃদয়ে প্রকৃত বলিয়া অঙ্কিত হইত। সময়ে সময়ে মেরী অনুভবও করিত যেন ইব্রাহিমের উত্তর দগ্ধ বলির মেষশাবক প্রভু যোগাইয়া দিবেন, স্পষ্ট রূপে তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। যে স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ তাড়িত তাহার গণ্ডদেশ চুম্বন করিতেছিল, মেরী ভাবিত যেন সেই সমীরণ ইব্রাহিমের রব সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে।

তৎপরে সেই ছবিখানি পরিবর্ত্তিত হইত, রাত্রি সমাগত এবং ত্রাণকর্ত্তা সন্ধ্যার সময় যে পর্ব্বতে প্রার্থনা করিতে যাইতেন, মেরী যেমন সেই সর্ব্বত সম্মুখে দেখিত। লোক পরিবৃত্ত জনপদ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় শিষ্যবর্গ পরিত্যাগ করিয়া, যীশু যেন একাকী সমস্ত দিবসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ক্লান্তি অপনয়ন করতঃ প্রার্থনায় সবল হইবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত।

মেরী সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিত, "আহা, আমি যদি সেই সময়ে থাকিতাম, তাঁহাকে কত ভাল বাসিতাম। দুই জন শিষ্য তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তিনি যেমন তাহা-

দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমাকেও তদ্রূপ শিক্ষা দিতেন; কিন্তু বোধ হয় আমি এত ভাল বাসি বলিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশের সহিত মেরী যে কেবল সেই পর্ব্বতের অব্যর্থ উপদেশ মিশ্রিত করিত, তাহা নহে। সেই পল্লীর এক প্রান্তে যে সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত উপত্যকা ছিল, তাহা সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেরী অবকাশ পাইলে সমুদ্র তটে বসিয়া নীল জল প্রতি নিরীক্ষণ করিত, করিতে করিতে সুসমাচারের কতই কথা ভাবিতে থাকিত। প্রভু যীশু যে গালীল সমুদ্রে হাঁটিয়া যান, এবং তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাক্য প্রভাবে ঝটিকা নিবৃত্ত করেন, নৌকায় বসিয়া সমুদ্র তটস্থ লোকারণ্যের নিকট ধর্ম্ম পুস্তক নিহিত সত্য সকল প্রচার করিতেন। কারডিগেন উপসাগরের তটে বসিলে এই সকল ভাব মেরির হৃদয়ে উদিত হইত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মেরী যে সকল উপদেশ শুনিত, তাহা তাহার হৃদয়ে গভীর রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিত, বালিকা হইলেও তাহার যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর আগ্রহ এবং সদয় প্রেম পূর্ণ অন্তঃকরণ ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যাইত।

যেরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইলে, নবপত্র দর্শনে বৃক্ষের নাম ও প্রকৃতি স্থির করা যাইতে পারে, তদ্রূপ শৈশব হৃদয় কুসুমের প্রথম বিকাশের সৌন্দর্য্য ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব ও উত্তমতার চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হয়। বেলা দুই প্রহর, যাকুব এবং তাহার স্ত্রী স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত, এবং মেরী তাহাদিগের পার্শ্বে বসিয়া পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রে তালি দিতেছে, এমন সময়ে দ্বারে একটী ক্ষীণ আঘাতের শব্দ শুনা গেল এবং তৎপরেই মিসেস্ ইভান্স সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি অধিক বয়স্কা ও দয়ালু এবং সকলের মাতৃস্থানীয়। সেই জন্য গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে মান্য করে। তিনি প্রফুল্ল বদনে গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—"নমস্কার গো, তোমরা ভাল আছ ত, যাকুব? তোমার বুকের বেদনা কেমন, বোধ হয় এখন সারে নাই। মলি, তোমাকে তো বেশ দেখাচ্চে এবং মেরী, তুমি যখন ছোট ছিলে, এবং দৌড়িয়া বেড়াইতে, তখন আমি তোমাকে টুডুলস্ বলিয়া ডাকিতাম। সে দিনের কথা কি মনে নাই? তুমি তখন অত ছোট ছিলে, কিন্তু যদি কোন গল্প শুনিতে পাইতে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম পুস্তকের কোন গল্প, তাহা হইলে এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে। দানিয়েল এবং সিংহদিগের গল্প, দাবিদ এবং সেই বীরের গল্প তোমার বড় মনে ধরিত। যুশফ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের গল্প শুনিতেও বড় ভাল বাসিতে, কিন্তু দুষ্ট ভ্রাতারা তাহাকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া পিতার নিকটে গিয়া যে মিথ্যা কথা কহিয়াছিল, গল্পের সেই অংশটী শুনিলে তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িত।"

যাকুব যোন্স কর্ম্ম রাখিয়া কহিল,

মেরী এখন আগেকার মত গল্প শুনিতে ভালবাসে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরোও গল্প শিখিতে চাহে। যদি তাঁহাকে পড়াইতে পারিতাম, বড় ভাল হইত। আহা, মেরিটী এত পড়িতে চাহে, কিন্তু আমাদিগের সাধ্য নাই, দেখুন, মিসেস্ ইভান্স, উহার আট বৎসর বয়স হইয়াছে, তবু পড়িতে আরম্ভ করে নাই।"

মেরী রক্তিম আননে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, —"এত বয়স হইয়াছে, আমি এখন পড়িতে শিখি নাই, কি লজ্জার কথা! যদি পড়িতে জানিতাম, গল্প শুনিবার জন্য কাহাকেও বিরক্ত করিতাম না, নিজে পড়িয়া লইতাম।"

মাতা উত্তরে কহিল,—"মেরী আমাদের ঘরে যে বাইবেল নাই, তাহা কি তুমি জান না, আজ কাল বাইবেল এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য যে একখানি ক্রয় করা আমাদের সাধ্য নহে।

মিসেস্ ইভান্স বলিলেন,—"ঠিক বটে, আমাদের এখানে একটী বিশেষ অভাব; আমার স্বামী সেই দিন বলিতেছিলেন যে, ওএলসে যে এখন সহজে বাইবেল পাওয়া যায় না এ একটী প্রবাদ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদিগের টাকা আছে, তাহারাও অতি কষ্টে পায় এবং অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়া না রাখিলে সহজে পাওয়া যায় না; গরীব লোকদের ত কথাই নাই। যাহাই হউক ভরসা করি, লণ্ডনে ধর্ম্ম জ্ঞান বিস্তৃতি জন্য যে সভা স্থাপিত হইয়াছে, সেই সভা এই ধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবে।

"কিন্তু মিসেস্ যোন্স, কথায় কথায় আমার আসল কথাটী ভুলিয়া গিয়াছি। তোমাদের টাট্‌কা ডিম আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। একজন কয়েকটী চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি এখানে ওখানে খুঁজিয়াছি, কিন্তু যতগুলি আবশ্যক, তাহা এখন সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

মলি কহিল,—"ও সব বিষয় মেরী আমার চেয়ে ভাল জানে।" এই বলিয়া মলি মেরীর দিকে চাহিল। মেরী এতক্ষণ একটুকু সেলাই করে নাই, যাহা কথোপকথন হইতেছিল, তাহা আগ্রহ সহকারে শুনিতেছিল। মাতার কথায় মেরী চম্‌কিয়া উঠিয়া, সলজ্জভাবে কহিল, "মিসেস্ ইভান্স, আমাদের যে একটী ডিম আছে, তাহা আনিয়া দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে বারটী ডিম আনিল। মিসেস্ ইভান্স ডিম গুলি থলিতে রাখিলেন এবং দাম দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বারে উপস্থিত হইয়া মেরীর সহিত বিদায় গ্রহণ কালে মিসেস্ ইভান্স কহিলেন,—"দেখ মেরী, তুমি যখন পড়িতে শিখিবে, তখন যদি তোমাদের ঘরে বাইবেল না থাকে, তাহা হইলে যখন ইচ্ছা হয় এবং অতদূর যদি যাইতে পার, আমাদের বাটী গিয়া বাইবেল পড়িয়া আসিও।"

মেরী পৃথিবী পানে চক্ষু করিয়া

উত্তর করিল,—আপনাদের বাটীত কেবল ১ ক্রোশ বৈ নহে, এমন সুখের জন্য ইহা অপেক্ষা আরও বেশী পথ হাটিতে পারি।" তৎপরে কিঞ্চিৎ দুঃখিত ভাবে বলিল, যদি কখন পড়িতে তবে ত আমি যাইতে পারিব।"

মিসেস্ ইভান্স বলিলেন,—"সে কথা মনে ভাবিও না, তোমার মত বালিকা কখন অন্ধকারে বসিয়া থাকিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই। নিশ্চয় জানিও প্রভু আমাদিগের সমস্ত অভাব দূর করিবেন। তোমার কি মনে নাই, যখন লোক সকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, তখন প্রভু যীশু তাহাদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন নাই। তাহাদের কোন উপায় না থাকিলেও তিনি তাহাদিগের উদর পূর্ণ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ তোমার পক্ষে অসম্ভব মনে হইলেও তিনি যে তোমাকে জীবনদায়ক খাদ্য দিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। মেরী, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া মিসেস্ ইভান্স তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গাড়িতে চড়িয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

মেরী দ্বারে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ আগুন্তুককে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, শেষে যোড় করে ঈশ্বরোদ্দেশে এই রূপ প্রার্থনা করিল, "দয়াময় প্রভু, তুমি যেমন পুর্ব্বকালে ক্ষুধার্ত্তদিগকে খাদ্য দান করিয়াছিলে, দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ কর, তোমার এই দাসী যেন তদ্রূপ পড়িতে শিখে। অজ্ঞানতায় তাহাকে যেন জীবন যাপন করিতে না হয়।"

অবশেষে মেরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়া বসিল, এবং তাহার বাল্য হৃদয়ে এই রূপ স্থির সংকল্প হইল যে, "ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেন এবং প্রার্থনার উত্তর দান করেন, যদি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতে শিখি, তাহা হইলে আমি যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইব, সেই রূপ অপরকে সাহায্য দান করিব। তাহাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে। মেরী কিরূপে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল, তাহা পাঠ কর, পরে জানিতে পারিবেন।

ওয়েস্লিয়ান সম্প্রদায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একদা নটিংহাম নামকস্থানে তথাকার মাজিষ্ট্রেট ওয়েস্লীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি কি দেখিতেছেন না যে, সাধারণ লোকে আপনাকে এই সকল রাস্তায় প্রচার করিতে দিবে না?" এই কথা শুনিয়া ওয়েস্লী বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি জানিতাম না যে, ইংরাজি নগর সকল অনিয়ন্ত্রিত ও দুর্বৃত্ত লোক দ্বারা শাসিত। আমি মনে করিতাম, সে সকল মাজিষ্ট্রেট দ্বারা শাসিত।"

এই রূপে মেথডিষ্টের সম্প্রদায়ের উৎভব হয়। মণ্ডলী উদাসীন ছিলেন,

আত্মিক জীবনের লক্ষণ কোথায়ও প্রতীয়মান হইল না, সংসারের স্রোতে সকলেই ভাসিয়া যাইতেছিল, ওয়েস্লী ও কতক জন উৎযোগী ও ভক্ত লোক সেই সময়ে সেই নিম্নগামী স্রোতের প্রতিরোধ করিতে যত্ন করিলেন, তাঁহারা অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন।

যে কার্য্য ওয়েস্লী নিজে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"অন্যান্য সমাজের উৎপত্তি সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র: সে সকলের অস্তিত্ব অন্যান্য সমাজের নিন্দাবাদ ও তাহা হইতে বিচ্যুত থাকিয়া। আমরা কিন্তু আপনাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যে সমাজে আহুত হইয়াছিলাম, সেই সমাজে থাকা বিহিত বোধ করিয়াছি।" ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সে সকল এখন উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ওয়েস্লীর যে সকল ভাল ভাল জীবনী আছে, সে সকলে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ওয়েস্লী যেরূপ ধীর ও গম্ভীর ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহার শিষ্যদের পক্ষে তাহা করা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা নিজে সংস্কার সম্পাদন করিতে চাহিলেন, তাঁহারা অনেক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ওয়েস্লী স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। তিনি লুথরের ন্যায় মণ্ডলীতে থাকিয়া অনেক বিষয় সংশোধন করিতে চাহিলেন মাত্র। তিনি বলেন,—"তাহারা যেমন রাজার পদ দাওয়া করে না, সেই রূপ পুরোহিতের পদও দাওয়া না করুক। তাহারা যেন সংস্কার সম্পাদন না করে, কারণ সংস্কার সম্পাদন করা কেবল ঈশ্বরের পুরোহিতদের কর্ত্তব্য।" মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলন,—"মেথডিষ্ট ধর্ম্মের অস্তিত্ব কেবল সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য।" একটী উপদেশে তিনি যেরূপ কথা বলেন, তাহাতে কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি বলেন,—"আমরা কি তোমাদিগকে সংস্কার সম্পাদন করিবার জন্য, পৌরহিত্য ক্রিয়া করিবার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছি? এরূপ কল্পনা আমাদের মনে কখন উদয় হয় নাই, এরূপ চিন্তা আমাদের মনে স্থান পায় নাই। আমার ইচ্ছা যে তোমরা—যাহাদিগকে ঈশ্বর পাপীদিগকে অনুতাপার্থে আহ্বান করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন—যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সকল গম্ভীর ভাবে ধ্যান কর। তাহাতে এমন কোন আদেশ নাই যে, তোমরা বাপ্তাইজ করিবে ও প্রভুর ভোজ সম্পাদন করিবে। প্রচারারম্ভ করিবার ১০। ২০ বৎসর পরে তোমরা স্বপ্নেও এ কথা ভাব নাই। তোমরা, সে সময়, কোরহ, দথন ও অবিরামের ন্যায় পৌরহিত্য গ্রহণ প্রয়াসী হও নাই। তোমরা জানিতে, কোন মনুষ্য নিজে এই সম্মান গ্রহণ করে না, যিনি হারোণের ন্যায়

তোমাদের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছেন, তিনিই ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। নিরূপিত সীমা কখনই অতিক্রম করিয়া যাইও না।"

যাঁহারা ওয়েস্লীয়ান সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান মত ও কার্য্য কলাপ বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তাঁহারা বোধ হয় উক্ত কথা গুলি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইবেন। বিস্মিত হইবারও যথেষ্ট কারণ আছে। শিষ্যগণের দুরাকাঙ্ক্ষা সংযত করিতে ওয়েস্লী কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য বা অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন পরে দেখাইব।

প্রার্থনা পুস্তকের ব্যাখ্যা।

(পবিত্র সহভাগ)

পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে পবিত্র সহভাগ বিধান অতি প্রাচীন কাল হইতে 'মশা' নামে আখ্যাত হইয়াছে। 'মাস' ইহার অপভ্রংশ মাত্র। 'মিশা' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ মিশা এসৃত' হইার উৎপন্ন। উক্ত বচনটী বলিবামাত্র যাহারা বাপ্তিস্ম প্রার্থী কিন্তু সহভাগ গ্রহণের অধিকারী নহে, তাহারা উপাসনালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইত। যে উপাসনায় বাপ্তিস্ম প্রার্থী (catechumen) লোকেরা উপস্থিত থাকিতে পারিত তাহা 'মিশা কাটেকুমিনোরম' বলিয়া আখ্যাত হইত। পবিত্র সহভাগ বিধি 'মিশা ফিদেলিউম' অর্থাৎ বিশ্বাসীবর্গের সহভাগ বলিয়া অভিহিত হইত। ইতে মিশা এসৃত" এর অর্থ বোধ হয় এই ;—'চলিয়া যাও :—সমাজস্থ লোকে বিদায় গ্রহণ করিতেছে।' ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ডের 'প্রথম প্রার্থনা পুস্তকে 'মাস' শব্দটী সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় প্রার্থনা পুস্তকে রোমীয় ভ্রান্তির ভয়ে ইহা উঠাইয়া দেওয়া হইল।

অতি প্রাচীন কালে সমগ্র সহভাগ বিধান 'লিটর্জী' বলিয়া আখ্যাত হইত, কিন্তু এখন সচরাচর সমস্ত প্রার্থনা পুস্তককে 'লিটর্জী' বলা হয়। 'লিটর্জী' একটী গৃক শব্দ। 'লাইতস্'এর অর্থ 'সাধারণ' এবং 'এরগন'এর অর্থ 'ক্রিয়া।' পবিত্র সহভাগ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অতিশয় গুরুতর বিধি বলিয়া ইহার প্রতি বিশেষ করিয়া এই আখ্যাটী প্রযুক্ত হইত। এই বিশেষ অর্থে আমরা বলিয়া থাকি, "সাধু যাকুবের লিটর্জী" "সাধু ক্রুশস্তমের" লিটর্জী ইত্যাদি। পাঁচটী প্রধান প্রধান প্রাচীন লিটর্জীর নাম এই :—

১। সাধু যাকুব বা যেরুশালমের লিটর্জী। ২। সাধু মার্ক অথবা আলেকজান্দ্রিয়ার লিটর্জী। ৩। সাধু থদ্দিয়ের লিটর্জী। ৪। সাধু পিতর অথবা রোমের লিটর্জী। ৫। সাধু যোহন অথবা ইফিসের লিটর্জী। সহভাগ বিধানের অন্যান্য নাম এই এই ;—প্রভুর ভোজ, পবিত্র সহভাগ এবং ধন্যবাদার্থক পবিত্র পূজা (Holy Eu-

charist) প্রথম নামটি নিম্ন লিখিত স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে। "তোমরা সেই এক স্থানে সমবেত হইয়া যাহা কর, তাহাকে প্রভুর ভোজ ভোজন করা বলে না, কারণ ভোজন করিবার সময়ে প্রত্যেক জন নিজ ভোজের সামগ্রী অগ্রে ভোজন করে।" (১করি ১১ , ২০)। আমাদের স্মরণ করা উচিত এই ভোজকে 'প্রীতি ভোজ' ও বলে। ইহার সহিত প্রভুর ভোজের নিকট সম্বন্ধ ছিল, কারণ আদিম খ্রীষ্টীয়ানেরা রুটি ভাঙ্গনের অগ্রে একটি প্রীতি ভোজ করিত। এই প্রীতি ভোজ প্রথা অল্পকাল মধ্যে বিকৃত হওয়াতে মণ্ডলী মধ্যে রহিত হইয়া গিয়াছে।

প্রভুর ভোজ সংস্কার ও শেষ ভোজ একই নহে। শেষ ভোজের পর বোধ হয় প্রভুর ভোজ সংস্থাপিত হইয়াছে। (লূক ২২ ; ২০। ১ করি ১১ ; ২৫) আমাদের প্রার্থনা পুস্তকের রচয়িতৃগণের মতে যিহুদাও প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ উক্ত পুস্তকে লেখা আছে, "পাছে পবিত্র সংস্কার গ্রহণ করিবার পরে শয়তান যেমন যিহুদার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি তোমাদেরও অন্তঃকরণে প্রবেশ করে।"

'সহভাগ' শব্দটি বোধ হয় ১ করি ১০ অধ্যায় ১৬ পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। " যে ধন্যবাদের পাত্র লইয়া আমরা ধন্যবাদ করি, তাহাতে কি খ্রীষ্টের রক্তের সহিত সহভাগিতা হয় না, যে রুটি আমরা ভাঙ্গিয়া থাকি, তাহাতে কি খ্রীষ্টের শরীরের সহিত সহভাগিতা হয়না ?" এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের সকলের সাধারণ ভাবে খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, আর তাহাতে আমাদের পরস্পরের সহিত, পবিত্র দূতগণ ও খ্রীষ্টে মৃত লোকদেরও সহিত আমাদের সম্মিলন সূচিত হয়। " যে হেতু রুটি যখন একখানি মাত্র, তখন আমরা এক শরীর ; কারণ আমরা সকলেই সেই একখানি রুটির ভাগী হই।" ধর্ম্ম সংশোধন কালে এই সংস্কারের সামাজিক ভাব রক্ষা করিতে সংস্কারকগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা আদেশ করিয়াছেন যে, প্রকাশ্য সহভাগ সম্পাদনে 'অন্ততঃ তিন জন' ও পীড়িত লোকদের জন্য সহভাগ সম্পাদনের সময় 'অন্ততঃ দুই জন' পুরোহিতের সহিত সহভাগ গ্রহণ করিবে।

ইউখ্যারিষ্ট শব্দের প্রকৃত অর্থ 'ধন্যবাদ প্রদান।' পবিত্র সহভাগের এই একটি নাম বোধ হয় প্রভুর ধন্যবাদ প্রদান লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "তখন তিনি একখানি রুটি লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাহা ভাঙ্গিলেন।" (লূক ২২ ; ১৯, ২০।) সাধু পৌল বোধ হয় পবিত্র সহভাগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "নতুবা আত্মাবিষ্ট হইয়া ধন্যবাদ করিতেছ যে তুমি, উপবিষ্ট অনভিজ্ঞ শ্রোতা তোমার ধন্যবাদ প্রার্থনা শুনিয়া কি করিয়া 'আমেন' বলিবে ? কারণ

তুমি কি কহিতেছ, তাহা সে বুঝে না।" (১ করি ১৪; ১৬)

সাধু যোহনের শিষ্য ইগ্নেতিউস বলেন,—তাহারা (ভ্রষ্ট মতাবলীম্বরা) ধন্যবাদ ও প্রার্থনা হইতে বিরত থাকে, কারণ তাহারা স্বীকার করে না যে, ইউখ্যারিস্ত আমাদের ত্রাণকর্ত্তা য়েশু খ্রীষ্টের মাংস।"

কলিকাতা মিশনরী

কনফেরেন্স ও বাল্য-বিবাহ।

কলিকাতা মিশনরী কনফেরেন্সে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ বাবু জয়গোবিন্দ সোম, আর একটি প্রবন্ধ রেভ ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড সাহেব পাঠ করেন। প্রবন্ধের মন্তব্য প্রকাশ হইলে পর সময়ের স্বল্পতাবশতঃ বড় বাদানুবাদ হইতে পারে নাই, কিন্তু কনফেরন্সের এই অভিমত ছিল যে, বাল্য বিবাহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের শরণ লওয়া আবশ্যক।

জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমাদের বোধে ন্যায় ও নীতি ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল, পাদরী ম্যাকডোনেল্‌ড যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সূক্ষ্ম বিচারানুমোদিত বলিয়া বোধ হইল না।

ম্যাকডোনেল্‌ড সাহেব একজন ধার্ম্মিক, বিচক্ষণ মিশনরী, তিনি দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণকে বাস্তবিক ভালবাসেন, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অজ্ঞানতা আছে। আমরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করি, কিন্তু তিনি হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, হিন্দুদের বিবাহ সম্বন্ধে যে কটু উক্তি করিয়াছেন তাহা আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না।

জয়গোবিন্দ বাবু বলিয়াছেন, ভাল হউক আর মন্দ আর হউক, হিন্দুদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ অনেক বৎসর অবধি চলিয়া আসিতেছে, আর সেই প্রথার যদি উচ্ছেদ করিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের শরণ লইবার কোন প্রয়োজন নাই। জয়গোবিন্দ বাবু এমন কিছু বলেন নাই যে, হিন্দুদের বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে যে সব প্রথা আছে তাহা সকলেরই অনুমোদনীয়। কিন্তু তিনি দৃঢ় রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে বাল্য বিবাহ যে একেবারেই বিবাহ নহে, ইহা যে একেবারেই খারাপ তাহা কখনই নহে। ইহাতে মন্দ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে মঙ্গলও অনেক হইয়া থাকে। বিবাহার্থীকে কন্যা মনোনয়ন করেন না বলিয়া যে বিবাহ হইলে পত্নির প্রতি পতির প্রকৃত ভালবাসা হইতে পারে না, তাহা কদাচিত সত্য নহে।

বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে বোধ হয় শিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানগণ মধ্যে মতভেদ হইতে পারে না। হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ বাল্য-বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হয় আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদিগকে ইহাও

স্বীকার করিতে হইবে, যে তাহাতে অনেক অনিষ্ট দমিত হয়।

জয়গোবিন্দ বাবু বলেন নাই, কখন স্ত্রীলোকের বিবাহ হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন যে, যৌবন কালের প্রারম্ভেই আমাদের দেশের বালক বালিকাদিগের বিবাহ হওয়া উচিত। আমরা প্রায় তাহাই বলি। আমরা অনেক বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী নহি। যে ইউরোপীয়েরা হিন্দুদিগের বাল্য-বিবাহ লক্ষ্য করিয়া হিন্দুদিগকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলেন, তাহাদের চক্ষুতে অঙ্গুলী দিয়া জয়গোবিন্দ বাবু দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বিলাতে ও অন্যত্র অধিক বয়সে বিবাহের যে ফল তাহার অপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহের ফল অনেক ভাল। ফলের দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইউরোপে লোকেরা অধিক বয়সে বিবাহ করাতে যে কি বিষফল ফলিয়া থাকে, তাহা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হঠাৎ হিন্দুদিগের বিবাহ প্রথার দোষ ধরেন কি করিয়া তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেবল জয়গোবিন্দ কেন, যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ম্যাকডোনেলড সাহেবের কথার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আসল কথা এই, যে এ সকল বিষয়ে আমাদের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে। ইউরোপীয়েরা আমাদের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু উহার সহিত এমন অনেক এমন বিষয় আনয়ন করিয়াছেন, যাহার সহিত সেই ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। তাঁহারা আপনাদের সঙ্গে স্বদেশাচার ও প্রথা আনয়ন করিয়াছেন। তাহা অনেকের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এটী বিষম ভ্রম। যতক্ষণ না এই ভ্রমটি তিরোহিত হইতেছে, ততক্ষণ এদেশে বিষম অনর্থ হইবে।

আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজ কাল যে মিশনরীরা আসিতেছেন, তাঁহারা না দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া পণ্ডিত হইয়া বসেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা যে সময়সাপেক্ষ তাহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহারা সকল বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আপনাদের সংকীর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার তাঁহাদের এতদূর কম সহানুভূতি বলিয়া বোধ হয়, যে মনে হয়যে, তাঁহারা যেরূপ "রৌপ্য শৃঙ্খলে" বদ্ধ সেরূপ বুঝি অল্প লোকই আছেন।

ডাক্তার কে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অঙ্গীকার (Promises of Christianity) নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের জন্য এমন মিশনরী চাই, যাঁহার হৃদয় অতি প্রশস্ত ও উদার, তাহা না হইলে মঙ্গলের কোনই আশা নাই।

রেভ ফিলিপ স্যামুয়েল স্মিথ।

বিগত ২৯শে জুন বুধবার প্রাতঃ-কালে আমাদের দেশের প্রকৃত প্রাতঃ স্মরণীয় বন্ধু, অক্সফোর্ড মিশনের সুযোগ্য মিশনরী, বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের অকপট মিত্র, জ্বলন্ত উৎসাহ, প্রেম ও উদ্যমের ছবি রেভ ফিলিপ স্মিথ সাহেব সমস্ত কলিকাতা সহরকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিন বৎসরকাল অসাধারণ উদ্যোগ সহকারে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রে কি স্বর্গীয় মাধুর্য্য, পবিত্রতা, ঔদার্য্য, প্রেম ছিল, যাহারা তাঁহাকে একবার দেখিয়াছেন কেবল তাহারাই বলিতে পারেন। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি যেরূপ সুখ্যাতির সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমন সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ অক্সফোর্ডের ছাত্র ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছেন। তাঁহার অগাধ বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তাঁহার বিনয় ও নম্রতা এতদূর ছিল যে, তিনি বাস্তবিক আপনাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও ধর্ম্ম গুণে আপনাকে সকলের নিকৃষ্ট জানিতেন। স্মিথ সাহেবকে কে না চিনিত? কে না ভালবাসিত? ক্ষুদ্র, ক্ষীণ শরীরের মধ্যে যে বিশাল ও উদার মন ছিল, তেমন উদার মন পাওয়া বড় সহজ নয়। তিনি অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, পাপীর বন্ধু ছিলেন। কলিকাতা ছাত্র সমাজের তিনি যে কি অশেষ উপকার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। ছাত্রদিগের নীতি শুধরাইবার ও তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবার, তাহাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত যত সমাজ গঠিত হইয়াছে, স্মিথ সাহেব সকলের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। তিনি তাহাদের জন্য যত খাটিতেন, তেমন নিঃস্বার্থ ভাবে আর কে খাটিত কে বা আর খাটিবে?

বিগত পুনরুত্থান পর্ব্বের পর তাঁহার বিশেষ রূপে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তাহাতে তিনি রাণীখেতে যাত্রা করেন। সেখানে যে হৃৎপিণ্ডের রোগ হইতে তিনি ৭। ৮ বৎসর ধরিয়া ভুগিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে, ভাল ভাল ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করে এবং রাণীখেত পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে আগমন করিতে পরামর্শ দেন। কলিকাতায় আসিবার সময় ১০। ১২ দিন আলাহাবাদের চ্যাপলেনের সঙ্গে বাস করেন; কিছু বল পাইলে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় উপযুক্ত স্থান না হওয়াতে, তিনি লোয়ার সারকুলার রোডে এস্, পি, জি সোসাইটীর সেক্রেটরী রেভ বিলিং সাহেবের গৃহে বাস করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কিছু দিন সেখানে থাকিয়া বল পাইলে স্বীয় কার্য্যে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি জানেন নাই যে পৃথিবীতে তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। যে প্রভুকে তিনি প্রাণ

সাচীর মন, বুদ্ধি সমস্তই সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই প্রভু তাঁহাকে আপনার কাছে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পৃথিবী তাঁহার জন্য যোগ্য নিবাস ছিল না। যাঁহার জন্য তিনি ব্যাকুলিত ও আকাঙ্ক্ষিত সেই প্রভু তাঁহাকে নিজের কাছে অমৃত ভবনে আহ্বান করিলেন। সোমবার রাত্রিতে তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার মুখ দিয়া অশান্তির কথা নির্গত হয় নাই। যখন এই রূপ অবস্থাপন্ন, তখন অক্সফোর্ড মিশনের অধ্যক্ষ টাউনসেণ্ড সাহেবকে ডাকান হয়। তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের প্রিয় ভ্রাতার সঙ্গে ছিলেন। এ দিকে কষ্টের অবধি নাই, কিন্তু তবু সেই নিঃস্বার্থ ভাব। একবার আপনার বিষয় ভাবিলেন না। যাহারা তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তিনি হৃদয়ের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন, যাহাদিগকে তাঁহার পীড়া নিবন্ধন অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাদের বিষয় ভাবিতেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সহিত বিচরণ করিতেন, তাঁহার সহবাসজনিত নির্ম্মল সুখ ভোগ করিতেন, এই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে আপনার প্রিয় বন্ধুদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিতেন যেন কোন প্রকারে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়। যে সকল গুণে তিনি পরিহিত, যাহার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ, সেই সকলের অভাব জন্য তিনি খেদ করিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু তিনি অন্য সকলকে আপনার অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত জ্ঞান করিতেন। তাঁহার এমন মাধুর্য্য, কোমলতা ও নম্র ভাব, তবুও তিনি আপনাকে নিষ্ঠুর বিবেচনা করিতেন। কেহ তাঁহাকে রাগ করিতে দেখে নাই, তবুও তিনি আপনাকে ক্রোধ পরবশ বিবেচনা করিতেন।

ক্ষীণ দেহ, সমস্ত রাত্রি কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, প্রাতঃকালে আর জীবনের আশা নাই। টাউন্সেণ্ড সাহেব প্রেমময় পিতার প্রেমময় হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবা মাত্র তাঁহার বিশুদ্ধ আত্মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি য়েশুতে শয়ন করিলেন। যে প্রভুকে সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ ও অন্তঃকরণের সহিত ভাল বাসিতেন, সেই প্রভুর কাছে বুধবার প্রাতঃকালে বেলা সাতটার সময় গমন করিলেন।

শ্রদ্ধেয় স্মিথ সাহেবের মতন মিশনরী অতি অল্পই আছেন। এমন খ্রীষ্টগত জীবন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এত গুণের সমাবেশ অতি বিরল। তাঁহার পক্ষে মৃত্যু মৃত্যুই নয়, তাহাতে জীবনের আরম্ভ হইয়াছে। তিনি এখন অনন্ত জীবনের মুকুটে মুকুটিত হইয়াছেন।

তাঁহার জ্ঞান ছিল, বিদ্যা ছিল, ধন ছিল, তিনি সকলই ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশবাসীদের মঙ্গলের জন্য আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এমন ব্যক্তির

স্মরণী আমাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই থাকিবে। তাঁহার আর কি স্মরণ চিহ্ন স্থাপিত হইতে পারে? যে য়েশুকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, যাঁহার পদচিহ্নে তিনি নিত্য নিত্য বিচরণ করিতেন, যাঁহার জ্ঞান বিস্তার করিবার জন্য তিনি সমস্ত ক্লেশ নগণ্য মনে করিতেন, সেই য়েশুকে যদি আমরা হৃদয়ের ধন করি, তাঁহাকে যদি আমরা ভাল বাসি, তাহা হইলে স্মিথ সাহেবের যে স্মরণ স্তম্ভ স্থাপিত হইবে, তাহার অপেক্ষা মূল্যবান অক্ষয় স্মরণ স্তম্ভ আর কি স্থাপিত হইতে পারে? বঙ্গদেশের জন্য কি না করা হইতেছে? ইহাতে কি আমাদের চেতনা হইবে না? বঙ্গদেশবাসীগণ কি চক্ষু মুদিয়া থাকিবেন, কর্ণ রুদ্ধ করিয়া থাকিবেন? ঈশ্বরের সাধুগণ আপনাদের মৃত্যু দ্বারা যে শিক্ষা দেন, বঙ্গ খ্রীষ্ট মণ্ডলী তাহা যেন কখন বিস্মৃত না হন। স্মিথ সাহেবের বহুমূল্য জীবন ও মৃত্যুর শিক্ষা যেন আমাদের সকলের মনে প্রতিফলিত হয়। তাহা হইলেই প্রকৃত স্মরণ স্তম্ভ আমাদের মধ্যে স্থাপিত হইবে।

সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বর অক্সফোর্ড মিশনকে আশীর্ব্বাদ করুন। আপনার অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও বল ইহার প্রত্যেক সভ্যকে প্রদান করুন। আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি উপহার গ্রহণ করুন। যে অনন্ত বিশ্রাম আমাদের প্রেমাস্পদ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ভোগ করিতেছেন, আমরা যেন সকলে তাহার সহভাগী হইতে পারি।

মিসন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের কার্য্য।

ঈশ্বরের মণ্ডলীতে সকলেরই কার্য্য আছে। এমন কোন ব্যক্তি নাই—যিনি বলিতে পারেন, ঈশ্বর আমাকে তাঁহার জন্য কার্য্য করিতে আহ্বান করেন নাই। তিনি সকলের জন্য এক একটী কার্য্য নিরূপণ করিয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা পুস্তকে একটী প্রার্থনা আছে, যাহাতে আমরা প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য যে সকল সৎকার্য্য নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা আমরা করিতে সক্ষম হই।

সকলের যে কার্য্য আছে এটি—সর্ব্ববাদি সম্মত। তবে পুরুষ ও স্ত্রীর জন্য কার্য্য বিভাগ আছে। পুরুষ যে কার্য্য সুচারু রূপে করিতে পারে, হয় ত স্ত্রী সেই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না, আবার স্ত্রী যে রূপ কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারে, পুরুষ তাহা ভাল করিয়া করিতে পারে না। ইহাতে এক জাতি যে অন্য জাতি হইতে নিকৃষ্ট তাহা আমরা কখনই বলিতে পারি না। আমরা কখন বলি না যে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রী নিকৃষ্ট। আমরা বলি কোন কোন বিষয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা আছে। কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীলোকেরও শ্রেষ্ঠতা আছে।

উভয়ের আপাতঃ—পরস্পর—বিরুদ্ধ-শক্তির সমাবেশে প্রকৃত সামঞ্জস্য হয়। এই কথা গুলি কলিকাতার একজন সুশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া বিশেষ রূপে মনে হইল। ইঁহার নাম মিসেস কম্‌লী। ইনি একজন ইংরাজ ডাক্তারের সহধর্ম্মিনী। ইনি যে কলিকাতা সহরে উত্তম কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনেক গরীব খ্রীষ্টীয়ান যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, আপনাদের পবিত্র ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করে, ইহার বিষয়ে ইনি যে বিশেষ মনোযোগী কেবল তাহা নহে, যাহাতে অনাথ, বস্ত্রহীন ও খাদ্যহীন লোকে আশ্রয় বস্ত্র ও আহার প্রাপ্ত হয়, ইহার জন্য ইনি সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ঘরে ঘরে ঘরে গিয়া লোকের প্রকৃত অবস্থা ইনি অনুসন্ধান করিতে যত্ন করেন। ইহার ভাব অমায়িক, জাতি বিচার নাই, বর্ণ বিচার নাই।

মিশন ক্ষেত্রে লোকে অজ্ঞাত ভাবে বীরের কার্য্য করিতেছেন, দুঃখীর গৃহে, নিঃসহায়ের কুটীরে, হাঁসপাতালে রোগী ও মৃতপ্রায় ব্যক্তির পার্শ্বে এই রূপ পবিত্র স্ত্রীলোকেরা অলক্ষিত ভাবে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যে কার্য্য করেন, সে কার্য্য যে কতদূর মূল্যবান তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

ইউরোপীয় মহিলারা এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ। আমাদের দেশে নিঃসন্দেহে অনেক ধার্ম্মিক স্ত্রীলোক আছেন, কিন্তু যেশুর জন্য কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, বোধ হয় এই জ্ঞানটী তাঁহাদের তত নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা ইংরাজ মহিলাগণের যত অনুকরণ করিবেন, ততই ভাল। আমাদের বোধে স্যালভেষণ আর্মীর মহিলারা প্রকাশ্য বক্তৃতা করিবার পরিবর্ত্তে উক্ত রূপ কার্য্যের অনুকরণ করিলে মঙ্গল হইতে পারে। যাহাদের বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

সিপাহী বিদ্রোহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মথুরার পশ্চিম দিকে ভরতপুর অবস্থিত। সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় চারি বৎসর পুর্ব্বে তথাকার রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। কাজে কাজেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার তত্ত্বাবধারণ ভার গ্রহণ করেন। মেজর মরিসন আরও দুই চারি জন ইংরাজ সাহায্যকারী লইয়া সেই দেশের ভার লইয়াছিলেন। কাপ্তেন নিকল্‌সন তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি দিল্লীর গোলমাল শুনিয়াই ভরতপুরের সৈন্যদল লইয়া বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। যাইবার সময় তিনি মথুরা হইয়া চলিলেন। পুর্ব্ব অধ্যায়ে মথুরায় তাঁহার আগমন বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাপ্তেন নিকল্‌সন শুনিলেন যে, বিদ্রোহিরা তাহাদের পশ্চাৎ লইয়াছে। তিনি এখন দিল্লী যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মথুরাতে তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মথুরাকে উত্তম রূপে গড়বন্দী করিতে লাগিলেন। মথুরা রক্ষা করিবার অনেক সুবিধা ছিল। নগরটী ছোট ছোট লেনে পরিপূর্ণ। গৃহ গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। কাপ্তেন নিকল্‌সন চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

প্রাতঃ ভোজনের পর দুই জন সেট মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল। তাহারা সম্পর্কে ভ্রাতা এবং নগরের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিল। তাহাদের যথেষ্ট ধন সম্পত্তি ছিল। কোন গুঢ় বিষয় জানিতে পারিয়া তাহারা মাজিষ্ট্রেটকে সাবধান করিতে আসিয়াছিল। তাহারা তাঁহার বড় বন্ধু ছিল। লোক দেখাইবার নিমিত্তে তাহারা একটী পত্র সঙ্গে করিয়া আসিয়া বলিল যে, দিল্লী মহাজনের নিকট হইতে তাহারা সেই পত্রটি পাইয়াছে। পরে মাজিষ্ট্রেটকে চুপে চুপে বলিল যে তিনি অর্থাগারে যে সকল সিপাহী রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা গত রাত্রিতেই বিদ্রোহী হইয়া ধন সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিত। কিন্তু কাপ্তেন নিকল্‌সনের অনপেক্ষিত আগমনে তাহারা কিছু করিতে পারে নাই।

এই সময় গবর্ণমেণ্ট ধনাগারে প্রায় দুই কোটী রৌপ্য মুদ্রা ছিল। মাজিষ্ট্রেট আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসাবধি তাহার মনে সিপাহীদের উপর এক প্রকার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তন্নিমিত্ত তিনি মুদ্রা গুলি বাক্স বাক্স করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেটদ্বয় চলিয়া গেলেই তিনি আগ্রাতে একজন দূত প্রেরণ করিলেন, এবং সিপাহীদের উপর আপনার সন্দেহের বিষয় বলিয়া পাঠাইলেন, আরও প্রার্থনা করিলেন যেন সমস্ত অর্থ শীঘ্রই আগ্রা ধনাগারে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

দিনের বেলা মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইলেন যে বিদ্রোহীরা দিল্লীতেই থাকিবার আয়োজন করিতেছে। তাহারা অন্য কোন দিকে আপাততঃ আর যাইতেছে না। কাপ্তেন নিকল্‌সন তাহা শুনিয়া অনতিবিলম্বে দিল্লী অভিমুখে যাইবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। পর দিন প্রাতে দিল্লী যাইবার সময় নির্দ্ধার্য্য হইল।

প্রাতঃকালে মাজিষ্ট্রেট আপনার বারাণ্ডাতে বেড়াইতেছেন, এমন সময় কাপ্তেন নিক্লসন বলিলেন যে সিপাহীরা বেতন পায় নাই বলিয়া দিল্লী অভিমুখে যাইতে চাহিতেছে না। তাহাদের বেতনের নিমিত্তে অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছি, তাহা না আসিয়া পৌঁছিলে আমরা যাত্রা আরম্ভ করিতে পারিতেছি না। এই কথা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেটের মনে একটু ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন যে সেটেরা আমাকে যে কথা বলিয়া গিয়াছে তাহাই যদি

কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে কি করা যাইবে। এই প্রকারে তাঁহারা যেমন কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন, এমন সময় ঘণ্টার ঠুন ঠুন শব্দ শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে বাগানের মধ্যে একটী গোরুর গাড়ী প্রবেশ করিল। একজন ভরতপুরের সিপাহী খবর দিল যে সরকারী অর্থ আসিয়াছে। কাপ্তেন নিকল্‌সন সরদারদের ডাকিয়া বেতন বিলি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় কাপ্তেন নিক্লসন মাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন যে একবার ধনাগার হইয়া গেলে ভাল হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন।

ধনাগার একটী বৃহৎ অট্টালিকা। সেখানে মাজিষ্ট্রেটের কাছারী হইত। ইহা একটী বড় বাগানের মধ্যে ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উঠিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কাছারীর বারাণ্ডাতে কেবল একজন মাত্র প্রহরী বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছিল। এমন সময় কাপ্তেন নিকল্‌সন ও মাজিষ্ট্রেট দুই জন সরদার ও এক দল অশ্বারোহী সেনা লইয়া ধনাগারে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী তাহাদের দেখিয়া দ্রুতবেগে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং একটু পরে আবার বাহিরে আসিল। তৎপশ্চাদে সমস্ত সিপাহী প্রহরী গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডা হইতে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িল এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বন্দুক ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। আর বলিল যে যদি তাঁহারা আর এক পদ অগ্রসর হয়েন তাহা হইলেই তাহাদিগকে গুলি করিবে।

এ দিকে অশ্বারোহী সেনারা সিপাহীদের এতদ্রূপ কার্য্য দেখিয়া তলবার খুলিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। এক প্রকার ভয়ানক গোলমাল হইয়া উঠিল। কাপ্তেন নিক্লসন তাঁহার সেনাদের যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি ও মাজিষ্ট্রেট দুই জনে সিপাহীদের দিকে অগ্রসর হইলেন। এবং অনেক স্তোত্রবাক্য বলিয়া তাহাদের হাওলদার প্রভৃতির মনোরঞ্জন করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রহরীরা কে কেমন কার্য্য করিতেছে তাহাই দেখিতে আসিয়াছেন, তাহাদের কিছু অপকারের সম্ভাবনা নাই। হাওলদার তাহাদের বন্দুক তুলিতে আদেশ করিলে তাহারা শান্ত হইল। সেই সময় তাহারা একটু আধটু এঘর ওঘর করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রাজা ও তিনটি প্রকরণ।

কোন সময় এক রাজা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামস্থ লোকেরা রাজাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার মনোরঞ্জনার্থে অনেক প্রকার তামাসা ও আমোদ প্রমোদ

করিল। পাঠশালার ছেলেরা অভ্যর্থনা সূচক গীত গাহিয়া তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিল। যখন তিনি পথি মধ্যে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, লোকেরা উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। বালকেরা তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতেও লাগিল।

এক দিন তিনি পাঠশালা দেখিতে গেলেন। ছাত্রদের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিলেন। দুই চারি জনের পাঠ শ্রবণ করিলেন। কাহারও কাহারও অনুশীলন (Exercise book) পুস্তক দেখিতে চাহিলেন এবং শিক্ষকদিগকে ছাত্রদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। রাজা ছাত্রদের বিদ্যা বিষয়ে অধ্যবসায় দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

তৎপরে রাজা শিক্ষকদিগকে বলিলেন, আমি ছাত্রদের দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

নিকটে একটী টেবিল ছিল, তদুপরি কতক গুলি কমলালেবু ছিল। রাজা একটী লেবু হস্তে করিয়া বলিলেন,—বল দেখি এইটী কোন প্রকরণের? (Kingdom)

তাহাতে একটী ছোট বালিকা বলিল, উহা উদ্ভিজ্জ প্রকরণের। (Vegetable Kingdom)

তৎপরে রাজা পকেট হইতে একটী ছুরী বাহির করিয়া বলিলেন,—বল দেখি এটী কোন্ প্রকরণের? তাহাতে সে বলিল, খনিজ প্রকরণের। (Mineral Kingdom)

তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি—আমি কোন্ প্রকরণের? রাজা ভাবিয়াছিলেন, সে অবশ্য বলিবে 'প্রাণি প্রকরণের' (Animal Kingdom) কিন্তু বালিকাটী ভাবিল, আমি কি করিয়া রাজাকে 'প্রাণী প্রকরণের' (Animal Kingdom) বলিয়া নির্ব্বাচন করিব। সে রাজাকে কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

রাজা তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—বল না, ভয় কি, ভুলিয়া গিয়াছ? বল বল।

রাজার এই রূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া বালিকাটী একটু সাহস প্রাপ্ত হইল। সে বলিল, 'আপনি স্বর্গ রাজ্যের' (Kingdom of heaven) রাজা তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সেই শিশুর কথায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল তিনি বলিলেন—ঈশ্বর করুন যেন আমি সেই রাজ্যের উপযুক্ত হই!

ইংরাজি শিক্ষা।

ইদানীং বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। সকলেই ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা, ইংরাজি আচার ব্যবহার লইয়াই ব্যস্ত। বিলাত ফেরৎ যুবকবৃন্দেরা কোট হ্যাট ভিন্ন প্রায় বাহিরে যান না। ইহা তাঁহাদের যেন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হইয়া

পড়িয়াছে। কোন স্থানে একটী সভা হইবে, ইংরাজিতে করিতে হইবে। সভার কার্য্য বিবরণ ইংরাজিতে লিখিতে হইবে ; কি গৃহে কি বাহিরে সকল স্থানেই ইংরাজি চাল চলন করিতে হইবে। যাহা হউক, এ সকল বাঙ্গালীর উন্নতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি না তাহা সন্দেহ স্থল।

দুঃখের বিষয় এই যে, মহাত্মারা এই সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। একজন যুবককে কোন স্থানে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলিলে, তিনি বলিলেন, "আমার বাঙ্গালাতে ভাল চিন্তা (thoughts) আসে না, যদি ইংরাজিতে হয় তাহা হইলে সুবিধা হইবে" ইত্যাদি।

মাতৃভাষার এ কি অপমান! আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, ইংরাজি শিক্ষা আমাদের যেমন উপকার করিতেছে, তদ্রূপ অপকারও করিতেছে। আমি ইংরাজি ভাষার দোষ দিতেছি না, আমি ব্যক্তিগত দোষের কথা বলিতেছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এ বিষয়ে আমরা কাহাকে দোষী করিতে পারি? যুবক বা তাহাদের গুরুগণ কে? যুবকবৃন্দের আমরা দোষ দিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, তাহারা যেমন শিক্ষা পাইবে তদ্রূপ করিবে। দেখা গিয়াছে, ইংরাজিতে কথা কহিব, হিন্দুস্থানীতে কথা কহিব, কিন্তু ভুলিয়াও বাঙ্গালাতে কথা কহিব না, এই রূপ ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। পিতা মাতারা যদি সন্তানের সহিত বাঙ্গালাতে কথা কহেন, তাহা হইলে সন্তান কখনই পর ভাষাতে কথা কহিবে না। কোন সময় একজন সাহেব কথায় কথায় একজন বাঙ্গালীকে একটি কথার বাঙ্গালা অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন, 'আমি বলিতে পারিলাম না।' সাহেব বলিলেন, 'কি? তুমি বাঙ্গালী হইয়া ইহার বাঙ্গালা অর্থ জান না?' তিনি বলিলেন, 'আমি কখন বাঙ্গালা শিক্ষা করি নাই। ছোট বেলা হইতে ইংরাজি শিখিয়াছি।' সাহেব বলিলেন,—"ইহা বড় আশ্চর্য্য যে তুমি প্রথমে মাতৃ ভাষা শিক্ষা না করিয়া একবারে ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছ। আমাদের দেশের রীতি এ প্রকার নহে, আমরা প্রথমে মাতৃভাষা শিক্ষা করি, পরে পরভাষা শিক্ষা করিয়া থাকি।" কি লজ্জার কথা! ধন্য বাঙ্গালী! তুমি নিজ ভাষা অপেক্ষা পর ভাষার অধিক আদর করিয়া থাক।

তুমি কি কোন ইংরাজকে ইংরাজিতে কথা না কহিয়া লাটিন বা গ্রীক ভাষাতে কথা কহিতে শুনিয়াছ? যখনই দুইজন এক জাতীয় লোকে একত্রিত হয়, তখনই তাহারা নিজ ভাষাতে কথা কহিয়া থাকে। এমন কি আমাদের দেশের কৃতবিদ্য হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে দেখুন, যাঁহারা বিলাত দেখেন নাই তাহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের গায়ে একটু বিলাতি বাতাস লাগিয়াছে, তাঁ-

হারা বাঙ্গালায় কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

বলুন দেখি শিশিরো কি গ্রীক ভাষায় তাঁহার লোকদিগের কাছে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, না ডিমস্থিনিস লাটিনে কথা কহিতেন? কিম্বা ইংরাজ ফরাশি ভাষায় পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করে?

শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে, আমাদের আজ কালের ছেলেরা অধিকাংশই প্রথমে পরভাষা শিক্ষা করিতেছে এবং এ বিষয় তাহাদের গুরুগণও যথেষ্ট উৎসাহও দিয়া থাকেন। এই প্রকার অবস্থা উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালীদিগেরই মধ্যে অধিক।

এক্ষণে কোন কোন স্কুলে গ্রীক, লাটিন পাঠ করা হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই সকল বালকেরা গ্রীক বা লাটিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশের কি উপকার করিবে? গ্রীক, লাটিন শিক্ষা করিলে ইংরাজি ভাষায় যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। বুঝিলাম ছেলেরা ইংরাজি শিক্ষা করিল। শুদ্ধ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া তাহারা দেশের কি উপকার করিবে? তুমি বলিতে পার তাহারা অল্প অল্প বাঙ্গালা জানে তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু আমি বলি তাহারা যে বাঙ্গালা বলিবে বা লিখিবে, তাহা সাহেবী বাঙ্গালা অথবা খ্রীষ্টানি বাঙ্গালা বলিয়া পরিচিত হইবে। যদ্রূপ অশুদ্ধ ইংরাজি বলিলে সাহেবেরা বলিয়া থাকেন ইহা 'ব্যাবু ইংলিস্।'

বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালাতে হইয়া ভাব যত উত্তম রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইংরাজিতে তত করা যাইতে পারে না। তবে কেহ কেহ যদ্যপি আমাদের বাবু ইংরাজদের ন্যায় বিলাতি জন্মসত্ব (birth right) ক্রয় করিতে পারেন তাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। একজন বিখ্যাত ইংরাজ কবি এই কথা কহেন ;—

"I twine my hopes of being remembered in my line with my land's language ;—"

প্রত্যেকের উচিত এই কথা গুলি আপনার অন্তরে লিখিয়া রাখা। মাতৃভাষা বা দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা সকল বাঙ্গালীরই উচিত। যদ্রূপ লাটিন ও গ্রীক শিক্ষা করিলে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংস্কৃত ভাষা অল্প শিক্ষা করিলে বাঙ্গালা ভাষারও যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলেও দেশের অন্যান্য ভাষা শীঘ্রই শিখিতে পারা যায়। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ তাহা পড়িয়া স্বদেশ বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিবে। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্, মক্ষমূলার, বিশপ কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডাক্তার মিল্, প্রভৃতি লোকে বিদেশীয় হইয়া আমাদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন ও অনেক গুলি পুস্তক ভাষান্তরিকৃত করিয়াছেন। অনেকে তাহা পাঠ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান

করেন। আমরা বাঙ্গালী হইয়া কেন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিব না ?

কবি বলেন ;—

প্রথমে শুন গো মাতা দেশভাষা সতি।
তোমা বিনে নরের কি হইবে গতি ॥
তোমার সাধনে স্ফুরে ত্বরায় প্রজ্ঞান।
তোমার সাধনে স্ফুরে ত্বরায় বিজ্ঞান ॥
পরকীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি হওয়া দায়।
তবে জ্ঞান লাভ হবে কেথনে ত্বরায় ॥
জ্ঞানের কারণে ভাষা হয়েছে কেবল।
জ্ঞান না জন্মিলে তায় বল কিবা ফল ॥
ভাষা শুধু জ্ঞান-গৃহ-দ্বারের সমান।
দ্বার পার না হইলে কেবা পায় জ্ঞান ॥
হইতে দুরায় পার যদি কাল যায়।
তবে কবে জ্ঞানলাভ হবে হায় হায় ॥
কত ক্লেশ পরভাষা দুয়ার চিনিতে।
তবে কবে হবে পার না পারি বুঝিতে ॥
চেনা আছে সকলের দেশ-ভাষা-দ্বার।
কাজে ২ অল্পায়াসে হতে পারে পার ॥
এই দ্বার পার হয়ে যতেক ধীমান।
নিত্য সুখী হয় পেয়ে বিজ্ঞান প্রজ্ঞান ॥
যদি তোমা প্রতি রাগ থাকে সবাকার।
আরো কতরূপ বাড়ে জননী তোমার ॥
গ্রন্থকার সকলে বিবিধ রেখায়।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী করে তোমারে ত্বরায় ॥
অন্য ভাষা ভজে যেবা ত্যজিয়ে তোমারে।
তার জ্ঞান হওয়া ভার এ সংসারে ॥
কেবল সে অবোধের দেখি গো নিয়ত।
লাভ হয় সে জাতির আছে দোষ যত ॥
তাই বলি আগে করি তোমারে ভজনা।
তার পরে পরভাষা করুক সাধনা ॥
তবেই হৃদয় জ্ঞান রত্ন পূর্ণ হয়।
স্বরগ-সম্পদ তার সুখে করে ক্রয় ॥

উপরি উক্ত কবিতা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে প্রথমে নিজ ভাষা শিক্ষা করিয়া পরে পর-ভাষা শিক্ষা করা উচিত। সংস্কৃত ভাষা মূল ভাষা অতএব প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ও তৎসঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা বিধেয় বোধ হয়।

বিশেষতঃ যাঁহারা পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন বা করিবেন তাহাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ হিন্দু শাস্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত না জানিলে কখনই কেহ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কোন জাতি নাই যাহারা মাতৃ ভাষার হতাদর করিয়া পরভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় খ্রীষ্টানেরা এবং বিলাত ফেরত হিন্দু বা ব্রাহ্মদের মধ্যে এই দোষ অধিক পরিমাণে দৃশ্য হইয়া থাকে।

এই দোষ অপনীত করা সকলের উচিত এবং যে যে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠ হয় না, ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সেই সেই বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গীয় খ্রীষ্টানদের অশেষ উপকার করিবেন।

খ্রীঃ-

বালিকা ও পক্ষী।

(উদ্ধৃত)

১

এস পাখী, এস পাখী আমার নিকটে
রাখিব তোমায় আমি সোণার পিঞ্জরে
সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়া আনিয়া
আরো মিষ্ট ফল দিব আদর করিয়া।

২

"শত শত ধন্যবাদ দিতেছি তোমায়
সুন্দর ফল ও মূলে কোন কাজ নাই,
মম অতি ক্ষুদ্র নীড় বৃক্ষের উপরে
শত গুণে ভাল বাসি স্বর্ণপিঞ্জর চেয়ে।

৩

এস পাখী এস পাখী, যেওনা কোথায়
বরফ পড়িছে হায়! সবার মাথায়
বৃক্ষগুলি লুকাইছে তাহার ভিতরে
থাকিবে কোথায় বল? এস মোর কাছে।

৪

"না গো আমি চলিলাম এমন বিদেশে
যথায় সবুজ ঘাস সদা থাকে মাঠে
যখন বসন্ত হেথা আবার আসিবে
তখন আমার গীত পুনশ্চ শুনিবে।"

৫

এস পাখী, এস পাখী—আমারই কাছে
অভুখা গিরির পথ কেমনে চিনিবে?
অবোধ তুইরে পাখী, মরিবি তুই রে
না আসিলে মম কাছে, পথ হারাইয়ে।

৬

"না গো তুমি হইও না ব্যস্ত মোর তরে
ঈশ্বর মোরে চালাইবেন পর্ব্বতোপরে
স্বাধীন করিছেন তিনি জীবন দিয়ে
তবে কেন রব, বল, খাঁচার ভিতরে?"

(প্রেরিত পত্র।)

নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটি নিজ পত্রিকায় স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রতীতি বাক্য বলিবার সময় আমি কেন পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি?

১। জগত ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, আকাশ মণ্ডলে জ্যোতির্গণ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় অসীম জ্ঞান ও শক্তির অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্যোতির্গণ মধ্যে সূর্য্য অতিশয় বৃহৎ, তেজোময় ও আশ্চর্য্য পদার্থ। এই সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বদিগে উদিত হইয়া ধরাতলকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত ও ইহার অন্ধকার দূরীভুত করিতে থাকে। তৎকালে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক বরং তাঁহার অসীম জ্ঞান ও অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল স্মৃতি পথারূঢ় হওয়াতে বিস্মিত হইয়া থাকি। অধিকন্তু আমার স্মরণ হয়, এই সূর্য্য যেমন পূর্ব্ব দিকে উদয় হইয়া জগতের অন্ধকার দূর ও তন্নিবাসীদিগকে আলোক দানে পুলকিত করিয়া থাকে, তেমনি আমার পরিত্রাতা ধর্ম্ম সূর্য্য প্রভু য়েশু, পাপান্ধকারে

পরিপূরিত এই জগতে উদয় হইয়া শয়তানের কার্য্য ধ্বংস ও আদম বংশকে ধর্ম্মালোকদানে আলোকময় করিয়াছেন, অতএব এক পক্ষে তাঁহার অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টি কৌশল এবং অন্য পক্ষে পাপির প্রতি তাঁহার অপার করুণা স্মরণ করিয়া আমি পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

২। সূর্য্য স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার নিরূপিত কার্য্য সমাধা করিয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইয়া থাকে, কিন্তু অস্ত কালের জন্যে অন্তর্হিত হয় না। নিশ্চয় জানি কয়েক ঘণ্টা পরেই পুনরায় পূর্ব্ব দিকে উদিত হইবে, তদ্রূপ জগৎত্রাতা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় পিতার অভিষ্ট সাধন করতঃ স্বর্গে গমন করিয়াছেন; আমার পাপ চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু নিশ্চয় বিশ্বাস করি, জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে তিনি পুনরায় আসিবেন। এক দিন তিনি পৃথিবীতে দাঁড়াইবেন এবং যদ্যপি আমার মাংস ক্ষয় ও কীট দ্বারা ভক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমার চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিবে এই বিশ্বাসে আমি পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

৩। ঈশ্বরের সৃষ্ট অত্যাশ্চর্য্য গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষে অবিরত পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। চিন্তা করিলে স্মরণ হয়, যে ইহাদের ন্যায় আমারও গতি আছে। ইহারা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে কিন্তু আমি, ক্ষয়নীয়, পাপ ও দুঃখ পূর্ণ জগৎ হইতে অনন্ত সুখ ধাম স্বর্গের দিকে ধাবিত হইতেছি। সাধু পৌল বলেন,—তোমরা যাহাতে পণ পাইতে পার এমত রূপে দৌড়। অতএব আমিও দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনা লক্ষ্যে দৌড়ি না, ইহা স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

৪। প্রহরী রাত্রি জাগরণ করিয়া বিশ্রাম লাভের প্রত্যাশায় ব্যগ্রচিত্তে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। প্রভু আমাকে, আমার হস্তে সমর্পিত তাঁহার লোকদের ও আমার নিজ আত্মার উপরে প্রহরী রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন ও জাগ্রৎ থাকিয়া সতত প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি প্রভুর অপেক্ষাতে আছি। হরিণ যেমন জল স্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি আমার প্রাণ প্রভুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। আমি বিশ্বাস করি আমাকে বিশ্রাম দান করিতে প্রভু পূর্ব্ব দিক হইতে ত্বরায় আসিবেন। অতএব আমি সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

৫। পীড়িত ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি পীড়ায় ক্লেশ ভোগ করিয়া কেমন ব্যাকুলতার সহিত পূর্ব্ব দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, কখন সূর্য্য উদয় হইবে? আমি পাপ রোগে রোগগ্রস্ত শয়তান, জগত ও শারীরিক অভিলাষের সহিত যুদ্ধ করিয়া ও বার বার পরাজিত হইয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু বিশ্বাস করি আমাকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি দান করিতে প্রভুর আগমন

হইবে এই আশাতে আমি পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

৬। পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকি, ঈশ্বর আদি পিতা মাতাকে সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ব দিকে এদন নামক রম্য বাগানে রাখিয়াছিলেন। তথায় পবিত্র ঈশ্বরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ও নিজ বংশকে পাপ মৃত্যুর অধীন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর অসীম প্রেম প্রকাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নারীর বংশ সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবে। সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হইলে সর্ব্বজন অভিলষিত, প্রতিজ্ঞাত ও নর বংশের পরিত্রাতা মশিহ পূর্ব্ব দেশে অবতীর্ণ হইলেন, তথায় পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ব্ভস্থ হইলেন, কুমারী মারিয়া হইতে জন্মিলেন, পণ্তীয় পিলাতের অধীনে দুঃখ ভোগ করিলেন, ক্রুশার্পিত, মৃত ও কবরস্থ হইলেন, পরলোকে নামিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন। স্বর্গে আরোহণ করিলেন। এই সমস্ত আলোচিত ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

৭। আমি ইহা পাঠ করিয়া থাকি, সেই পূর্ব্ব দেশে পেণ্টিকষ্ট পর্ব্বে, শিষ্য বর্গের উপর পবিত্র আত্মা আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে নানা ভাষাতে কথা কহিতে শক্তি দান করিয়াছিলেন। সেই দিবসেই আমাদের মাতৃ স্বরূপা মণ্ডলির জন্ম হয়, অতএব সেই দিন ও তৎকালীন ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

৮। দানিয়েল যেরুশালেমের দিকে দ্বার মুক্ত করিয়া প্রার্থনা করিতেন, কারণ তথায় ঈশ্বরের মন্দির স্থাপিত ছিল। কিন্তু প্রথম মন্দির অপেক্ষা দ্বিতীয় মন্দির অধিক প্রতাপান্বিত হইয়াছে, কারণ আমরা যাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি অকস্মাৎ সেই মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা মনে আন্দোলন করিয়া আমি পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

৯। প্রভু বলিয়াছেন, পূর্ব্ব দিক হইতে তাঁহার দ্বিতীয় আগমন হইবে। (মথি ২৪। ২৭) এই বিশ্বাসে তাঁহার লোকেরা সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে মৃতদিগের পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া সমাধি করিয়া থাকেন। প্রভু জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে পূর্ব্ব দিগ হইতে আসিবেন, এই বিশ্বাসে আমি সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি এবং কহিয়া থাকি, হে প্রভো য়েশু ত্বরায় আইস।

১০। মণ্ডলী স্থির করিয়াছেন যে, প্রভুর ভোজনের মেজ ভজনালয়ের পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত হইবে। সেই মেজের উপর ত্রাণকর্ত্তার শরীর ও রক্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ও তিনি তাহাতে উপস্থিত থাকেন, অতএব আমি প্রভুর মৃত্যু ও পবিত্র সেক্রামেণ্টের উপকারিতা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ মনে ও ধন্যবাদ পুর্ব্বক সেই

পবিত্র মেজের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

১১। মণ্ডলীর পিতৃগণ, সাধুগণ ও সাক্ষীগণ প্রভু হইতে শক্তি পাইয়া, শয়তান, জগত ও পাপের উপরে জয়ী হইয়া এই সংসার রূপ তরঙ্গের উপর দিয়া গমন করতঃ অনন্ত সুখধামে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতীতি বাক্য বলিবার সময় পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।

১৩। প্রতীতি বাক্য বলিবার সময় পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরান উচিত। ইহা মণ্ডলী বিহিত বোধ করিয়াছেন। মণ্ডলীর আদেশ ও পরামর্শ সর্ব্বদা আমার পালনীয় ও গ্রহণীয়, অতএব আমি পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

১৩। ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সুচারু রূপে সম্পাদন করিতে সাধু পৌল আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতীতি বাক্য বলিবার সময় যদি এক জন পূর্ব্ব দিকে অন্য জন পশ্চিম দিকে, একজন উত্তর ও অন্য জন দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এই বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থে, সৈন্যাধ্যক্ষ ঈশ্বরের এক দল সেনার ন্যায় আমরা সকলে পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকি।

এলাহাবাদ।
আগষ্ট ১৮৮৭। } চর্চ্চম্যান

কোলজাতির ইতিবৃত্ত।

(প্রাপ্ত)

ছোট নাগপুরে কোলদিগের আগমন।

(খ্রীষ্টীয় বান্ধব)

কোলেরা, মুন্দা ও উরাও এই দুই ভাগে বিভক্ত। কথিত হইয়াছে যে, উহারা বহুকালাবধি ছোট নাগপুরের অধিবাসী। কোন্ সময়ে কোথা হইতে উহারা এই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সঠীক বিবরণ অদ্যাপি কেহই অবধারণে সক্ষম হন নাই; তবে এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, মুন্দারা দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক হইতে এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে (১)। মুন্দাদের অধিককাল বিলম্বে

(১) কোলদের মধ্যে প্রবাদ আছে, "জলাশ্রয়ে বাস।" পার্ব্বত্য প্রদেশে হ্রদাদি জলাশয় নাই এবং নদীর জলও স্থায়ী নহে, সুতরাং জলকষ্ট হইয়া থাকে। যদিও স্থানে স্থানে নদী ও নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়, তথাচ তাহার জল বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়। এই সকল কারণে স্থায়ী নির্ঝরও বিশেষ নদী দেখিয়া তাহারা বাস করিয়া আসিতেছে। মুন্দা কোলেরা দামুন্দার নদী দেখিয়া, তাহার উভয় কুলে বসতি করিয়াছিল, এই কারণে ইহার নাম দা-মুন্দার হইয়াছে। অনেকের সংস্কার আছে যে, এই নদীর সংস্কৃত নাম দামোদর; কিন্তু সেটী

উরাওঁ জাতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশ আসিয়া ছোট নাগপুরের পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে বাস করে (২)। উরাওঁদের এ অঞ্চলে আগমন সম্বন্ধে অনেকানেক কিম্বদন্তী আছে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, প্রথমতঃ শোন নদীর উত্তরাঞ্চলের উপত্যকামালায় তাহাদিগের বাসস্থান ছিল; তত্রত্য মহারণ্য মধ্যে তাহাদিগের রাজা অতি প্রাচীন রোটস্ নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; এক্ষণে তাহা মির্জ্জাপুর জেলার অন্তর্গত। আর্য্যবংশ-সম্ভূত ক্ষত্রীয় রাজগণের অত্যাচারে ও ব্রাহ্মণবর্গের কঠোর উৎপীড়নে তাহারা প্রপীড়িত হইয়া আপনাদিগের বাসভূমি পরিত্যাগ করতঃ দামুদারের উভয় কূলে আসিয়া বাস করে। ইহাদিগের বিষয়ে শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ছোট নাগপুরে তাহাদিগের ৫২ পুরুষ গত হইয়াছে। যে সময় কোলজাতি এতদ্দেশে আগমন করে, তখন ইহা নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ ও ভূমি নিতান্ত বন্ধুর ছিল। তাহারা কায়িক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া দেশটী বাসোপযোগী ও কৃষি কার্য্যের অনুরূপ করিয়া তুলে। কেবল তাহাদেরই যত্নের গুণে উর্ব্বরা ক্ষেত্র, সুদীর্ঘ উদ্যান ও মনোহর দৃশ্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইরাছে। তাহারা বিপিনবিহারী শার্দ্দুল ভল্লুকাদি হিংস্রক জন্তু সকল বিনষ্ট করিয়া বিদেশীয় রাজগণের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করত অনেক বার শান্তি ও কুশল স্থাপন করিয়াছে; অধিকন্তু স্বদেশের উন্নতি কল্পে পুরুষ পরম্পরায় ক্রমান্বয়ে যত্ন পাইয়া আসিয়াছে। এই সকল কারণেই তাহারা আপনাদিগকে ছোট নাগপুরের ভূম্যাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেয় (৩)। ইহারা অতি প্রাচীন কালাবধি পরম্পরাগত প্রথানুসারে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা স্বরূপ মানকি (৪) ও মুন্দার অধীনে (৫) সকলেই কাল-

অতিশয় ভ্রম। দা শব্দে কোল ভাষায় জলকে বুঝায় এবং মুন্দার কথার অর্থ মুন্দাদের; অতএব এই নদীর নাম "মুন্দাদের জল।"

(২) এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, উরাওঁজাতি দামুন্দার অঞ্চল হইতে মুন্দাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, এই কারণ ছোট নাগপুরের দক্ষিণাংশে ইহাদের বাস।

(৩) মানভূম জেলায় ভূমিজ ও ভুঁয়া দুই শ্রেণীর কোলজাতীয় লোক বাস করে।

(৪) প্রবীণ ও সম্মানিত লোক অর্থাৎ সর্দ্দারকে উহারা মানকি বলে। তাহারা কালে এক এক পরগণার অধিকারী হইয়াছে। দশশালা বন্দোবস্তে তাহারা শিকমি জমিদার বলিয়া গণ্য। মানকিরা দেশ শাসন, রক্ষণ ও বিবাদ ভঞ্জন করিত।

(৫) মুন্দা শব্দের অপভ্রংশে এই শ্রেণীর মুণ্ডা নাম ব্যবহার হয়। ইহারা

যাপন করিয়া আসিতেছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, স্থানীয় শাসনকর্ত্তা থাকিলেও ভূমি সমুদায় কখনই এক ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় নাই; সর্ব্বসাধারণেরই উহাতে সমভাবে স্বত্বাধিকার ছিল।

গ্রাম্য সভা, সাধারণ সমাজ এবং বিরাট সমিতি বিবাদাদি মীমাংসার স্থল ছিল; সভায় ও সমাজে কাহারও প্রতি অবিচার হইলে, সমিতিতে তাহার পুনর্ব্বিচার অর্থাৎ বিচারের বিচার হইত; এরূপ সৎপ্রথা ও সুনিয়ম থাকা সত্ত্বেও তাহারা মুন্দা বংশ সম্ভূত এক ব্যক্তিকে আপনাদিগের রাজা বলিয়া মনোনীত করিয়াছিল। কোলদের নির্ম্মিত ক্ষেত্র দুই অংশে বিভক্ত; প্রথমাংশের নাম রাজস্। ইহা রাজাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ভূমি হইতে রাজা রাজকর সংগ্রহ করিয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহ, রাজপুরুষগণের বেতন দান ও যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। দ্বিতীয়াংশ ক্ষেত্র ভুঁইহারি বলিয়া খ্যাত, এই প্রসিদ্ধ ভূমিই প্রজার নিজস্ব সম্পত্তি এবং নিষ্কর (৬) প্রথমে রাজস্ জমির রাজকর স্বরূপ ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের অংশ দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তদ্দেশ ইংরাজ-রাজের অধিকার হওয়ায় সেই প্রথা রহিত হইয়া মুদ্রা প্রদানের বিধান হয়। তৎকালে রাজা যদি স্বয়ং কোন ক্ষেত্র চাষ করিতেন, তাহা হইলে কৃষকের পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ এক খণ্ড নিষ্কর জমি তাহাকে দিতেন; তাহারই নাম বেগারি জমি। রাজকর্ম্মচারী কর সংগ্রাহক অথবা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ যিনি গ্রামে থাকিয়া রাজকার্য্য করেন, তাঁহার নাম মাঝি; মাঝির জন্য যে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে মাঝিরাস্ কহে (৭)। ইহা ব্যতীত আরও প্রত্যেক গ্রামের অর্দ্ধেক ভূমি দান করিয়াছিল। যে অংশ তাহাদের নিজস্ব রহিল, তাহাই ভুমিহারি। জাত্যংশে যে ব্যক্তি কোল, সে প্রবাসে থাকিলেও আপন ভুমিহারি জমি বিস্মৃত হয় না। প্রবাসী কোলের মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ তথায় আনিয়া সমাধি দেয়; অথবা অস্থি এবং ভস্মনীত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের সমাধি ক্ষেত্রে তাহা প্রোথিত করা হয়। ইহাই তাহাদের গ্রাম্য সমাজ ও ভুমিহারীর নিদর্শন।

এক বা ততোধিক গ্রামের অধিকারী ও ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তা।

(৬) কোলেরা জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া যে ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করে, তাহার নাম খুটকাটি; তাহারা এক জনকে রাজা মনোনীত করায় তাঁহার প্রতিপালন ও রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য

(৭) এক্ষণে গ্রামের ঠিকাদার বা ইজারদার এই ভূমি ভোগ করেন; মানভূম জেলায় এই জমিকে মানজমি বলে, মান শব্দের অর্থ পরিমাণ অর্থাৎ যে ভূমির মাপ করা হইয়াছে: কেহ কেহ বলেন যে, রাজপ্রতিনিধির বেতন

এক এক খণ্ড নিষ্কর ভূমি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার নাম ভূতক্ষেত (৮)।

ছোট নাগপুরের রাজগোষ্ঠি উত্তরোত্তর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া, উক্ত ভূসম্পত্তি আপনাদিগের হস্তগত বা করায়ত্ত করিয়াছিলেন; কোন কোন স্থলে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কোলেরা বহুকালাবধি এই সকল ভূমি নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল; কালক্রমে নাগ বংশীয় রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া হিন্দি ভাষা (দেবনাগরি) শিক্ষা ও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহাদিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের মহাকর্তৃত্ব জন্মিল, এবং সেই নাগবংশীয় রাজাদিগকে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই কারণেই বেহার ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানা জনপদ হইতে অনেকানেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বণিক প্রভৃতি লোকেরা আসিয়া ছোট নাগপুরে প্রবেশ করিল। এবম্বিধ কয়েকটী কারণে লোকদের প্রাধান্যের খর্ব্ব হইতে লাগিল, তথাচ তাহাদিগের ভূমির সত্বের উপর কেহই কখন হস্তার্পণ করে নাই। কোলজাতীয় লোকেরা স্বভাবতঃ নিরীহ ও সরলচিত্ত লোক, তাহারা সহসা কাহারও উপর অত্যাচার করিতে কিম্বা প্রতিহিংসা করিতে উদ্যত হয় না; তবে লোকদের মুখে শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, যখন জমীদারেরা তাহাদিগের প্রতি অকথ্য উৎপীড়ন করিতেছিল, তখন যদি ইংরাজ-রাজপুরুষগণের আদেশ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা জমিদারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত।

না বলিয়া তাঁহার নাম অর্থাৎ সম্মানের নিমিত্ত ইহা দত্ত হওয়ায় এই রূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু প্রত্যেক গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিই মানজমি হইয়া থাকে।

(৮) গ্রামের প্রান্ত সীমায় এক খণ্ড পতিত ভূমি আছে; তথায় গ্রাম্য দেবতা বা প্রেতের অধিষ্ঠান। এই স্থানে ভূতের ভয়ে, কেহই গোচারণ করে না, এমন কি, তথায় যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার পত্র চয়ন করিতে লোকে ভয় করে। প্রেতদের নিমিত্ত তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর আছে; তন্মধ্যে সিন্দুর রঞ্জিত প্রস্তর ভূতের প্রতিমূর্ত্তি। সেই স্থানে যে সকল উপদেবতা আছে তন্মধ্যে কুদরা ও কুদরি প্রধান। তাহারা মনুষ্যকে নানাবিধ পীড়া, দুঃখ ও ক্লেশ দিয়া মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। পৃথিবীতে মহামারি ও দুর্ভিক্ষ্য আনে, এই জন্য তাহাদের সেবা করিতে হয়।

ক্রমশঃ।

খৃষ্টাব্দ	এপিফনির পর রবিবার	সেপ্টুএজেসিমা রবিবার		মহোপবাসের প্রথম দিন		পুনরুত্থান দিন		বিনতি রবিবার		আরোহণ দিন		পঞ্চাশ পর্ব্ব		ত্রিত্বের পর রবিবার	আগমন রবিবার	
১৮৮৬	৬.........	ফেব্রু	২১	মার্চ্চ	১০	এপ্রেল	২৫	মে	৩০	জুন	৩	জুন	১৩	২২	নবেঃ	২৮
১৮৮৭	৪.........	,,	৬	ফেব্রু	২৩	,,	১০	,,	১৫	মে	১৯	মে	২৯	২৪	,,	২৭
১৮৮৮	৩.........	জানু	২৯	,,	১৫	,,	১	,,	৬	,,	১০	,,	২০	২৩	ডিঃ	২
১৮৮৯	৫.........	ফেব্রু	১৭	মার্চ্চ	৬	,,	২১	,,	২৬	,,	৩০	জুন	৯	২৩	,,	১
১৮৯০	৩.........	,,	২	ফেব্রু	১৯	,,	৬	,,	১১	,,	১৫	মে	২৫	২৫	নবেঃ	৩০
১৮৯১	২.........	জানু	২৫	,,	১১	মার্চ্চ	২৯	,,	৩	,,	৭	,,	১৭	২৬	,,	২৯
১৮৯২	৫.........	ফেব্রু	১৪	মার্চ্চ	২	এপ্রেল	১৭	,,	২২	,,	২৬	জুন	৫	২৩	,,	২৭
১৮৯৩	৩.........	জানু	২৯	ফেব্রু	১৫	,,	২	,,	৭	,,	১১	মে	২১	২৬	ডিঃ	৩
১৮৯৪	২.........	,,	২১	,,	৭	মার্চ্চ	২৫	এপ্রেল	২৯	,,	৩	,,	১৩	২৭	,,	২
১৮৯৫	৪.........	ফেব্রু	১০	,,	২৭	এপ্রেল	১৪	মে	১৯	,,	২৩	জুন	২	২৪	,,	১
১৮৯৬	৩.........	,,	২	,,	১৯	,,	৫	,,	১০	,,	১৪	মে	২৪	২৫	নবেঃ	২৯
১৮৯৭	৫.........	,,	১৪	মার্চ্চ	৩	,,	১৮	,,	২৩	,,	২৭	জুন	৬	২৩	,,	২৮
১৮৯৮	৪.........	,,	৬	ফেব্রু	২৩	,,	১০	,,	১৫	,,	১৯	মে	২৯	২৪	,,	২৭
১৮৯৯	৩.........	জানু	২৯	,,	১৫	,,	২	,,	৭	,,	১১	,,	২১	২৬	ডিঃ	৩
১৯০০	৫.........	ফেব্রু	১১	,,	২৮	,,	১৫	,,	২০	,,	২৪	জুন	৩	২৪	,,	২